প্রকাশক :
প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী :
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

আজ যখন সাধক কবি তুলসীদাসের অমর রামায়ণখানিই শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে বাঙলার জনসাধারণের কাছে নিবেদন করে দিলাম তখন অন্য কোন নিবেদন আমাদের থাকতে পারে না।

তুলসীদাসের রামায়ণ আজ প্রায় চারশো বছর যাবৎ ঘরে ঘরে আদৃত হয়ে আসছে, হৃদয়ে হৃদয়ে অভ্যর্থিত এবং ঘাটে, মাঠে, তরুতলে, আসরে ও মঞ্চে গীত ও শ্রুত হয়ে আসছে। ভাবের আবেদন যেখানে, যেখানে উপলব্ধির আনন্দ, ভাষার বন্ধন সেখানে কোন বাধাই সৃষ্টি করেনি। তারপর এ-যুগের কৃত্তিবাসেরা এগিয়ে এসেছেন, ভাষার প্রাচীরও ভেঙে পড়েছে—আমাদের গৃহাঙ্গনেই রাম-কথার পুণ্যালোকে আমরা ধন্য হয়েছি। বাঙলায় তুলসীদাসের অনুবাদ একাধিক, কিন্তু আক্ষেপের কথা, সেই অধিকাংশ অনুবাদ গ্রন্থও বর্তমানে দুর্লভ—আমাদের এই দীনতম প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা সেইখানেই।

সম্পূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ দু'খণ্ডে সমাপ্য; বর্তমান খণ্ডে সাধক কবির রচিত অমূল্য দোহাবলীর একটি নির্বাচিত সঙ্কলনও যুক্ত হয়েছে। এই সব দোহার কিছু কিছু অবশ্য কবি তাঁর মূল রামায়ণেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গভীর ভাবদ্যোতনায় এবং কাব্য মহিমায় তুলসীদাসের দোহা যে কোন জাতির কাছেই অমূল্য সম্পদ।

নানাকারণে এই খণ্ডের প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে, এর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী; আশা করি, গ্রাহক গ্রাহিকার অকৃপণ সহযোগিতায় আমরা বঞ্চিত হব না।

যাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই প্রকাশনা সম্ভব হলো সেই জ্যোতিভূষণ চাকী মহোদয়ের নিকটে এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই; তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিরাট গ্রন্থের সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন।



সূচীপত্র

বালকাণ্ড :

দোহাবলী :

বাবা ও মার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

* * * * * * * * * * * * * ভূমিকা * * * * * * * * * * * * *

রামনাম মনি দীপ ধরু

আশ্চর্য এক আলোয় প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে যাঁরা ধরায় আসেন তুলসীদাস তাঁদেরই একজন। তিনি সাধক, তার চেয়ে বড়ো তিনি প্রেমিক।

শাসনযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়ে যখন সাধারণ মানুষ দিশেহারা, নানা মতের টানা-পোড়েনের সঙ্গে যখন একটা সত্যকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে মানুষ অন্ধকারে পথ খুঁজছে ঠিক সেই সময়েই আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এলেন সাধক তুলসীদাস। শোনালেন 'অস্তিত্বে'র অমোঘ বাণী, ভক্তির অমৃতহ্রদে অবগাহন করালেন সাধারণ মানুষকে, ডুব দিয়ে উঠে তারা হাতে পেল মুক্তো, সে মুক্তো হচ্ছে 'প্রত্যয়ের'।

এক সর্বপ্লাবী ভক্তির প্রভাবে অনৈক্য আর সংশয়ের আবর্জনা গেল ভেসে। আমি ক্ষুদ্র নই, তুচ্ছ নই, নিঃস্ব নই। রামনামের ধ্রুবতারা আমাকে পথ দেখাবে। ভক্তি আর প্রেমের আলোকে উচ্চনীচ নির্বিশেষে সবাই হল মিলিত। মন্ত্রের মতো সহস্রকণ্ঠে বাজল :

রামনাম মনি দীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহু জো চাহসি উজিয়ার।

আকবর দিগ্‌বিজয়ী বীর, কিন্তু তাঁরই রাজত্বে আর এক দিগ্‌বিজয় হয়ে গেল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্মিথ তুলসীদাসকে বলেছেন—the greatest man of his age in India—greater even than Akbar himself, inasmuch as the conquest of the hearts of the minds of millions of men and women affected by the poet was an achievement more lasting and important than any or all of the victories gained in war by the monarch.

(V. A. Smith. Akbar the great Mughal)

ভিনসেণ্ট স্মিথের উক্তিকে অতিশয়োক্তি মনে করার কোন কারণ নেই। (চারশো বছর পরেও রামচরিতমানসের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান।' একটা বড়ো ধরনের পাওয়া এতে না থাকলে তো এমনটা হয় না। 'আমি ঘাস হতে পারি কিন্তু শুকিয়ে মরব না, রামসিক্ত জমিতে মাথা তুলে আমি বাতাসে দুলব।' তুলসীদাসের একথা শুনে একজনের কথাই মনে পড়ে, তিনি রামকৃষ্ণ। সহজ কথায় মানবজীবনের এমন নিগূঢ় কথা রামকৃষ্ণই বলতেন। তুলসী মস্ত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যকে তিনি পরিণত করেছিলেন ভালোবাসায়—যে ভালোবাসায় সাধারণের মুখের ভাষা নিয়ে তিনি গেলেন তাদের

বুকের কাছে। কোন বিদেশী সমালোচক তাঁকে বলেছেন ভারতের এক বনস্পতি। ভুল বলেন নি তিনি। কিন্তু আমরা বলি তিনি গৃহস্থ-আঙিনার তুলসী। গৃহবধূ যেখানে মাটির প্রদীপ জ্বেলে দাঁড়ায়, তার সমস্ত মঙ্গলকাজে তার স্পর্শ মাখিয়ে রাখতে চায়। তুলসীদাস সত্যিই সর্বজনের নিকটতম মানুষ, তাঁর রামচরিতমানস একটি সর্বজনীন গ্রন্থ।

সুকুমার সেনের ভাষায়: সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারতীয় সাহিত্যের আর কোনও গ্রন্থ এতকাল ধরিয়া এত দেশ ব্যাপিয়া এত অধিকসংখ্যক পাঠক শ্রোতাকে আনন্দ দিয়া যুগপৎ সাহিত্য ও সংগীত রসের এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির জোগান দিয়া আসিতে পারে নাই। (ভারতকোষ)

নামকরণ

ভক্তদের মনোহংস বিহার করবে মানসসরোবরে। রামচরিত্রই সেই মানসসরোবর। এই মহাকাব্যের বিভাগগুলো তাই 'কাণ্ড' নয়, 'সোপান'। সাতটি সোপান বেয়ে নামতে হবে রামচরিত্ররূপ মানসসরোবরে।

তুলসীজীবনকথার উৎস

তুলসীদাসের গ্রন্থগুলোতে তার জীবন সম্বন্ধে কিছু প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলেও তা থেকে তাঁর জীবনের পূর্ণ পরিচয় পাবার কোন উপায় নেই।

তুলসীজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে পুরনো এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ বাবা বেণীমাধব দাসের লেখা গোসাঁই চরিত। বেণীমাধব তুলসীদাসের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর নিত্য সান্নিধ্যে থাকবার সুযোগ হয়েছিল তার। কিন্তু এখন সে পুঁথি পাবার কোন উপায় নেই। শুধু তার উল্লেখ আছে বাবু শিব সিংহ সেঙ্গারের লেখা 'শিব সিংহ সরোজে'।

নাভাদাসের লেখা ভক্তমাল গ্রন্থটি মূলতঃ তুলসীদাস-প্রশস্তি, ঠিক জীবনী নয়। এ বইটির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৫৮৫—১৬২৩ সাল। সাধক নাভাদাসের সঙ্গে তুলসীদাসের সাক্ষাৎ হয়েছিল বৃন্দাবনে।

নাভাদাসের শিষ্য প্রিয়দাসের লেখা ভক্তমালের টীকায় (রচনাকাল ১৭১২ সাল) তুলসীদাসের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির বর্ণনা আছে।

তুলসীদাসের জীবনী সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ 'মূল গোসাঁই চরিত'। এটি বেণীমাধব দাসের লেখা গোসাঁই চরিতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই বইটির রচনাকাল ১৭৮৯। এই বইটির তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে।

আধুনিক গবেষকদের মধ্যে স্যর জর্জ গ্রিয়র্সন তুলসীদাস সম্পর্কে গভীর গবেষণায় যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তুলসীদাসের জীবনীরচনায় তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তুলসীজীবনকথা

জন্মকাল : বেণীমাধব দাস তুলসীদাসের জন্মকাল ১৫৫৪ সংবৎ (অর্থাৎ ১৪৯৭ সাল) বলে উল্লেখ করেছেন।

পন্দ্রহ সৈঁ চৌবন বিসৈঁ কালিন্দী কে তীর।
শ্রাবন সুক্লা সত্তমী তুলসী ধরেউ শরীর॥

এই সময়টিকে গবেষকেরা গ্রহণ করেন না, কারণ এই সময়টিকে প্রামাণ্য বলে ধরলে তুলসীদাসের আয়ুষ্কাল ১২৬-১২৭ বছর হয়ে পড়ে। সাধুসন্তদের ক্ষেত্রে এই দীর্ঘ জীবন অসম্ভব না হলেও কতগুলি আভ্যন্তরীণ (গ্রন্থগত) সাক্ষ্য এর বিরোধী হয়ে পড়ে। অনেক অনুসন্ধানের পর পণ্ডিত রামগুলাম দ্বিবেদী তুলসীদাসের জন্মকাল ১৫৮৯ সংবৎ (অর্থাৎ ১৫৩২ সাল) বলে নির্দিষ্ট করেছেন। গ্রিয়ার্সনও এই মতকে সমর্থন করেছেন।

শিব সিং সরোজের 'শিব সিং সেঙ্গার' গ্রন্থে তুলসীদাসের জন্মকাল ১৫৮৩ সংবৎ (অর্থাৎ ১৫২৬ সাল) বলে উল্লিখিত। এই দুইটি তারিখের মধ্যে ব্যবধান খুবই সামান্য।

জন্মস্থান : তুলসীদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত। তবে বান্দা জেলার রাজাপুর গ্রামই যে তাঁর জন্মভূমি এই মতই গবেষকেরা সমর্থন করেন। তুলসী যমুনাতীরের একটি পরাসরগোত্রীয় ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান। লোকশ্রুতি অনুসারে তাঁর পিতার নাম আত্মারাম দুবে আর মাতার নাম হুলসী। মায়ের নাম যে হুলসী তুলসীদাসের লেখাতেই তার উল্লেখ আছে :

রামহিঁ প্রিয় পাবন তুলসী সী।
তুলসীদাস হিত হিয় হুলসী সী॥

রহিমের দোহাতেও হুলসী তুলসীজননী বলে উল্লিখিত :

সুরতিয় নরতিয় নাগতিয়, চাহতি অস হোয়।
গোদ লিয়ে হুলসী ফিরৈঁ তুলসী সো সুত হোয়॥

তুলসীর শৈশবের নাম ছিল রামবোলা।

রামকো গুলাম নাম রামবোলা রাখ্যো রাম—বিনয় পত্রিকা।

অভুক্ত মূল নক্ষত্রে জন্ম বলে আত্মারাম তাঁকে ত্যাগ করলেন। লোকোক্তি অনুসারে পিতা তাকে ত্যাগ করলে মা শিশুতুলসীকে তাঁর দাসী মুনিয়াকে সঁপে দিলেন। মুনিয়া নিজের বাড়িতেই তাঁকে মানুষ করতে লাগল। বিয়ের পর যখন মুনিয়া শ্বশুরবাড়ি গেল তখন শিশুকে সঙ্গে নিয়েই গেল। তুলসীর বয়স যখন পাঁচবছর তখন মুনিয়া মারা গেল। এ খবর তুলসীর পিতাকে দেওয়া হল কিন্তু তিনি ছেলেকে ঘরে নিলেন না। তুলসীর জন্মের কিছুদিন পরই মায়ের মৃত্যু হয়। তিনি বেঁচে থাকলেও

হয়তো ছেলেকে ঘরে নেবার জন্যে চেষ্টা করতেন। মুনিয়ার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও তুলসীকে ত্যাগ করল। তুলসীকে ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে খেতে হল।

মাতু পিতু জগ জ্যাই তজে, বিধিহুঁ ন লিখী কছু ভাল ভলাঈ।
নীচ নিরাদর ভাজন, কাদর, কূকর টূকন লাগি ললাই ॥ (কবিতাবলী)

(মা-বাবা আমাকে এ পৃথিবীতে জন্ম দেবার পরই ত্যাগ করেছেন। বিধাতাও আমার ভাগ্যে ভালো কিছু লেখেন নি। নীচ এবং ভীরু আমি সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়ে কুকুরের মুখ থেকে রুটির টুকরোর জন্যে প্রলুব্ধ হই।)

এইভাবে চরম অসহায়তার মধ্যে যখন তুলসীর দিন কাটছিল সেই সময় গোণ্ডা জেলার শূকরক্ষেত্রের মহাত্মা নরহরিদাস তীর্থ করতে করতে চিত্রকূটে পৌঁছলেন. সেখানে এই অনাথ বালকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। তিনি আদর করে তাঁকে শূকরক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন, সেখানে সাধুসন্তদের মধ্যে দিন কাটতে লাগল বালক তুলসীর। এই নরহরিদাসের কাছেই তিনি প্রথম রামকথা শোনেন।

মৈঁ পুনি নিজ গুরু সন সুনী, কথা সো সূকর খেত।
সমুঝী নহিঁ তস বালপন, তব অতি রহেউঁ অচেত ॥ (রামচরিতমানস)

কিছুদিন বাদে নরহরিদাস কাশীর পঞ্চগঙ্গা মঠে স্বামী রামানন্দের কাছে এসে থাকতে লাগলেন। সেখানে তখনকার প্রখ্যাত পণ্ডিত শেষ সনাতন থাকতেন। নরহরিদাস তুলসীকে সমর্পণ করলেন এঁরই হাতে। পনেরো বছর পর্যন্ত বেদ, বেদান্ত, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর কাছে শিক্ষা পেলেন তিনি।

অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি এলেন নিজের জন্মস্থান রাজাপুরে। তখন তাঁর পরিবারের কেউ জীবিত ছিলেন না। পৈতৃক ভিটেও ছিল বাসের অযোগ্য। এখানেই ঘর বানিয়ে বাল্মীকিরামায়ণ গেয়ে তিনি জীবিকা অর্জন করতে লাগলেন।

বিবাহ: তুলসীর বয়স তখন কুড়ি। শোনা যায় যমুনার ওপারের তারপিতা গ্রামের দীনবন্ধু পাঠক তুলসীদাসের রামকথা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে কন্যা রত্নাবলীর বিবাহ দিলেন। তুলসীদাস তাঁর রূপবতী এবং গুণবতী পত্নীর উপর অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এক মুহূর্তও তাঁর বিচ্ছেদ সইতে পারতেন না। একদিন তুলসীদাসের অনুপস্থিতিতে রত্নাবলীর ভাই এসে তাঁকে পিত্রালয়ে নিয়ে গেলেন। তুলসীদাস যমুনা পার হয়ে শ্বশুরালয়ে পৌঁছলেন। রত্নাবলী তাঁকে বললেন:

লাজ ন লাগত আপকো, দৌরে আএহু নাথ।
ধিক ধিক ঐসে প্রেম কো, কহা কহৌঁ মৈঁ নাথ ॥

অস্থি চরমময় দেহ মম, তামেঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরাম মহঁ, হোতি ন তৌ ভবভীতি॥ (মূল গোসাঁই চরিত)

(সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলে, তোমার লজ্জা লাগল না? হাড়-চামড়ার এই দেহ আমার, তাতে তোমার যেমন প্রেম, যদি তা রামচন্দ্রে হ'ত, তাহলে ভবভয় দূর হয়ে যেত।)

একথা তুলসীদাসের হৃদয়ে তীরের মতো বিঁধল। তিনি একটি কথা না বলে সেখান থেকে সোজা কাশী চলে এলেন। শুরু হল তাঁর বৈরাগ্যের জীবন।

তীর্থপর্যটন : তিন বছর তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ঘুরলেন। এই পর্যটনে তিনি গভীরভাবে জীবন ও জগতের রহস্যকে জানতে চাইলেন, বহু সাধুসন্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় হল এই সময়ে। হিমালয়ভ্রমণের সময় মানসসরোবর তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। শোনা যায় এইখানেই তিনি রামচরিতমানস লেখার দিব্য প্রেরণা পেয়েছিলেন। তীর্থপর্যটন থেকে অযোধ্যায় ফিরে এসে তিনি ১৬৩১ সংবতের রামনবমীর দিন রামচরিতমানস রচনা শুরু করেন :

সংবত সোরহ সৈ একতীসা। করউঁ কথা হরিপদ ধরি সীসা॥
নবমী ভৌম বার মধু মাসা। অবধ পুরীঁ য়হ চরিত প্রকাসা॥

কাশীবাস : শোনা যায় রামচরিতমানসের বালকাণ্ড থেকে অরণ্যকাণ্ড পর্যন্ত রচনা অযোধ্যাতেই হয়েছিল, আর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের রচনা কাশীতে আর পরবর্তী অংশের রচনা অযোধ্যায় এবং কাশীতে। তুলসীদাসের জীবনের শেষ ভাগ অযোধ্যা এবং কাশীতেই কেটেছে।

কাশীতে তুলসীদাস প্রথমে হনুমান ফাটকে, পরে গোপালমন্দিরে এবং তার পরে কিছুদিন প্রহ্লাদঘাটে থেকে সংকটমোচনে চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে অস্সীতে এসেছিলেন। সেখানে তিনি গঙ্গাতীরে অস্সী-গঙ্গার সঙ্গমের কাছে তুলসীঘাটে হনুমানের মূর্তি স্থাপন করেন এবং রামমন্দির নির্মাণ করেন। এখানেই তিনি নিজের জন্যে এক গহ্বর বানিয়েছিলেন যার মধ্যে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত বাস করে গেছেন।

শেষজীবন : শেষ বয়সে কাশীতে নানা দুর্যোগে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ঘোরতর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কাশীতে, প্লেগ রোগের বিস্তারও হয় সেখানে। কাশী তখন দিল্লীশ্বর জহাঙ্গীরের শাসনে (১৬০৫—১৬২৭ সাল)। প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে ১৬১৬ সালে। এই প্লেগে কাশীবাসীদের চরম দুর্দশা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তোলে। শিবের প্রিয় নগরী কাশী যাতে এই সকল ব্যাধির গ্রাস থেকে মুক্ত হয় তার জন্যে তাঁর ইষ্টদেবের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তুলসীদাস। তিনি সম্ভবতঃ নিজেও এই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেটা ঠিক প্লেগ রোগ কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না,

কিন্তু 'হনুমান বাহুক' এবং বিভিন্ন রচনায় তিনি নিজের শারীরিক পীড়া থেকে মুক্তির জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

রোগমুক্তি হয় নি তাঁর। তাতে তিনি ঈশ্বরবিরূপ হননি একমুহূর্তের জন্যেও। যেমন বীজ, তার তেমনি ফসল, এই ছিল তাঁর আত্মনিরীক্ষণ। ১৬২৩ সালের (সংবৎ ১৬৮০) জুলাই মাসের কোন এক দিন রামগুণ গাইতে গাইতে অনন্ত ধামে চলে গেলেন তুলসীদাস।

অনেক দিয়েছেন তিনি, তবু তাঁর খেদ ছিল : অযোধ্যায় নদীর উপরে পারাপারের সেতুটি তিনি ঠিক বাঁধতে পারেন নি। হয়তো আর কেউ এসে বাঁধবে তা। আসুক অন্য কেউ : এবার কোকিলের মৌন হবার সময় এসেছে :

তুলসী পাবস কে সময়, ধরী কোকিলন মৌন।

তুলসীদাসের গ্রন্থাবলী

রামচরিতমানস তুলসীদাসের যুগান্তকারী গ্রন্থ। এই গ্রন্থই আমাদের আলোচ্য কিন্তু এছাড়াও অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, সেই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

বিনয়পত্রিকা

বিনয়পত্রিকা শ্রীরামচন্দ্রকে লেখা ভক্তকবির একটি বিস্তৃত পত্র। এই পত্র-গ্রন্থটির রচনার কাল উল্লিখিত না থাকলেও বিষয় বিশ্লেষণ করে অনেকে মনে করেন এটি তুলসীদাসের শেষ রচনা। এতে ২৭৯টি পদ আছে। কবি রামকে পত্র নিবেদন করে বলছেন : 'হে পিতঃ দাসের এই বিনীত আবেদন তুমি নিজেই পড়ে দেখবে। তুলসী তার হৃদয়ের কথা লিখেছে। তুমি কৃপা করে আগেই তাতে সিলমোহর দিও, তারপর সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ কোরো।'

গীতাবলী

এ গ্রন্থে সাতটি কাণ্ডে রামচরিত বর্ণিত হয়েছে সঙ্গীতের মাধ্যমে। প্রতিটি পদে রাগরাগিণীর নামের উল্লেখ আছে। মূল গোসাঁই চরিত অনুসারে যে সময় সুরদাস চিত্রকূটে তুলসীদাসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এটি সেই সময়ে বা তার কিছু পরে লেখা। সুরদাস তাঁকে তাঁর ভজনগান শুনিয়েছিলেন। তুলসীদাসের 'গীতাবলী'র প্রেরণা সুরদাসের সেই ভজন।

কৃষ্ণগীতাবলী

'কৃষ্ণগীতাবলী' কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বিচ্ছিন্ন গীতিগুচ্ছ। এগুলো ব্রজভাষায় লেখা। এটিও সুরদাসের প্রভাবে লেখা বলে মনে করেন অনেকে। মোট গানের সংখ্যা একষট্টি। এই গানগুলিতেও রাগের উল্লেখ আছে। এগুলি বৃন্দাবনে রচিত।

কবিতাবলী

এটি বিভিন্নসময়ের লেখা কবিতার সংকলন। এতে চারটি ছন্দ ব্যবহার করেছেন কবি: কবিত্ত, ঘনাক্ষরী, সবৈয়্যা আর ছপ্পয়। এই গ্রন্থটি সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু বিষয়গুলোতে কোন ধারাবাহিকতা নেই। এই গ্রন্থটিতে তুলসীদাসের শেষ জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কবির বাহুপীড়ার সময়ে রচিত **'হনুমান বাহুক'** রচনাটি এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। 'হনুমান বাহুক' ব্রজভাষায় লেখা।

দোহাবলী

'দোহাবলী' অংশে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

রামাজ্ঞাপ্রশ্ন

এতে সাতটি সর্গ। প্রত্যেক সর্গে সাতটি করে দোহার একেকটি সপ্তক। অনেক দোহা রামচরিতমানস থেকে গৃহীত হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। এতে রামকথার বর্ণনাও আছে আর লক্ষণবিচারপদ্ধতিও শেখানো হয়েছে। শোনা যায় কাশীরাজের ক্রোধ থেকে বন্ধু গঙ্গারামকে বাঁচাবার জন্যে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

বৈরাগ্যসন্দীপনী

দোহা, চৌপাঈ ও সোরঠা ছন্দে লেখা টুকরো কবিতার সংকলন এটি। গ্রন্থটির বর্ণনীয় বিষয় সাধুদের প্রকৃতি, মহত্ব এবং শান্তির স্বরূপ। তুলসীদাসের নিজের কথায় এই গ্রন্থটি শাস্ত্রবিদ্যার সার:

তুলসী বেদ-পুরাণ-মত পূরণ সাস্ত্র বিচার।
য়হ বিরাগ সন্দীপনী অখিল জ্ঞান কো সার॥

বরবৈ রামায়ণ

বরবৈ ছন্দে রচিত ৬৯টি কবিতার সংকলন এই গ্রন্থটি সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থটিতে রামকথাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। হরিভক্ত বন্ধু রহীমের অনুরোধে নাকি কবি

এই গ্রন্থ রচনা করেন। সীতার সুন্দর বর্ণনা আছে কয়েকটি কবিতায়। সীতার সখীরা বলছে :

সম সুবরন সুষমাকর সুখদ ন থোর।
সীয় অঙ্গ সখি কোমল কনক কঠোর ॥

সখী, যদিও সীতা সোনার মতো তবু উপমাটা ঠিক প্রযোজ্য মনে হয় না। কারণ সীতার অঙ্গ কোমল, কিন্তু সোনা তো কঠিন।

রামললা নহছু

'রামললা নহছু' সোহর ছন্দে লেখা ২০টি কবিতায় সংকলন। 'নহছু' উত্তর প্রদেশ ও বিহারে প্রচলিত একটি স্ত্রী-আচার। বিয়ে করতে যাবার আগে ছেলে মায়ের কোলে বসে। নাপিত-বৌ তার পায়ের আঙুলের নখ রাঙিয়ে দেয়। এই প্রথার নামই নহছু (নখক্ষৌর)। এই গ্রন্থটিতে রামের বিবাহমঙ্গল বর্ণিত। তাই এই নাম :

দুলহকৈ মহতারি দোখ মন হরখই হো।

জানকীমঙ্গল

এই গ্রন্থটিও রাম-সীতার বিবাহ-উৎসব নিয়ে লেখা। এতে সোহরছন্দে লেখা ১৯২টি এবং হরিগীতিকা ছন্দে লেখা ২৪টি কবিতা আছে। এটি অবধী ভাষায় রচিত।

পার্বতীমঙ্গল

এটির বিষয়বস্তু হরপার্বতীর বিবাহ-উৎসব। এতেও সোহর এবং হরিগীতিকা এই দুটি ছন্দ ব্যবহার করেছেন কবি। এটিও অবধী ভাষায় লেখা। পার্বতীমঙ্গলের রচনাকাল কবি গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন :

জয় সংবত ফাগুন সুদি পাঁচৈ গুরু দিনু।
অস্বিনি বিরচেউঁ মঙ্গল সুনি সুখ ছিনু ছিনু ॥

গণনা অনুসারে সময়টি ১৬৪৩ সংবৎ। জানকীমঙ্গলও একই সময়ের রচনা।

সতসঈ

কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা থেকে যে তুলসী গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাতে সত-সঈ অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তুলসীবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত রামগুলাম দ্বিবেদীও এই গ্রন্থটিকে তুলসীদাসের বলে মনে করেন না। কিন্তু বাবা বেণীমাধব দাস এটিকে তুলসীদাসেরই রচনা বলেছেন। এটি দোহার সংকলন।

দোহাবলী গ্রন্থের শতাধিক দোহা এতে আছে। সত-সঈ এর একটি দোহা:

ব্যাধা বধো পপীহরা পরয়ো গঙ্গ জল জায়।
চোঁচ মুদি পীবৈ নহী ধিগ পিয়নো প্রন জায়।

ব্যাধ একটি চাতককে আহত করল, গঙ্গায় পড়ল চাতকটি। সে ঠোঁট চেপে রাখল, পান করবে না সে, প্রাণ দিয়েও পণ রাখবে।

রামকথা ও রামচরিতমানস

রামকথা মন্দাকিনী চিত্রকূট চিত চারু

রামকথা সত্যিই মন্দাকিনীর মতোই ভারতের চিত্তভূমিকে যুগযুগ ধরে রসসিঞ্চিত করে রেখেছে। 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ' এই জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে তার উৎস-সন্ধানে যাত্রার মতোই রামকথার উৎস-যাত্রা। সে উৎসও হয়তো এক দুনিরীক্ষ্য জটাজালে আবদ্ধ। 'রামায়ণ'-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকির নামটাই আমাদের চিত্তপটে জেগে ওঠে, কিন্তু বাল্মীকির আগে থেকেই রামকথা গীত হয়েছে ভারতে এবং বহির্ভারতে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা সাধারণতঃ আশ্রয় করি বৈদিক যুগকে। এ ব্যাপারে বৈদিক সাহিত্য আমাদের একেবারে নিরাশ করে না। সীতাকে পাই সেখানে কৃষ্টপচ্য ভূমির প্রতীক হিসেবে। আর একটি ঋক্-এ 'রাম' নামটিও পাওয়া যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে রামকথার একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত, জাতকের একটি রামকথাত্মক কাহিনীর সঙ্গে তার মিল পাওয়া যাবে।[১]

কিন্তু বৈদিক যুগের আগেও বিভিন্ন দেশের 'মিথ'-এর মধ্যে রামকথার আভাস পাওয়া যায়। রামকথা কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত নয়, অনেক লোকশ্রুতির-মিশ্রণে তা রূপ পেয়েছে। বৌদ্ধ জাতক, জৈনকবিদের রামকথা কাব্য, এবং বহির্ভারতীয় অন্যান্য রামকথার কাহিনীর ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈপরীত্য থেকেও তা বোঝা যায়। রামকাহিনীমূলক সংস্কৃত কাব্য ও নাটকেও এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যা বাল্মীকিরামায়ণে নেই। এগুলোর অবলম্বন হয়তো লোকশ্রুতি, কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কবিকল্পনাও এ-জাতীয় পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। কাহিনীর বিভিন্নতায় রচয়িতাদের ধর্মবিশ্বাস বা সংস্কারও অবশ্যই কাজ করেছে। অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুত-রামায়ণ, বাংলা ও তামিল ইত্যাদি ভাষায় লেখা রামায়ণে রামকাহিনী পুরোপুরি ভাবে ভক্তিধারাতে প্রবাহিত হয়েছে। তুলসীদাস এই ভক্তিধারার শ্রেষ্ঠ কবি।

---

১. সুকুমার সেন প্রণীত রামকথার প্রাক্-ইতিহাস (পৃঃ ৩—৪) দ্রষ্টব্য।

ভারতে রামকথার প্রধান স্রোত বাল্মীকিরামায়ণ হলেও তুলসীরামায়ণ শুধু সেই স্রোতধারাতেই পুষ্ট নয়, তুলসীদাস রামকথামূলক অন্যান্য কাব্য, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তা থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেছেন এই মহাগ্রন্থের :

নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্
রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি।
স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা-
ভাষানিবন্ধমতিমঞ্জুলমাতনোতি ॥

কাহিনী উপস্থাপনে নানা বিষয়েই বাল্মীকিরামায়ণ থেকে তুলসীরামায়ণের পার্থক্য দেখা যায়। আরম্ভ এবং সমাপ্তিও অন্যরকম।

রামচরিতমানসে ক্রৌঞ্চমিথুনের ঘটনা নেই। ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন :

রাম কবন পুজহিঁ প্রভু তোহী কহিয় বুঝাই কৃপানিধি মোহী।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন :

ঐসেহি সংসয় কীহ্ন ভবানী মহাদেব তব কহা বখানী।

তিনি এরপর সতী-উমাপ্রসঙ্গ বলে রামজন্মের কারণ এবং রামকথা শুরু করলেন।

বাল্মীকিরামায়ণে রামাবতারের কোন কারণোল্লেখ নেই। তুলসীদাস চারিটি কারণ বলেছেন—নারদের শাপ, মনু-শতরূপার বরদান, জয়-বিজয়কে সনকাদির শাপ এবং জলন্ধরের পত্নীর অভিশাপ। এই চারটি অবতার চার কল্পের। এই জন্যেই বলা হয় তুলসীদাস চার কল্পের কথা একসঙ্গে বলেছেন।

ধনুর্ভঙ্গের আগে পুষ্পবাটিকায় রামসীতার পরস্পর অবলোকনপ্রসঙ্গ বাল্মীকিরামায়ণে নেই। এটি তিনি নিয়েছেন কবি জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' নাটক থেকে।

বাল্মীকিরামায়ণে পরশুরামপ্রসঙ্গ এসেছে বিবাহের পর অযোধ্যায় ফেরার পথে। তুলসীদাস ধনুর্ভঙ্গের পরপরই রামকে এনেছেন। সংলাপরচনায় অনেকক্ষেত্রে 'হনুমন্নাটক' বা 'মহানাটকে'র প্রভাব পড়েছে রামচরিতমানসে।

রাম ফিরে আসার পর রামরাজ্যের বর্ণনা করেছেন তুলসীদাস কিন্তু রামের সীতা-পরিত্যাগ, লবকুশের বিবরণ, রামাশ্বমেধ এবং রামের স্বর্গগমন ইত্যাদি বৃত্তান্ত রামচরিত-মানসে নেই। রামচরিতমানসের শেষ হচ্ছে এই গ্রন্থ-অবগাহনের মাহাত্ম্য দিয়ে কিন্তু মূল কাহিনীর সমাপ্তি হচ্ছে ভক্ত গরুড়ের ব্রহ্মলোক প্রস্থানের উল্লেখে :

তাসু চরণ সিরু নাই করি প্রেম সহিত মতি ধীর।
গএউ গরুড় বৈকুণ্ঠ তব হৃদয় রাখি রঘুবীর।

ভক্তের আনন্দলোকযাত্রায় কাহিনীসমাপ্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তুলসীদাসের চোখে যে রামের চেয়েও রামভক্ত বড়ো।

রামচরিতমানসের উপর অধ্যাত্মরামায়ণের প্রভাবই মনে হয় সবচেয়ে বেশি। অধ্যাত্মরামায়ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই অংশ। পৌরাণিক যুগে রাম এবং কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্মরামায়ণে রামকে বিষ্ণুর অবতার মেনেই তার স্তুতিগান করা হয়েছে। ভক্তির আধারেই অধ্যাত্মরামায়ণের রামকথা বিন্যাস। রামচরিতমানসের আধারও ভক্তি, তাই রামের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন ও সেই রামরূপী ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনায় এই রামায়ণটির কাছে তুলসীদাস স্বভাবতই ঋণী।

মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণ যেখানে রামকথা আছে সে সব গ্রন্থ থেকেও তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ভাগবতের কাছে তাঁর ঋণ প্রত্যক্ষ। ভাগবতের অনেক উক্তি তিনি প্রায় অপরিবর্তিতভাবেই গ্রহণ করেছেন। কলিধর্মনিরূপণের সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটিই ভাগবত থেকে গৃহীত।

রামচরিতমানস শুধু আখ্যানকাব্য নয় এটি রামকথার ছলে একটি দর্শনও বটে। ভারতের বেদান্ত, সাংখ্য ইত্যাদি ষড়দর্শনও তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন সমন্বয়ী মন নিয়ে। তা না হলে রামচরিতমানস 'ছতোঁ' সাস্ত্র সব গ্রন্থনকো রস 'হতে পারত না।

রামচরিত দর্শনাত্মক হলেও কিন্তু তত্ত্বপ্রধান হয়ে ওঠে নি। কাব্য মণ্ডিত করে অনন্যকরণীয় সহজ সুন্দর ভাষায় তিনি যে লক্ষ হৃদয়কে দুলিয়েছেন, সেই হৃদয়ের কৃতজ্ঞ অভিনন্দনই যেন বাণীরূপ গ্রহণ করে বলছে :

'বাল্মীকি তুলসী ভয়ো'।

রামচরিতমানসের দর্শন

তুলসীদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা রামচরিতমানস। শুধু মহাকাব্য আখ্যা দিলেই রামচরিতের পরিচয় দেওয়া হয় না। রামচরিত কাব্যমণ্ডিত একটি অমূল্য দর্শন।

তুলসীদর্শনের সার কথা হল ভক্তি—'রঘুপতি ভগতি বিনা সুখ নাহিঁ।' আর এ রঘুপতি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। দ্বৈত-অদ্বৈত-সাংখ্য যোগের সমন্বয়-সাধক তিনি, তবু ঐ ভক্তিই তুলসীদাসের মন্ত্র, চরম সমর্পণ যার মূল কথা। লক্ষ্মণের ভক্তি, ভরতের ভক্তি, হনুমানের ভক্তি, সীতার ভক্তি সবই যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করেই বলছে—ভক্তিরেব কেবলম্। এই ভক্তিতেই পরা মুক্তি। কাকভুশুণ্ডীর দেহটা কাকের, রং নিকষকালো। ঐ কালো রং সমস্ত রূপ আর গুণকে বিসর্জন দেওয়ার প্রতীক। কাকভুশুণ্ডী কালো,

তাই তার চোখে আলো, কণ্ঠে গান—রামনামের মধুগীতি। ভরতের সঙ্গেই কণ্ঠ মিলিয়ে যেন সে বলছে :

অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চাহৌ নিরবান।
জনম জনম রতি রাম পদ য়েহ বরদান্থ ন আন ॥

আমি অর্থ চাই না, ধর্ম চাই না, কাম চাই না—আমি মুক্তিও চাই না। জন্ম-জন্মান্তরে যেন রামচরণে আমার রতি থাকে। এই বরদানই আমি চাই, অন্য কিছু নয়।

সগুণনির্গুণ : ঈশ্বরকে নিরাকার না সাকার রূপে দেখবে ভক্ত এ এক চিরন্তন প্রশ্ন। গীতায় আছে সমন্বয়সাধনার ইঙ্গিত :

অনর্থক দ্বন্দ্ব সংশয়ের প্রয়োজন নেই। তোমাকে আমি নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান দান করব যা জেনে তুমি জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাবে।

তুলসীদাস সগুণ-অগুণকে অভিন্ন বলেছেন :

সগুন অগুনহি নহি কছু ভেদা * গাবঁহি মুনি পুরান বুধ বেদা।
অগুন অরূপ অলখ অজ জোঈ * ভগত প্রেমবস সগুন সো হোঈ ॥—

সগুন অগুনে কোন ভেদ নেই একথা ঋষি, পুরাণ, প্রাজ্ঞ এবং বেদ বলেন। যিনি অগুন অরূপ, অলক্ষ্য অজ তিনিই ভক্তের প্রেমে সগুণ হন।

প্রশ্ন হল যিনি নিরাকার তিনি সাকার হবেন কেমন করে? তুলসী বলেন :

জলু হিম উপল বিলগ নহি—জল হিম আর উপল পৃথক্ জিনিস নয়।

তাই নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ রামরূপে বিরাজিত—রাম ব্রহ্ম ব্যাপক জগ জানা পরমানন্দ পরেস পুরানা।

ভক্তের প্রেমই যেন অগ্নি যা নিরাকারকে গলিয়ে মনের ছাঁচে সাকার করে নেয়।

তাই সেই ভক্ত বা প্রেমিককে ঈশ্বর ভোলেন না, প্রেমের প্রচ্ছায়ে তাকে রাখেন। রাম নারদকে বলছেন : ভজহি জে মোহি তজি সকল ভরোসা।

করৌঁ সদা তিন্হ কৈ রখবারী * জিমি বালক রাখৈ মহতারী।
গহ সিসু বচ্ছ অনল আহি ধাই * তহঁ রাখৈ জননী অরগাঈ ॥
প্রৌঢ় ভয়ে তেহি সুত পর মাতা। প্রীতি করৈ নহি পাছিলি বাতা।
মোরে পৌঢ় তনয় সম গ্যানী। বালক সুত সম দাস অমানী ॥

সমস্ত ভরোসা ত্যাগ করে যে আমার শরণাপন্ন হয় (তুলনীয় : মামেকং শরণং ব্রজ) আমি সর্বদা তাকে আগলে রাখি। শিশু যদি আগুনের দিকে ছুটে যায় বা সাপ ধরতে যায় তখন তার মা তাকে টেনে নিয়ে রক্ষা করে। ছেলে বড় হলেও মা তাকে ভালো-বাসে ঠিকই, কিন্তু ঠিক আগেকার মতো নয়। জ্ঞানী হচ্ছে ঐ বড়ো হওয়া ছেলের মতো আর ভক্ত হচ্ছে শিশুটির মতো।

মায়া : রামচরিতে মায়াকে বিশ্বপ্রভাবিনী ঐশী শক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

সিব বিরঞ্চি কহঁ মৌহৈ কো হৈ বপুরা আন।—

শিব ও ব্রহ্মাও এই মায়ার বশীভূত। অন্যের কথা আর কী বলব ?

শ্রীরামের কথায় 'আমি আর আমার এই হচ্ছে মায়া, যা বন্ধনের মূল কারণ'।

কাকভুশুণ্ডীর ভাষায় রাম মায়াপতি,—মায়া যেন তাঁর মূর্খ পত্নী। জ্ঞান, যোগ এগুলো ঐ মায়ার প্রতিষেধক। এই মায়ার তামস প্রভাব থেকে মুক্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায় ভক্তি। ভক্তকে মায়া ঠকাতে পারে না। জাদুকরের কলবৎ দর্শককে ভোলাতে পারে, কিন্তু তার সহকর্মীকে (assistant) ভোলাতে পারে না।

নট কৃত বিকট কপট খগরায়া

নট সেবকহি ন ব্যাপই মায়া।

হরিমায়াকৃত যে-দোষ আমাদের স্পর্শ করে হরিভজন ছাড়া তা থেকে মুক্ত হবার উপায় নেই :

হরি মায়া কৃত দোষ গুন বিনু হরি ভজন ন জাহিঁ।

দেখা গেল মায়াদর্শনেরও সার কথা ঐ ভক্তি —যা সমস্ত গ্রন্থিচ্ছেদক।

কর্ম ও করুণা : নিষাদ রামসীতাকে মাটিতে শয়ন করতে দেখে দুঃখ করলে লক্ষ্মণ বললেন :

কাহু ন কোউ সুখ দুখ দাতা

নিজকৃত করম ভোগ সবু ভ্রাতা।

ভাই, এ দেখে দুঃখ কোরো না। সুখ কেউ দেয় না, দুঃখও কেউ দেয় না, নিজকৃত কর্মই সকলে ভোগ করে।

কর্মই কি তবে সর্বশক্তিমান্ ? (করম প্রধান সত্য কহ লোগূ —অযোধ্যা ১১:৪)। না, সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা ঈশ্বর। 'জো জস করই সো তস ফলু চাখা' (অযোধ্যা ২১৪) এ কথা ঠিকই। তবে ঈশ্বরের করুণা কর্মকৃত সমস্ত অনর্থের অবসান ঘটাতে পারে। শ্রীরাম বলছেন :

সনমুখ হোই জীব মোহি জবহী

জনম কোটি অঘ নাসহি তবহী।

জীব যখনই আমার সম্মুখীন হয় তখনই তার কোটি জন্মের পাপ নাশ হয়।

এইভাবেই তুলসীদাস কর্মবাদ আর ঐশী করুণার মধ্যে সামঞ্জস্য করেছেন।

জ্ঞান ও ভক্তি : জ্ঞানমার্গকে তুলসীদাস ছোটো করেন নি, তিনি নিজেও জ্ঞান-মার্গের সাধনা করেছেন দীর্ঘদিন। কিন্তু ভক্তিকে তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন।

জ্ঞান মান জহঁ একউ নাহীঁ
দেখ ব্রহ্ম সমান সব মাহীঁ। অরণ্য ১৪ : ৪

জ্ঞান মান যার মোটেই নেই সে সব কিছুতেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করে।

ভক্তিপথ : ভক্তির পথ হল অন্তরে পবিত্র হওয়া। অহঙ্কার কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি অন্তরকে কলুষিত করে রাখে। তাই এদের দূর না করলে অন্তরে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। অহঙ্কারই প্রবল বাধা। তাকে পুড়িয়ে ছাই করা দরকার। তাই নারদ, হনুমান, গরুড় এদের অহঙ্কার দূর করলেন রামচন্দ্র।

মনের পবিত্রতা আনতে প্রয়োজন সজ্জনসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, ঈশ্বরচিন্তা এবং তাঁর নামকীর্তন। রাগ হল আসক্তি। এসবের মধ্যে দিয়ে রাগ দূর হলেই অন্তরে জাগবে অনুরাগ সেই অনুরাগেরই কাঙাল ঈশ্বর।

তুলসীদাসে পথের কথা বড়ো হয়ে ওঠেনি মোটেই ; গন্তব্যের দিকে মন দিলেই পথ হবে পরিষ্কার। রামকে পেতে হলে মনের ময়লা দূর করতে হবে আগে, তা নয়, 'রাম' এই নাম শুধু বলেই দেখো না, মনের ময়লা আপনা থেকেই কাটতে শুরু হবে! এই প্রত্যয়ই তুলসীদর্শনের প্রধান কথা। ঘর ছেড়ে বনে যেতে হবে না। কারণ ঘর আর বনের মধ্যেই যে রামপুর ছেয়ে আছে :

তুলসী, ঘর বন বীচহী রাম প্রেমপুর ছাই।

কাব্যসমীক্ষা

'ভনিতি মোরি সবগুন রহিত'

আমার কাব্যের কোন গুণ নেই। এর একমাত্র গুণ রামকথা বর্ণনা। তাঁর কথার সারবত্তা রামকথাতেই, তাঁর কোন নৈপুণ্যের জন্যে নয়। তুলসীদাস সবিনয়ে এ কথা বললেও, কাব্যগুণে রামচরিতমানস বিশ্বসাহিত্যে সম্মানের স্থান পাবার যোগ্য।

যথার্থ কাব্য হতে গেলে শুধু শ্রেষ্ঠভাব থাকলেই চলবে না, তার আধার ভাষাটিকেও হতে হবে শ্রেষ্ঠ। এদিক থেকে বিচার করলে 'রামচরিতমানস' যথার্থ কাব্য। শুধু পারিভাষিক অর্থে মহাকাব্য নয়, এ গ্রন্থ এক মহান্ কাব্য।

তার বিনয়প্রকাশের ভাষাতেই বক্তব্য ও বাচনের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে :

'দারু বিচারু কি করই কোউ বন্দিঅ মলয় প্রসঙ্গ।'

মলয়পর্বতের সঙ্গ লাভ করে কাঠমাত্রই চন্দন হয়ে বন্দনীয় হয়ে যায়। কেউ কাঠ বিচার করে না। তুলসীর কবিতা সামান্য কাঠমাত্র কিন্তু রামকথার মলয়পর্বতের সঙ্গ পেয়ে যে তা চন্দন হয়ে উঠেছে।

এ চন্দন সত্যিই বন্দনীয়। বহুদূরপ্রসারী তুলসীদাসের রচনা সৌরভ, কারণ বহুজনের বোধগম্য চলিত ভাষায় লেখা এ কাব্যটি। নিজে পণ্ডিত হয়েও সংস্কৃতে এ কাব্য লেখেন নি তিনি। পণ্ডিতসমাজের ভ্রূকুটিকে সবলে উপেক্ষা করেছেন। অবধীকেই করেছেন তাঁর প্রকাশের মাধ্যম—

যদি কম্বলে চলে তাহলে দো-শালার দরকার কী ?

সহজতম প্রকাশভঙ্গী, অথচ গভীরতম তার ব্যঞ্জনা এই হল তুলসীরামায়ণ।

উপমা: উপমারূপকের প্রয়োগে তুলসীদাস সিদ্ধহস্ত। অবধীতে কাব্যরচনা প্রসঙ্গে বললেন :—

স্যাম সুরভি পয় বিসদ অতি গুনদ করহি সব পান।
নিরা গ্রাম্য সিয় রাম জস গাবহিঁ সুনহিঁ সুজান॥

গোরুর রং কালো হলে কী হবে। কালো গোরুর দুধ তো উজ্জ্বল এবং উপকারী। একথা বুঝে সবাই তা পান করে। তেমনি গ্রাম্যভাষায় লেখা হলেও রামসীতার যশ বুদ্ধিমান লোকে সাগ্রহে শুনবে এবং গাইবে।

বাহিরে সুন্দর কিন্তু স্বভাবে মন্দ এমন মানুষদের সম্বন্ধে বললেন—ময়ূরের দিকে তাকাও। কণ্ঠস্বর সুধার মতো, কিন্তু তার খাদ্য হল বিষধর সাপ। (বালকাণ্ড ১৭৬ : ৪)

কৈকেয়ীর ঘরে ঢুকলেন দশরথ, কৈকেয়ীর মনে যে ক্রূর চিন্তা বাসা বেঁধেছে তা তিনি জানেন না। সানন্দে রামের অভিষেকের সংবাদ দিলেন। কৈকেয়ীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বললেন—একথা শুনে তার নিষ্ঠুর হৃদয় ফেটে পড়তে চাইল, যেন পুঁজে ভর্তি ফোঁড়ায় আঘাত লাগল! (বালকাণ্ড ২৬ : ২)

জানকী কেমন আছে, বেঁচে আছে তো ?—রামের এই প্রশ্নের জবাবে হনুমান বলল :

নাম পাহরু রাতি দিন্থ ধ্যান তুম্হারা কপাট।
লোচন নিজ পদ যন্ত্রিত জাহি প্রান কেহি বাট॥

আপনার নাম যা তিনি দিন রাত জপ করছেন তাই হল প্রহরী, আপনার যে ধ্যানে তিনি মগ্ন তাই হল দ্বার। তিনি যে নয়ন আপনার চরণে সমর্পণ করে থাকেন তাই হল তালা। প্রাণ যাবে কোন্ পথ দিয়ে ?

বর্ণনা: বস্তু, ঘটনা, স্থান বা পরিবেশ বর্ণনায় তুলসীদাস অদ্বিতীয়। তিনি যেন ছবির পর ছবি ফুটিয়ে চলেন, এই ছবিগুলোর আধার হল উপমা, রূপক বা উৎপ্রেক্ষা। বরযাত্রীদের যাত্রা, অবস্থান, ইত্যাদির কী নিখুঁত বর্ণনা। শুধু বরযাত্রীদের বর্ণনা নয়, ঘোড়াগুলোর বর্ণনাতেও কী নিপুণতা :

ওরা পা রাখছে মাটিতে, যেন গরম লাল লোহার পাতে পা রাখছে। (অর্থাৎ পা

দিয়েই তা তুলে নিচ্ছে।) ওরা যেন এত দ্রুত উড়তে চায় যাতে তারা বাতাসকেও লজ্জা দিতে পারে।

কামদেবের প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন সমস্ত নরনারী এবং স্থাবরজঙ্গম সব কিছু ভব্যতা ত্যাগ করে কামের বশীভূত হল। ইন্দ্রিয়বাসনা তাদের হৃদয় পূর্ণ করল। গাছের ডালগুলো নুয়ে পড়ল লতাদের দিকে, নদীগুলো স্ফীত হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিলতে চলল, সরোবর ও দীঘিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে মিলিত হল। সুদীর্ঘ বর্ণনার পর বললেন, পুরুষেরা সব কিছুই নারীময় দেখল, নারীরা দেখল সবকিছুই পুরুষময়।

হরপার্বতীর বিবাহবর্ণনা বা রামসীতার বিবাহবর্ণনা সুদীর্ঘ হলেও তা ক্লান্তিকর নয়, কারণ তাতে আছে বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মতা, শব্দঝঙ্কার ও নানারসের মিশ্রণ।

মানবিক রূপ বর্ণনায় তুলসীদাস স্বল্পবাক্। পার্বতীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তার অনির্বচনীয়তাই প্রকাশ করেন, বর্ণনার মধ্যে আদৌ যান না।—'বেদ, শেষনাগ এবং সরস্বতীও যা বর্ণনা করতে পারবে না, অল্পধী তুলসী তা কেমন ক'রে পারবে'?

সীতার উল্লেখেও তাঁর রূপবর্ণনার প্রচেষ্টা নেই। রাম সীতার অদর্শনে কাতর হয়ে বললেন:

হা গুনখানি জানকী সীতা * রূপ সীল ব্রত নেম পুনীতা

হায়, গুণের খনি জনকদুহিতা সীতা! হায়, রূপ, চরিত্র, ব্রত ও নিয়মে পবিত্র সীতা!

কবির চোখে সীতা মাতৃস্বরূপা, তাই সীতার উল্লেখে তিনি সতর্ক। নারীদেহের কমনীয়তা নয়, পবিত্রতার দিকটাই তাঁর চোখে তখন বড়ো।

প্রকৃতিবর্ণনা: কবিকৃতিতে প্রকৃতি একটা বিশেষ স্থান নিয়ে থাকে। শুধু বর্ণনায় নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কপ্রতিষ্ঠাতেও কবিরা সমান আগ্রহী। বাল্মীকির রামায়ণে প্রকৃতির বিশেষ একটি ভূমিকা আছে। তুলসীরামায়ণেও তাই। এ বিষয়ে তুলসী অনেক ক্ষেত্রেই বাল্মীকির অনুগামী। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্বকীয়তা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। তুলসীদাস শুধু কল্পনার আশ্রয় নিয়ে প্রকৃতি বর্ণনা করেন নি, দীর্ঘ পর্যটনে পাহাড়পর্বত, নদীসরোবর ইত্যাদি বহু রম্যকে তিনি দেখেছেন, তাই তাঁর বর্ণনা ধরাবাঁধা না হয়ে হয়েছে জীবন্ত।

ভরতের অপূর্ব লাগল বনভূমিকে। ঝরনা ঝরছে, মত্ত হাতিরা ডাকছে। চক্রবাক চকোর চড়ুই টিয়া কোকিল এবং হাঁসদের সানন্দ ঐকতান রচিত হয়েছে। ভ্রমর গুঞ্জন করছে, ময়ূর নাচছে। গাছ আর লতাগুলো ছেয়ে গেছে ফলে ফুলে। (অযোধ্যা ১২৩:৪)

বহু বর্ণনাতেই এমনি চিত্রের সঙ্গে মিলেছে ধ্বনি।

(আকাশে মেঘসঞ্চয় দেখে বর্ষার বর্ণনায় রাম লক্ষ্মণকে বলছেন:

স্বচ্ছ বৃষ্টির জল মাটিতে পড়েই কর্দমাক্ত হচ্ছে। মাটির বুকে ঘাস উঠছে গজিয়ে, পথ যাচ্ছে ঢেকে। ব্যাঙ ডাকছে! বনের গাছগুলো নতুন পাতায় সেজেছে। তারা আবার সবুজ হয়ে উঠছে রং ফিরে পেয়ে। দোলা-লাগা শস্যে মাঠগুলো সবুজ হয়ে গিয়েছে। জোনাকিরা রাতের ঘন অন্ধকারে ঝকমক করছে। (কিষ্কিন্ধ্যা ১৩-১৭)

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা তার রচনায় অপূর্ব রূপ পেয়েছে।

হে খগ মগ হে মধুকর শ্রেনী
তুম্হ দেখী সীতা মৃগনয়নী।—

রাম পশুপাখি ও লতাপাতাকে সম্বোধন করে সীতার খবর নিচ্ছেন। প্রকৃতি সহানুভূতি জানাচ্ছে নানাভাবে।

রামের সুশাসনে প্রকৃতিও পরিতৃপ্ত। তাই—

ফুলহিঁ ফরহিঁ সদা তরু কানন।

স্বভাবৈরীও ত্যাগ করেছে পশুরা—খগ মৃগ সহজ বয়রু বিসরাই।

প্রকৃতি সাধুসন্তদের বন্ধু। তাদের ছায়াদান করছে সে এবং নিজেকে সজ্জিত করছে তাদের নয়নরঞ্জনের জন্যে।

এই সব বর্ণনায় যেখানে যে-শব্দটি দরকার সেই শব্দটিই প্রয়োগ করেছেন কবি। অনুপ্রাসের লাবণ্যে এবং বিচিত্র পদবন্ধনে অপূর্বতা পেয়েছে অধিকাংশ দোহা ও চৌপাঈ। ধ্বনি যেন অন্তর্নিহিত ভাবের মূর্ছ্নাকেই রূপ দিয়ে চলেছে :

কঙ্কন কিঙ্কিনী নূপুর ধ্বনি সুনি
কহত লখন সন রামু হৃদয় গুনি।
মানহু মদন দুন্দুভী দীন্হী
মনসা বিশ্ব বিজয় কহঁ কীন্হী। (বালকাণ্ড ২২৭ : ১)

রাম ও রামরাজ্য

প্রান প্রানকে জীব জীবকে

মন্দাকিনীতে স্নানে নেমেছেন রাম। তুলসীদাস বললেন, যিনি জগৎপাবন তিনি কিনা শুচিস্নান করছেন!

এইভাবে, রাম যে দেবতা সে কথা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন মাঝে মাঝে, কিন্তু যথার্থ শিল্পী তিনি, তাই রামকে তিনি দেবতা জেনেও মানব করেই গড়েছেন। মানবের মধ্যে যে দেবত্ব তুলসীদাস তাকেই ফুটিয়েছেন। মানুষের দেবত্বে উত্তরণ নিজের ভিতরে যে সুন্দর তারই রূপায়ণে। সৌন্দর্য আকর্ষণ করে। রামের প্রতি তাই

সকলে আকৃষ্ট। অথৈ তার ভালোবাসা, তাই লক্ষ্মণ ও ভরতকে তিনি তাঁর হৃদয়াঙ্গনে টেনে আনতে পেরেছিলেন, ওঁদের কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেন নি। লক্ষ্মণের ক্রোধের প্রচণ্ড উত্তাপকে নিশ্চয় ছাপিয়ে গিয়েছিল রামের স্নেহের উত্তাপ। তাই লক্ষ্মণ মাথা নত করেছিলেন। লক্ষ্মণ ও ভরত যে রামের জন্যে সর্বত্যাগী হয়েছিলেন তা তাঁর দেবত্বের জন্যে নয় দেবোচিত ভালোবাসার আকর্ষণে।

সর্বত্র রামের এই প্রীতি প্রসারিত। রাম ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, কিন্তু এই প্রীতি তাঁর ব্যক্তিত্বকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করেছে। বরং, অনায়াসে বলা যায় তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপই প্রীতি।

বাল্মীকিরামায়ণে সীতা অপহৃতা হলে রাম বলছেন, এবারে কৈকেয়ী সুখী হবেন। কিন্তু তুলসীরামায়ণে রাম তাঁর নির্বাসনে কৈকেয়ীর উপর বিন্দুমাত্র বিরূপ হন নি। তিনি কৈকেয়ীর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন —'এ তো শাপে বর হল, মা, বনে গিয়ে আমার ঋষিদর্শনের সুযোগ হবে। তাতে মঙ্গল হবে আমার।'

বনে যাওয়ার সময় তিনি প্রজাদের বললেন :

মাতু সকল মোরে বিরহ জেহিঁ ন হোহিঁ দুখ দান।
সোই উপাউ তুম্হ করেহু সব পুরজন পরম প্রবান ॥

হে পরম প্রবীণ পুরজন, মায়েরা আমার বিচ্ছেদে যাতে দুঃখদান না হন সেই উপায় আপনারা করবেন।

এই আবেদনের মধ্যে যেমন সব মায়ের জন্যেই তাঁর উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি প্রকাশিত হয়েছে পুরজনদের উপর তাঁর গভীর আস্থা, ভাবী রাজার পক্ষে যা একান্ত সম্পদস্বরূপ।

রামের বিচ্ছেদে প্রজাদের চোখে জল, তাই দেখে রামও বেদনার্ত :

রঘুপতি প্রজা প্রেম বস দেখী
সদয় হৃদয় দুখু ভয়েউ বিসেখী।
করুনাময় রঘুনাথ গোসাঁঈ
বেগি পাইঅহিঁ পীর পরাঈ ॥

রামের বিচ্ছেদে পশুপাখিও কাতর :

হয় গয় কোটিন্হ কেলিমৃগ, পুরপসু চাতক মোর।
পিক রথাঙ্গ সুক সারিকা সারস হংস চকোর ॥
রাম বিয়োগ বিকল সব ঠাঢ়ে।
জহঁ তহঁ মনহুঁ চিত্রলিপি কাঢ়ে ॥

সুমন্ত্র রামকে অযোধ্যায় ফেরার জন্যে অনুরোধ জানালে রাম বললেন—সত্যভ্রষ্ট হবার যে কলঙ্ক কোটি মৃত্যুর মতো দারুণ দাহ তার—মরণ কোটি সম দারুন দাহু।

একজন সত্যব্রতীকে সবাই শ্রদ্ধা করতে পারে দূর থেকে কিন্তু তার জন্যে সব দিতে কেউ এগিয়ে আসে না যদি তাঁর মধ্যে কোন প্রীতির চুম্বক না থাকে।

তুলসীদাসের রাম যে হনুমান থেকে কাঠবিড়ালী পর্যন্ত সকলকেই আপন করে পেয়েছিলেন তা এই প্রীতিশক্তিতেই। প্রেমেই শিলা জলে ভাসে। অরণ্যবাসী কোল আর কিরাতদের সঙ্গে রামের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার প্রসঙ্গে তুলসীদাস বলছেন :

বেদ বচন মুনি মন অগম তে প্রভু করুনা ঐন।
বচন কিরাতহ্ন কে সুনত জিমি পিতু বালক বৈন।

বেদবচন ও মুনিমনের অগম্য সেই করুণাভবন প্রভু কিরাতদের কথা শুনলেন, পিতা যেমন করে শিশুর কথা শোনে—জিমি পিতু বালক বৈন।

অযোধ্যাই হোক, অরণ্যই হোক, পাহাড় বা সমুদ্রই হোক, সর্বত্রই রাম স্বজন খুঁজে পান, কারণ তিনি যে মিত্রের চোখেই সকলকে দেখেন।

তুলসীদাসের রামায়ণে রামের ঈশ্বরমূর্তি কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জানি না কিন্তু রাম যেন সেখানে প্রীতিমূর্তি।

এই রাম যখন রাজ্য হাতে নিলেন তখন সর্বোপরি যা হল তা প্রীতির প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ কোন চাপিয়ে দেওয়া শাসন নয়, প্রজাদের প্রীতির ভূমিতে স্থাপন করে তাদের সঙ্গে একত্রে সুখে বাস করা। সেখানে রাজদণ্ড ধারণের কোন প্রয়োজনই নেই।

দণ্ড জতিহ্ন কর ভেদ জহঁ নর্তক নৃত্য সমাজ।
জীতহু মনহি সুনিঅ অস রামচন্দ্রকা রাজ॥

রামরাজ্যে দণ্ডটি রাজার হাতে নয়, সন্ন্যাসীদের হাতে, ভেদ শুধু নর্তকসমাজে অর্থাৎ রাজাকে ভেদনীতির কথা ভাবতে হয় না, (সুরতালের) ভেদের কথা ভাবে নর্তকেরা আর 'জয় করো' কথাটা শুধু মনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বাইরের কোন শত্রুদের উপর নয়।

কারণ, যিনি মনেপ্রাণে দরদী ব্যক্তিত্বের জোরে প্রভাব বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সহজ। শাসন মানে একটা যান্ত্রিক শক্তি নয়, একটা আন্তরিক সদিচ্ছার বাস্তব রূপ। যে-রাম প্রজাদের অভিভাবক মনে করছেন, তাদের শ্রদ্ধা করছেন, তাদের মঙ্গলচিন্তা তিনি নিশ্চয় করবেন। প্রজাদের চোখে জল দেখে যে-রাম অশ্রুসজল হয়েছেন তিনি তাঁদের দুর্দৈবের মুখে ঠেলে দেবেন না। যে-রাম পিতা যেমন করে সাগ্রহে ছেলের কথা

শোনে তেমনি করে সর্বহারার কথা শুনেছেন সেই রাম যে-রাজ্য পরিচালনা করবেন তা-ই রাম রাজ্য।[১]

রামচরিতমানসের ভাষা

'গিরা গ্রাম্য সিয়রাম জস গাবহিঁ সুনহিঁ সুজান।'

সংস্কৃত না লিখে তুলসীদাস 'গ্রাম্যগিরা'কেই বেছে নিলেন রামসীতার যশোগান করতে। তিনি যাকে 'গ্রাম্যগিরা' বলে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে 'অবধী'। উত্তর ভারতে কথিত পূর্বীহিন্দীর একটি প্রধান উপভাষা অবধী। 'অবধী' নাম থেকে বোঝা যায় এটি অবধ বা অযোধ্যার ভাষা। কিন্তু ভাষাটি শুধু অযোধ্যা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়, ফতেপুর, এলাহাবাদ, জৌনপুর, মিরজাপুর অঞ্চলেও এ ভাষা কথিত। কিন্তু প্রধানত অবধেই কথিত বলে 'পূর্বী' বা 'কোশলী' নামের বদলে এই নামটিই রয়ে গেল। এর আর একটি নাম বৈসওয়ারী। এই অবধী এসেছে প্রাচীন অর্ধমাগধী থেকে।

সাহিত্যের বাহন হিসেবে ব্রজভাষার পাশাপাশি অবধীও চলেছিল বিংশশতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত। তারপর অবধীর কবিরা খড়িবোলী বা হিন্দুস্থানীকেই তাদের সাহিত্যসাধনার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন।

অবধীভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ১১৫০ সালের আগে লেখা দামোদর পণ্ডিত লিখিত 'উক্তিব্যক্তিপ্রকরণ'। এটি ঠিক সাহিত্য পর্যায়ের গ্রন্থ নয়, এর উদ্দেশ্য ছিল লোকভাষা অবধীর মাধ্যমে সংস্কৃত শেখানো। জৌনপুরের সুলতানদের সমৃদ্ধির সময়েই অবধীর বিকাশ শুরু হয় এবং ষোড়শ শতকে দুটি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হয়—একটি মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' (আনুমানিক ১৫৪১) এবং তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' রচনা কাল (আনুমানিক ১৫৭৫ সাল)। এই দুটি কাব্যই নব্যভারতীয় আর্য সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

তুলসীদাসের ভাষাকে অবিমিশ্র অবধী বলা যায় না। অবধীই রামচরিতমানসের আধার হলেও এর সঙ্গে মিশেছে ব্রজভাষা এবং পশ্চিমী হিন্দীর দু-একটি উপভাষা। ব্রজভাষার প্রভাব সম্বন্ধে 'দোহাবলীর' ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১. এই রামরাজ্য তুলসীদাসের আদর্শসম্মত, কিন্তু এই 'রামকী রাজে'র পরিকল্পনার পশ্চাৎপট ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এই প্রসঙ্গে 'দোহাবলী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ভাষাসূত্র

১. মূর্ধন্য 'ণ' সর্বক্ষেত্রেই দন্ত্য'ন' : পুরান, বানী, মনি, তরনী।

অতি পাবন **পুরান** শ্রুতি সারা।
করোঁ **প্রনাম** জোরি জুগ পানী।

২. ক) অকারান্ত শব্দ বহু ক্ষেত্রেই উকারান্ত হয়ে ব্যবহৃত : রাম > রামু, চিত > চিতু, মীন > মীনু।

(খ) অকারান্ত শব্দ উ-কারান্ত ও আকারান্তও হয়েছে : উপায় > উপায়ু, রায় > রায়ু, সমাজ > সমাজু, পরাগ > পরাগা, মরাল > মরালা, মঙ্গলমূল > মঙ্গলমূলা।

৩. ক) ই-কারান্ত শব্দে অনেক সময়ে দীর্ঘত্ব দেখা যায় : রাতি > রাতী, বিভূতি > বিভূতী, জ্যোতি > জোতি > জোতী।

(খ) উ-কারান্ত শব্দের দীর্ঘত্বও দেখা যায় : বাহু > বাহূ, অসাধু > অসাধূ।

৪. বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' (য়) এর প্রয়োগ অনিয়মিত। অন্তঃস্থ বর্গের ক্ষেত্রে বর্গীয় 'ব'-এর ব্যবহারই বেশি দেখা যায়।

'**কবিত্ত বিবেক** এক নহিঁ মোরে'

এখানে অন্তঃস্থ 'ব'-এর জায়গায় বর্গীয় 'ব'-ই ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. ধ্বনিপরিবর্তনের আরো কয়েকটি ক্ষেত্র :

(ক)	আ > অ :	আকাশ > অকাশ, আজ্ঞা > অগ্যা
	ঐ > অয় :	বৈশ্য > বয়স্য
	ঔ > অউ :	কৌতকহী > কউতকহী
	ক > গ :	প্রকট > প্রগট, বিকসত > বিগসত
	ক্ষ > চ্ছ, ছ :	ক্ষোভ > ছোহ, লক্ষণ > লচ্ছন, লক্ষ্মণ > লছিমন্থ
	চ > অ :	লোচন > লোঅন, লোয়ন
	ড় > র :	বোড়কে > বোরি, পীড়া > পীরা
	ৎ স > ছ :	বৎসল > বছল, উৎসাহ > উছাহ
	থ > হ :	নাথ > নাহ
	দ > অ > উ :	ভেদ > ভেঅ > ভেউ
	ধ > হ :	ক্রোধ > কোহ
	প > অ :	ভূপাল > ভূআল

ব > অ > উ : সচিব > সচিউ

ম > বঁ (অন্তঃস্থ) : সীমা > সীঁব, সীব। পামর > পাবঁর, পাবর

য > জ : যামিনী > জামিনী, যাচক > জাচক

র > ল : মধুর > মধুল

ল > র : দুর্বল > দুবরো

ল > ন : লাংঘাতে হুয়ে > নাঘত

শ > স : শব > সব, শশী > সসি, পশু > পসু

ষ > স : তুষার > তুসার

স > হ : দস > দহ

স > ছ : অপ্সরা > অপছরা

স্ব > স্ব : স্বতন্ত্র > স্বতন্ত্র, স্বভাব > স্বভাউ

(খ) যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরধ্বনি আনা : ধর্ম > ধরম, জন্ম > জনম, গুপ্ত > গুপুত

(গ) শব্দের প্রথমে যুক্তবর্ণে স্ লোপ : স্থির > থির, স্নেহ > নেহ

(ঘ) যুক্তবর্ণের সরলীকরণ : বিদ্ধি > বিধি, সিদ্ধি > সিধি, নক্ষত্র > নখত

৬ **কারক বিভক্তি :**

(ক) সব কারকেই শূন্যবিভক্তি হতে পারে। যেমন—

বিবেক বিচারি (করণে শূন্যবিভক্তি)

অস **জিঅ** জানি (অধিকরণে শূন্যবিভক্তি)

মালী সুমন সনেহ জল সাচত **লোচন** চারু (অপাদানে শূন্যবিভক্তি)

(খ) বিভিন্ন কারকে অনুসর্গের ব্যবহার—

● কর্তায় 'নে' বিভক্তির প্রয়োগ নেই। তবে অতীতকালে সকর্মকক্রিয়ার প্রয়োগে কর্ম অনুযায়ী ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যেমন—

আসি **দেখাই** নারদহি ভূপতি রাজকুমারী, চতুরাঈ তুম্হারি মৈঁ **জানী**।

● কর্ম, ও সম্প্রদান কারকে কহ, কহু, কহু কহ কঁই এবং হি হিঁ বা হী অনুসর্গ ব্যবহার হয়—**হম কহঁ** দুর্লভ দরস তুম্হারা, **ভোজন কহঁ** সব বিপ্র বোলাএ।

● করণ কারক ও অপাদান কারক তেঁ, তে, তৈঁ, সৈ, সন, সনু ইত্যাদি।

তপতেঁ অগম ন কছু সংসারা।

● অধিকরণ কারকের অনুসর্গ :

মহ, মহঁ, মঙ, মহুঁ, মহি, মাঁহী, মধ্য, মাঝ, মাঝা, মাঝাঁ, মাঝারী, বীচ, পর, পৈ লগি, লগেঁ এবং পাস > পহ, পহি, পহিঁ পাহীঁ, পাহীঁ

থোরে মহু জানি হহিঁ সয়ানে
নাহি অস কোউ জনম জগ মাহীঁ
গঈ তুরত উঠি গিরিজা পাহীঁ।

● 'সম্বন্ধ' প্রকাশ :

কী, কেঁ, কের, কেরা, কেরা (পুং), কেরি, কেরী (স্ত্রীং) কে, কৈ (পুরকৈ শোভা)

'কো' এবং শুধু 'ক' এর প্রয়োগও আছে :

পিতু আয়সু সব ধরমক টীকা

● বহুবচন প্রকাশে সাধারণত 'হ্ন' (হ্নি, এহ্ন) ও শুধু অনুনাসিক (ঁ) ব্যবহার হয়।

অজ্ঞা পুনি পুনি ভাইহ্ন দীহ্নী
(বারবার ভাইদের আজ্ঞা দিলেন)

● সমাচার আর প্রাণ সর্বদা বহুবচন : নারদ সমাচার সব পাএ,
মৃতক সরীর প্রান জনু ভেঁটে

৭. সর্বনাম

উত্তম পুরুষ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মৈঁ, মৈ, মই, মইঁ, মহী	হম
ষষ্ঠী	মোর, মোরি, মোরেঁ, মোরে, মোরা, মেরে, মেরো, মম, মাম	হমার, হমরে, হমরেউ

অনুসর্গযোগের সময় : একবচনে—মো, মোহি, মুহি : মোতেঁ, মোসন, মোহিসন ইত্যাদি বহুবচনে হম—হমসন, হমতেঁ

মধ্যম পুরুষ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তৈঁ, তৈ, তু, তুঁ তই, তইঁ	তুম, তুহ্ম, তুহ্মই,
ষষ্ঠী	তোর, তোরা, তোরি, তোরেঁ, তব	তুহ্মার, তুহ্মারি (স্ত্রী) তুহ্মারেঁ, তুহ্মারে, তুহ্মরিঅ, তুহ্মরেঁ, তুহ্মরেহি

অনুসর্গযোগের সময় :

একবচনে : তো, তোহি, তোহ (২য়া) বহুবচনে—তুম্ব

প্রথম পুরুষ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ও, ওউ, সোই, সোঈ, সো, সোউ, তেউ, তৈউ	ওউ, তে, তেঁ, তেউ, তেউ, তেই,
দ্বিতীয়া	ওহি, ওহী, তাহী, তেহি, তেহী, তিন্হহি, তিন্হী, তাহূ	উন্হহি, তিন্হহি তিন্হী, তেউ, তিন্হহিঁ
ষষ্ঠী	তাসু, তাকে	তিন্হকে

অনুসর্গযোগের সময়—

একবচনে : য়েহি, তেহি, তা

বহুবচনে : উন্হ, তিন্হ, তিন, তিন্হহি

জো (যে)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	জো, জোই	জে, জেউ
দ্বিতীয়া	জোহি, জা, জেঁহি জাহে, জাহূ, জিহি	জিন্হহি, জেঈ
ষষ্ঠী	জাসু, জসু, জাকরি,	জাকেঁ, জাকে জিন্হকে

অনুসর্গযোগের সময়—

একবচনে : জেহি, জা, জেঁহিঁ, জবনি

বহুবচনে : জিন্হহি, জেঈ

য়হ (এই)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	য়হ, য়েহ, য়েহি, এহ	য়ে, এ
দ্বিতীয়া	য়হ, য়েহ, এহি, ইহৈ, ইহই	ইন্হহি,

অনুসর্গযোগের সময় —

একবচন : য়েহি, য়হ, য়হিঁ এহিঁ
এহ, এই, য়া

বহুবচনে : ইন্হ, ইন, এন্হ, যন্হ

প্রশ্নাত্মক সর্বনাম

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	করন, কৌন, কো, করনিউ, করনি, কোউ, কাহু	কে
দ্বিতীয়া	কেহি, কেই, কেহু, কৌন, কৌনু	
ষষ্ঠী	কেহিকর, কাসু	

অনুসর্গযোগের সময়—

একবচন : কেহি, করনি, করনিহু, করন, কাহি, কা

বহুবচন : কিন্হ

ধাতু-বিভক্তি

সাধারণ বর্তমান

	একবচন	বহুবচন
উত্তমপুরুষ	অউঁ	অহিঁ
মধ্যমপুরুষ	অসি	অহু
প্রথমপুরুষ	অহি, অই, ঐ	অহিঁ, অ

তেহি **বরনউঁ** রাজা,
জিআরসি মোহী,
চাহহুঁ **সুনই** রাম গুন গূঢ়া।

কহত, বোলত, জানত ইত্যাদি 'অত'-প্রত্যয়ান্ত পদও প্রথমপুরুষ একবচনে প্রযুক্ত হয়।

পূছত অতি সনেহ সকুচাঈ।

সাধারণ অতীত

- প্রাচীন অবধীতে উত্তমপুরুষে—এউঁ, মধ্যমপুরুষে 'এ' ও প্রথমপুরুষে ইনি, এউ ব্যবহৃত হত।
- রামচরিতমানসে অতীতকালে খড়ীবোলীর ক্রিয়াপদই একবচন ও বহুবচনে প্রযুক্ত হয়েছে। ('আ' ও 'এ')—বোলা—বোলে (পুং), বোলী—বোলীঁ (স্ত্রীলিঙ্গ) বহুত দিবস **বীতে**
- প্রথমপুরুষ একবচনে 'এউ' বিভক্তির প্রয়োগও ব্যাপক :

  প্রভু **তোষেউ** মুনি সংকর বচনা

  পূছেউ তব সির **কহেউ** বখানি
- দিয়েছিল, নিয়েছিল, করেছিল এই তিনটি ক্রিয়াপদে দীন্হ, দীন্হা—দীন্হী, দীন্হে, লীন্হা—লীন্হী, লীন্হ, এবং কীন্হ, কীন্হা—কীন্হী, কীন্হে পদগুলির প্রয়োগ বেশি।

  দীন্হি অসীস লাই উর **লীন্হে**

  ভুবন বসন নিছবরি **কীন্হে**

  মুনিহি দণ্ডবত **কীন্হ** মহীসা
- 'হল' অর্থে ভে, ভা, ভয়ো। অন্য উপভাষার প্রভাবে বহু ক্ষেত্রেই মেলে।
- ব্রজভাষার প্রভাব লক্ষণীয়[১] :

  সুতন্হ সমেত গারন **কিয়ো** ভূপা

সাধারণ ভবিষ্যৎ

	একবচন	বহুবচন
উত্তমপুরুষ	ইহউঁ, অব, অবউঁ অবই, অবি	অব, অবি, অবা, অবই, ইবে
মধ্যমপুরুষ	ইহসি, অবব	ইহহু, অব, ইবি, অবি, অবো

১. ব্রজভাষার প্রভাব প্রসঙ্গে 'দোহাবলী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রথমপুরুষ	ইহহি, ইহি, ই, অব	ইহইঁ, ইহিঁ, অব

তস কহিহউঁ = আমি তাই বলব

হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা

তিয় চরিহহিঁ পতিব্রত অসিধারা

বর্তমান অনুজ্ঞা

	একবচন	বহুবচন
উত্তমপুরুষ	অউ, ওঁ	
মধ্যমপুরুষ	উ, অ, অসি, অহি, হু	অহু, ও
প্রথমপুরুষ	অউ, অও, অই	অহিঁ, অহী

উঠহু রাম, ভঞ্জহু ভব চাপা, রামনাম মনিদীপ ধরু, ভজহু আস নিজ গৃহ জাহু, কোউ নৃপ হোউ (=হোক)।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

	একবচন	বহুবচন
মধ্যমপুরুষ	এসু	এহু

করেহু সো যতন বিবেক বিচারি

৯. অসমাপিকা ক্রিয়া

করিয়া যাইয়া বলিয়া ইত্যাদি ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠনে ধাতুর সঙ্গে 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়। বোলি, সুনি, জানি ইত্যাদি।

এর সঙ্গে 'কর' বা 'করি'ও যোগও করা হয় :

খাই কর (করি), জাই করি ইত্যাদি।

● করিতে, খাইতে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াগঠনে ধাতুর সঙ্গে 'অন' বা 'অই' যুক্ত হয়।

করন (=করিতে) চহউ রঘুপতি গুণগাথা, তোরই লাগা (ভাঙতে লাগল) জরই না সকা (পোড়াতে পারল না)

১০. 'করছে যে' 'বলছে যে' এমন ক্রিয়াবাচক ঘটমান বিশেষণগঠনে 'অত' প্রত্যয় যোগ হয় : করত, বোলত ইত্যাদি। করত মনোরথ বহু মন মাহী।

১১. কর্মবাচ্য

১. ইয়, ইয়হি, ইঅ, ইজই ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে :

চহিঅ অমিয়। পূজিঅত নাম প্রভাউ।

২. অতীতকালবাচক আ-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত বিশেষণের সঙ্গে 'জা' ধাতু ব্যবহার :

বিধি করতব কছু জাই ন জানা।

ছন্দযোজনা

রামচরিতমানসে সংস্কৃতে রচিত মঙ্গলাচরণ অংশে তুলসীদাস অনুষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, বসন্ততিলক, স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত, বংশস্থ, রথোদ্ধতা, মালিনী, নগস্বরূপিণী এবং তোটক—এই বৃত্তছন্দগুলো ব্যবহার করেছেন। মূল রচনা অবধীতে তিনি আটটি মাত্রাছন্দ ব্যবহার করেছেন—চৌপাঈ, দোহা, সোরঠা, ডিল্লা, হরিগীতিকা, চৌপৈয়া, তোমর এবং ত্রিভঙ্গী। এই ছন্দগুলোর লক্ষণ আমরা আলোচনা করছি।

চৌপাঈ

এই ছন্দে প্রত্যেক পাদে ১৬ মাত্রা।[১] অন্ত্য মিল প্রথম ও দ্বিতীয়তে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থতে : ক-ক খ-খ। পাদের অন্তে জ-গণ (⏑ — ⏑) এবং ত-গণ (— — ⏑) চলবে না।[২] এ-ছন্দে সমমাত্রার সঙ্গে বিষমমাত্রার শব্দবিন্যাস না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বন্দৌঁ গুরুপদ পদুম পরাগা। সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা।

অমিয় মূরি ময় চূরন চারূ। সময় সকল ভবরুজ পরিবারূ॥

---

১. হ্রস্বস্বর 'লঘু' (⏑) : অ, ই, উ, ঋ। দীর্ঘস্বর 'গুরু' (—) : আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ। সংযুক্তবর্ণের আগে লঘু স্বরও 'গুরু' হবে : 'শঙ্কা' - এখানে 'শ' গুরু।

অনুস্বার ও বিসর্গ যুক্ত স্বরও গুরু হবে—হংস, দুঃখ। মাত্রাছন্দে লঘুস্বর একমাত্রা, গুরুস্বর দুই মাত্রা।

২. জ-গণ = লঘু গুরু লঘু এই বিন্যাস (⏑ — ⏑) ত-গণ = গুরু গুরু লঘু এই বিন্যাস (— — ⏑)

ছন্দোলিপি

২	২	১	১	১	১	১	১	১	১	২	২	
বন্	দোঁ	গু	রু	প	দ	প	দু	ম	প	রা	গা	= ১৬ মাত্রা

১	১	১	১	২	১	১	১	১	১	১	২	২	
সু	রু	চি	সু	বা	স	স	র	স	অ	নু	রা	গা	– ১৬ মাত্রা

১	১	১	২	১	১	১	২	১	১	২	২	
অ	মি	য়	মূ	রি	ম	য়	চূ	র	ন	চা	রু	= ১৬ মাত্রা

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	২	২	
স	ম	ন	স	ক	ল	ভ	ব	রু	জ	প	রি	বা	রু	= ১৬ মাত্রা

দোহা

এটি অর্ধসম ছন্দ। বিষম পাদে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১৩ মাত্রা আর সম-পাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ১১ মাত্রা। অন্ত্য মিল দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে। বিষম চরণের আদিতে জ-গণ (⏑ — ⏑) হবে না। সমচরণের শেষ স্বর লঘু হবে।

রাম নাম নর কেসরী কনককসিপু কলিকালু।
জাপক জন প্রহলাদ জিমি পালিহি দলি সুর সালু॥

ছন্দোলিপি

২	১	২	১	১	১	২	১	২	
রা	ম	না	ম	ন	র	কে	স	রী	= ১৩ মাত্রা

১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	
ক	ন	ক	ক	সি	পু	ক	লি	কা	লু	= ১১মাত্রা

২	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১	
জা	প	ক	জ	ন	প্র	হ	লা	দ	জি	মি	= ১৩ মাত্রা

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১

পা লি হি দ লি স্থ র সা দূ = ১১ মাত্রা

নিম্নরেখ অংশে অন্ত্য মিল।

সোরঠা

এটি অর্ধসম ছন্দ। সোরঠা ছন্দ ঠিক দোহার বিপরীত অর্থাৎ দোহার দ্বিতীয় পাদ এখানে প্রথম পাদ হবে, আর প্রথম পাদ হবে দ্বিতীয় পাদ। তেমনি চতুর্থ পাদ হবে তৃতীয় পাদ আর তৃতীয় পাদ হবে চতুর্থ পাদ। অন্ত্যমিল প্রথম আর তৃতীয় পাদে হবে। দোহা ১৩—১১ মাত্রা বিভাজনে, আর সোরঠা ১১-১৩ বিভাজনে।

বারবার কহ রাউ সুমুখি সুলোচনি পিকবচ'ন।
কারন মোহি সুনাউ গজ গামিনি নিজ কোপ কর॥

ছন্দোলিপি

২ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১

বা র বা র ক হ রা উ = ১১ মাত্রা

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সু মু খি সু লো চ নি পি ক ব চ নি = ১৩ মাত্রা

২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১

কা র ন মো হি সু না উ = ১১ মাত্রা

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১

গ জ গা মি নি নি জ কো প ক র = ১৩ মাত্রা

অন্ত্যমিল নিম্নরেখ অংশে।

হরিগীতিকা

এটি সম ছন্দ, প্রতি পদে ২৮ মাত্রা। ১৬ মাত্রার পর অর্ধ-যতি (১৬+১২=২৮)।
অন্ত্যমিল ক-ক খ-খ অথবা ক-ক-ক-ক

সিয়রাম প্রেম পিযূষ পূরন হোত জনম ন ভরত কো।
মুনি মন অগম জম নিয়ম সম দম বিষয় ব্রত আচরত কো।
দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষন সুজস মিস অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে সঠহি হঠি রাম সনমুখ করত কো॥

ছন্দোলিপি

১	১	২	১	২	১	১	২	১	২	১	১	
সি	য়	রা	ম	প্রে	ম	পি	যূ	ষ	পূ	র	ন	=১৬ মাত্রা

২	১	১	১	১	১	১	১	১	২	
হো	ত	জ	ন	ম	ন	ভ	র	ত	কো	=১২ মাত্রা

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
মু	নি	ম	ন	অ	গ	ম	জ	ম	নি	য়	ম	স	ম
										১	১		
										দ	ম	=১৬ মাত্রা	

১	১	১	১	১	২	১	১	১	২	
বি	ষ	য়	ব্র	ত	আ	চ	র	ত	কো	=১২ মাত্রা

পরের দুটি পাদও একই রকম

চৌপৈয়া

এটি সমছন্দ—প্রতি পাদে ৩০ মাত্রা, ১০ মাত্রা ও ৮ মাত্রার পর অর্ধযতি (১০—৮—১২)।

১০ মাত্রা ও ৮ মাত্রার শেষে যমক (অন্ত্যমিল), তা ছাড়া প্রতি পাদ বা চরণের শেষে অন্ত্যমিল। শেষে য-গণ ⌣—— বাঞ্ছনীয়।

মাতা পুনি বোলী সো মতি ডোলী। তজহু তাত যহ রূপা।
কীজৈ সিসু লীলা অতি প্রিয়সীলা যহ সুখ পরম অনূপা॥

সুনি বচন সুজানা রোদন ঠানা হোই বালক সুর ভূপা।
যহ চরিত জে গাবহিঁ হরিপদ পাবহিঁ তেন পরহি ভব কূপা'॥

ছন্দোলিপি

মা তা পু নি বো লী = ১০ মাত্রা
সো য তি ডো লী = ৮ মাত্রা
ত জ হু তা ত য হ রূ পা = ১২ মাত্রা

ত্রিভঙ্গী

এটি সম ছন্দ, প্রতি পাদে ৩২ মাত্রা, যতি বিভাগ ১০—৮—১৪। এতে শেষে স-গণ (⏑ ⏑ —) বাঞ্ছনীয়।

ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া নির্মিত মায়া, রোম রোম প্রতি বেদ কহৈ।
মম উর সো বাসী যহ উপহাসী সুনত ধীর মতি থির ন রহৈ।
উপজা জব জ্ঞানা, প্রভু মুসুকানা, চরিত বহুত বিধি কীহ্ন চহৈ।
কহি কথা সুনাঈ মাতু বুঝাঈ জেহি প্রকার সুত প্রেম লহৈ।

ছন্দোলিপি

২ ২ ১ ১ ২ ২
ব্র হ্মা ণ্ড নি কা য়া = ১০ মাত্রা

২ ১ ১ ২ ২
নি র্মি ত মা য়া = ৮ মাত্রা

২ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২
রো ম রো ম প্র তি বে দ ক হৈ = ১৪। = ৩২ মাত্রা

ডিল্লা

এটি সম ছন্দ। প্রতি পাদে ১৬ মাত্রা। শেষে থাকবে ভ-গণ (— ⌣ ⌣), প্রধানত এইখানেই চৌপাইর সঙ্গে এর পার্থক্য।

মামভিরক্ষয় রঘুকুলনায়ক
ধৃতবর চাপ রুচির কর সায়ক
মোহ মহাঘন পটল প্রভঞ্জন
সংসয় বিপিন অনল সুররঞ্জন।

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১
মা ম ভি র ক্ষ য় র ঘু কু ল না য় ক
= ১৬ মাত্রা

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১
ধৃ ত ব ব চা প রু চি র ক র সা য় ক
= ১৬ মাত্রা

ডিল্লা ছন্দের প্রয়োগ আছে লঙ্কাকাণ্ডে (স্তোত্রে)

তোমর

এটি সম ছন্দ। প্রতি পাদে ১২ মাত্রা, শেষে জ-গণ (⌣ — ⌣)

জ ব কী হ্ন তে হ পা ল গু = ১২ মাত্রা (পা = গুরু হলেও ছন্দের খাতিরে লঘু ধরতে হবে)

ভ এ প্র গ ট জ স্ক প্র চ গু। = ১২ মাত্র

বে তা ল ভূ ত পি শা চ। = ১২ মাত্রা

ক র ধ রে ধ নু য ন রা চ॥ = ১২ মাত্র

তোমর ছন্দের প্রয়োগ হয়েছে খর-দূষণ এবং রামের যুদ্ধে এবং রামরাবণের যুদ্ধে, তাছাড়া লঙ্কাকাণ্ডে ইন্দ্রের রামস্তুতিতেও এছন্দ ব্যবহার হয়েছে।

ছন্দোবিন্যাস

সংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম স্থান চৌপাঈর দ্বিতীয় স্থান দোহার এবং তৃতীয় স্থান সোরঠার এবং চতুর্থ স্থান হরিগীতিকার (যা ছন্দ-নামে চিহ্নিত)। সর্বত্রই সাধারণতঃ চারটি চৌপাঈর পর এক-একটি দোহা রাখা হয়েছে। চৌপাঈর পর একাধিক দোহাও আছে কোন কোন ক্ষেত্রে।

কোথাও চারটি চৌপাঈর পর সোরঠাও আছে। দোহার তুলনায় সোরঠার প্রয়োগ খুবই কম। বিশেষ কোন গুরুত্ব বা চমৎকারিতার প্রকাশে 'সোরঠা' ব্যবহৃত হয়েছে। হরিগীতিকার প্রয়োগ হয়েছে বর্ণনার পুষ্টিসাধনে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হরিগীতিকা আগের দোহার শব্দসূত্র নিয়ে রচিত।

সাধারণতঃ দোহাতেই ক্রমিক সংখ্যাচিহ্ন দেওয়া হয়। সোরঠার ক্রমিক চিহ্ন আলাদা। কোন্ চৌপাঈ, বোঝাতে গেলে আগে দোহার সংখ্যা দিতে হবে। ২৫ সংখ্যক দোহার পরে প্রথম চৌপাঈ বোঝাতে হলে লেখা হবে ২৫ : ১। দ্বিতীয় চৌপাঈ হলে লেখা হবে ২৫ : ২। ১২৬ : ৪ এই সঙ্কেতের অর্থ হবে ১২৬ নং দোহার পরে চতুর্থ চৌপাঈটি।[১]

প্রতিবর্ণীকরণপ্রসঙ্গে

১. 'ং' এর পর ক, খ, গ, ঘ থাকলে 'ং' এর জায়গায় ঙ্ ধরা হয়েছে : পংক > পঙ্ক পংখ > পঙ্খ ইত্যাদি।

১. 'ং' এর পর চ, ছ, জ, ঝ থাকিলে 'ং' এবং জায়গায় ঞ্ ধরা হয়েছে : পংচ > পঞ্চ, সংছেপ > সঞ্ছেপ ইত্যাদি।

২. 'ং' এর পর ত, থ, দ, ধ থাকলে 'ং' এর জায়গায় 'ন্' ধরা হয়েছে : সংত > সন্ত, বংদউ > বন্দউ ইত্যাদি

৩. বর্গীয়-ব 'ব' দিয়ে লেখা হয়েছে, অন্তঃস্থ 'ব' এর জায়গায় 'ৱ' ব্যবহার করা হয়েছে : ভৱন।

৪. 'য'-এর জায়গায় 'য়' ব্যবহার করা হয়েছে ময়ন > ময়ন।

৫. ন্হ যুক্তাক্ষরের জন্যে আলাদা 'বর্ণ' না থাকায় ধ্বনি ধরে 'হ্ন' ব্যবহার করা হয়েছে : কিন্হা > কিহ্না। তেমনি 'ম্হ' এর জায়গায় 'হ্ম' ব্যবহার করা হয়েছে : তুম্হ > তুহ্ম।

অনুবাদপ্রসঙ্গে

রামচরিতমানস ভারতীয় এবং বিদেশী বহুভাষায় গদ্যে ও পদ্যে অনূদিত হয়েছে। বাংলায় প্রথম অনুবাদ সম্ভবত করেন হরিমোহন গুপ্ত (দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৭৯০ শক অর্থাৎ ১২৭৫ সাল)। এটি শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডের সংক্ষেপিত পদ্যানুবাদ। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য মূলানুগত বাংলা পদ্যে রামচরিতমানস অনুবাদ করেন। এটি

---

১. সোরঠার পর চৌপাঈ থাকলে সোরঠার ক্রমসংখ্যা আগে উল্লেখ করা হয়। সো. ২০ : ২ এর অর্থ ২০ নং সোরঠার পর দ্বিতীয় চৌপাঈ।

বারাণসী থেকে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন—'এইটি বোধ হয় উহার (রামচরিতমানসের) দ্বিতীয় অনুবাদ।' কিন্তু এর আগেই বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে দুই খণ্ডে একটি পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের ভূমিকার শেষে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল উল্লিখিত। ১৯৫৮ সালে বীরেন্দ্রলালবাবুর অনুবাদের আগেই কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য কৃত রামচরিতমানসের পদ্যানুবাদ (সমূল) কলকাতার আর্য বিদ্যাপীঠ থেকে খণ্ডে খণ্ডে অনূদিত হয়। প্রায় একই সময় মূলসহ সমগ্র রামচরিতমানস গদ্যে অনুবাদ করেন শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এ-ছাড়া বাংলায় আংশিক অনুবাদও কিছু প্রকাশিত হয়েছে। এ-সবের অনেক গ্রন্থই আর ছাপা নেই।

রামচরিতমানসের বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে এই পথিকৃৎদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে নতুন করে সমগ্র রামচরিতমানস এবং তার সঙ্গে তুলসীদাসের 'দোহাবলী' অনুবাদে হাত দিয়েছি। মূলের দুর্লভ ধ্বনিমাধুর্য অনুবাদে কেউ আশাই করেন না বলাই বাহুল্য। তবে মূলের বক্তব্য ও বাচনধর্ম যতটা-সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি। প্রধানতঃ মানসমার্তণ্ড জ্বালাপ্রসাদ শর্মাজীর সংস্করণটি অনুসরণ করেছি, তবে পাঠ-ভেদাদি সংশয়ে কাশীরাজ সংস্করণ, নাগরীপ্রচারিণী সভা প্রকাশিত সংস্করণ এবং গীতাপ্রেস প্রকাশিত পণ্ডিত হনুমান প্রসাদ পোদ্দার সম্পাদিত সংস্করণের সাহায্য নিয়েছি। প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। দোহা ও সোরঠার সংখ্যাগুলো জ্বালাপ্রসাদজীর সংস্করণ অনুযায়ী নিবদ্ধ হয়েছে।

শ্রীপ্রসূন বসুর উৎসাহ এবং ডঃ মুরারিমোহন সেনের সস্নেহ পরামর্শে সানন্দে এ কাজে এগিয়ে গিয়েছি। আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন পণ্ডিত প্রজাপতিশঙ্কর মিশ্র, ডঃ তারণকুমার বিশ্বাস, ডঃ বিজয় দেব, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীজীবেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রীনীলরতন কাইয়া, শ্রীনির্মলকুমার চক্রবর্তী, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা ও শ্রীরামবিলাস গিরি। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অল্প শক্তি নিয়ে বড়ো কাজে হাত দিয়েছি। স্খলন হলে গুণীরাই হাত ধরে তুলবেন তাঁরাই তো শক্তি। তাঁদেরই প্রণাম জানাই তুলসীদাসের ভাষাতে:

সুজন সমাজ সকল গুন খানী।
করৌ প্রনাম সপ্রেম সুবানী॥

শব্দদীপিকা

বালকাণ্ড ও দোহাবলী

অকাশ<আকাশ
অনন্দ—আনন্দ
অন্হবাএ—স্নান করল
অন্দেসা<অন্দেশা—সন্দেহ, চিন্তা
অপেল—অটল
অবধ—অযোধ্যা
অবাঁ—কুম্ভকারের ভাঁটি
অবরেখী—দেখে শুনে, অনুমান করে
অহহিঁ—আছে
অমী—অমৃত
অয়—লোহা
অরু—আর
অস—এমন, এই
অসাঁচা—অসত্য
অগার—আগার
অহিনাহ<অহিনাথ—শেষ নাগ
অহিবাত—স্ত্রীর সৌভাগ্য, সোহাগ
আগি—অগ্নি
আচরজু—আশ্চর্য
আধীন—অধীন
আয়সু—আদেশ
ইচ্ছিত—ঈপ্সিত
ঈসু—ঈশ—ঈশ্বর
উছাহু—উচ্ছ্বাস, উৎসাহ
উড়ু—তারা
উপখান—উপাখ্যান
উপরোহিত—পুরোহিত
ঊখ—ইক্ষু
উজাগর—প্রকাশিত
এবমস্তু—তাই হোক
কঞ্জ—কমল
কড়িহার—নাবিক, মাঝি

কটাচ্ছ—কটাক্ষ
কছু—কিছু
কদরাঈ—ভীরুতা
কমঠ—কচ্ছপ
করতুতি—কৌশল
কল—কলা
কলেস—ক্লেশ
কাগদ—কাগজ
কামরী—কম্বল
কারিখ—কলঙ্ক
কাঢ়া—আকর্ষণ করল, প্রত্যক্ষ করল
কায়র—ভীরু
কীর—কীড়া পোকা
কুঅঁর—কুমার
কুমাচ—দো-শালা
কেকি<কেকিন্—ময়ূর
কেবট<কৈবর্ত—জেলে
কোপর—পল্লব
কোর—প্রান্ত, ক্ষেপ, কোণ
ক্রম—কর্ম
খরভরু—কোলাহল
খরারী—খরনাশক রাম
খলিয়া—ঝুলি
খোট—ছোট
খোরা—ছোটো পাত্র বিশেষ
খোহা—গুহা
গথ—গ্রন্থ গাঁটের কড়ি, দাম
গরহি—গ'লে যায়
গরীবনিরাজ (ফার্সী)—দীনবন্ধু
(নিবাজ—প্রতিপালনকারী)
গহি—গ্রহণ ক'রে
গাজে—ধ্বনিত হল

গারী—গালি
গীধ—গৃধ্র
গীবাঁ—গ্রীবা
গুড়ী—ঘুড়ি
গোহারা—ক্ষতিপূরণের জন্যে দেওয়া অর্থ
চখ—চক্ষু
চহুঁ—চার
চারিউ—চার
চাহি—চেয়ে, অপেক্ষা (অনুসর্গ)
চিতরত—দেখে
চিতু—চিত্ত
ছত্রু—ছত্র
ছবীলে—সুন্দর
ছরে—বাছাবাছা
ছাছী—মাখন বের করে নেওয়া দুধ
ছারা—ভস্ম
ছিতি—ক্ষিতি
ছীর—ক্ষীর
ছুতি—স্পর্শ
ছেম—ক্ষেম
ছোনিপ—রাজা
ছোভ—ক্ষোভ
ছোহ্—ক্ষোভ
জদপি—যদিও
জনবাস—বাসাবাড়ি, বরযাত্রীদের অস্থায়ী আবাস
জনেত—বরযাত্রী
জস—যেমন
জাননিহার—যে জানে, জ্ঞাতা
জীহ্—জিহ্বা
জেবনারা. জেবনার—পঙ্‌ক্তি-ভোজন
টাপ—ঘোড়ার পায়ে তলা
টারন, টালনা—হটানো
টারা—হটিয়ে দিল
টুক—টুকরা
ডার—ডাল
ঢাসনি—ঠগ
ঢিঠাঈ—ধৃষ্টতা
তউ—তবু
তাতেঁ—সেইজন্যে
তাপই<তাপয়তি—তাপ দেয়
তিয়—স্ত্রী
তিহুঁ—তিন
তুপক—তোপ
তুম্বি—ছোট তেতো লাউ
তুরত—শিগ্‌গির
থোর—থোরা—অল্প
দছিনা—দক্ষিণা
দাইজ<দহেজ—যৌতুক
দুবরো—দুর্বল
দৃগ, দৃক্—দৃষ্টি
দ্রবতি—দ্রবীভূত হয়
ধন্ধক—ঝঞ্ঝাট
ধাঁঙ্গ—প্রতারক
নখত—নক্ষত্র
নাউঁ—নাম
নাজ—অন্ন, ভোজ্য বস্তু
নারি—ঘাড়
নিকন্দন<নিকৃন্তন—ধ্বংস, নাশ
নিকাঈ—মধুরভাব
নিছাবরি—উপহার (বিবাহাদিতে)
নিসান—দুন্দুভি
নিহারি—দেখিয়া
নিহোর—অনুগ্রহ, আশ্রয়, ভরোসা
নীক (ফার্সী)—ভাল, সুন্দর
নেম—নিয়ম
পরুসন—পরিবেশন
পখারন—প্রক্ষালন
পলনা—দোলনা

পসাউ প্রসাদ অনুগ্রহ
পাখ পক্ষ
পাগী –পাগড়ি
পাছিল পশ্চাদ্‌বর্তী
পাথা, পাথঃ জল
পাথোজ—পদ্ম
পাবৃষ বর্ষা
পাঁবর—পামর
পাহুন<প্রাঘুণ—অতিথি
পীঠি—পৃষ্ঠ
পাঁরা –পাড়া
পুরট—সোনা
পুহমাপাল—ভূমিপাল
পোচ –ক্ষীণ, হীন, তুচ্ছ
পৈহহিঁ—পাবে
প্রনবউ—প্রণাম করি
ফরকন উৎসুকতা
ফুর সত্য
বগধ্যানী—বকধার্মিক
বজনিয়া —বাদক
বড়প্পন্ন—মহত্ত্ব
ববুর বাবলা (গাছ)
বয়র—বৈর—শত্রুতা
বয়রু, বৈর—শত্রুতা
বহোর—আবার
বাউর—মরু
বানি—সাজসজ্জা, চমক, অভ্যাস, বচন
বাপুরো বেচারা
বিআধি—ব্যাধি
বিগ্য –বিজ্ঞ
বিঞ্জন—ব্যঞ্জন
বিরব—মৃদঙ্গ
বিরুদ—বংশবলীকীর্তন
বেসর—খচ্চর, নথ
বৈঠারে—বসালো
ব্যাহু বিবাহ
বিলখানে দুঃখিত হয়ে
বিলগাই – বিলগ্ন –আলাদা করে দিল
ভদেসা –মন্দ, নিন্দার্হ
ভঁবর ভ্রমর
ভাখা—ভাষা
ভায়প—ভ্রাতৃভাব
ভ্রাজা<ভ্রাজ্ –শোভা পেল
ভূসুর ব্রাহ্মণ
মকুর—আয়না, কুমোরের দণ্ড
মগ<মার্গ—পথ
ময়ন<মদন—কামদেব
মহতারি মা
মাঁচী—মধ্যে
মাহুর—গরল
মাহুরু—গরল
মীচু –মৃত্যু
মীত মিত্র
মূরা –বুটি, মূল
রঙ্ক—দরিদ্র
রদপট—দন্তপঙ্‌ক্তি
রাউ রাজা
রারী—যুদ্ধ
রিঝাইবো—প্রসন্ন করা
রিনিয়া—ঋণী
রীছ, ঋক্ষ –ভল্লুক
রুখ (ফার্সী)—মুখ
রুরা—সুন্দর
লড়িকাঈ—শৈশব
লরিকা লড়্‌কা
লাহু—লাভ
লীক—চিহ্ন, রেখা
লোনাঈ—লাবণ্য
লোবা—শৃগাল
শ্রাপ—শাপ

সংবত—বর্ষ
সকুচ – সংকোচ
সগুন— লক্ষণ
সঙ্খেপ সংক্ষেপ
সনেহ স্নেহ
সঁবারণ—স্মরণ
সরিস<সদৃশ—মতো
সরাহা প্রশংসা করল
সহস—সহস্র
সাগু—শাক
সানী—মিশ্রিত, মিশ্রিত করে
সাঁচিল— সত্যপূর্ণ
সামধি— বৈবাহিক
সাঁবর— শ্যামল
সালি শালি
সিন্ধুর—হাতী
সিরিজা—সৃষ্টি করল
সিয়পী -- সীতাপ্রিয়
সিরু<শিরস মাথা
সীব —সীমা
সীল - শীল
সীসা – শীষ

সুজান—বুদ্ধিমান
সুঠি<সুষ্ঠু –সুন্দর
সুপাস—সুবিধা
সুফল – সফল
সুভাউ –স্বভাব
সুমিরি স্মরণ ক'রে
সুপনখা শূর্পনখা
সুআর – সূপকার
সেঁদুর সিঁদুর
সেঁবর, সেমল– শিমুল
সৈ শত
সোঁধে<স্বর্ধ – সস্তা
স্রুবা—যজ্ঞে ব্যবহৃত কাঠের হাতা
হটকি— শাসিয়ে
হঠ –জিদ
হঠি- হঠতাপূর্বক
হুঁকারি, হুঁকারী—ডাকল
হাটক- সোনা
হুলস্যো- উল্লসিত হল
হোইহহি—হবে
হোনিহারা - যা হবে

বালকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক॰ বর্ণানামর্থসংঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ ॥ ১

শ্লোক, বর্ণ, অর্থ, রস, ছন্দ এবং সমস্ত মঙ্গলের প্রবর্তক সরস্বতী ও গণেশকে বন্দনা করি।

ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্ ॥ ২

যাঁদের না হলে সিদ্ধপুরুষেরা নিজেদের অন্তরে স্থিত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রতীক সেই হরপার্বতীকে বন্দনা করি।

বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্বত্র বন্দ্যতে ॥ ৩

আত্মোপলব্ধিময় শাশ্বত এবং গুরুস্বরূপ শঙ্করকে বন্দনা করি যাঁকে আশ্রয় করে বক্রতাসত্ত্বেও শশাঙ্ক সর্বত্র বন্দিত হয়।

সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ ॥ ৪

সীতা ও রামের গুণাবলীর পুণ্য অরণ্যে যাঁরা বিহার করেন সেই পরম জ্ঞানী কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি এবং কপিরাজ হনুমানকে বন্দনা করি।

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্ ॥ ৫

সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিণী, ক্লেশহারিণী এবং সর্বমঙ্গলদায়িনী রামপ্রিয়া সীতাকে বন্দনা করি।

যন্মায়াবশবর্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।
যৎপাদপ্লবমেকমেব হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাং
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্ ॥ ৬

ব্রহ্মাদি দেব ও অসুরপ্রমুখ সমগ্র বিশ্ব যাঁর মায়ার বশবর্তী, যিনি আছেন বলে

সমস্ত কিছু রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো মিথ্যা বলে প্রতিভাত, সংসারসিন্ধু যাঁরা পার হতে চান তাঁদের কাছে যাঁর চরণ একমাত্র তরণীস্বরূপ সেই নিঃশেষে সর্ববিষয়ের পরম কারণ রাম-নামে স্থিত হরিরূপ ঈশ্বরকে বন্দনা করি। .

নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্
রামায়ণে নিগদিতং কচিদন্যতোঽপি।
স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা—
ভাষানিবন্ধমতিমঞ্জুলমাতনোতি॥ ৭

নানা পুরাণ, নিগম ও আগমে যা স্বীকৃত, যা রামায়ণে এবং অন্যত্র (পুরাণাদিতেও) কথিত, অন্তঃকরণের তৃপ্তির জন্যে (আমি) তুলসীদাস সেই রঘুনাথবৃত্তান্তকে অতি মনোহর ভাষানিবন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করছি।

সো০ জো সুমিরত সিধি হোই, গননায়ককরিবরবদন।
করউ অনুগ্রহ সোই, বুদ্ধিরাসি সুভগুন সদন॥ ১

যাঁকে স্মরণ করলে সিদ্ধি হয়, যিনি বুদ্ধিরাশি ও শুভগুণের আধার সেই গণনায়ক গজানন আমাকে অনুগ্রহ করুন।

মূক হোই বাচাল, পংগু চঢ়ই গিরিবরগহন।
জাসু কৃপাঁ সো দয়াল, দ্রবউ সকল কলিমলদহন॥ ২

যাঁর কৃপায় মূক হয় বাচাল, পঙ্গু করে গিরি লঙ্ঘন, যিনি কলির সমস্ত পাপ দূর করেন সেই দয়ালু ঈশ্বর আমাকে কৃপা করুন।

নীলসরোরুহ স্যাম, তরুন অরুন বারিজ নয়ন।
করউ সো মম উরধাম, সদা ছীরসাগর সয়ন॥ ৩

যিনি নীলকমলের মতো শ্যামবর্ণ, সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো যাঁর রক্তনয়ন, যিনি সর্বদা ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান তিনি আমার অন্তরে বাস করুন।

কুন্দ ইন্দু সম দেহ, উমা রমন করুনা অয়ন।
জাহি দীন পর নেহ, করউ কৃপা মর্দনময়ন॥ ৪

কুন্দ ও ইন্দুর মতো যাঁর দেহকান্তি, যিনি করুণার আধার, দীনের প্রতি যাঁর স্নেহ, যিনি কামদেবকে দমন করেছেন সেই উমাপতি আমাকে কৃপা করুন।

গুরুবন্দনা

বন্দউ গুরুপদ কঞ্জ, কৃপা সিন্ধু নররূপ হরি।
মহামোহ তম পুঞ্জ, জাসু বচন রবিকর নিকর ॥ ৫

রবিরশ্মির মতো যাঁর বাণী মহামোহরূপ অন্ধকারকে দূর করে; যিনি করুণাসিন্ধু, যিনি নররূপী শ্রীহরি সেই গুরুর পাদপদ্ম বন্দনা করি।

চৌ॰ পন্দউ গুরুপদ পদুমপরাগা * সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা।
অমিয় মূরিময় চূরণ চারু * সমন সকল ভব রুজ পরিবারু ॥

গুরুচরণের পদ্মরেণুর বর্ণনা করি যা স্বাদে সুগন্ধি এবং অনুরাগরসে পূর্ণ। এ হল অমৃতগুটিকার চূর্ণ যা সমস্ত সংসারের রোগপরিবারের যমের মতো।

সুকৃতি সম্ভু তন বিমল বিভূতী * মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতী।
জগমন মঞ্জু মকুর মল হরনী * কিএঁ তিলক গুনগন বসকরনী ॥

সেই চরণরেণু সুকৃতিরূপ শিবদেহের শুভ্র ভস্ম, যা সুন্দর, কল্যাণ ও আনন্দের জন্মদাতা, যা জনমনের সুন্দর দর্পণের মলিনতা দূর করে, যা তিলকরূপে ধারণ করলে সমস্ত গুণকে বশে আনা যায়।

শ্রীগুরুপদনখ মনি গন জোতী * সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয়ঁ হোতী।
দলন মোহতম সো সপ্রকাসূ * বড়ে ভাগ উর আবই জাসূ ॥

শ্রীগুরুর পদনখ মণির কিরণের মতো, যা স্মরণ করলেই দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। সেই প্রকাশ মোহরূপ অন্ধকারকে দূর করে আর বড়ই ভাগ্য তার, যার হৃদয়ে তার (সেই প্রকাশের) আগমন ঘটে।

উঘরহিঁ বিমল বিলোচনহী কে * মিটহিঁ দোষ দুখ ভবরজনী কে।
সুঝহি রামচরিত মনি মানিক * গুপুত প্রগট জহঁ জো জেহি খানিক ॥

তার প্রকাশে হৃদয়ের নির্মল নেত্র উন্মীলিত হয়, আর সংসাররূপী রাত্রির দুঃখদোষ দূর হয়। শ্রীরামচন্দ্রের মণিমাণিক্যরূপী চরিত্র যেখানে কোথাও গুপ্ত থাকে বা প্রকট হয়, সেখানে সব কিছু সপ্রকাশ হবেই।

দো॰ জথা সুঅঞ্জন অঞ্জি দৃগ, সাধক সিদ্ধ সুজান।
কৌতুক দেখত সৈল বন, ভূতল ভূরি নিধান ॥ ১

যেমন সাধক, সিদ্ধপুরুষ বা সুজন মন্ত্রসিদ্ধ অঞ্জন চোখে লাগিয়ে পাহাড়, বন আর পৃথিবীতে নানা কৌতুক দেখতে পায় (তেমনি রামচরিত যার চিত্তে তিনিও তাই পারেন)।

চৌ০ গুরুপদ রজমৃদু মঞ্জুল অঞ্জন * নয়ন অমিয় দৃগ দোষ বিভঞ্জন।
তেহিঁ করি বিমল বিবেক বিলোচন * বরনউঁ রাম চরিত ভব মোচন ॥

শ্রীগুরুর পদরজ কোমল ও মনোজ্ঞ অঞ্জন। তা যেন নয়নের অমৃতের মতো, সব দোষ তাতে দূর হয়ে যায়। আমি সেই অঞ্জনে জ্ঞাননেত্রকে নির্মল করে সংসারবন্ধন যিনি দূর করেন সেই রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করছি।

সন্তবন্দনা

বন্দউঁ প্রথম মহীসুর চরনা * মোহজনিত সংসয় সব হরনা।
সুজন সমাজ সকল গুন খানী * করউঁ প্রনাম সপ্রেম সুবানী ॥

প্রথমে ব্রাহ্মণের চরণ বর্ণনা করি যা মোহ-জনিত সমস্ত সংশয় দূর করে। আর সমস্তগুণের খনির মতো সুজনসমাজকে গভীর প্রেম ও মনোজ্ঞ বাণীতে প্রণাম করি।

সাধু চরিত সুভ চরিত কপাসূ * নিরস বিসদ গুণময় ফল জাসূ।
জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা * বন্দনীয় জেহি জগ জস পাবা ॥

সাধুচরিত্র সুন্দর কার্পাসের মতো, যার ফল রসহীন হলেও স্বচ্ছ এবং গুণময় হয়। সাধুজন নিজে কষ্ট সহ্য করেও অন্যের দোষ ঢাকে, এবং তাতেই সংসারে বন্দনীয় যশ পায়।

মুদ মঙ্গলময় সন্ত সমাজূ * জো জগ জঙ্গম তীরথরাজূ।
রাম ভক্তি জহঁ সুরসরি ধারা * সরসই ব্রহ্ম বিচার প্রচারা ॥

সন্তসমাজ আনন্দ আর মঙ্গলে পূর্ণ, যে সমাজ চলমান তীর্থরাজ অর্থাৎ প্রয়াগ, যেখানে রামভক্তিগঙ্গার ধারা বহমানা এবং ব্রহ্মবিচারের প্রচারিকা হলেন সরস্বতী।

বিধি নিষেধ ময় কলিমল হরনী * করমকথা রবিনন্দনি বরণী।
হরিহর কথা বিরাজতি বেনী * সুনত সকল মুদ মঙ্গল দেনী ॥

বিধিনিষেধময় যে কর্মকাণ্ডের কথা তা কলিকালের পাপহারিণী সূর্যকন্যা যমুনা। ভগবান বিষ্ণু আর মহেশ্বরের কথা মিলে সুশোভিতা হলেন ত্রিবেণী। তাঁর কথা যে শোনে তাকে আনন্দ ও মঙ্গল দান করেন তিনি।

বটু বিশ্বাস অচল নিজ ধরমা * তীরথরাজ সমাজ সুকরমা।
সবহি সুলভ সব দিন সব দেসা * সেরত সাদর সমন কলেসা ॥

ধর্মে অচল বিশ্বাস অক্ষয় বট। আর সুবর্ণ হল তীর্থরাজের (প্রয়াগ) নিবাসী। ঐ সন্তসমাজরূপী প্রয়াগ সবার কাছে, সব দিন এবং সব দেশে সুলভ। সাদরে তার সেবা করলে সমস্ত ক্লেশ দূর হয়।

অকথ অলৌকিক তীরথরাউ * দেহ সন্ত ফল প্রকট প্রভাউ।

তীর্থরাজ প্রয়াগ যেমন অনির্বচনীয় ও অলৌকিক, তেমনি সদ্যফলপ্রদ এর প্রভাব জগতে প্রসিদ্ধ।

দো॰ সুনি সমুঝহিঁ জনমুদিত মন, মজ্জহিঁ অতি অনুরাগ। 2

লহহিঁ চারি ফল অছত তনু, সাধু সমাজ প্রয়াগ॥

সন্তসমাজ তীর্থরাজ প্রয়াগের মতোই। যে সেই সন্তসমাজের উপদেশ প্রসন্নমনে শোনে এবং অনুরাগে তাতে মগ্ন হয় সে অক্ষত শরীরে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারটি ফল লাভ করে।

চৌ॰ মজ্জনফল পেখিঅ ততকালা * কাক হোহিঁ পিক বকউ মরালা।

সুনি আচরজ করি জনি কোঈ * সতসংগতি মহিমা নহি গোঈ॥

আমরা তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নানের ফল সদ্য দেখেছি—কাক হয়ে যায় কোকিল আর বক হয় হাঁস। একথা শুনে কেউ যেন অবাক না হয়, কারণ সৎসঙ্গের মহিমা লুকনো থাকে না।

বালমীক নারদ ঘটজোনী * নিজনিজ মুখনি কহী নিজ হোনী।

জলচর থলচর নভচর নানা * জে জড় চেতন জীব জহাঁনা॥

বাল্মীকি, নারদ, অগস্ত্য এঁরা সব নিজে মুখে নিজেদের বৃত্তান্ত বলেছেন। জলচর স্থলচর ও নভশ্চর অনেক রকম জন্তু এবং চেতন জীব এ পৃথিবীতে আছে।

মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাঈ * জব জেহিঁ জতন জহাঁ জেহিঁ পাঈ।

সো জানব সত সংগ প্রভাউ * লোকহুঁ বেদ ন আন উপাউ॥

বুদ্ধি, কীর্তি, মোক্ষ, ঐশ্বর্য, মঙ্গল—এসব যে যেখানে পেয়েছে, জানবে, সবই সৎসঙ্গের প্রভাবে। এ সংসারে বেদেও এর চেয়ে ভালো কোন উপায়ের নির্দেশ নেই।

বিনু সতসংগ বিবেক ন হোঈ * রাম কৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ।

সত সংগত মুদ মংগল মূলা * সোঈ ফল সিধি সব সাধন ফূলা॥

সৎসঙ্গ ছাড়া বিবেক হয় না আর রামকৃপা বিনা তা সুলভ নয়। সৎসঙ্গ আনন্দ ও মঙ্গলের উৎস, সিদ্ধি তার ফল আর সমস্ত সাধনা তার ফুল।

সঠ সুধরহিঁ সতসংগতি পাঈ * পারস পরস কুধাত সুহাঈ।

বিধিবস সুজন কুসংগত পরহীঁ * ফনি মনি সম নিজ গুন অনুসরহীঁ॥

দুর্জনও সৎসঙ্গতি পেয়ে শুধরে যায়, পরশপাথরের সংস্পর্শে লোহাও হয় সোনা।

দৈবযোগে যদি সুজন কুসঙ্গে পড়ে, সাপের মণির মতো সে নিজের গুণই অনুসরণ করে। (অর্থাৎ তার কোন পরিবর্তন হয় না)।

বিধি হরিহর কবি কোবিদ বানী * কহত সাধু মহিমা সকুচানী।
সো মো সন কহি জাত ন কৈসে * থাক বণিক মনিগুন গন জৈসে ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, এবং পণ্ডিতের বাণী—সজ্জনের মহিমাবর্ণনায় সংকুচিত হয়। আমি কেমন করে তা বর্ণনা করব ? শাক-বেচা বণিক তো আর মণির গুণাগুণ যাচাই করতে পারে না।

দো॰ বন্দউঁ সন্ত সমান চিত্র, হিত অনহিত নহিঁ কোই।
অঞ্জলি গত সুভসুমন জিমি, সম সুগন্ধ কর দোই ॥

এই সমদর্শী সজ্জনদের আমি বন্দনা করছি যাঁদের শত্রুমিত্র কেউ নেই। যেমন অঞ্জলি ভরে নেওয়া ফুল দুটো হাতকেই একইরকম সুগন্ধ করে তোলে তেমনি সজ্জনও শত্রু ও মিত্রদের একই ভাবে কল্যাণ করে থাকে।

সন্ত সরল চিত জগত হিত, জানি সুভাউ সনেহু।
বাল বিনয় সুনি করি কৃপা, রাম চরন রতি দেহু ॥ ৪

সজ্জনের সরলচিত্ত জগতের হিতে সমর্পিত, তাঁদের স্বভাব ও স্নেহ জেনে প্রার্থনা করি এই বালকের (তুলসীর) বিনয় শুনে কৃপা করে যেন তাঁরা রামচরণে তার মতি দেন।

খ ল ব ন্দ না

চৌ॰ বহুরি বন্দ খলগন সতি ভায়েঁ * জে বিনু কাজ দাহিনেহু বাএঁ।
পরহিত হানি লাভ জিন্হ কেরেঁ * উজরেঁ হরষ বিষাদ বসেরেঁ ॥

আমি আন্তরিকভাবে দুষ্টজনেরও বন্দনা করি, যারা বিনা প্রয়োজনেই নিজের হিতৈষীকেও শত্রু করে তোলে ; পরহিতের বিঘ্নকে যারা লাভ বলে মনে করে, কেউ উৎখাত হলে যারা আনন্দ পায় এবং উৎসন্নে গেলে যারা খুশি হয়।

কহত সুনত পর অঘ ন অঘাহী * জে পৃথু শেষ সরিস জগ মাহীঁ।
হরিহর জস রাকেস রাহু সে * পর অকাজ ভট সহস বাহু সে ॥

যে অন্যের পাপকথা বলতে বা শুনতে সংকোচ করে না, পৃথু এবং অনন্তনাগের মতোই যে জগতে এসেছে, সে বিষ্ণু এবং শিবের যশোরূপী চাঁদের রাহুর মতো এবং অন্যের কাজ নষ্ট করার ব্যাপারে সহস্রবাহু যোদ্ধার মতো।

জে পর দোষ লখহিঁ সহসাখী * পরহিত ঘৃত জিন্হকে মন মাখী।
তেজ কৃসানু রোষ মহিষেসা * অঘ অবগুন ধন ধনী ধনেসা॥

যারা পরের দোষ সহস্র নয়নে দেখে তারা পরহিতরূপ ঘৃতকে নষ্ট করবার জন্যে মাছির মতো, আর পাপ আর দোষরূপ ধনের ক্ষেত্রে তারা ঠিক যেন ধনরাজ কুবের।

উদয় কেত সম হিত সবহী কে * কুম্ভকরন সম সোরত নীকে।
পর অকাজু লগি তনু পরিহরহীঁ * জিমি হিম উপল কৃষী দলি গরহীঁ॥

কেতুর উদয়ে সকলের কষ্ট হয়। এই রকম দুষ্টের বাড়বাড়ন্ত হলে সকলেরই সমান দুঃখ হয়। তারা যদি কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়েই থাকে তবেই মঙ্গল। তারা পরের ক্ষতি করার জন্যে নিজের শরীরও ত্যাগ করতে রাজী, যেমন শিলা ক্ষেতকে নষ্ট করে নিজেও গলে যায়, দুষ্ট লোকেরাও ঐরকম।

বন্দউঁ খল জস সেয সরোষা * সহস বদন বরনই পর দোষা।
পুনি প্রনবউঁ পৃথুরাজ সমানা * পর অঘ সুনই সহস দস কানা॥

দুষ্টকে আমি অনন্তনাগের মতো মনে করেই বন্দনা করি যে ক্রোধে হাজার মুখে পরের দোষের ব্যাখ্যা করে, তাই দুষ্টদের রাজা পৃথুর মতো মনে করে তাকে প্রণাম করছি যে পরের দোষকে দশ হাজার কানে শোনে।

বহুরি সক্র সম বিনবউঁ তেহী * সন্তত সুরানীক হিত জেহী।
বচন বজ্র জেহি সদা পিয়ারা * সহস নয়ন পর দোষ নিহারা॥

তবু আমি তাদের ইন্দ্রের মতো মনে করে নমস্কার করছি, ভালো সুরা যাদের নিত্য প্রিয়, কর্কশ কথা যারা ভালবাসে আর হাজার চোখে যারা পরের দোষ দেখে।

দো॰ উদাসীন অরি মীত হিত, সুনত জরহি খল রীতি।
জানি পানি জুগ জোরি জন, বিনতী করই সপ্রীতি॥ ৫

উদাসীন, শত্রু আর মিত্রের হিত শুনলেই জ্বলে ওঠে—এই হল দুর্জনের রীতি। এ কথা জেনে দুহাত জোর করে—প্রীতির সঙ্গে আমি তার কাছে মিনতি করছি।

চৌ॰ মৈঁ অপনী দিসি কীন্হ নিহোরা * তিন্হ নিজ ওর ন লাউব ভোরা।
বায়স পলিঅহিঁ অতি অনুরাগা * হোহিঁ নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা॥

আমি তো নিজের দিক থেকে মিনতি জানিয়েছি, কিন্তু তারা তো নিজেদের দিক থেকে অকপট ভাব নিয়ে আসবে না। কাককে অত্যন্ত আদর করে দুধ খাইয়ে পালন করলেও কাক কি কখনও নিরামিষাশী হয়?

সুজন দুর্জন বন্দনা

বন্দউঁ সন্ত অসজ্জন চরনা * দুখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরনা।
বিছুরত এক প্রান হরি লেহীঁ * মিলত এক দুখ দারুন দেহীঁ ॥

আমি সৎ ও অসৎ দুজনের চরণই বন্দনা করি। দুজনেই দুঃখ দেয় বটে তবু দুয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। একজন (সজ্জন) তো গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই আমাদের যেন প্রাণ হরণ করে, আর একজন (অসজ্জন) নিজের দোষের সঙ্গে মিলিত হলেই দুঃখ দেয়।

উপজহিঁ এক সঙ্গ জগ মাহীঁ * জলজ জোঁক জিমি গুন বিলগাহীঁ।
সুধা সুরা সম সাধু অসাধূ * জনক একজগ জলধি অগাধূ ॥

দুজনেই সংসারে একই সঙ্গে জন্ম নেয়, কিন্তু পদ্ম আর জোঁকের মতো তাদের গুণ তো এক নয়। সাধু সুধার মতো বা অসাধু সুরার মতো। এদের জনক একই অগাধ সংসার-সমুদ্র।

ভল অনভল নিজ নিজ করতূতী * লহত সুজস অপলোক বিভূতী।
সুধা সুধাকর সুরসরি সাধূ * গরল অনল কলিমল সরি ব্যাধূ ॥
গুন অবগুন জানত সব কোঈ * জো জেহি ভাব নীক তেহি সোঈ।

সুজন ও দুর্জন নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে সুযশ ও দুর্নামরূপ বিভূতি লাভ করে। অমৃত, চাঁদ, গঙ্গা, সাধু, গরল, অগ্নি, সর্বনাশা নদী, ব্যাধ—এ সবের গুণ আর দোষ সবাই জানে, কিন্তু যে যে-ভাবে তা নেয় তার কাছে তাই ভালো।

দো॰ ভলো ভলাইহি পৈ লহই, লহই নিচাইহি নীচু।
সুধা সরাহিঅ অমরতাঁ, গরল সংহারিঅ মীচু ॥ ৬

ভালোর ভালো কাজেই বড়াই, মন্দের মন্দ কাজেই বড়াই। অমৃতের প্রশংসা অমরত্বে, আর বিষের প্রশংসা সদ্য-সংহারে (তৎক্ষণাৎ প্রাণ নেওয়ায়)।

চৌ॰ খল অঘ অগুন সাধু গুন গাহা * উভয় অপার উদধি অবগাহা।
তেহি তেঁ কছু গুন দোষ বখানে * সংগ্রহ ত্যাগ ন বিনু পহিচানে ॥

দুর্জন দোষ গ্রহণ করে আর সুজন গ্রহণ করে গুণ, উভয়েই সমুদ্রের মতো অথৈ। এর মধ্যে থেকে আমি কিছু গুণ আর দোষের কথা বলছি যা ভাল করে না চিনে গ্রহণ বা বর্জন করা যায় না।

ভলেউ পোচ সব বিধি উপজায়ে * গনি গুন দোষ বেদ বিলগায়ে।
কহহিঁ বেদ ইতিহাস পুরানা * বিধি প্রপঞ্চু গুণ অবগুণ মানা ॥

ভালো-মন্দ সব বিধাতা সৃষ্টি করেছেন, দোষগুণ বিচার করে বেদ তা ভাগ করেছে। বেদ, ইতিহাস, পুরাণ সবাই বলে যে বিধাতার দৃষ্টিতে দোষগুন মিলিত হয়ে আছে।

দুখ সুখ পাপ পুণ্য দিন রাতী * সাধু অসাধু সুজাতি কুজাতী।
দানব দেব উঁচ অরু নীচু * অমিয় সুজীবনু মাহুরু মীচূ ॥

সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য দিন-রাত, সাধু-অসাধু, সুজাতি-কুজাতি দেব-দানব উচ্চ-নীচ, অমৃত-গরল, জীবন-মরণ —(এই বিভিন্নতা বিধাতারই সৃষ্টি)।

মায়া ব্রহ্ম জীব জগদীসা * লচ্ছি অলচ্ছি রঙ্ক অবনীসা।
কাসী মগ সুরসরি ক্রমনাসা * মরু মারব মহিদেব গবাসা ॥
সরগ নরক অনুরাগ বিরাগা * নিগমাগম গুন দোষ বিভাগা।

মায়া-ব্রহ্মা, জীব-পরামাত্মা, লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী, রাজা ফকীর, কাশী-মগধ, গঙ্গা-কর্মনাশা (নদী) মারবাড়-মালবদেশ, ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছ, স্বর্গ-নরক, প্রেম-বৈরাগ্য—এসব মিলিত হয়ে আছে। বেদশাস্ত্র এদের দোষগুণের বিভাগ করে দিয়েছে।

দো॰ জড় চেতন গুন দোষময়, বিশ্ব কীহ্ন করতার।
সন্ত হংস গুন গহহিঁ পয়, পরিহরি বারি বিকার ॥ ৭

জগৎ-স্রষ্টা জগতে জড়চেতন সব কিছুতেই গুণ আর দোষ দুই-ই রেখেছেন। সজ্জনেরা হাঁসের মতো গুণী, তাঁরা জলদোষকে বাদ দিয়ে দুধটুকুই গ্রহণ করেন।

চৌ॰ অস বিবেক জব দেই বিধাতা * তব তজি দোষ গুনহিঁ মনু রাতা।
কাল সুভাউ করম বরিআঈ * ভলেউ প্রকৃতি বস চুকঈ ভলাঈ ॥

এই বিবেক (নীর ছেড়ে ক্ষীর গ্রহণ করার বুদ্ধি) যদি বিধাতা দেন তাহলে দোষ ছেড়ে মন গুণেই মজবে। সময় স্বভাব আর কর্মের প্রভাবে সজ্জনও মায়ার বশে গুণ থেকে বিচ্যুত হয়।

সো সুধারি হরিজন জিমি লেহী * দলি দুখ দোষ বিমল জসু দেহীঁ।
খলউঁ করহিঁ ভল পাই সুসংগূ * মিটই ন মলিন সুভাউ অভংগূ ॥

ঈশ্বরভক্ত মানুষ দোষ শুধরে নেয়, দুঃখদোষ দলিত করে বিমল যশ ছড়িয়ে দেয়, দুর্জনও সুসঙ্গ পেয়ে তেমনি ভালো কাজ করে, তবে তার স্বভাব বদলায় না।

লখি সুবেশ জগ বঞ্চক জেউ * বেশ প্রতাপ পূজিঅহিঁ তেউ।
উঘরহিঁ অন্ত ন হোই নিবাহূ * কালনেমি জিমি রাবন রাহূ ॥

ভালো বেশ ধারণ করে জগৎকে যে বঞ্চনা করে, পরিচ্ছদের প্রভাবে যে পূজিত হয় তার কপটরূপ ধরা পড়ে যায়, শেষে তার চলাই হয় দায়—কালনেমি, রাবণ ও রাহুর যেমন হয়েছিল।

কিএহুঁ কুবেষু সাধু সনমানূ * জিমি জগ জামবন্ত হনুমানূ।
হানি কুসংগ সুসংগতি লাহূ * লোকহু বেদ বিদিত সব কাহূ ॥

সজ্জন যদি কুবেশও পরিধান করে তাহলেও তার সম্মান হয় যেমন জগতে সম্মান হয়েছে জাম্ববান আর হনুমানের। কুসঙ্গে ক্ষতি সুসঙ্গে লাভ, বেদবিদিত একথা সংসারে সকলেই জানে।

গগন চঢ়ই রজ পবন প্রসংগা * কীচহিঁ মিলই নীচ জল সংগা ॥
সাধু অসাধু সদন সুক সারী * সুমরহিঁ রাম দেহিঁ গনিগারী ॥

ধুলো বায়ুর সঙ্গ পেয়ে আকাশে ওঠে, জলের সঙ্গ পেয়ে কাদায় গিয়ে মেশে। সজ্জনের ঘরে তোতা-ময়না 'রাম রাম' বলে আর দুর্জনের ঘরে তারা শুধু গালিগালাজ করে।

ধূম কুসংগতি কারিখ হোঈ * লিখিঅ পুরান মঞ্জু মসি সোঈ।
সোই জল অনল অনিল সংঘাতা * হোই জলদ জগজীবন দাতা।

কুসঙ্গের মধ্যেই ধোঁয়া কলঙ্কময় হয় আর সুসঙ্গের জন্যেই তা সুন্দর কালি হয়ে পুরাণ লেখার কাজে আসে। সেই ধোঁয়াই জল, জীব আর বায়ুর সংস্পর্শে এসে মেঘে পরিণত হয়ে জীবনদাতা হয়।

দো॰ গ্রহ ভেষজ জল পবন পট, পাই কুজোগ সুজোগ।
হোহিঁ কুবস্তু সুবস্তু জগ, লখহিঁ সুলচ্ছন লোগ ॥ ৮

গ্রহ, ওষুধ, জল, বাতাস, বস্ত্র—সুসঙ্গ পেয়ে ভালো, আর কুসঙ্গ পেয়ে খারাপ হয়। একথা চতুর লোকেরা জানেন।

সম প্রকাস তম পাখ দুহুঁ, নাম ভেদ বিধি কীন্হ।
সসি সোষক পোষক সমুঝি, জগ জস অপজস দীন্হ ॥ ৯

যদিও (মাসের) দুইপক্ষে ঔজ্জ্বল্য আর অন্ধকার একই রকম থাকে, তবু বিধাতা দুপক্ষের নামে ভেদ রেখেছেন। একই চাঁদের বৃদ্ধি আর ক্ষয় দেখে জগতে একটিকে দিয়েছেন যশ, আর-একটিকে দিয়েছেন অপযশ।

বিবিধ বন্দনা

জড় চেতন জগ জীব জত, সকল রামময় জানি।
বন্দউঁ সব কে পদ কমল, সদা জোরি জুগ পানি॥ ১০

পৃথিবীতে যত চেতন ও জড় জীব আছে সবকিছুকে রামময় জেনে সকলের চরণ-কমলে দু-হাত জোড় করে প্রণাম করছি।

দেব দনুজ নর নাগ খগ, প্রেত পিতর গন্ধর্ব।
বন্দউঁ কিন্নর রজনিচর কৃপা করহুঁ অব সর্ব॥ ১১

দেব, দৈত্য, নর, নাগ, বিহঙ্গ, প্রেত, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও রাক্ষস সকলকেই বন্দনা করছি। সকলে আমাকে কৃপা করুন।

চৌ০ আকর চারি লাখ চৌরাসী * জাতি জীব জল থল নভ বাসী।
সীয় রামময় সব জগ জানী * করউ প্রনাম জোরি জুগ পানী॥

জীব চার রকমের (স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, জরায়ুজ)। তাদের যোনি (জন্ম) হল চার লাখ চুরাশি—জলে, স্থলে আকাশে। এ-সবে পূর্ণ পৃথিবীকে রামময় জেনে হাত জোড় করে প্রণাম করাই।

জানি কৃপাকর কিঙ্কর মোহূ * সব মিলি করহু ছাড়ি ছল ছোহূ।
নিজ বুধি বল ভরোস মোহিঁ নাহীঁ * তাতেঁ বিনয় করউঁ সব পাহীঁ॥

আমাকে তোমাদের সেবক জেনে সবাই অকপটে আমাকে কৃপা করো। নিজের বুদ্ধি আর বলে আমার ভরসা নেই, তাই তোমাদের সকলের কাছে আমি বিনীত।

তুলসীদাসের বিনয় ও রামমাহাত্ম্য

করন চহউঁ রঘুপতি গুন গাহা * লঘু মোতি মোরি চরিত অবগাহা।
সূঝ ন একউ অংগ উপাউ * মন মতি রংক মনোরথ রাউ॥

আমি রঘুপতির গুণ বর্ণনা করতে চাই, কিন্তু আমার বুদ্ধি অল্প, আর রামচরিত অগাধ। আমি কবিতার কোন অঙ্গেই কোন চাতুর্যের সন্ধান জানি না। মন ও বুদ্ধি ফকিরের মতো হলেও অভিলাষ রাজার মতো।

মতি অতি নীচ উঁচী রুচি আছী * চহিঅ অমিঅ জগ জুরই ন ছাছী।
ছমিহহিঁ সজ্জন মোরি ঢিঠাঈ * সুনিহহিঁ বালবচন মন লাঈ॥

আমার বুদ্ধি খুবই খাটো কিন্তু বাসনাটি বড়ো। চাহিদা তো অমৃতের কিন্তু

সংসারে তো ঘোলও জোটে না। সজ্জনেরা আমার ধৃষ্টতাকে মার্জনা করবেন, বালকের কথা মনে করে মন দিয়ে শুনবেন।

জোঁ বালক কহ তোতরি বাতা * সুনহিঁ মুদিত মন পিতু অরু মাতা।
হঁসিহহিঁ কূর কুটিল কুবিচারী * জে পর দূষন ভূষনধারী॥

যেমন, শিশু আধো-আধো কথা বলে আর আনন্দিত মনে বাবা আর মা তা শোনেন। কিন্তু ক্রুর, কুটিল এবং কুবিচারী লোক, পরের দোষ দেখাই যাদের একমাত্র ভূষণ তারা, শুনে হাসবে।

নিজ কবিত্ত কেহি লাগ ন নীকা * সরস হোউ অথবা অতি ফীকা।
জে পর ভনিতি সুনত হরষাহী * তে বর পুরুষ বহুত জগ নাহীঁ॥

সরস হোক বা নীরস হোক নিজের কাব্য কার না ভালো লাগে? পরের রচনা শুনে প্রসন্ন হয় এমন বরণীয় মানুষ সংসারে বেশি দেখা যায় না।

জগ বহু নর সর সরি সম ভাই * জে নিজ বাঢ়ি বঢ়হিঁ জল পাঈ।
সজ্জন সকৃত সিন্ধু সম কোঈ * দেখি পূর বিধু বাঢ়ই জোঈ॥

ভাই, জগতে বহু লোক সরোবর বা নদীর মতো যারা নিজের বৃদ্ধিতেই বাড়ে, কিন্তু পুণ্যাত্মা সজ্জন অল্পই আছেন যাঁরা সমুদ্রের মতো, পূর্ণচন্দ্রকে দেখে যাঁরা বেড়ে ওঠেন (উচ্ছ্বসিত হন)।

দো০ ভাগ ছোট অভিলাষু বড়, করউ এক বিশ্বাস।
পৈহহিঁ সুখ সুনি সুজন সব, খল করিহহিঁ উপহাস॥

আমার ভাগ্য ছোটো, কিন্তু অভিলাষ বড়ো, তবে এ বিশ্বাস আমার আছে যে সুজনেরা তা শুনে সুখ পাবে। দুর্জনেরা শুনে উপহাস করবে।

চৌ০ খল পরিহাস হোই হিত মোরা * কাক কহহিঁ কলকণ্ঠ কঠোরা।
হংসহিঁ বক দাদুর চাতকহী * হংসহিঁ মলিন খল বিকল বতকহী॥

দুর্জনের পরিহাসে আমার মঙ্গলই হবে। কাক কোকিলের কণ্ঠকে কঠোর বলে। হাঁসকে বক উপহাস করে, চাতককে ব্যাঙ উপহাস করে, তেমনি যে দুষ্টপ্রকৃতির সে নির্মল বচনরচনাকে উপহাস করে।

কবিত রসিক ন রাম পদ নেহূ * তিন্হ কহঁ সুখদ হাস রস এহূ।
ভাষা ভনিতি ভোরি মতি মোরী * হঁসিবে জোগ হঁসে নহী খোরী॥

যে কাব্যরসিক নয়, রামপদে যার প্রীতি নেই, তার কাছেও এটা হাস্যরস যুক্ত হয়ে

সুখপ্রদ হবে। আমার ভাষার এবং আমার বুদ্ধি একেবারেই সাদাসিধা। তাই এ হাসবার যোগ্যই বটে, আর হাসিতে দোষও নেই।

প্রভু পদ প্রীতি ন সামুঝি নীকী * তিন্হহি কথা সুনি লাগিহি ফীকী।
হরিহর পদ রতি মতি ন কুতরকী * তিন্হ কহু মধুর কথা রঘুবর কী॥

প্রভুপদে যাদের প্রীতি নেই, যাঁদের বুদ্ধিও নির্মল নয় তাঁদের একথা নীরস বলেই মনে হবে। হরি ও হরের চরণে যাঁদের ভক্তি আছে, যাঁরা কুতর্ক করেন না তাঁদের কাছেই শ্রীরামচন্দ্রের মধুর কথা বলব।

রাম ভগতি ভূষিত জিয়ঁ জানী * সুনহহিঁ সুজন সরাহি সুবানী।
কবি ন হোউঁ নহীঁ বচন প্রবীনূ * সকল কলা সব বিদ্যা হীনূ॥

এই সুবাণী রামভক্তিতে ভূষিত একথা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে সুজনেরা সপ্রশংসভাবে তা শুনবেন। আমি কবি নই, বাক্‌প্রবীণও নই। কোন কলা বা বিদ্যাও আমার নেই।

আখর অরথ অলংকৃতি নানা * ছন্দ প্রবন্ধ অনেক বিধানা।
ভাব ভেদ রস ভেদ অপারা * কবিত দোষ গুন বিবিধ প্রকারা॥
কবিত বিবেক এক নহিঁ মোরেঁ * সত্য কহউ লিখি কাগদ কোরেঁ।

অক্ষর, অর্থ অলঙ্কার ও ছন্দবন্ধন বিচিত্র। ভাব ও রসের ভেদ অনন্ত, কাব্যের দোষগুণও বিভিন্ন রকমের। কবিতার জ্ঞান আমার একটুও নেই একথা সাদা কাগজে শপথ করে লিখছি।

দো০ ভনিতি মোরি সব গুন রহিত, বিশ্ব বিদিত গুন এক।
সো বিচারি সুনহহিঁ সুমতি, জিন্হকে বিমল বিবেক। ১৩

আমার কথায় গুণই নেই, শুধু বিশ্ববিদিত একটি গুণই আছে। (এটি রামকথা)। যাঁর বিচার বিশুদ্ধ সেই ভালো মনের মানুষ বিচার করেই এটি শুনবেন।

চৌ০ এহি মহঁ রঘুপতি নাম উদারা * অতি পাবন পুরান শ্রুতি সারা।
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী * উমা সহিত জেহি জপত পুরারী॥

এতে আছে শ্রীরামচন্দ্রের অতি পবিত্র উদার নাম যা পুরাণ আর শ্রুতির সার ভাগ, মঙ্গলের আধার, অমঙ্গলহারী মহাদেব উমার সঙ্গে মিলিত হয়ে যা জপ করেন।

ভনিতি বিচিত্র সুকবিকৃত জোউ * রাম নাম বিনু সোহ ন সোউ।
বিধুবদনী সব ভাঁতি সঁবারী * সোহ ন বসন বিনা বর নারী॥

সুকবিরচিত বিচিত্র রচনাও রামনাম বিনা সুন্দর বলে বিবেচিত হয় না, সবরকমে সুসজ্জিতা চন্দ্রমুখী নারীও বস্ত্র বিনা যেমন শোভান্বিতা হয় না।

সব গুন রহিত সুকবিকৃত বানী * রাম নাম জস অঙ্কিত জানী।
সাদর কহহিঁ সুনহিঁ বুধ তাহী * মধুকর সরিস সন্ত গুনগ্রাহী ॥
কোন গুণই নেই এমন সুকবিকৃত কাব্যও রামনামের যশে চিহ্নিত জেনে গুণিজন আদর করেন। সজ্জন মধুকরের মতোই গুণগ্রাহী।

জদপি কবিত রস একউ নাহী * রাম প্রতাপ প্রগট এহি মাহীঁ।
সোই ভরোস মোরেঁ মন আবা * কেহিঁ ন সুসংগ বড় প্পনু পাবা ॥
যদিও এতে কাব্যরস একটুও নেই, তবু এর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের যশোবর্ণনা আছে। আমার মনে এইটেই ভরসা। সুসঙ্গের কে না বড়াই করে?

ধূমউ তজউ সহজ করুআই * অগরু প্রসঙ্গ সুগন্ধ বসাঈ।
ভনিতি ভদেশ বস্তু ভলি বরনী * রাম কথা জগ মঙ্গলকরনী ॥
ধোঁয়াও অগুরুর সঙ্গ পেয়ে কটু গন্ধ ত্যাগ করে সুগন্ধ গ্রহণ করে। আমার কবিতা গুণহীন। তবে তার মধ্যে জগতে মঙ্গলকর রামকথা আছে বলেই তা গ্রহণীয় হবে।

ছন্দ॰ মঙ্গলকরনি কলিমল হরনি তুলসী কথা রঘুনাথ কী।
গতি কূর কবিতা সরিত কী জ্যোঁ সরিত পাবন পাথ কী ॥
প্রভু সুজস সঙ্গতি ভনিতি ভলি হোইহি সুজন মনভাবনী।
ভব অঙ্গভূত মসান কী সুমিরত সুহাবনি পাবনী ॥
তুলসীদাসের মঙ্গলকর রামকথা কলিযুগের পাপনাশক। এই কাব্যনদীর গতি পবিত্র গঙ্গার মতোই বক্র। প্রভুর (রামের) সুযশের সঙ্গ লাভ করে এই বাণী সুজনের মনকে প্রসন্ন করবে। শিবদেহের স্পর্শে চিতাভস্মও স্মরণমাত্র সুন্দর ও পবিত্র হয়।

দো॰ প্রিয় লাগিহি অতি সবহি মম, ভনিতি রামজস সঙ্গ।
দারু বিচারু কি করই কোউ, বন্দিঅ মলয় প্রসঙ্গ ॥১৪
শ্রীরামচন্দ্রের যশোগান প্রসঙ্গ বলে আমার রচনা সকলেরই ভালো লাগবে। মলয়াচলের সঙ্গ লাভ করে সব তরুই বন্দিত হয়। কেউ তখন কোন্‌টা কী কাঠ তা বিচার করে না।

স্যাম সুরভি পয় বিসদ অতি, গুনদ করহিঁ সব পান।
গিরা গ্রাম্য সিয় রাম জস, গাবহিঁ সুনহিঁ সুজান ॥১৫
কালো গোরুর দুধ সাদা এবং তার অনেক গুণ বলে সবাই তা পান করে। তেমনি রামসীতার যশোগান আমি গ্রাম্য ভাষায় লিখলেও সুজনেরা তা গাইবেন এবং শুনবেন।

চৌ॰ মনি মানিক মুকুতা ছবি জৈসী * অহি গিরি গজ সির সোহ ন তৈসী।
নৃপ কিরীট তরুনী তনু পায়ী * লহহিঁ সকল সোভা অধিকাঈ॥

মণি মাণিক আর মুক্তার যেমন শোভা, সাপ পাহাড় আর হাতির মাথার তেমন শোভা নেই। রাজমুকুট এবং তরুণীর দেহ পেয়ে তাদের সমস্ত শোভা বেড়ে যায়।

তৈসেহি সুকবি কবিত বুধ কহহীঁ * উপজহিঁ অনত অনত ছবি লহহীঁ।
ভগতি হেতু বিধি ভৱন বিহাঈ * সুমিরত সারদ আৱতি ধাঈ॥

পণ্ডিতেরা বলেন ঐ রকমই সু-কবির কবিতা, কিন্তু শোভা থাকে অন্যত্র। ভক্তির জন্যে ব্রহ্মার ভবন ছেড়ে স্মরণ করা মাত্র সরস্বতী সেখানে ছুটে আসেন।

রামচরিত সর বিনু অন্হৱাএঁ * সো শ্রম জাই ন কোটি উপায়েঁ।
কবি কোবিদ অস হৃদয়ঁ বিচারী * গাৱহিঁ হরিজস কলিমলহারী॥

রামচরিতের সরোবরে স্নান না করে ঐ শ্রম (সরস্বতীর মর্ত্যে নেমে আসার) কোন ভাবেই দূর করা যাবে না। কবি ও পণ্ডিতেরা একথা হৃদয়ে বিচার করে যা কলিযুগের পাপ দূর করে সেই হরিযশ গান করেন।

কীন্হেঁ প্রাকৃত জন গুন গানা * সির ধুনি গিরা লগত পছিতানা।
হৃদয় সিন্ধু মতি সীপ সমানা * স্বাতি সারদা কহহিঁ সুজানা॥
জোঁ বরষই বর বারি বিচারূ * হোহিঁ কবিত মুকুতামনি চারূ।

সাধারণ মানুষের গুণগান করলে সরস্বতী মাথায় করাঘাত করে অনুতাপ করে। পণ্ডিতেরা বলেন হৃদয় সমুদ্রের মতো, বুদ্ধি ঝিনুকের মতো আর সরস্বতী হলেন স্বাতী নক্ষত্রের মতো, এতে যদি সদ্বিচার জল বর্ষিত হয়, তাহলেই কবিতা মুক্তামণির মতো সুন্দর হবে।

দো॰ জুগুতি বেধি পুনি পোহিঅহিঁ, রামচরিতবর তাগ।
পহিঁরহিঁ সজ্জন বিমল উর, শোভা অতি অনুরাগ॥১৬

এই কবিতার মণিকে যুক্তির সূচীতে বিদ্ধ করে রামচরিতের তাগায় বেঁধে সজ্জন নির্মল হৃদয়ে ধারণ করেন। অনুরাগের শোভায় তা রঞ্জিত হয়।

চৌ॰ জে জনমে কলিকাল করালা * করতব বায়স বেষ মরালা।
চলত কুপন্থ বেদ মগ ছাঁড়ে * কপট কলেবর কলিমল ভাঁড়ে॥

যারা কলিযুগে জন্ম নিয়েছে তাদের কাজের ধারা হল কাকের মতো কিন্তু বেশ হল মরালের মতো। বেদের পথ ছেড়ে তারা কুপথে চলে। তারা কপটতার মূর্তিমান বিগ্রহ, কলিযুগের পাপের ভাণ্ড।

দম্ভক ভগত কহাই রামকে * কিঙ্কর কঞ্চন কোহ কামকে।

তিন্হ মহঁ প্রথম রেখ জগ মোরী * ধীংগ ধরমধ্বজ ধন্ধক ধোরী॥

রামচন্দ্রের ভক্ত বলে পরিচয় দিয়ে যে লোক ঠকায়, যে কাঞ্চন ক্রোধ আর কামের দাস, যারা ধর্মের ধ্বজা ধরে শুধু অন্যায় আচরণ করে তাদের মধ্যেই আমার নাম শোনা যাবে সবার আগে।

জৌঁ অপনে অবগুন সব কহউঁ * বাঢ়ই কথা পার নহিঁ লহউঁ।

তাতে মৈঁ অতি অলপ বখানে * থোরে মহুঁ জানিহহিঁ সয়ানে॥

যদি নিজের দোষ সব বলি কথা বাড়বে, তার শেষ আর হবে না। তাই আমি অল্পই বললাম। বুদ্ধিমানেরা বুঝে নেবেন ঠিকই।

সমুঝি বিবিধ বিধি বিনতী মোরী * কোউ ন কথা সুনি দেইহিঁ খোরী।

এতেহু পর করিহহিঁ জে অসংকা * মোহি তে অধিক তে জড় মতি রংকা॥

এই যে আমি নানাভাবে বিনয় প্রকাশ করলাম তাতে কেউ আমার কথা শুনে দোষ দেবে না। এতেও যে কিছু সংশয় করবে সে আমার চেয়েও মূর্খ আর নির্বোধ।

কবি ন হোউঁ নহিঁ চতুর কহাবউঁ * মতি অনুরূপ রামগুন গাবউঁ।

কহঁ রঘুপতি কে চরিত অপারা * কহঁ মতি মোরি নিরত সংসারা॥

আমি কবি নই, আমাকে চতুরও কেউ বলে না। আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে রাম-গুণ গাই। কোথায় রঘুপতির অপার চরিত্র আর কোথায় সংসারবদ্ধ আমার বুদ্ধি!

জেহিঁ মারুত গিরি মেরু উড়াহীঁ * কহহু তূল কেহি লেখে মাহীঁ।

সমুঝত অমিত রাম প্রভুতাঈ * করত কথা মন অতি কদরাঈ॥

যে বাতাসে মেরু পর্বতও উড়ে যায় তুলোর কথা কি তার কাছে গণ্য করার মতো? শ্রীরামচন্দ্রের অমিত মহিমার কথা বুঝে লিখতে গিয়ে খুবই ইতস্তত করছি।

দো॰ সারদ সেস মহেস বিধি, আগম নিগম পুরাণ।

নেতি নেতি কহি জাসু গুন, করহিঁ নিরন্তর গান॥ ১৭

চৌ॰ সব জানত প্রভু প্রভুতা সোই * তদপি কহেঁ বিনু রহা ন কোঈ।

তহাঁ বেদ অস কারন রাখা * ভজন প্রভাউ ভাঁতি বহু ভাখা॥

সরস্বতী অনন্তনাগ, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বেদ ও পুরাণ নেতি নেতি করে নিরন্তর যার গুণগান করেন সবাই প্রভুর সে মহিমা জানে, তবু না বলে কেউ থাকতে পারে না। বেদ এর কারণ বলেছেন, ভজনের প্রভাব নানাভাব বর্ণনা করেছেন।

এক অনীহ অরূপ অনামা * অজ সচ্চিদানন্দ পর ধামা।
ব্যাপক বিশ্বরূপ ভগবানা * তেহিঁ ধরি দেহ চরিত কৃত নানা॥

অদ্বিতীয়, নিশ্চেষ্ট, অরূপ, নামহীন ও জন্মরহিত, সচ্চিদানন্দ এবং পরম ধাম, যিনি ব্যাপক ও বিশ্বরূপ সেই ভগবানই অবতার হয়ে নানা লীলা করেন।

সো কেবল ভগতন হিত লাগী * পরম কৃপাল প্রনত অনুরাগী।
জেহি জনপর মমতা অতি ছোহূ * জেহিঁ করুনা করি কীহ্ন ন কোহূ॥

ঐ লীলা কেবল ভক্তজনের জন্যেই। প্রভু পরম দয়ালু ও শরণাগতপ্রেমিক। ভক্তের উপর তাঁর মমতা অসীম। তিনি যার উপর একবার কৃপা করেছেন তার উপরে আর ক্রোধ করেন না।

গঈ বহোর গরীব নেবাজূ * সরল সবল সাহিব রঘুরাজূ।
বুধ বরনহিঁ হরি জস অস জানী * করহিঁ পুনীত সুফল নিজ বানী॥

তিনি দীনবন্ধু, হারাধন ফিরিয়ে দেন তিনি, তিনি সরল, সবল ও সহৃদয় একথা জেনে পণ্ডিতেরা শ্রীহরির যশোবর্ণনা করে নিজের বাণীকে পবিত্র ও সফল করেন।

তেহিঁ বল মৈঁ রঘুপতি গুন গাথা * কহিহউঁ নাই রাম পদ মাথা।
মুনিহ্ন প্রথম হরি কীরতি গাঈ * তেহিঁ মগ চলত সুগম মোহি ভাই॥

ঐ বলেই আমি শ্রীরামচরিতের চরণে মাথা নত করে তাঁর গুণের কথা বলব। মুনিরাই প্রথম হরি কীর্তন করেন। সেই পথে চলেই, হে ভাই, আমার পথকে সুগম করব।

দো॰ অতি অপার জে সরিত বর, জৌঁ নৃপ সেতু করাহিঁ।
চঢ়ি পিপীলিকউ পরম লঘু, বিনু শ্রম পারহি জাহিঁ॥১৮

অত্যন্ত প্রশস্ত বড়ো নদীর উপরে রাজা যে সেতু বাঁধিয়ে দেন তাতে চড়ে অনেক ছোট পিঁপড়েও ক্লান্তি ছাড়াই নদীর পারে চলে যায়।

চৌ॰ এহি প্রকার বল মনহি দেখাঈ * করিহউঁ রঘুপতি কথা সুহাঈ।
ব্যাস আদি কবি পুঙ্গব নানা * জিহ্ন সাদর হরি সুজস বখানা॥

এই ভাবেই মনকে দৃঢ় করে আমি রঘুনাথের সুন্দর কথা বর্ণনা করি। ব্যাস প্রমুখ অনেক শ্রেষ্ঠ কবি অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে হরিযশ বর্ণনা করেছেন।

চরণ কমল বন্দউঁ তিহ্ন কেরে * পুরবহুঁ সকল মনোরথ মেরে।
কলি কে কবিহ্ন করউঁ পরনামা * জিহ্ন বরনে রঘুপতি গুন গ্রামা॥

তাঁর চরণকমল বন্দনা করি। তিনি আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করুন। যারা শ্রীরঘুনাথের গুণবর্ণনা করেছেন সেই কলিযুগের কবিদেরও আমি প্রণাম করছি।

জে প্রাকৃত কবি পরম সয়ানে * ভাষা জিন্‌হ হরিচরিত বখানে।
ভয়ে অহহিঁ জে হোইহহিঁ আগে * প্রনবউঁ সবহিঁ কপট সব ত্যাগেঁ ॥

যে সব সাধারণ আর শক্তিমান কবি নিজ ভাষায় হরিচরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন যাঁরা আমার পূর্ববর্তী, সমস্ত ছলকপটতা ত্যাগ করে তাঁদের প্রণাম করছি।

হোহু প্রসন্ন দেহু বরদানূ * সাধু সমাজ ভনিতি সনমানূ।
জো প্রবন্ধ বুধ নহিঁ আদরহীঁ * সো শ্রম বাদি বাল কবি করহীঁ ॥

তাঁরা প্রসন্ন হয়ে এই বর দিন যে সাধু সমাজে আমার কবিতার সম্মান হোক। কারণ পণ্ডিতজন যে রচনার আদর করেন না, বালকবিও সেই রচনাকে ব্যর্থ মনে করেন।

কীরতি ভনিতি ভূতি ভলি সোঈ * সুরসরি সম সব কহঁ হিত হোঈ।
রাম সুকীরতি ভনিতি ভদেসা * অসমঞ্জস অস মোহি অন্দেসা ॥

যশ, কবিতা আর সম্পদের সেইটেই ভালো, গঙ্গার মতো যা সকলেরই হিতকর। রামের কীর্তি উত্তম আর আমার কবিতা অধম; এই দুয়ের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য, সেখানেই আমার চিন্তা।

তুম্‌হরী কৃপা সুলভ সোউ মোরে * সিঅনি সুহাবনি টাট পটোরে।

হে কবি, তোমাদের কৃপায় এটা আমার কাছে সুলভ হয়ে যাবে, যেমন টাটের উপরে রেশমের সেলাই সুন্দর লাগে।

দো০ সরল কবিত কীরতি বিমল, সোই আদরহিঁ সুজান।
সহজ বয়র বিসরাই রিপু, জো সুনি করহিঁ বখান ॥ ১৯

যে কবিতা সরল আর যার মধ্যে নির্মল চরিত্রের বর্ণনা থাকে লোকে তারই আদর করে। শত্রুও শত্রুতা ভুলে তা শুনে নিজের স্বভাবকে শোধরাবার চেষ্টা করে।

সো ন হোই বিমল মতি, মোহি মতি বল অতি থোর।
করহু কৃপা হরি জস কহউঁ, পুনি পুনি করউঁ নিহোর ॥ ২০

এমন কবিতা নির্মল বুদ্ধি ছাড়া হয় না। আমার বুদ্ধিবল খুবই কম। তাই হে কবিতা, আমার উপর কৃপা করো, আমি হরিনাম গাইব। বারবার আমি এই মিনতি করছি।

কবি কোবিদ রঘুবর চরিত, মানস মঞ্জু মরাল।
বালবিনয় সুনি সুরুচি লখি, মো পর হোহু কৃপাল ॥ ২১

হে কবি ও পণ্ডিত জন, আপনারা রামচরিতমানসের সুন্দর হাঁস। আপনারা আমার শিশুসুলভ বিনয় শুনে আর সে রকম রুচি দেখে আমার উপর করুণা করুন।

সো॰ বন্দউ মুনিপদ কঞ্জু, রামায়ন জেহি নিরময়উ।

সখর সুকোমল মঞ্জু, দোষ রহিত দূষন সহিত॥ ৬

আমি সেই (বাল্মীকি) মুনির চরণ বন্দনা করছি যিনি রামায়ণ রচনা করেছেন, যে রামায়ণ খরের কথা বললেও কোমল আর দূষণের কথা বললেও নির্দোষ।

(খর ও দূষণ রামায়ণবর্ণিত রাক্ষস)

বন্দউ চারিউ বেদ, ভব বারিধি বোহিত সরিস।

জিন্হহি ন সপনেহুঁ খেদ, বরনত রঘুবর বিসদ জস্যু॥ ৭

আমি চারটি বেদের বন্দনা করছি, যে বেদ ভবসাগর পার হবার ব্যাপারে নৌকোর মতো, যাতে রামের নির্মল চরিত্র বর্ণনা করলেও স্বপ্নেও ক্লেশ হয় না।

বন্দউ বিধিপদ রেনু, ভবসাগর জেহি কীন্হ জহঁ।

সন্ত সুধা সসি ধেনু, প্রগটে খল বিষ বারুনী॥ ৮

আমি ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করছি যিনি এই সংসারসাগর রচনা করেছেন, যার মধ্যে অমৃত, চন্দ্র আর কামধেনুরূপী সজ্জন আর বিষবারুণরূপী দুর্জন প্রকট হয়েছে।

দো॰ বিবুধ বিপ্র বুধ গ্রহ চরন, বন্দি কহউ কর জোরি।

হোই প্রসন্ন পুরবহু সকল, মঞ্জু মনোরথ মোরি॥ ২২

হাত জোড় করে দেবতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং গ্রহদের চরণ বন্দনা করছি, তাঁরা সকলে প্রসন্ন হয়ে আমার মনোজ্ঞ মনোরথ পূর্ণ করুন।

চৌ॰ পুনি বন্দউ সারদ সুর সরিতা * জুগল পুনীত মনোহর চরিতা।

মজ্জন পান পাপ হর একা * কহত সুনত হর এক অবিবেকা॥

আবার আমি গঙ্গা ও সরস্বতীকে বন্দনা করি। এঁরা দুজনেই পবিত্র ও মনোহর চরিত্রের। একজন স্নান আর পানে পাপ হরণ করেন, আর একজন পঠনে ও শ্রবণে অজ্ঞান দূর করেন।

গুরু পিতু মাত মহেস ভবানী * প্রনবউ দীনবন্ধু দিন দানী।

সেবক স্বামি সখা সিয় পী কে * হিত নিরুপধি সব বিধি তুলসীকে॥

গুরু এবং মাতাপিতারূপ হরপার্বতীকে প্রণাম করি যাঁরা দীনের বন্ধু এবং দাতা, যাঁরা শ্রীরামচন্দ্রের সেবক, প্রভু এবং সখা এবং আমার একান্ত হিতসাধক।

কলি বিলোকি জগহিত হর গিরিজা * সাবর মন্ত্র জাল জিন্হ সিরিজা।

অনমিল আখর অরথ ন জাপূ * প্রগট প্রভাউ মহেস প্রতাপূ॥

কলিযুগকে দেখে জগতে হিতের জন্যে হরপার্বতী বহু শাবর মন্ত্র রচনা করেছেন যাতে

অক্ষর আছে কিন্তু মিল নেই, অর্থ নেই, জপবিধি নেই, কিন্তু শিবের প্রতাপে তাঁর প্রভাব তাতে প্রত্যক্ষ।

সো উমেস মোহি পর অনুকূলা * করিহিঁ কথা মুদ মঙ্গল মূলা।
সুমিরি সিবা সিব পাই পসাউ * বরনউঁ রামচরিত চিত চাউ॥

সেই উমাপতি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে এই কথাকে (রামচরিতকথাকে) আনন্দকর করে তুলবেন। হরপার্বতীকে স্মরণ করে তাঁদের অনুগ্রহ পেয়ে আমি প্রসন্ন চিত্তে রামচরিত বর্ণনা করছি।

ভনিতি মোরি সিব কৃপা বিভাতী * সসিসমাজ মিলি মনহুঁ সুরাতী।
জে এহি কথহি সনেহ সমেতা * কহিহহিঁ সুনিহহিঁ সমুঝি সচেতা॥

আমার রচনা শিবের কৃপায় শোভা পাবে, যেমন চাঁদ-তারায় যুক্ত হয়ে রাত শোভা পায়। যারা একথা প্রীতিপূর্ণ মন নিয়ে বলবে, শুনবে আর মনোযোগ দিয়ে বুঝবে তারা রামচন্দ্রের অনুরাগী হবে এবং কলিযুগের পাপমুক্ত হয়ে সুমঙ্গলভাজন হবে।

দো॰ সপনেহুঁ সাঁচেহু মোহি পর, জৌ হর গৌরী পসাউ।
তৌ ফুর হোউ কহেউঁ সব, ভাষা ভনিতি প্রভাউ॥ ১৫

স্বপ্নেও যদি সত্যি আমার উপর হরপার্বতীর অনুগ্রহ হয়, তাহলে এই যে আমার কবিতার ভাষা আর প্রভাবের কথা বললাম তা সত্য হবেই।

চৌ॰ বন্দউঁ অবধপুরী অতি পাবনি * সরজূ কলিকলুষ নসাবনি।
প্রনবউঁ পুর নর নারি বহোরী * মমতা জিন্হ পর প্রভুহি ন থোরী॥

আমি অতি পবিত্র অযোধ্যা এবং কলিযুগের পাপনাশক সরযূকে বর্ণনা করছি। তা ছাড়া, নগরীর নরনারীকেও প্রণাম করছি যাঁদের উপর প্রভুর (শ্রীরামচন্দ্রের) মমতা আদৌ অল্প নয়।

সিয় নিন্দক অঘ ওঘ নসায়ে * লোক বিসোক বনাই বসাএ।
বন্দউঁ কৌসল্যা দিসি প্রাচী * কীরতি জাসু সকল জগ মাচী॥

যিনি সীতানিন্দকের পাপ দূর করে তাঁকে বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়েছিলেন আমি পূর্বদিকরূপ সেই কৌশল্যাকে বন্দনা করছি যাঁর কীর্তি জগতে বিস্তৃত।

প্রগটেউ জহঁ রঘুপতি সসি চারূ * বিশ্ব সুখদ খল কমল তুসারূ।
দসরথ রাউ সহিত সব রানী * সুকৃত সুমঙ্গল মূরতি মানী॥
করউঁ প্রনাম করম মন বানী * করহু কৃপা সুত সেবক জানী।
জিন্হহি বিরচি বড় ভয়উ বিধাতা * মহিমা অবধি রাম পিতু মাতা॥

প্রণাম করছি সেই প্রাচ্য দেশকে যেখানে বিশ্বের সুখদাতা রামচন্দ্র খলরূপ কমলের জন্যে তুষার হয়ে প্রকটিত হয়েছিলেন। রানীদের সঙ্গে যুক্ত রাজা দশরথকে পুণ্য আর মঙ্গলের প্রতিমূর্তি বলে মেনে নিয়ে কর্মে মনে আর বচনে প্রণাম করি। নিজের পুত্রের সেবক জেনে তাঁরা আমার উপর কৃপা করুন যাঁদের সৃষ্টি করে বিধাতাও বড়াই করতে পেরেছেন এবং শ্রীরামের মাতাপিতা হবার দরুন মহিমার শেষ সীমায় যাঁরা অধিষ্ঠিত।

সো॰ বন্দউ অবধ ভুআল. সত্য প্রেম জেহি রামপদ।

বিছুরত দীনদয়াল, প্রিয় তনু তৃন ইব পরিহরেউ॥ ৯

আমি অবধরাজ দশরথকে বন্দনা করি রাম পদে যাঁর যথার্থ প্রেম ছিল, সেই দীনদয়ালের বিচ্ছেদে যিনি তৃণের মতো নিজের শরীর ত্যাগ করলেন।

চৌ॰ প্রণবউঁ পরিজন সহিত বিদেহূ * জাহি রাম পদ গূঢ় সনেহূ।

জোগ ভোগ মহঁ রাখেউ গোঈ * রাম বিলোকত প্রগটেউ সোঈ॥

পরিজনদের সঙ্গে যুক্ত জনকরাজকে বন্দনা করি, রামপদে যাঁর স্নেহ ছিল অত্যন্ত গভীর। ভোগের মধ্যে তিনি যোগকে গোপন রেখেছিলেন, রামকে দেখেই তা প্রকট হয়ে পড়ল।

প্রনবউঁ প্রথম ভরত কে চরনা * জাসু নেম ব্রত জাই ন বরনা।

রাম চরন পঙ্কজ মন জাসূ * লুবুধ মধুপ ইব তজই ন পাসূ॥

প্রথমে ভরতের চরণ বন্দনা করি যাঁর নিয়মব্রত বর্ণনার অতীত, রামের চরণকমলের নৈকট্যকে যিনি লোভী ভ্রমরের মতোই ত্যাগ করেননি।

বন্দউ লছিমনপদজলজাতা * সীতল সুভগ ভগত সুখ দাতা।

রঘুপতি কীরতি বিমল পতাকা * দণ্ড সমান উভয় জস জাকা॥

লক্ষ্মণের পাদপদ্মকে বন্দনা করি যা শীতল ও সুন্দর এবং ভক্তের কাছে সুখপ্রদ, শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তিপতাকায় যাঁর যশ ছিল দণ্ডের মতোই।

সেষ সহস্রসীস জগ কারন * জো অবতরেউ ভূমি ভয় টারন।

সদা সো সানুকূল রহ মো পর * কৃপাসিন্ধু সৌমিত্র গুনাকর॥

জগতের কারণ সহস্রশীর্ষ শেষনাগ যিনি ভূমিভয় দূর করার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি এবং সেই দয়ার সমুদ্র এবং সমস্ত গুণের আধার সুমিত্রানন্দন সর্বদা আমার উপর প্রসন্ন হোন।

রিপু সূদন পদ কমল নমামী * সূর সুসীল ভরত অনুগামী।
মহাবীর বিনবউঁ হনুমানা * রাম জাসু জস আপ বখানা ॥
শত্রুঘ্নের চরণপদ্মকে প্রণাম করি যিনি বীর, সুচরিত্র এবং ভরতের অনুগামী। প্রণাম করছি মহাবীরকে, যাঁর যশ রামচন্দ্র স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন।

সো॰ প্রণবউঁ পবনকুমার, খল বন পাবক গ্যান ঘন।
জাসু হৃদয় আগার, বসহিঁ রাম সর চাপ ধর ॥ ১০
পবনকুমার হনুমানকে প্রণাম করি যিনি দুষ্টরূপী বনের ক্ষেত্রে অগ্নির মতো আর যিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যাঁর হৃদয়মন্দিরে ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র বাস করেন।

চৌ॰ কপিপতি রীছ নিসাচর রাজা * অঙ্গদাদি জে কীস সমাজা।
বন্দউঁ সবকে চরন সুহাএ * অধম সরীর রাম জিন্হ পাএ ॥
সুগ্রীব, জাম্ববান, বিভীষণ এবং অঙ্গদ প্রমুখ বানরদের সুন্দর চরণ বন্দনা করি, যাঁরা অধম দেহেও শ্রীরামচন্দ্রকে পেয়েছেন।

রঘুপতি চরন উপাসক জেতে * খগ মৃগ সুর নর অসুর সমেতে।
বন্দউঁ পদ সরোজ সব কেরে * জে বিনু কাম রাম কে চেরে ॥
শ্রীরামচন্দ্রের চরণের উপাসক পশু-পক্ষী দেবতা, মানুষ ও অসুরাদির চরণ বন্দনা করি যাঁরা নিষ্কামভাবে শ্রীরামের সেবক ছিল।

সুক সনকাদি ভগত মুনি নারদ * জে মুনিবর বিগ্যান বিসারদ।
প্রণবউঁ সবহি ধরনি ধরি সীসা * করহু কৃপা জন জানি মুনীসা ॥
শুকসনকাদিকে নারদ মুনি এবং অন্যান্য জ্ঞানী মুনিদের মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করি। তাঁরাও যেন আমাকে তাঁদের সেবক মনে করে কৃপা করেন।

জনকসুতা জগ জননি জানকী * অতিসয় প্রিয় করুনানিধান কী।
তাকে যুগপদ কমল মনাবউঁ * জাসু কৃপা নিরমল মতি পাবউঁ ॥
আমি জনকরাজের কন্যা জগজ্জননী করুণানিধি রামচন্দ্রের প্রিয়তমা জানকীর চরণ-কমলকে বন্দনা করি, যাঁর কৃপায় আমি নির্মল মন পাব।

পুনি মন বচন কর্ম রঘুনায়ক * চরন কমল বন্দউঁ সব লায়ক।
রাজিব নয়ন ধরেঁ ধনু সায়ক * ভগত বিপতি ভঞ্জন সুখ দায়ক ॥
আবার আমি মনে বচনে ও কর্মে সর্বশক্তিমান রঘুনাথের চরণকমল বন্দনা করছি যিনি কমলনয়ন ও ধনুর্ধর, ভক্তের বিপদভঞ্জন এবং সুখদাতা।

দো॰ গিরা অরথ জল বীচি সম, কহিঅত ভিন্ন ন ভিন্ন।
বন্দউঁ সীতারাম পদ, জিন্হহি পরম প্রিয় খিন্ন ॥ ২৪

বাক্য আর অর্থ অথবা জল আর তরঙ্গের মতো ভিন্ন হয়েও যাঁরা অভিন্ন সেই রামসীতার চরণবন্দনা করি যাঁরা দীনজনের পরম প্রিয়।

চৌ॰ বন্দউঁ রাম নাম রঘুবর কো * হেতু কৃসানু ভানু হিমকর কো।
বিধি হরি হরময় বেদ প্রান সো * অগুন অনূপম গুন নিধান সো ॥

'রাম' নামে সেই রঘুবরকে বন্দনা করি যিনি অগ্নি, সূর্য আর চন্দ্রের হেতু, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবময় বেদের প্রাণস্বরূপ এবং নির্গুণ হয়েও যিনি অনুপম গুণের আধার।

মহামন্ত্র জোঈ জপত মহেসূ * কাসীঁ মুকুতি হেতু উপদেসূ।
মহিমা জাসু জান গনরাউ * প্রথম পূজিঅত নাম সভাউ ॥

'রাম' নামের যে মহামন্ত্র মহেশ্বর যপ করেন সেই মন্ত্রউপদেশই কাশীতে মুক্তির হেতু, যে নামের মহিমা জানেন বলেই গণেশ সভায় প্রথম পূজিত হন।

জান আদিকবি নাম প্রতাপূ * ভয়উ যুদ্ধ করি উলটা জাপূ।
সহস নাম সম সুনি সিববানী * জপি জেঈ পিয় সঙ্গ ভবানী ॥

(রাম-নামের) প্রতাপ জেনে আদি কবি (বাল্মীকি) উল্টো নাম জপ করে শুদ্ধ হলেন। হাজার নামের সমান এই একটি নাম এ কথা শুনে পার্বতী স্বামীর সঙ্গে এই নাম জপ করেন।

হরষ হেতু হেরি হর হী কো * কিয় ভূষনতিয় ভূষন তী কো।
নাম প্রভাউ জান সিব নীকো * কালকূট ফলু দীন্হ অমী কো ॥

রাম-নামে পার্বতীর এই প্রীতি দেখে শিব এমন প্রসন্ন হলেন যে তিনি সমস্ত স্ত্রীলোকের ভূষণস্বরূপ সেই পার্বতীকে নিজ অঙ্গের ভূষণ করলেন। নামের প্রভাব শিব ভালোভাবেই জানেন বলে কালকূটও তাঁকে অমৃতের ফল দান করেছে।

দো॰ বরষা রিতু রঘুপতি ভগতি, তুলসী সালি সুদাস।
রাম নাম বর বরন জুগ, সাবন ভাদব মাস ॥ ২৫

শ্রীরামের উপর ভক্তি বর্ষা ঋতু, তাঁর যারা ভক্ত তারা হল শালিধান। রামনামের বরণীয় বর্ণ দুইটির একটি হল শ্রাবণ আর একটি ভাদ্র।

চৌ॰ আখর মধুর মনোহর দোউ * বরন বিলোচন জন জিয় জোউ।
সুমিরত সুলভ সুখদ সব কাহূ * লোক লাহু পরলোক নিবাহূ ॥

'রাম' নামের এই দুই অক্ষর সমস্ত অক্ষরের যেন নয়নের মতো, সর্বজনের যেন প্রাণের মতো যা স্মরণ করলে সকলেই সহজে সুফল পায়।

কহত সুনত সুমিরত সুঠি নীকে * রাম লখন সম প্রিয় তুলসী কে।
বরনত বরন প্রীতি বিলগাতী * ব্রহ্ম জীব সম সহজ সঁঘাতী ॥

এই রাম-নাম বলতে, শুনতে এবং স্মরণ করতে খুবই ভালো লাগে। তুলসীদাসের কাছে সে নাম রামলক্ষ্মণের মতোই প্রিয়। বর্ণনা করলে তা অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করে। সে নামদুটি জীব ও ব্রহ্মের মতো স্বভাবতই সম্পৃক্ত।

নর নারায়ন সরিস সুভ্রাতা * জগ পালক বিসেষি জন ত্রাতা।
ভগতি সুতিয় কল করন বিভূষন * জগ হিত হেতু বিমল বিধু পূষন ॥

সুন্দর দু'ভাই নরনারায়ণের মতোই জগৎপালক এবং ভক্তজনের ত্রাতা। তাঁরা, ভক্তিরূপ স্ত্রীর কর্ণভূষণের মতো, আর জগতের কল্যাণের জন্যে পূর্ণচন্দ্র আর সূর্যের মতো।

স্বাদ তোষ সম সুগতি সুধা কে * কমঠ সেষ সম ধর বসুধা কে।
জন মন মঞ্জু কঞ্জ মধুকর সে * জীহ জসোমতি হরি হলধর সে ॥

এরা হলেন মুক্তিসুধার স্বাদ আর তুষ্টির মতো। কচ্ছপ আর অনন্তনাগের মতো এঁরা হলেন বসুন্ধরার ধারক, এঁরা জনমনের সুন্দর কমলের ভ্রমরের মতো আর যশোদার জিভের পক্ষে এঁদের নাম যেন কৃষ্ণ আর বলরামের মতো।

দো॰ এক ছত্রু এক মুকুটমনি, সব বরনর্নি পর জোউ।
তুলসী রঘুবর নাম কে, বরন বিরাজত দোউ ॥২৬

তুলসী, রামচন্দ্রের নামের দুটি বর্ণ বিরাজিত—একটি ছত্ররূপে আর একটি মুকুটমণি রূপে সমস্ত বর্ণকে ছাপিয়ে শোভা পাচ্ছে।

চৌ॰ সমুঝত সরিস নাম অরু নামী * প্রীতি পরস্পর প্রভু অনুগামী।
নাম রূপ দুই ঈস উপাধী * অকথ অনাদি সুসামুঝী সাধী ॥

ঠিক মতো উপলব্ধি করলে নাম আর নামধারী দুই-ই এক। এঁদের প্রীতি প্রভু আর সেবকের মতো। নাম আর রূপ দুই-ই ঈশ্বরের উপাধি। দুই-ই অনাদি ও অনির্বচনীয়। শুদ্ধ বুদ্ধিতেই তাঁদের স্বরূপ বোঝা যাবে।

কো বড় ছোট কহত অপরাধূ * সুনি গুন ভেদু সমুঝিহহিঁ সাধূ।
দেখিঅহিঁ রূপ নাম অধীনা * রূপ গ্যান নহিঁ নাম বিহীনা ॥

নাম আর রূপের মধ্যে কে বড় কে ছোট এ বিচার করা অপরাধ। সজ্জন গুণের

তেও জেনে বুঝে নেবেন। দেখলে দেখা যায় রূপ নামের অধীন আর নাম ছাড়া রূপের বোধও হয় না।

রূপ বিশেষ নাম বিনু জানেঁ * করতল গত ন পরহিঁ পহিচানেঁ।
সুমিরিঅ নাম রূপ বিনু দেখেঁ * আরত হৃদয়ঁ সনেহ বিসেষেঁ॥

কোন বিশেষ রূপও যদি বিনা নামে করতলগত হয় তাকে চেনাই যাবে না, কিন্তু না দেখেই যদি স্মরণ করা যায়, তা হলে স্নেহের টানে রূপ হৃদয়ে এসে যায়।

নাম রূপ গতি অকথ কহানী * সমুঝত সুখদ ন পরতি বখানী।
অগুন সগুন বিচ নাম সুখাসী * উভয় প্রবোধক চতুর দুভাষী॥

নাম আর রূপের গতি এক অনির্বচনীয় কাহিনী। এ বুঝলে আনন্দ কিন্তু প্রকাশ করে বলা অসম্ভব। নাম অগুণ আর সগুণের মধ্যে সুখাসীন হয়ে চতুর দোভাষীর কাজ করছে, দুজনের কথা দুজনকে বোঝাচ্ছে।

দো॰ রাম নাম মনিদীপ ধরু, জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহুঁ * জৌঁ চাহসি উজিআর॥২১

জিভ হল দেহলীর দুয়ার। তুলসী, যদি ভিতরে বাহিরে আলোর প্রকাশ চাও তো রাম নামের মণিদীপ ধরো।

চৌ॰ নাম জীহঁ জপি জাগহিঁ জোগী * বিরত বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী।
ব্রহ্মা সুখহি অনুভবহিঁ অনূপা * অকথ অনাময় নাম ন রূপা॥

সংসারের মায়ায় বিমুখ হয়ে নাম জিভে জপ ক'রে যোগী রাত জাগে, তাতে সে যে অনুপম ব্রহ্মসুখ লাভ করে তা অবর্ণনীয়, অনাময়। তার নামও নেই রূপও নেই।

জানা চহহিঁ গূঢ় গতি জেউ * নাম জীহঁ জপি জানহিঁ তেউ।
সাধক নাম জপহিঁ লয় লায়েঁ * হোহিঁ সিদ্ধ অনিমাদিক পাএ॥

যে গূঢ় রহস্যকে জানতে চায় সে জিভে নাম জপ করে তা জানতে পারে। সাধক তন্ময় হয়ে নাম জপ করে অণিমাদি সিদ্ধি লাভ লাভ করে।

জপহিঁ নামু জন আরত ভারী * মিটহিঁ কুসঙ্কট হোহিঁ সুখারী।
রাম ভগত জগ চারি প্রকারা * সুকৃতী চারিউ অনঘ উদারা॥

যে অত্যন্ত আর্ত নাম জপ করলেই তার কঠিন সংকট দূর হবে, সে সুখী হবে। সংসারে রামভক্ত চার রকমের—পুণ্যবান, চরিত্রবান, নিষ্পাপ এবং উদার।

চহু চতুর কহঁ নাম অধারা * গ্যানী প্রভুহিঁ বিসেষি পিআরা।
চহুঁ যুগ চহুঁ শ্রুতি নাম প্রভাউ * কলি বিসেষি নহিঁ আন উপায়ু॥

চার রকমের চতুর ভক্তই নামের আধার তবে জ্ঞানী ভক্তই প্রভুর বিশেষ প্রিয়। চার যুগ এবং চার শ্রুতিতে নামের প্রভাব, বিশেষ করে কলিযুগে অন্য কোন উপায় নাই।

দো॰ সকল কামনা হীন জে * রাম ভগতি রস লীন।
নাম সুপ্রেম পিয়ূষ হ্রদ * তিন্হহুঁ কিএ মন মীন॥২৮

যার কোন কামনা নেই, যে রামভক্তিরসে লীন সে 'রাম' নামাঙ্কিত প্রেমামৃতহ্রদে নিজের মনকে মাছের মতো করে নিয়েছে।

চৌ॰ অগুন সগুন দুই ব্রহ্ম সরূপা * অকথ অগাধ অনাদি অনূপা।
মোরে মত বড় নামু দুহূ তেঁ * কিএ জেহিঁ জুগ নিজবস নিজবুতেঁ॥

অগুণ আর সগুণ ব্রহ্মের এই দুই স্বরূপ। দুইরূপই অনির্বচনীয়, অগাধ, অনাদি, অনুপম। আমার মতে দুয়ের চেয়ে নামই বড় যা নিজের বলে দুটিকেই বশে রেখেছে।

প্রৌঢ় সুজন জনি জানহিঁ জন কী * কহউঁ প্রীতি প্রীতিরুচি মন কী॥
একু দারুগত দেখিঅ একূ * পাবক সম জুগ ব্রহ্ম বিবেকূ॥

জ্ঞানিজন একে ধৃষ্টতা বলে যেন মনে না করেন। আমি আমার বিশ্বাস, প্রেম এবং মনের অভিরুচির কথা বলছি। এক আগুন কাঠের মধ্যেই থাকে আর এক আগুন প্রত্যক্ষ। এই দুই ব্রহ্মকে ঐ আগুনের মতোই জানতে হবে।

উভয় অগম জুগ সুগম নাম তেঁ * কহেউঁ নামু বড় ব্রহ্ম রাম তেঁ।
ব্যাপকু এক ব্রহ্ম অবিনাসী * সত চেতন ঘন আনন্দ রাসী॥

উভয়েই (উভয় ব্রহ্মই) দুর্গম কিন্তু নামের চেয়ে সুগম। তাই আমি নির্গুণ রামের চেয়ে রামনামকেই বড় বলি। এক অবিনাশী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সবকিছুতেই ব্যাপক।

অস প্রভু হৃদয়ঁ অছত অবিকারী * সকল জীবজগ দীন দুখারী।
নাম নিরূপন নাম জতন তেঁ * সোউ প্রগটত জিমি মোল রতন তেঁ॥

প্রভুর অবিনাশী এবং অধিকারী হৃদয়ে দীন দুঃখী সবজীবের বাস। নাম নিরূপণ করে সযত্নে জপ করলে তিনি (ব্রহ্ম) হৃদয়ে প্রকাশিত হন, যেমন রত্ন চিনলে তার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয়।

দো॰ নিরগুন তেঁ এহি ভাঁতি বড় * নাম প্রভাউ অপার।

কহউঁ নামু বড় রাম তেঁ * নিজ বিচার অনুসার ॥ ২৯

এই ভাবে নির্গুনের চেয়ে নামের প্রভাবই অনেক বড়। নিজের বিচার অনুসারে আমি রামের চেয়ে রামের নামকেই বড়ো বলি।

চৌ॰ রাম ভগত হিত নর তনু ধারী * সহি সংকট কিএ সাধু সুখারী।

নামু সপ্রেম জপত অনয়াসা * ভগত হোহিঁ মুদমঙ্গল বাসা ॥

ভক্তের হিতের জন্যে রামচন্দ্র তনু ধারণ করেছিলেন। সংকট সহ্য করে তিনি সজ্জনকে সুখ করেছেন। সপ্রেমে নাম জপ করলে ভক্ত অনায়াসে আনন্দ ও মঙ্গলের আধার হবেন।

রাম এক তাপস তিয় তারী * নাম কোটি খল কুমতি সুধারী।

রিষি হিত রাম সুকেতুসুতা কী * সহিত সেন সুত কীন্হি বিবাকী ॥

রাম একজন মুনিপত্নীকে (অহল্যা) উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু রামনাম কোটি কোটি দুর্জনের কুমতিকে শুধরে দিয়েছে। ঋষির হিতের জন্যে রাম সুকেতুর কন্যা তাড়কা আর পুত্র সুবাহুর সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন।

সহিত দোষদুখ দাস দুরাসা * দলই জিমি রবিনিসি নাসা।

ভঞ্জেউ রাম আপু ভব চাপূ * ভবভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপূ ॥

তিনি ভক্তের দুঃখ দোষ আর দুর্দশা দমন করেন যেমন সূর্য রাত্রির অন্ধকার দূর করেন। রাম নিজে হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন কিন্তু তাঁর নামের প্রতাপ সমস্ত সংসারের ভয় ভঙ্গ করতে সক্ষম।

দণ্ডক বন প্রভু কীন্হ সুহাবন * জনমন অমিত নাম কিএ পাবন।

নিসিচর নিকর দলে রঘুনন্দন * নামু সকল কলি কলুষ নিকন্দন ॥

প্রভু তো দণ্ডকবনকে সুন্দর করে তুলেছিলেন কিন্তু তাঁর নাম অসংখ্য জনমনের মালিন্য দূর করে তাদের সুন্দর করে তুলেছিল। রঘুনন্দন রাক্ষসদল দমন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নাম সমস্ত কলির পাপকে দূর করেছে।

দো॰ সবরী গীধ সুসেবকনি, সুগতি দীন্হি রঘুনাথ।

নাম উধারে অমিত খল, বেদ বিদিত গুন গাথ ॥ ৩০

রঘুনাথ তো শবরী ও গৃধ্র (জটায়ু) প্রমুখ সুসেবকদের মুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নাম অগণিত দুর্জনকে উদ্ধার করেছে। বেদেও তাঁর নামের গুণগাথা বিদিত।

চৌ॰ রাম সুকণ্ঠ বিভীষন দোউ * রাখে সরন জান সবু কোউ।
নাম গরীব অনেক নেৱাজে * লোক বেদ বর বিদিত বিরাজে ॥

রাম সুগ্রীব আর বিভীষণ এই দুজনকে শরণ দিয়েছিলেন এ কথা তো সবাই জানে। কিন্তু তাঁর নাম অনেককে আশ্রয় দিয়েছে। সে কথা লৌকিক শাস্ত্র ও বেদে বিরাজিত।

রাম ভালু কপি কটুক বটোরা * সেতু হেতু শ্রম কীহ্ন ন থোরা।
নামু লেত ভবসিন্ধু সুখাহীঁ * করহু বিচারু সুজন মন মাহীঁ ॥

রাম ভালুক আর বানরের দলকে একত্র ক'রে সেতু গড়ার শ্রম কম করেন নি, কিন্তু শুধু তাঁর নাম নিয়ে কতজন ভবসাগর সুখে পার হয়ে গেল, হে সজ্জন, মনে মনে তা বিচার করে দেখুন।

রাম সকুল রন রাবনু মারা * সীয় সহিত নিজ পুর পগু ধারা।
রাজা রামু অবধ রাজধানী * গাৱত গুন সুর মুনি বর বানী ॥

রাম সবংশে রাবণ বধ করেছিলেন এবং সীতাকে নিয়ে নিজেদের নগরে পদার্পণ করেছিলেন, রাম রাজা হলেন অযোধ্যা হল তাঁর রাজধানী, দেবতা আর মুনি সুন্দর বাণীতে যায় গুণগান করেন।

সেবক সুমিরত নামু সপ্রীতী * বিনু শ্রম প্রবল মোহ দলু জীতী।
ফিরত সনেহঁ মগন সুখ অপনেঁ * নাম প্রসাদ সোচ নহীঁ সপনে ॥

আর ভক্ত সপ্রেমে শুধু নাম স্মরণ করেও বিনা পরিশ্রমে প্রবল মোহশত্রুকে জয় করে স্নেহমগ্ন হয়ে আপন সুখে বিচরণ করছে, নামের অনুগ্রহে স্বপ্নেও তাদের চিন্তা নেই।

দো॰ ব্রহ্ম রাম তেঁ নামু বড় * বর দায়ক বর দানি।
রামচরিত সতকোটি মহঁ, লিয় মহেস জিয়ঁ জানি ॥ ৩১

(নির্গুণ) ব্রহ্ম আর (সগুণ) রামের চেয়ে নাম বড়ো। সে নাম বরদাতাদেরও বরদান করে। একথা মনে মনে জেনে শিব শত কোটি রামচরিতের মধ্যে থেকে রামনামকে আলাদা করে গ্রহণ করেছেন।

চৌ॰ নাম প্রসাদ সম্ভু অবিনাসী * সাজু অমঙ্গল মঙ্গল রাসী।
সুক সনকাদি সিদ্ধ মুনি জোগী * নাম প্রসাদ ব্রহ্মসুখ ভোগী ॥

নামের প্রসাদে শম্ভু অবিনশ্বর অমঙ্গল সজ্জায় সজ্জিত হয়েও মঙ্গলরাশির আধার। শুক সনকাদি সিদ্ধ মুনি ও যোগীও নামের প্রসাদে ব্রহ্মসুখ ভোগ করছেন।

নারদ জানেউ নাম প্রতাপূ * জগ প্রিয় হরি হরি হর প্রিয় আপূ।
নামু জপত প্রভু কীহ্ন প্রসাদূ * ভগত সিরোমনি ভে প্রহলাদূ ॥

নারদ সে নামের প্রতাপ জেনেছেন। জগৎপ্রিয় হরি। নারদ নিজে হরিহর দুজনেরই প্রিয়। নাম জপলেই প্রভু কৃপা করেন, যার জন্যে প্রহ্লাদ ভক্তশিরোমণি হয়েছেন।

ধ্রুবঁ সগলানি জপেউ হরি নাউঁ * পায়উ অচল অনূপম ঠাউঁ।
সুমিরি পবনসুত পাবন নামু * অপনে বস করি রাখে রামু ॥

ধ্রুব অনাদরে উদাস হয়ে হরিনাম জপ করে অনুপম ও অটল স্থান পেয়েছেন। হনুমান পবিত্র নাম স্মরণ করে রামকে নিজের বশে রেখেছিলেন।

অপতু অজামিলু গজু গনিকাউ * ভএ মুকুত হরি নাম প্রভাউ।
কহৌঁ কহাঁ লগি নাম বড়াঈ * রামু ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ ॥

নীচ অজামিল, গজ এবং গণিকাও হরিনামের প্রভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। নামের বড়াই আর কতটা করব? রামও পারবেন না নামগুণ গাইতে।

দো॰ নামু রাম কো কলপতরু, কলি কল্যান নিবাসু।
জো সুমিরত ভয়ো ভাঁগ তেঁ, তুলসী তুলসীদাসু ॥

রাম নাম কল্পতরু, কলির মঙ্গলাবাস, যে নাম স্মরণ করে তুচ্ছ তুলসীদাসও তুলসীর মতো পবিত্র হয়েছে।

চৌ॰ চহুঁ জুগ তীনি কাল তিহুঁ লোকা * ভএ নাম জপি জীব বিসোকা।
বেদ পুরান সন্ত মত এহূ * সকল সুকৃত ফল রাম সনেহূ ॥

চার যুগে তিন কালে এবং তিন লোকে এই নাম জপ করেই জীব শোকহীন হয়েছে। বেদ পুরাণ ও সন্তমত এই যে রামের স্নেহ সমস্ত পুণ্যের ফল।

চৌ॰ ধ্যানুপ্রথম জুগ মখবিধি দূজেঁ * দ্বাপর পরিতোষত প্রভু পূজেঁ।
কলি কেবল মল মূল মলীনা * পাপ পয়োনিধি জন মন মীনা ॥

প্রথম যুগে (সত্যযুগে) ধ্যানে, দ্বিতীয়যুগে (ত্রেতা যুগে) যজ্ঞে এবং দ্বাপর যুগে পূজায় প্রভু প্রসন্ন হতেন। কলি কেবল পাপমূল এবং মলিন। পাপসমুদ্রে মানুষের মন যেন মাছের মতো।

নাম কামতরু কাল করালা * সুমিরত সমন সকল জগ জালা।
রাম নাম কলি অভিমত দাতা * হিত পরলোক লোক পিতু মাতা ॥

এই করাল কালে নামই কল্পতরু। নাম স্মরণ করামাত্রই জগতের সমস্ত জালা

প্রশমিত হবে। রামনাম কলিযুগের অভীষ্টদাতা, পরলোকে হিতৈষী এবং ইহলোকে পিতামাতার মতো।

নহিঁ কলি করম ন ভগতি বিবেকূ * রাম নাম অবলম্বন একূ।
কালনেমি কলি কপট নিধানূ * নাম সুমতি সমরথ হনুমানূ॥

কলিতে ধর্মকর্ম নেই, ভক্তি বিবেক নেই, রামনামই এক অবলম্বন। কলি তো কালনেমির কপটতার আধার, রামনাম যেন সুবুদ্ধি ও শক্তিমান হনুমান স্থানীয়।

দো০ রাম নাম নর কেসরী, কনককসিপু কলিকাল।
জাপক জন প্রহলাদ জিমি, পালিহি দলি সুরসাল॥২৭

রামনাম হল নৃসিংহ আর হিরণ্যকশিপু হল কলিকাল। জাপক (ভক্তজন) হলেন প্রহলাদ। রামনাম কলিযুগকে নাশ করে ভক্তদের পালন করে।

চৌ০ ভায় কুভায় অনখ আলসহূঁ * নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহূঁ।
সুমিরি সো নাম রামগুন গাথা * করউঁ নাই রঘুনাথহি মাথা॥

প্রেম শত্রুতা ক্রোধ বা আলস্য যে কোন প্রকারে নাম জপলেই দশদিকে মঙ্গল হবে। সেই নাম স্মরণ করে শ্রীরামের কাছে মাথানত করে তাঁরই গুণের কথা বর্ণনা করছি।

মোরি সুধারিহি সো সব ভাঁতী * জাসু কৃপা নহিঁ কৃপাঁ অঘাতী।
রাম সুস্বামি কুসেবক মোসো * নিজ দিসি দেখি দয়ানিধি পোসো॥

তিনি আমাকে সব দিক দিয়ে শুধরে দেবেন, যিনি কৃপা করলে সেই কৃপায় কোন আঘাত দেবার কিছু থাকে না। রাম সুস্বামী আমি কুসেবক, নিজের দিকে তাকিয়েই সে দয়ানিধি আমাকে দয়া করেছেন।

লোকহুঁ বেদ সুসাহিব রীতী * বিনয় সুনত পহিচানত প্রীতী।
গনী গরীব গ্রামনর নাগর * পণ্ডিত মূঢ় মলীন উজাগর॥

সংসারে এবং বেদে সৎপ্রভুর রীতির কথা এই ভাবে প্রচলিত আছে যে বিনয় শুনে তিনি প্রীতির পরিচয় নেন—ধনী-দরিদ্র, পল্লীবাসী, শহরবাসী, পণ্ডিত-মূর্খ, মলিন-সুকর্মী ভেদে সকলকেই বিচার করেন।

সুকবি কুকবি নিজ মতি অনুহারী * নৃপহি সরাহত সব নর নারী।
সাধু সুজান সুসীল নৃপালা * ঈস অংস ভব পরম কৃপালা॥
সুনি সনমানহিঁ সবহি সুবানী * ভনিতি ভগত নতি গতি পহিচানী॥

সুকবি-কুকবি সব নরনারীই নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে রাজাকে প্রশংসা করেন। সাধু, সজ্জন ও সুশীল রাজা ঈশ্বরেরই অংশ।

তিনি তাদের বচন, ভক্তি, জ্ঞান, বিনয় এই সবের পরিচয় নিয়ে মিষ্টিকথায় সকলকে আদর করেন।

যহ প্রাকৃত মহিপাল সুভাউ * জাক শিরোমনি কোসল রাউ।

রীঝত রাম সনেহ নিসোতেঁ * কো জগ মন্দ মলিন মতি মোতেঁ।

এতো সাধারণ রাজাদের স্বভাব। শ্রীরামচন্দ্র চতুরদের মধ্যে শিরোমণিস্থানীয় তিনি কেবল প্রেমেই বশীভূত হন। জগতে আমার চেয়ে বেশি মন্দ আর কুবুদ্ধির মানুষ আর কে আছে?

দো॰ সঠ সেবক কী প্রীতি রুচি, রখিহহিঁ রাম কৃপালু।

উপল কিএ জলজান জেহিঁ, সচিব সুমতি কপি ভালু॥ ৩৫

শ্রীরামচন্দ্র এই মূর্খ সেবকের প্রীতি ও রুচি রক্ষা করবেন যিনি পাথর দিয়ে জলযান তৈরি করেছেন আর ভালুক আর বানরকে বুদ্ধিমান মন্ত্রী বানিয়েছেন।

হৌঁহু কহাবত সবু কহত, রাম সহত উপহাস।

সাহিব সীতানাথ সো, সেবক তুলসীদাস॥ ৩৫

আমাকেও বলা হয় আর সবাই পরস্পরে বলে—শ্রীরামচন্দ্র এই নিন্দা সহ্য করেন যে সীতানাথ হলেন প্রভু আর তার সেবক কিনা তুলসীদাস!

চৌ॰ অতিবড়ি মোরি ঢিঠাঈ খোরী * সুনি অঘ নরকহুঁ নাক সকোরী।

সমুঝি সহস মোহি অপডর অপনেঁ * সো সুধি রাম কীহ্নি নহিঁ সপনেঁ॥

আমার অনেক ধৃষ্টতা আর দোষ, আমার পাপের কথা শুনে নরকও নাক সিটকে নিয়েছে। একথা বুঝে আমি ভয়ে পেয়েছি কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র স্বপ্নেও এবিষয়ে চিন্তা করেন নি।

সুনি অবলোকি সচিত চখ চাহী * ভগতি মোরি মতি স্বামি সরাহী।

কহত নসাই হোই হিয়ঁ নীকী * রীঝত রাম জানি জন জী কী॥

প্রভু তো এ কথা শুনে দিব্য দৃষ্টিতে আমার ভক্তি আর বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন। কথায় ভালো না হলে যদি মন নির্মল হয় তাহলে রামচন্দ্র ভক্তের হৃদয় জেনে প্রসন্নই হন।

রহতি ন প্রভুচিত চুক কিএকী * করত সুরতি সয় বার হিয়ে কী।

জেহিঁ অঘ বধেউ ব্যাধ জিমি বালী, ফিরি সুকণ্ঠ সোই কীহ্নি কুচালী॥

ভক্তের ত্রুটি প্রভুর মনে থাকে না। কিন্তু হৃদয়ের ভক্তির কথা তার বার বার মনে থাকে। যে পাপে ব্যাধের মতো বালীকে বধ করলেন সুগ্রীব সেই পাপই করল।

সোই করতূতি বিভীষন কেরী * সপনেহুঁ সো ন রাম হিয়ঁ হেরী।
তে ভরতহি ভেঁটত সনমানে * রাজ সভাঁ রঘুবীর বখানে॥

ঐ কাজই বিভীষণও করেছিলেন কিন্তু স্বপ্নেও রামের মন তা ভাবেনি বরং ভরত-মিলনের সময় তাঁর বহু সম্মান করেছেন এবং রাজসভায় বহু প্রশংসা করেছেন।

দো॰ প্রভু তরু তর কপি ডার পর, তে কিয়ে আপু সমান।
তুলসী কহূঁ ন রাম সে, সাহিব সীল নিধান॥৩৬

প্রভু তরুতলে আর বানরেরা ডালের উপরে, তাদের তিনি নিজের সমান করেই নিয়েছেন। তুলসী, রামের মতো সৎস্বভাবের প্রভু কোথাও নেই।

রাম নিকাঈ রাবরী, হৈ সবহী কো নীক।
জৌ য়হ সাঁচী হৈ সদা, তৌ নীকো তুলসীক।৩৭

হে রাম! তোমার সহৃদয়তা সকলের পক্ষেই ভালো। এ যদি সত্য হয় তা হলে আমারও খুব ভালো হবে।

এহি বিধি নিজগুন দোষ কহি, সবহি বহুরি সিরু নাই।
বরনউঁ রঘুবর বিসদ জসু, সুনি কলি কলুষ নসাই॥৩৮

এইভাবে নিজের দোষগুণ বলে আর সবার কাছে মাথা নুইয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল যশ বর্ণনা করছি যা শুনলে কলিযুগের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।

চৌ॰ জাগবলিক জো কথা সুহাঈ * ভরদ্বাজ মুনিবরহি সুনাঈ।
কহিহউঁ সোই সংবাদ বখানী * সুনহুঁ সকল সজ্জন সুখু মানী॥

যাজ্ঞবল্ক্য যে সুন্দর কথা মুনিবর ভরদ্বাজকে শুনিয়েছিলেন সেই কথাই আমি বর্ণনা করছি। হে সজ্জন, সানন্দে সে কথা শোনো।

সম্ভু কীন্হ য়হ চরিত সুহাবা * বহুরি কৃপা করি উমহি সুনাবা।
সোই সিব কাগভুসুণ্ডিহি দীন্হা * রাম ভগত অধিকারী চীন্হা॥

প্রথমে শিব এই চরিত্র রচনা করে পরে কৃপা করে পার্বতীকে শুনিয়েছেন। কাগভুশুণ্ডীকে রামভক্তির অধিকারী জেনে শিবই আবার সে কাহিনী তাকে দিলেন।

তেহি সন জাগবলিক পুনি পাবা * তিন্হ পুনি ভরদ্বাজ প্রতি গাবা।
তে শ্রোতা বকতা সমসীলা * সবঁদরসী জানহিঁ হরিলীলা।

কাগভুষুণ্ডীর কাছ থেকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পেলেন। তিনি আবার ভরদ্বাজ মুনির কাছে তা বর্ণনা করলেন। ঐ বক্তা ও শ্রোতা সমদর্শী, তাঁরা শ্রীহরির চরিত্র জানেন।

জানহিঁ তীনি কাল নিজ গ্যানা * করতল গত আমলক সমানা।
ঔরউ জে হরিভগত সুজানা * কহহিঁ সুনহিঁ সমুঝহিঁ বিধি নানা॥

তিন কালকে হস্তামলকের মত জানেন এঁরা। আর যে-সব হরি ভক্ত সজ্জন আছেন তাঁরা এ কাহিনীকে নানাভাবে বলেন, শোনেন ও বোঝেন।

দো৹ মৈঁ পুনি নিজগুরু সন সুনী, কথা সো সূকর খেত।
সমুঝী নহি তসি বালপন, তব অতিরহেউঁ অচেত॥৩৯

আমি আবার আমার গুরুর কাছ থেকে বারাহক্ষেত্রে সে কথা শুনি। কিন্তু বাল্যকাল বলে আমি তা বুঝি নি। তখন একেবারেই অবুঝ ছিলাম।

শ্রোতা বকতা গ্যাননিধি, কথা রাম কৈ গূঢ়।
কিমি সমুঝৌঁ মৈঁ জীব জড়, কলিমল গ্রসিত বিমূঢ়॥৪০

গূঢ় রামকথার বক্তা আর শ্রোতা দুজনেই জ্ঞানের ভাণ্ডার। আমি কলিযুগের পাপে গ্রস্ত জড় জীব, আমি কি করে সে কথা বুঝব?

চৌ৹ তদপি কহী গুরু বারহিঁ বারা * সমুঝি পরী কছু মতি অনুসারা।
ভাষাবদ্ধ করবি মৈঁ সোঈ * মোরেঁ মন প্রবোধ জেহিঁ হোঈ॥

তবুও গুরু যখন বারবার সে কাহিনী বললেন, তখন বুদ্ধি অনুসারে কিছুটা বুঝলাম। ঐটুকু নিয়েই এখন কাব্যরচনা করব যাতে আমার মনের তৃপ্তি হয়।

জস কছু বুধি বিবেক বল মেরেঁ * তস কহিহউঁ হিয়ঁ হরিকে প্রেরেঁ।
নিজ সন্দেহ মোহ ভ্রম হরনী * করউঁ কথা ভব সরিতা তরনী॥

আমার যেমন বুদ্ধি বিবেকের বল তেমনি করেই হৃদয়ে শ্রীহরির প্রেরণা নিয়ে বলব। নিজের সন্দেহ, মোহ ও ভ্রমনাশক কাহিনী বলব যা সংসার-নদীর জন্যে হবে নৌকার মতো।

বুধ বিশ্রাম সকল জন রঞ্জনি * রামকথা কলি কলুষ বিভঞ্জনি।
রামকথা কলি পন্নগ ভরনী * পুনি বিবেক পাবক কহুঁ অরনী।

রামকথা প্রাজ্ঞদের শান্তিদায়ক, সর্বজনের আনন্দদায়ক, কলির পাপনাশক। রামকথা কলিরূপ সাপের সংহারক, এবং বিবেকরূপ আগুনের অরণির মতো।

রাম কথা কলি কামদ গাঈ * সুজন সুজীবনি মূরি সুহাঈ।
সোই বসুধাতল সুধা তরঙ্গিনি * ভয় ভঞ্জনি ভ্রম ভেক ভুজঙ্গিনি ॥

রামকথা কলিযুগে কামধেনু আর সজ্জনের কাছে সুন্দর সঞ্জীবনী ওষধির মতো। এ কথা পৃথিবীতে অমৃতের নদী, জন্মমৃত্যুরূপ ভয়ের বিনাশক এবং ভ্রমরূপ ভেকের পক্ষে সাপিনীর মতো।

অসুর সেন সম নরক নিকন্দিনি * সাধু বিবুধ কুল হিত গিরিনন্দিনি।
সন্ত সমাজ পয়োধি রমা সী * বিশ্ব ভার ভর অচল ছমা সী ॥

এই রামকথা অসুরসেনারূপ নরকের নাশ করে। সাধু ও পণ্ডিতকুলের হিতে একথা গিরিসুতা পার্বতীর মতো, সন্তসমাজরূপ সমুদ্রের লক্ষ্মীর মতো, আর সংসারভার ধারণ করবার জন্যে অচলা পৃথিবীর মতো।

জমগন মুঁহ মসি জগ জমুনা সী * জীবন মুকুতি হেতু জনু কাসী।
রামহি প্রিয় পাবনি তুলসী সী * তুলসি দাস হিত হিয়ঁ হুলসী সী ॥

এই রামকথা যমদূতদের মনে কালিমাখানোর জন্যে জগতের যমুনার মতো, আর জীবনে মোক্ষলাভের জন্যে এ যেন বারাণসীর মতো। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে, পবিত্র তুলসীর মতো আর তুলসীদাসের হিতের জন্যে এ হৃদয়ে উল্লাসের মতো।

সিবপ্রিয় মেকল সৈল সুতা সী * সকল সিদ্ধি সুখ সম্পতি রাসী।
সদগুন সুরগন অম্ব অদিতি সী * রঘুবর ভগতি প্রেম পরমিতি সী ॥

একথা শিবপ্রিয় শৈলসুতা পার্বতীর মতো, সমস্ত সিদ্ধি সুখ ও সম্পদের রাশির মতো, সদ্গুণের আধার দেবতাদের মাতা অদিতির মতো, শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তি ও প্রেমের চরম সীমার মতো।

দো॰ রামকথা মন্দাকিনী, চিত্রকূট চিত চারু।
তুলসী সুভগ সনেহ বন, সিয় রঘুবীর বিহারু ॥৪১

রামকথা হল মন্দাকিনী, চিত্রকূট পাহাড় হল শুদ্ধ চিত্ত, আর সুন্দর স্নেহ হল বন যে-বনে শ্রীরাম ও সীতা বিহার করেন।

চৌ॰ রামচরিত চিন্তামনি চারু * সন্ত সুমতি তিয় সুভগ সিংগারু।
জগমঙ্গল গুনগ্রাম রাম কে * দানি মুকুতি ধন ধরম ধামকে ॥

রামচরিত রমণীয় চিন্তামণি, সজ্জনের সুবুদ্ধিরূপ পত্নীর সুন্দর বেশরচনা। শ্রীরামচন্দ্রের গুণ জগতে মঙ্গলকারী, এবং মুক্তি ধন, ধর্ম আর পরমধামের দাতা।

সদ্‌গুরু গ্যান বিরাগ জোগকে * বিবুধ বৈদ ভব ভীম রোগ কে।
জননি জনক সিয়রাম প্রেমকে * বীজ সকল ব্রত ধরম নেমকে॥

একথা জ্ঞান, বৈরাগ্য ও যোগের সদ্‌গুরু, ভয়ঙ্কর ভবব্যাধির দেববৈদ্য (অশ্বিনীকুমার), রামসীতার প্রতি প্রেম জন্মাবার পিতামাতা আর সমস্ত নিয়মব্রতের মূল।

সমন পাপ সন্তাপ সোক কে * প্রিয় পালক পরলোক লোক কে।
সচিব সুভট ভূপতি বিচার কে * কুম্ভজ লোভ উদধি অপার কে।

একথা পাপ সন্তাপ আর শোকের যম, পরলোকের প্রিয় পালক, বিচাররূপ রাজার সচিব ও যোদ্ধা, লোভরূপ অপার সমুদ্রের অগস্ত্য মুনি।

কাম কোহ কলিমল করিগন কে * কেহরি সারক জন মন বন কে।
অতিথি পূজ্য প্রিয়তম পুরারি কে * কামদ ঘন দারিদ দবারি কে॥

একথা ভক্তের মনোবনে কামক্রোধরূপ কলিযুগের হাতিদের কাছে সিংহের মতো, একথা মহাদেবের পূজ্য প্রিয়তম অতিথি, একথা দারিদ্র্য-দাবানলের কামদ মেঘমালার মতো।

মন্ত্র মহামনি বিষয় ব্যালকে * মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে।
হরন মোহ তম দিনকর করসে * সেবক সালি পাল জলধর সে॥

একথা বিষয়রূপ সাপের মন্ত্র ও মহামণি, একথা ভাগ্যের কঠিন প্রতিকূল রেখাগুলোকে মুছে দেয়, অন্ধকার দূর করবার জন্যে এ হচ্ছে সূর্যের কিরণ আর ভক্তরূপ শালিধানের পালক মেঘ।

অভিমত দানি দেবতরু বরসে * সেবত সুলভ সুখদ হরি হর সে।
সুকবি সরদ নভ মন উড়গন সে * রাম ভগত জন জীবন ধন সে॥

অভীষ্ট বস্তুদানে এ হল কল্পতরুর মতো, সেবা করলে হরি-হরের মতো সহজেই সুখ দেবে, এ হল সুকবির মনরূপ শরদ্‌গগনের তারার মতো আর রামভক্তদের জীবনধনের মতো।

সকল সুকৃত ফল ভূরি ভোগ সে * জগহিত নিরুপধি সাধু লোগ সে।
সেবক মন মানস মরাল সে * পাবন সঙ্গ তরঙ্গ মাল সে॥

এ হল সমস্ত সৎকর্মের ফলভোগের সমান, জগতের মঙ্গল করার জন্যে এ হল অকপট সাধুদের মতো। এ হল ভক্তদের মনরূপ মানসসরোবরের হাঁস এবং গঙ্গার তরঙ্গের মত পবিত্র।

দো॰ কুপথ কুতরক কুচালি কলি, কপট দম্ভ পাষণ্ড।
দহন রামগুন গ্রাম জিমি, ইন্ধন অনল প্রচণ্ড ॥৪২

কুপথ, কুতর্ক, কুচাল, কলহ, কপটতা, অহংকার ও নিষ্ঠুরতাদি ইন্ধনকে ভস্ম করবার জন্যে শ্রীরামের গুণাবলী প্রচণ্ড অগ্নির মতো।

রামচরিত রাকেস কর, সরিস সুখদ সব কাহু।
সজ্জন কুমুদ চকোর চিত, হিত বিসেষি বড় লাহু ॥৪৩

রামচরিত্র চাঁদের কিরণের মতো সকলেরই সুখপ্রদ, বিশেষ করে সজ্জনরূপ কুমুদ ও চকোরের কাছে তা বিশেষ হিতকর ও লাভজনক।

চৌ॰ কীন্হি প্রস্ন জেহি ভাঁতি ভবানী * জেহি বিধি সঙ্কর কহা বখানী
সো সব হেতু কহব মৈঁ গাঈ * কথা প্রবন্ধ বিচিত্র বনাঈ ॥

যেসব প্রশ্ন পার্বতী যেভাবে করেছেন এবং যেভাবে ভগবান শঙ্কর তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে-সব বিষয় আমি বিচিত্র কথা আর রচনা নির্মাণ করে গেয়ে শোনাব।

জেহিঁ যহ কথা সুনী নহি হোঈ * জনি আচরজু করি সুনি সোঈ।
কথা অলৌকিক সুনহিঁ জে গ্যানী * নহিঁ আচরজু করহিঁ অস জানী ॥

যাঁরা একথা শোনেন নি তাঁরা শুনে আশ্চর্য হবেন, কিন্তু এ অলৌকিক কথা যে-জ্ঞানী শুনবেন তিনি তা শুনে আশ্চর্য হবেন না।

রাম কথা কৈ মিতি জগ নাহীঁ * অসি প্রতীতি তিন্হ কে মনমাহীঁ।
নানা ভাঁতি রাম অবতারা * রামায়ন সত কোটি অপারা ॥

কারণ, সংসারে রামকথা অনন্ত, এরকম বিশ্বাস তাঁদের মনে আছে। নানাভাবে রামের অবতার হয়েছে, আর রামায়ণও একশো কোটি এবং অপার।

কলপভেদ হরি চরিত সুহাএ * ভাঁতি অনেক মুনিসন্হ গাএ।
করিঅ ন সংসয় অস উর আনী * সুনিঅ কথা সাদর রতি মানী ॥

কল্পভেদ অনুসারে শ্রীহরির সুন্দর চরিত্র মুনিরা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন, এই ভাবে মনে মনে চিন্তা করে এবিষয়ে সন্দেহ না করে সাদরে এবং সাগ্রহে একথা শুনবেন।

দো॰ রাম অনন্ত অনন্ত গুন, অমিত কথা বিস্তার।
সুনি আচরজুন মানিহহিঁ, জিন্হ কেঁ বিমল বিচার ॥ ৪৪

শ্রীরাম অনন্ত এবং তাঁর গুণও অনন্ত। রামকথার বিস্তৃতিও অসীম। যাদের বুদ্ধি নির্মল তাঁরা একথা শুনে বিস্মিত হবেন না।

চৌ॰ এহি বিধি সব সংসয় করি দূরী * সির ধরি গুরু পদ পঙ্কজ ধূরী ॥
পুনি সবহী বিনবউ কর জোর * করত কথা জেহি লাগন খোরী ॥

এইভাবে সব সংশয় দূর করে গুরুচরণপদ্মের রেণু মাথায় নিয়ে সবাইকে আবার জোড় হাতে প্রণাম করে রামকথা নিবেদন করছি, যাতে এতে কোন দোষ না থাকে।

রামচরিত রচনার তিথি

সাদর সিবহি নাই অব মাথা * বরনউ বিসদ রামগুন গাথা।
সম্বত সোরহ সৈ একতীসা * করউ কথা হরি পদ ধরি সীসা ॥

সাদরে শিবের কাছে মাথা নত করে বিস্তারিতভাবে রাম গুণগান বর্ণনা করছি। ১৬৩১ সংবতে হরিচরণে মাথা রেখে একথা শুরু করছি।

নৌমী ভৌম বার মধু মাসা * অবধপুরী য়হ চরিত প্রকাসা।
জেহি দিন রাম জনম শ্রুতি গাবহিঁ * তীরথ সকল তহাঁ চলি আবহি ॥

চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে মঙ্গলবারে অযোধ্যানগরীতে এই রামচরিত প্রকাশিত হয়েছে। যে দিনটি শ্রীরামের জন্মদিন বলে বেদে কথিত ঐ দিনটিতে সমস্ত তীর্থ সেখানে এসে মেলে।

অসুর নাগ খগ নর মুনি দেবা * আই করহিঁ রঘুনায়ক সেবা।
জন্ম মহোৎসব রচহিঁ সুজানা * করহিঁ রাম কল কীরতি গানা ॥

অসুর, নাগ, বিহঙ্গ, নর, মুনি, দেবতা সকলেই এসে শ্রীরামের সেবা করেন। ভক্তজন জন্মদিনের মহোৎসব পালন করেন আর শ্রীরামের গুণগান করেন।

রামচরিত মাহাত্ম্য

দো॰ মজ্জহিঁ সজ্জন বৃন্দ বহু, পাবন সরজূ নীর।
জপহিঁ রাম ধরি ধ্যান উর, সুন্দর স্যাম সরীর ॥৪৫

সজ্জনেরা অতিপবিত্র সরযূনদীর জলে স্নান করেন, এবং হৃদয়ে সুন্দর শ্যামশরীর শ্রীরামের ধ্যান ধারণ করে রামনাম জপ করেন।

চৌ॰ দরস পরস মজ্জন অরু পানা * হরই পাপ কহ বেদ পুরানা।
নদী পুনীত অমিত মহিমা অতি * কহি ন সকই সারদা বিমলমতি ॥

বেদ ও পুরাণ বলেন দর্শন, স্পর্শন, মজ্জন আর পানে পাপ হরণ করে (এই নদী)। এ নদীর পবিত্র অমিত মহিমা বিমলবুদ্ধি সরস্বতীও বলতে পারবেন না।

রাম ধামদা পুরী সুহাবনি * লোক সমস্ত বিদিত অতি পাবনি।
চারি খানি জগ জীব অপারা * অবধ তজেঁ তনু নহিঁ সংসারা ॥

পবিত্র সুন্দর রামকে যা আবাস দিয়েছে সেই অযোধ্যানগরী অতি পবিত্র এবং সর্বজনবিদিত। জগতে চার রকমের অসংখ্য জীব আছে। অযোধ্যাপুরীতে প্রাণত্যাগ করলে তারা জন্মমৃত্যুর দুঃখ পাবে না।

সব বিধি পুরী মনোহর জানী * সকল সিদ্ধিপ্রদ মঙ্গল খানী।
বিমল কথা কর কীন্হ অরম্ভা * সুনত নসাহিঁ কাম মদ দম্ভা ॥

এই নগরীকে সর্বদিকদিয়ে সুন্দর, সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ এবং মঙ্গলের আধার জেনে এই নির্মল কথা শুরু করছি। একথা শুনলে কাম, গর্ব ও দম্ভ সবই দূর হবে।

রামচরিতমানস এহি নামা * সুনত শ্রবন পাইয় বিশ্রামা
মন করি বিষয় অনল বন জরঈ * হোই সুখী জৌ এহিঁ সর পরঈ ॥

এর নাম রামচরিতমানস, কানে শুনলে শান্তি পাওয়া যাবে। মনের হাতি বিষয়ের দাবানলে পুড়ছে, যদি তা মানস-সরোবরে এসে পড়ে তা হলে শান্ত ও সুখী হবে।

রামচরিতমানস মুনি ভাবন * বিরচেউ সম্ভু সুহাবন পাবন।
ত্রিবিধ দোষ দুখ দারিদ দাবন * কলি কুচালি কুলি কলুষ নসাবন ॥

এই মুনিভাবিত সুন্দর ও পবিত্র রামচরিতমানস রচনা করেছেন মহেশ্বর, যা তিন রকমের দোষ, দুঃখ ও দারিদ্র্যকে দূর করবে এবং কলিযুগের কুরীতি ও সমস্ত পাপকে ধ্বংস করবে।

রচি মহেস নিজ মানস রাখা * পাই সুসমউ সিবা সন ভাষা ॥
তাতেঁ রামচরিতমানস বর * ধরেউ নাম হিয়ঁ হেরি হরষি হর ॥
কহউঁ কথা সোই সুখদ সুহাঈ * সাদর সুনহু সুজন মন লাঈ ॥

শিব এটি রচনা করে মনের মধ্যেই রেখে দিয়েছিলেন, সুসময় পেয়ে তা পার্বতীকে শোনালেন। তাই শিব মনে মনে চিন্তা করে সানন্দে এর নাম 'রামচরিতমানস' রাখলেন। সেই সুখদায়ক সুন্দর কথাই আমি শোনাচ্ছি। হে সজ্জন, সাদরে ও সাগ্রহে একথা শুনুন।

দো॰ জস মানস জেহি বিধি ভয়উ, * জগপ্রচার জেহি হেতু।
অব সোই কহউঁ প্রসঙ্গ সব * সুমিরি উমা বৃষকেতু ॥ ৪৬

রামচরিতমানস যেমন, যে-জন্যে হয়েছে, যে-জন্যে জগতে এর প্রচার, এখন সেইসব কথা উমা আর উমাপতিকে স্মরণ করে বলছি।

চৌব সম্ভু প্রসাদ সুমতি হিয়ঁ হুলসী * রামচরিত মানস কবি তুলসী।
করই মনোহর মতি অনুহারী * সুজন সুচিত সুনিলেহু সুধারী ॥

শম্ভুর অনুগ্রহে হৃদয়ে সুমতির প্রকাশ হল। যার-জন্যে আমি তুলসী রামচরিত মানসের কবি হয়েছি। আমার বুদ্ধিঅনুসারে একে মনোহর করে তুলছি। সজ্জনেরা তা মন দিয়ে শুনে সংশোধন করে নেবেন।

সুমতি ভূমি থল হৃদয় অগাধূ * বেদপুরান উদধি ঘন সাধূ।
বরষহিঁ রাম সুজস বর বারী * মধুর মনোহর মঙ্গলকারী ॥

নির্মলবুদ্ধি ধরাতল, হৃদয় গভীরতা, বেদপুরাণ সমুদ্র, সজ্জনেরা মেঘ। তারা রামচরিতরূপ মধুর মনোহর এবং মঙ্গলকর বারি বর্ষণ করছে।

লীলা সগুনজ জো কহহিঁ বখানী * সোই স্বচ্ছতা করই মল হানী।
প্রেম প্রগতি জো বরনি ন জাই * সোই মধুরতা সুশীতলতাঈ ॥

শ্রীরামের সগুণ লীলা যা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তাই হচ্ছে (সেই মঙ্গলবারির) স্বচ্ছতা যা সমস্ত কলুষকে বিনষ্ট করবে। প্রেম আর ভক্তি, যা বর্ণনা করা যায় না, তাই হল (সেই মঙ্গলবারির) মধুরতা এবং সুশীতলতা।

সো জল সুকৃত সালি হিত হোউ * রাম ভগত জন জীবন সোঈ।
মেধা মহিগত যো জল পাবন * সকিলি শ্রবণ মগ চলেউ সুহাবন ॥
ভরেউ সুমানস সুথল থিরানা * সুখদ সীত রুচি চারু চিরানা ॥

ঐ জল পুণ্যরূপ ধানের পক্ষে হিতকর, রামভক্তদের জীবনস্বরূপ। এই পবিত্র জল পৃথিবীতে এসে বুদ্ধিতে পরিণত হয়, একত্র হয়ে তা শ্রবণমার্গে প্রবেশ করে, এবং সেই বর্ষা পুরনো হয়ে সুন্দর শীত অর্থাৎ শরৎ ঋতুকে পেয়ে সুন্দর চিত্তকে আনন্দে ভরে দেয়।

দো॰ সুঠি সুন্দর সম্পাদ বর, বিরচে বুদ্ধি বিচারি।
তেই এহি পাবন সুভগ সব, ঘাট মনোহর চারি ॥ ৪৭

অতি সুন্দর যে চারটি সংবাদ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে রচনা করা হয়েছে সেগুলো এই পবিত্র সুন্দর সরোবরের চারটি মনোহর ঘাট।

[চার সংবাদ : ভুশুণ্ডি-গরুড়, শিব-পার্বতী, যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ, তুলসীদাস-সজ্জন]

সপ্ত প্রবন্ধ সুভগ সোপানা * গ্যান নয়ন নিরখত মন মানা।
রঘু পতি গুন অগুন অবাধা * বরনব সোই বর বারি অগাধা ॥

(রামকথার) সাতটি প্রবন্ধ (কাণ্ড) সাতটি সুন্দর সোপান তাদের জ্ঞাননেত্রে দেখলে মন প্রসন্ন হবে। শ্রীরামের গুণাতীত ও অপার মহিমার বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ জলের গভীরতা।

রাম সীয় জস সলিল সুধাসম * উপমা বীচি বিলাস মনোরম।
পুরইনী সঘন চারু চৌপাঈ * জুগুতি মঞ্জু মনি সীপ সুহাঈ ॥

রাম-সীতার যশ অমৃততুল্য জল, উপমা হল মনোরম তরঙ্গবিলাস, সুন্দর চৌপাই হল ঘন পদ্মের দল, আর যুক্তি হল উজ্জ্বল মোতির সুন্দর ঝিনুক।

ছন্দ সোরঠা সুন্দর দোহা * সোই বহুরঙ্গ কমলকুল সোহা।
অরথ অনূপ সুভাব সুভাসা * সোই পরাগ মকরন্দ সুবাসা ॥

সুন্দর ছন্দ, সোরঠা-আর দোহা বহুবর্ণ কমলফুলের মত শোভমান; অনুপম অর্থ, সুন্দর ভাব আর ভাষা যেন তার সুগন্ধ পরাগ আর মকরন্দ।

সুকৃত পুঞ্জ মঞ্জুল অলি মালা * গ্যান বিরাগ বিচার মরালা।
ধুনি অবরেব কবিত গুন জাতী * মীন মনোহর তে বহু ভাঁতী ॥

পুণ্যাত্মারা মনোহর ভ্রমরপুঞ্জ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক এরা হল মরাল। ধ্বনি, বাচন-ভঙ্গী, গুণ, জাতি এরা হল বহু রকমের মাছ।

অরথ ধরম কামাদিক চারী * কহব জ্ঞান বিজ্ঞান বিচারী।
নব রস জপ তপ জোগ বিরাগা * তে সব জলচর চারু তড়াগা ॥

অর্থ ধর্ম, কাম মোক্ষ এই চারটি বিষয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞান, বিচার, নবরস, জপ, যোগ, আর বৈরাগ্য এরা সব সুন্দর সরোবরের জলচর। আমি এসবের বর্ণনা করব।

সুকৃতী সাধু নাম গুণগানা * তে বিচিত্র জল বিহগ সমানা।
সন্ত সভা চহুঁ দিসি অঁবরাঈ * শ্রদ্ধা রিতু বসন্ত সম গাঈ ॥

পুণ্যাত্মা সাধুর নাম আর গুণগানই বিচিত্র জলবিহঙ্গের মতো। সন্তজনের সভাই সরোবরের চারদিকে প্রকাশিত দেবস্ব আর শ্রদ্ধার বসন্ত ঋতু।

ভগতি নিরূপন বিবিধ বিধানা * ক্ষমা দয়া দম লতা বিতানা।
সম জম নিয়ম ফুল মাল গ্যানা * হরি পদ রতি রস বেদ বখানা ॥
ঔরউ কথা অনেক প্রসঙ্গা * তেই সুক পিক বহু বরন বিহঙ্গা ॥

নানারকম ভক্তি বর্ণনা, ক্ষমা, দয়া, আর দমই লতাবিতান। সংযম আর নিয়মই ফুল, জ্ঞানই ফল। হরিচরণে প্রেমই রস—এ কথাই বেদ বলেন। আরও অনেক কথা আর প্রসঙ্গও তো আছে, তারা হল তোতা, কোকিল—এইসব নানাবর্ণের পাখি।

দো॰ পুলক বাটিকা বাগ বন, সুখ সুবিহঙ্গ বিহারু।
মালী সুমন সনেহ জল, সীচত লোচন চারু ৪৮ ॥

আনন্দ হল বাটিকা, উদ্যান আর বন। সুখ হল সুন্দর বিহঙ্গের বিহার। মালী হল সুন্দর মন আর স্নেহ হল জল, সুন্দর নয়নে সেই মালী (উদ্যানে) জলসেচন করছে।

চৌ॰ গাবহিঁ য়হ চরিত সঁভারে * তেই এহি তাল চতুর রখবারে।
সদা সুনহিঁ সাদর নর নারী * তেই সুরবর মানস অধিকারী ॥

যাঁরা এই চরিত্র সাগ্রহে গান করেন, তাঁরা এই সরোবরের চতুর রক্ষক। যে নর-নারী এই কথাকে সাদরে সর্বদা শোনেন তাঁরাই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মানসের (মানসচরিতের) অধিকারী।

অতিখল যে বিষঈ বস কাগা * এহি সর নিকট ন জাহিঁ অভাগা।
সম্বুক ভেক সেবার সমানা * ইহাঁ ন বিষয় কথা রস নানা ॥

যারা অতি খল—বিষয়ী বক আর কাক, সেই অভাগারা এই সরোবরের কাছে যায় না, কারণ এতে শামুক, ব্যাঙ আর শিয়ালের ভাদোলাগার মতো নানারকম বিষয়রসে ভরা কথা নাই।

তেহি কারন আবত হিয়ঁ হারে * কামী কাক বলাক বিচারে।
আবত এহিঁ সর অতি কঠিনাঈ * রাম কৃপা বিনু আই ন জাঈ ॥

এই জন্যে কামী কাক ও বক বেচারা এখানে আসতে গিয়ে নিজেদের মনে মনেই হেরে যায়। এই সরোবরে আসা কঠিন। শ্রীরামের কৃপা ছাড়া কেউ আসতে পারে না।

কঠিন কুসঙ্গ কুপন্থ করালা * তিন্হ কে বচন বাঘ হরি ব্যালা।
গৃহ কারজ নানা জঞ্জালা * তে অতি দুর্গম সৈল বিসালা ॥
বন বহু বিষম মোহ মদ মানা * নদী কুতর্ক ভয়ঙ্কর নানা ॥

এখানে আসতে গেলে কুসঙ্গই দুর্গম পথ, যাতে তাদের (দুর্জনের) বচনই হল বাঘ, সিংহ ও সাপ। ঘরের কাজ ও নানা রকমের জঞ্জালই বড় বড় দুর্গম পাহাড়। মোহ, অহঙ্কার, মান এ সব হল গভীর ঘন বন, আর নানা কুতর্ক হল ভয়ঙ্কর সব নদী।

দো॰ জে শ্রদ্ধা সম্বল রহিত, নহি সন্তন্হ করসাথ।
তিন্হ কহুঁ মানস আগম অতি, জিন্হ হি ন প্রিয় রঘুনাথ ॥ ৪৯

যাদের শ্রদ্ধারূপ সম্বল নেই, নেই সজ্জনের সঙ্গ, যাদের কাছে রঘুনাথ প্রিয় নন তাদের কাছে মানস অত্যন্ত দুর্গম।

চৌ॰ জৌঁ করি কষ্ট জাই পুনি কোঈ ॥ জাতহিঁ নীঁদ জুড়াঈ হোঈ ॥
জড়তা জাড় বিষম উর লাগা ॥ গএহুঁ ন মজ্জন পাব অভাগা ॥

যদি কষ্ট করেও কেউ যায় তাহলেও নিদ্রায় সে অবসন্ন হবে, জড়তার ভীষণ ঠাণ্ডা তার বুকে লাগবে। গিয়েও সেই অভাগা তাতে ডুব দিতে পারবে না।

করি ন জাই সর মজ্জন পানা ॥ ফিরি আবই সমেত অভিমানা।
জৌঁ বহোরি কোউ পূছন আবা ॥ সর নিন্দা করি তাহি বুঝাবা ॥

সেই সরোবরে স্নান বা পান না করে তারা সবাই একত্রে ফিরে আসবে। যদি কেউ তাদের কী হল, জিজ্ঞেস করতে আসে তারা তাদের সরোবরের নিন্দা করেই নিজেদের অবস্থা বোঝাবে।

সকল বিঘ্ন ব্যাপহিঁ নহিঁ তেহী ॥ রাম সুকৃপাঁ বিলোকহিঁ জেহী।
সোই সাদর সর মজ্জনু করঈ ॥ মহা ঘোর ত্রয় তাপ ন জরঈ ॥

শ্রীরাম যাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখবেন কোন বিঘ্নই তাকে ঘিরতে পারবে না। সে সাদরে সেই সরোবরে স্নান করতে পারবে, মহাঘোর ত্রিতাপদুঃখে সে জড়িয়ে পড়বে না।

তে নর যহ সর তজহিঁ ন কাউ ॥ জিন্হ কে রামচরণ ভল ভাউ।
জো নহাই চহ এহিঁ সর ভাঈ ॥ সো সতসঙ্গ করউ মন লাঈ ॥

সেই ভক্তজন এই সরোবর কখনও ছাড়ে না, তাদের হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরণের প্রভাব ভালোভাবে পড়েছে। তাই, যে এখানে স্নান করতে চায় সে মন দিয়ে সৎসঙ্গ করুক।

অস মানস মানস চখ চাহী ॥ ভই কবি বুদ্ধি বিমল অবগাহী।
ভয়উ হৃদয়ঁ আনন্দ উছাহূ ॥ উমগেউ প্রেম প্রমোদ প্রবাহূ ॥

এই মানসসরোবরে মানস-নয়ন চেয়ে, তাতে অবগাহন করে কবি নির্মল বুদ্ধি পেয়েছেন তাঁর হৃদয়ে জেগেছে আনন্দ-উচ্ছ্বাস, উদ্বেলিত হয়েছে প্রেম ও তৃপ্তির প্রবাহ।

চলী সুভগ কবিতা সরিতা সো ॥ রাম বিমল যশ জল ভরিতা সো।
সরজূ নাম সুমঙ্গল মূলা ॥ লোক বেদ মত মঞ্জুল কূলা ॥
নদী পুনীত সুমানস নন্দিনী ॥ কলি মল তৃন তরু মূল নিকন্দিনী।

এই সরোবর থেকে সুন্দর কাব্যরূপিণী সেই নদী নির্গত হল যা শ্রীরামের নির্মল যশো-বারিতে পূর্ণ। তার নাম সরযূ, যা সব মঙ্গলের মূল। লোকমত আর বেদমত তার দুই মনোরম তট। রামচরিত মানসসরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে এই পবিত্র নদী কলিযুগের পাপরূপ তৃণতরুকে সমূলে উৎপাটিত করে।

দো॰ শ্রোতা ত্রিবিধ সমাজপুর, গ্রাম নগর দুহুঁ কূল।
সন্ত সভা অনুপম অবধ, সকল সুমঙ্গল মূল ॥৫০

উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিনরকমের শ্রোতা যেন দুই তীরের গ্রাম ও নগর, সজ্জনের সভা যেন অনুপম অযোধ্যাপুরী যা সমস্ত মঙ্গলের উৎস।

চৌ॰ রাম ভগতি সুরসরিত হি জাই * মিলী সুকীরতি সরজু সুহাঈ।
সানুজ রাম সমর জসু পাবন * মিলেউ মহানদু সোন সুহাবন ॥

রামভক্তিরূপ গঙ্গানদীর সঙ্গে কীর্তিমতী মনোজ্ঞা সরযূনদী গিয়ে মিলেছে। অনুজের সঙ্গে মিলিত রামের সামরিক যশের মতো পবিত্র সুন্দর মহানদ শোণও সেখানে গিয়ে মিলেছে।

জুগ বিচ ভগতি দেবধুনি ধারা * সোহতি সহিত সুবিরতি বিচারা।
ত্রিবিধ তাপ ত্রাসক তিমুহনী * রাম সরূপ সিন্ধু সমুহানী ॥

দুই নদীর মধ্যে গঙ্গানদীর ধারা এমন শোভান্বিতা যে মনে হয় জ্ঞান আর বৈরাগ্যের সঙ্গে যেন ভক্তি এসে মিলেছে। পাপকে ভয়-দেখানো তিনটি নদী রামরূপ সমুদ্রের দিকে চলেছে।

মানস মূল মিলী সুর সরিহী * সুনত সুজন মন পাবন করিহী।
বিচ বিচ কথা বিচিত্র বিভাগা * জনু সরি তীর তীর বন বাগা ॥

মানসের উৎস ঐ সরযূ আর গঙ্গানদীতে গিয়ে মিলেছে, এই জন্যে সজ্জন শ্রোতাদের হৃদয় পবিত্র করে দেবে। এর মধ্যে মধ্যে যে বিচিত্র কথা তাই এদের দু-কূলের বন আর উদ্যান।

উমা মহেশ বিবাহ বরাতী * তে জলচর অগনিত বহু ভাঁতী।
রঘুবর জনম অনন্দ বধাঈ * ভঁবর তরঙ্গ মনোহরতাঈ ॥

পার্বতী আর মহেশ্বরের বিবাহের বরযাত্রী এখানকার বহুরকম জলচর প্রাণী। রামচন্দ্রের জন্মোৎসবের আনন্দ এই নদীর মনোহর তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

দো॰ বালচরিত চহু বন্ধুকে, বনজ বিপুল বহুরঙ্গ।
নৃপ রানী পরিজন সুকৃত, মধুকর বারি বিহঙ্গ ॥ ৫১ ॥

(রামাদি) চার ভাইয়ের বাল চরিত্র এখানকার বহু রংবেরঙের পদ্ম। রাজা দশরথ ও তাঁর মহিষীরা এবং অন্যান্য পরিজনেরা পুণ্য মধুকর আর জলচরবিহঙ্গ।

চৌ॰ সীয় স্বয়ম্বর কথা সুহাঈ * সরিত সুহাবনি সো ছবি ছাঈ।
নদী নাব পটু প্রশ্ন অনেকা * কেবট কুসল উতর সবিবেকা॥

সীতাস্বয়ংবরের যে মনোহর কথা তা সুন্দর নদীর শোভায় ছেয়ে আছে। এ নদীর নৌকা অনেক কূট প্রশ্ন আর তার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর হল নৌকার মাঝি।

সুনি অনুকথন পরস্পর হোঈ * পথিক সমাজ সোহ সরি সোঈ।
ঘোর ধার ভৃগুনাথ রিসানী * ঘাট সুবদ্ধ রাম বরবানী॥

পরস্পর যে কথোপথন হয় তাই হল যাত্রীদল, পরশুরামের ক্রোধ হল তীক্ষ্ণধারা আর শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বচন হল সুন্দর বাঁধা ঘাট।

সানুজ রাম বিবাহ উছাহূ * সো সুভ উমগ সুখদ সব কাহূ।
কহত সুনত হরষহিঁ পুলকাহীঁ * তে সুকৃতী মন মুদিত নহাহীঁ॥

ভাইদের নিয়ে রামের যে বিবাহের উৎসাহ তা যেন এই কথারূপিণী নদীর সর্বসুখপ্রদ তরঙ্গ। একথা বলতে বলতে আর শুনতে শুনতে যে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয় সেই পুণ্যাত্মাই সানন্দে স্নান করেন।

রামতিলক হিত মঙ্গল সাজা * পরব জোগ জনু জুরে সমাজা।
কাঈ কুমতি কেকঈ কেরী * পরী জাসু ফল বিপতি ঘনেরী॥

রামের বিবাহসম্বন্ধকালীন অশীর্বাদের সময় যে মঙ্গল সাজ হয়েছিল তা যেন ঐ (নদীতীরে অনুষ্ঠিত) সামাজিক পর্বযোগের উৎসব। কৈকেয়ীর কুমতি যেন এই নদীর কাদা, এর জন্যেই ঘোর বিপত্তির সৃষ্টি হল।

দো॰ সমন অমিত উৎপাত সব, ভরত চরিত উপজাগ।
কলি অঘ খল অবগুন কথন, তে জলমল বগ কাগ॥ ৫২

এইসব বিপত্তিকে দূর করার জন্যে ভরতের চরিত্রই যেন (এই নদীতীরের) জপ আর যজ্ঞ। কলিযুগের পাপ আর দুর্জনের দোষবর্ণনা যেন ঐ জলের নোংরা-পাখি বক আর কাক।

চৌ॰ কীরতি সরিত ছহূ রিতু রূরী * সময় সুহাবনি পাবনি ভূরী।
হিম হিমসৈলসুতা সিব ব্যাহূ * সিসির সুখদ প্রভু জনম উছাহূ॥

এই কীর্তিরূপিণী নদী ছয় ঋতুতেই ভরে থাকে আর কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে সুন্দর ও পবিত্র হয়। হরপার্বতীর বিবাহ হল হেমন্ত ঋতু, আর রামের সুখপ্রদ জন্মোৎসব হল শীতঋতু।

বরনব রাম বিবাহ সমাজু * সো মুদ মঙ্গলময় রিতু রাজু।
গ্রীষম দুসহ রাম বনগবনূ * পন্থ কথা খর আতপ পবনূ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহকথা আনন্দময় ও মঙ্গলময় বসন্তঋতু, রামের বনগমনকথা দুঃখপ্রদ গ্রীষ্মঋতু। (বনগমনের) পথের কথা যেন প্রখর রোদ আর তপ্ত হাওয়া।

বরষা ঘোর নিসাচর রারী * সুরকুল সালি সুমঙ্গলকারী।
রাম রাজ সুখ বিনয় বড়াঈ * বিসদ সুখদ সোই সরদ সুহাঈ ॥

রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ যেন বর্ষা যা দেবকুলরূপী ধানের পক্ষে মঙ্গলকর। রামরাজ্যে যে সুখ, সুনীতি আর মহত্ব, তাই ঐ সুখপ্রদ শরৎঋতু।

সতী সিরোমনি সিয় গুনগাথা * সোই গুন অমল অনূপম পাথা।
ভরত সুভাউ সুসীত লতাঈ * যদা একরস বরনি ন জাঈ ॥

সতীশিরোমণি সীতার গুণগাথা হল জলের নির্মল অনুপম গুণ, ভরতের স্বভাব হল (জলের) শীতলতা যা সব সময়েই একই রকম থাকে, যা বর্ণনা করা যায় না।

দো॰ অবলোকনি বোলনি মিলনি, প্রীতি পরসপর হাস
ভায়প ভলি চহু বন্ধু কী, জল মাধুরী সুবাস ॥ ৫৩

রামচন্দ্রপ্রমুখ চার ভাইয়ের পরস্পর দেখা, কথা-বলা, ভালোবাসা, হাসি আর সুন্দর ভ্রাতৃভাব হল জলের মাধুর্য আর সুগন্ধ।

চৌ॰ আরতি বিনয় দীনতা মোরী * লঘুতা ললিত সুবারি ন খোরী।
অদ্ভুত সলিল সুনত গুনকারী * আস পিয়াস মনোমল হারী ॥

অতিপ্রীতির সঙ্গে আমার মিনতি আর দীনতাই এই সুন্দর জলের তরলতা ও নির্মলতা। এতে জলের কোন দোষ নেই। এই জল অদ্ভুত, শোনামাত্র যা মঙ্গল করে এবং আশা-তৃষ্ণা আর মনের কলিমাকে দূর করে।

রাম সপ্রেমহি পোষত পানী * হরত সকল কলি কলুষ গলানী।
ভব শ্রম সোষক তোষক তোষা * সমন দুরিত দুখ দারিদ দোষা ॥

এই জল রামের সুন্দর প্রেমকে বর্ধিত করে, আর কলিযুগের পাপের গ্লানিকে হরণ করে। এই জল জন্ম-মৃত্যুর দুঃখকে দূর করে আর সন্তোষকেও সন্তোষ দেয় এবং পাপ, দুঃখ আর দারিদ্র্যদোষকে দূর করে।

কাম ক্রোহ মদ মোহ নসাবন * বিমল বিবেক বিরাগ বঢ়াবন।
সাদর মজ্জন পান কিয়ে তেঁ * মিটহিঁ পাপ পরিতাপ হিয়ে তেঁ॥

এই জল কাম ক্রোধ অহংকার আর মোহকে নষ্ট করে আর নির্মল জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে বর্ধিত করে। সাদরে স্নান আর পান করলে মন থেকে পাপ আর দুঃখ দূর হয়।

জিন্হ এহিঁ বারি ন মানস ধোএ * তে কায়র কলিকাল বিগোএ।
তৃষিত নিরখি রবি কর ভব বারী * ফিরহহিঁ মৃগ জিমি জীব দুখারী॥

যারা এই জলে মনকে ধোয় নি সেই ভীরুদের কলিকাল বিকৃত করেছে, যেমন পিপাসার্ত হরিণ সূর্যের কিরণে তৈরি মিথ্যা জলকে দেখে ঘুরে মরে।

দো॰ মতি অনুহারি সুবারি গুন, গনগনি মন অন্হবাই।
সুমিরি ভবানী সংকরহি, কহ কবি কথা সুহাই॥ ৫৪

নিজের বুদ্ধি-অনুযায়ী এই নির্মল জলে সদ্‌গুণে মণ্ডিত মনকে স্নান করিয়ে আর হরপার্বতীকে স্মরণ করে আমি তুলসীদাস এই সুন্দর কথা বলছি।

অব রঘুপতি পদ পঙ্করুহ, হিঁয় ধরি পাই প্রসাদ।
কহউঁ জুগল মুনিবর্য কর, মিলন সুভগ সম্বাদ॥ ৫৫

এখন আমি রঘুনাথের চরণ হৃদয়ে ধারণ করে আর তাঁর প্রসন্নতা পেয়ে দুই মুনীশ্বরের সুন্দর সংবাদ বর্ণনা করব।

ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা * তিন্হহি রামপদ অতি অনুরাগা।
তাপস সম দম দয়া নিধানা * পরমারথ পথ পরম সুজানা॥

ভরদ্বাজ মুনি প্রয়াগে থাকেন, শ্রীরামচন্দ্রের চরণে তাঁর গভীর প্রেম। তিনি তপস্বী, শান্ত-স্বভাব, ইন্দ্রিয়জিৎ, দয়ার আধার এবং পরমার্থ-পথের পরম জ্ঞানী।

মাঘ মকরগত রবি জব হোঈ * তীরথ পতিহিঁ আব সব কোঈ।
দেব দনুজ কিন্নর নর শ্রেনীঁ * সাদর মজ্জহিঁ সকল ত্রিবেনীঁ॥

মাঘ মাসে মকর সংক্রান্তিতে সবাই তীর্থরাজ প্রয়াগে আসেন। দেবতা দৈত্য, কিন্নর আর মানুষের দল, সবাই সাদরে ত্রিবেণীতে স্নান করেন।

পূজহিঁ মাধব পদ জলজাতা * পরসি অখয় বটু হরষহিঁ গাতা।
ভরদ্বাজ আশ্রম অতিপাবন * পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন॥

তাঁরা বেণীমাধবের চরণকমলের পুজো করেন আর অক্ষয় বটকে ছুঁয়ে প্রসন্ন হন। ঐ

ভরদ্বাজমুনির আশ্রম অত্যন্ত পবিত্র এবং অত্যন্ত সুন্দর। সে-আশ্রম মুনীশ্বরের মনকে অত্যন্ত প্রসন্ন করে।

তহাঁ হোই মুনি রিষয় সমাজা * জাহিঁ জে মজ্জন তীরথরাজা।
মজ্জহিঁ প্রাত সমেত উছাহা * কহহিঁ পরসপর হরিগুন গাহা ॥

যাঁরা প্রয়াগে স্নান করতে যান সেখানে সেই মুনি আর ঋষিদের ভীড় হয়। প্রভাতে সবাই সোৎসাহে স্নান করেন এবং পরস্পর শ্রীহরি ভগবানের গুণগান করেন।

দো॰ ব্রহ্ম নিরূপন ধরম বিধি, বরনহিঁ তত্ত্ব বিভাগ।
কহহিঁ ভগতি ভগবন্ত কৈ, সঞ্জুত গ্যান বিরাগ ॥ ৫৬

তাঁরা ব্রহ্মনিরূপণ, ধর্মবিধি, তত্ত্বের বিভাগ আর জ্ঞান এবং বৈরাগ্য নিয়ে ভগবদ্ভক্তির বর্ণনা করেন।

চৌ॰ এহি প্রকার ভরি মাঘ নহাহীঁ * পুনি সব নিজনিজ আশ্রম জাহীঁ।
প্রতি সম্বত অতি হোই অনন্দা * মকর মজ্জি গবনহিঁ মুনিবৃন্দা ॥

এইভাবে সারা মাঘ মাস ধরে স্নান করে করে সবাই নিজের নিজের আশ্রমে চলে যান। প্রতি বছরই খুব আনন্দ হয়। মকর স্নান করে মুনিরা চলে যান।

একবার ভরি মকর নহাএ * সব মুনীস আশ্রমন্হ সিধাএ।
জাগবলিক মুনি পরম বিবেকী * ভরদ্বাজ রাখে পদ টেকী ॥

একবার মকর স্নান করে সব মুনি আশ্রমে চলে গেলেন। পরমজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে ভরদ্বাজ মুনি পায়ে ধরে রেখেছিলেন।

সাদর চরণ সরোজ পখারে * অতি পুনীত আসন বৈঠারে।
করি পূজা মুনি সুজসু বখানী * বোলে অতি পুনীত মৃদুবানী ॥

সাদরে তাঁর পাদপদ্ম প্রক্ষালন করলেন এবং পবিত্র আসনে বসালেন। পূজা করে মুনির সুযশ ব্যাখ্যা করে অতি পবিত্র কোমল বাক্যে বললেন—

নাথ এক সংসউ বড় মোরেঁ * কর গত বেদতত্ত্ব সবু তোরেঁ।
কহত সো মোহি লাগত ভয় লাজা * জৌঁ ন কহউঁ বড় হোই অকাজা ॥

আমার একটি সন্দেহ আছে আর বেদের সব তত্ত্বই তো আপনার করতলগত। সে কথা বলতে আমার ভয় আর লজ্জা হচ্ছে অথচ না বললেও খুব খারাপ হবে।

দো॰ সন্ত কহহিঁ অসি নীতি প্রভু, শ্রুতি পুরান মুনি গাব।
হোই ন বিমল বিবেক উর, গুরু সন কিএঁ দুরাব ॥ ৫৭

হে প্রভু, সন্তজন বলেন আর বেদ পুরাণ আর মুনিরাও বলেছেন যে গুরুর কাছে কোন কথা লুকোলে হৃদয়ে নির্মল জ্ঞান হয় না।

চৌ॰ অস বিচারি প্রগটউঁ নিজ মোহূ * হরহু নাথ করি জন পর ছোহূ।
রাম নাম কর অমিত প্রভাবা * সন্ত পুরান উপনিষদ গাবা ॥

এই ভাবে চিন্তা করে আমার অজ্ঞান প্রকাশ করেছি। হে নাথ! এ অধীনের উপর কৃপা করে এ অজ্ঞান দূর করো। রামনামে অমিত প্রভাব। সন্তজন, পুরাণ ও উপনিষদ এই নামই করেছেন।

সন্তত জপত সম্ভু অবিনাসী * সিব ভগবান গ্যানগুন রাসী।
আকর চারি জীব জগ অহহীঁ * কাসীঁ মরত পরম পদ লহহীঁ ॥

কল্যাণস্বরূপ, অবিনাশী এবং গুণের আধার ভগবান শিব রামনাম সর্বদা জপ করেন। চার রকমের জীব সংসারে আছে। কাশীতে মরলে তারা সবাই মোক্ষ লাভ করে।

সোপি রাম মহিমা মুনিরায়া * সিব উপদেস করত করি দায়া।
রামু কবন প্রভু পূছউঁ তোহী * কহিঅ বুঝাই কৃপানিধি সোহী ॥

হে মুনিরাজ। এও রামেরই মহিমা যে শিব দয়া করে উপদেশ দিচ্ছেন। প্রভু, আমি জিজ্ঞাসা করছি রাম কে? হে কৃপানিধি, আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

এক রাম অবধেস কুমারা * তিন্হ কর চরিত বিদিত সংসারা।
নারি বিরহঁ দুখু লহেউ অপারা * ভয়উ রোষু রন রাবনু মারা ॥

এক রাম তো রাজা দশরথের পুত্র। তাঁর চরিত্র সাংসারে প্রসিদ্ধ। তিনি পত্নীর বিরহে অপার দুঃখ সহ্য করেছেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে রাবণকে বধ করেছেন।

দো॰ প্রভু সোই রাম কি উপর কোউ, জাহি জপত ত্রিপুরারি।
সত্যধাম সর্বগ্য তুম্হ, কহহু বিবেকু বিচারি ॥ ৫৮

হে প্রভু, যাকে শিব স্বয়ং জপ করেন তিনি রাম না আর কেউ? আপনি সত্যের ধাম ও সর্বজ্ঞ। তাই জ্ঞান থেকে বিচার করে বলবেন।

চৌ॰ জৈসে মিটৈ মোর ভ্রম ভারী * কহহু সো কথা নাথ বিস্তারি।
জাগবলিক বোলে মুসুকাঈ * তুম্হহি বিদিত রঘুপতি প্রভুতাঈ ॥

যাতে আমার এই ভ্রম দূর হয়, হে নাথ! সেই কথা সবিস্তারে বলুন। একথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি মৃদু হেসে বললেন—তুমি শ্রীরঘুপতির মহিমা তো জানোই।

রাম ভগত তুম্হ মন ক্রম বানী * চতুরাই তুম্হারি মৈঁ জানী।
চাহহু সুনৈ রাম গুন গূঢ়া * কীন্হিহু প্রশ্ন মনহুঁ অতি মূঢ়া ॥

মন, বচন আর কর্মে তুমি রামভক্ত। তোমার চতুরতা আমি জেনে ফেলেছি। শ্রীরামচন্দ্রের গুপ্তগুণ শোনার জন্যে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছ যেন তুমি মহা মূর্খ।

তাত সুনহু সাদর মন লাই * কহউঁ রাম কৈ কথা সুহাই।
মহামোহু মহিষেসু বিসালা * রামকথা কালিকা করালা ॥

হে মিত্র, সাদরে ও সাগ্রহে শোনো, আমি শ্রীরামচন্দ্রের সুন্দর কথা বলছি। অজ্ঞান-মহিষাসুরকে বধ করার জন্যে রামকথা ভয়ঙ্কর কালীদেবীর মতো।

রামকথা সসি কিরণ সমানা * সন্ত চকোর করহিঁ জেহি পানা।
ঐসেই সংসয় কীন্হ ভবানী * মহাদেব তব কহা বখানী ॥

রামকথা চন্দ্রকিরণের মতো যা সজ্জনরূপ চকোর পান করে। পার্বতীও এইভাবেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বলে মহাদেব সবিস্তারে উত্তর দিয়েছিলেন।

দো॰ কহউঁ সো মতি অনুহারি অব, উমা সম্ভু সম্বাদ।
ভয়উ সময় জেহি হেতু জেহি, সুনু মুনি মিটিহি বিষাদ ॥৪৭

নিজের বুদ্ধি অনুসারে এখন আমি হর-পার্বতীর সেই বৃত্তান্ত বলছি। তার মধ্যে যা যে কারণে হয়েছে তা শুনে, হে মুনি, তোমার বিষাদ দূর হয়ে যাবে।

চৌ॰ একবার ত্রেতা যুগ মাহীঁ * সম্ভু গএ কুম্ভজরিষি পাহীঁ।
সঙ্গ সতী জগ জননি ভবানী * পূজে রিষি অখিলেস্বর জানী ॥

একবার ত্রেতাযুগে মহাদেব অগস্ত্য-ঋষির কাছে গেলেন। সঙ্গে জগজ্জননী ভবানীও ছিলেন। ঋষি (অগস্ত্য) সর্বজগতের ঈশ্বর জেনে তাঁর পূজা করলেন।

রামকথা মুনিবর্জ বখানী * সুনী মহেস পরম সুখ মানী।
রিসি পূছী হরি ভগতি সুহাই * কহী সম্ভু অধিকারী পাঈ ॥

মুনি অগস্ত্য রামকথা বললেন, শিব তা মহাসুখে শুনলেন। তারপর ঋষি সুন্দর ভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করলে শিব যোগ্য অধিকারী পেয়ে তা বর্ণনা করলেন।

কহত সুনত রঘুপতি গুনগাথা ◆ কছু দিন তঁহা রহে গিরিনাথা।
মুনি সন বিদা মাগি ত্রিপুরারী ◆ চলে ভবন সঁগ দচ্ছকুমারী॥

রঘুনাথের গুণের কথা বলতে বলতে শিব কিছুদিন থেকে গেলেন। তারপর মুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শিব সতীর সঙ্গে নিজ ভবনে প্রস্থান করলেন।

তেহি অবসর ভঞ্জন মহিভারা ◆ হরি রঘু বংস লীহ্ন অবতারা।
পিতা বচন তজি রাজু উদাসী ◆ দণ্ডক বন বিচরত অবিনাসী॥

সেই দিনগুলিতেই পৃথিবীর ভার লাঘব করবার জন্যে শ্রীহরি রঘুবংশে অবতার হয়ে এলেন। পিতার বচন মেনে রাজ্য ছেড়ে অবিনাশী প্রভু উদাস হয়ে দণ্ডক বনে বিচরণ করতে লাগলেন।

দো॰ হৃদয়ঁ বিচারত জাত হর, কেহি বিধি দরসনু হোই।
গুপ্ত রূপ অবতরেউ প্রভু, গএঁ জান সবু কোই॥৪৮

শিব মনে মনে চিন্তা করতে করতে যাচ্ছিলেন, কি করে দর্শন হবে। প্রভু গুপ্তভাবে অবতার গ্রহণ করেছেন। আমি গেলে যে সবাই জেনে ফেলবে।

সো॰ সংকর উর অতি ছোভু, সতী ন জানহিঁ মরমু সোই।
তুলসী দরসন লোভু, মন ডরু লোচন লালচী॥১১

সতী এই রহস্য জানতেন না বলে শিবের মনে বড় ক্ষোভ ছিল। তুলসী বলেন—তাঁর দর্শনের লোভ ছিল, চোখে ছিল বাসনার ছাপ, আবার মনে ভয়ও ছিল কেউ না জেনে ফেলে এই রহস্যের কথা।

চৌ॰ রাবন মরন মনুজ কর জাচা ◆ প্রভু বিধি বচনু কীহ্ন চহ সাচা।
জৌঁ নহিঁ জাউঁ রহই পছিতাবা ◆ করত বিচারু ন বনত বনাবা॥

রাবণ (ব্রহ্মার কাছ থেকে) মানুষের হাতে তার মৃত্যু চেয়েছিল, তাই প্রভু ব্রহ্মার বচন সত্য করতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন যদি না পাই তা হলে আপসোস থাকবে এই ভেবে শিব কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না।

এহি বিধি ভএ সোচবস ঈসা ◆ তেহী সময় জাই দসসীসা।
লীহ্ন নীচ মারীচহি সঙ্গা ◆ ভয়উ তুরত সোই কপট কুরংগা

এইভাবে মহাদেব চিন্তায় পড়ে গেলেন। ঐ সময়ে রাবণ গিয়ে নীচ মারীচকে সঙ্গে নিল। সে অতিক্রান্ত কপট মৃগের রূপ নিল।

করি ছলু মূঢ় হরী বৈদেহী * প্রভু প্রভাউ তস বিদিত ন তেহী।
মৃগ বধি বন্ধু সহিত হরি আএ * আশ্রমু দেখি নয়ন জল ছাএ॥

ছল করে মূর্খ রাবণ সীতাকে হরণ করল, কারণ প্রভুর (রামচন্দ্রের) প্রতাপ সে জানত না। মৃগকে বধ করে ভাইয়ের সঙ্গে যখন শ্রীরাম এলেন, আশ্রমের দিকে চেয়ে তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

বিরহ বিকল নর ইব রঘুরাঈ * খোজত বিপিন ফিরত দোউ ভাঈ।
কবহুঁ জোগ বিয়োগ ন জা কেঁ * দেখা প্রগট বিরহ দুখু তাকেঁ॥

সীতার দুঃখে ব্যাকুল হয়ে মানুষের মতোই রামলক্ষ্মণ দুইভাই ওঁকে বনে বনে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। যাঁর কখনও সংযোগ বা বিয়োগ নেই তাঁর মধ্যে বিরহের দুঃখ প্রত্যক্ষ দেখা গেল।

দো॰ অতি বিচিত্র রঘুপতি চরিত, জানহিঁ পরম সুজান।
জে মতি মন্দ বিমোহ বস, হৃদয়ঁ ধরহিঁ কছু আন॥৪৯

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র অতি বিচিত্র। যিনি জ্ঞানী তিনিই তা জানেন। যে মন্দবুদ্ধি সে অজ্ঞানের বশে অন্য কিছু ভাবে।

সতীর মোহ

চৌ॰ সম্ভু সময় তেহি রামহি দেখা * উপজা হিয়ঁ অতি হরষু বিসেষা।
ভরি লোচন ছবি সিন্ধু নিহারী * কুসময় জানি ন কীন্হি চিন্হারী॥

শিব ঐ সময়ে রামচন্দ্রকে দেখলেন। তাঁর হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ উদ্ভূত হল। নয়ন ভরে শোভার সাগর রামকে দেখলেন, কিন্তু অসময় বলে পরিচয় করলেন না।

জয় সচ্চিদানন্দ জগ পাবন * অস কহি চলেউ মনোজ নসাবন।
চলে জাত সিব সতী সমেতা * পুনি পুনি পুলকত কৃপানিকেতা॥

'জগৎপাবন সচ্চিদানন্দের জয় হোক' এই বলে মদনান্তক শিব চলে গেলেন। কৃপানিধি শিব আনন্দে বারবার রোমাঞ্চিত হয়ে সতীর সঙ্গে যেতে থাকলেন।

সতীঁ সো দসা সম্ভু কে দেখী * উর উপজা সন্দেহ বিসেষী।
সংকরু জগ বন্দ্য জগদীসা * সুর নর মুনি সব নাবত সীসা ॥

শিবের ঐ অবস্থা দেখে সতীর মনে সন্দেহ হল, শঙ্কর জগদ্‌বন্দনীয় জগদীশ্বর, সুর নর মুনি সবাই তাঁর কাছে মাথা নত করে, (তবে তাঁ'র এমন বিচলিত অবস্থা কেন ?)।

তিন্হ নৃপসুতহি কীন্হ পরনামা * কহি সচ্চিদানন্দ পরধামা।
ভএ মগন ছবি তাসু বিলোকী * অজহুঁ প্রীতি উর রহতি ন রোকী ॥

তিনি (শিব) রাজপুত্রকে 'সচ্চিদানন্দ' ও 'মোক্ষধাম' বলে প্রণাম করলেন এবং তাঁর শোভা দেখে এত মগ্ন হয়ে গেলেন আজও হৃদয়ে সেই প্রীতির উচ্ছ্বাস রোধ করতে গেলেও রুদ্ধ হয় না।

দো॰ ব্রহ্ম জো ব্যাপক বিরজ অজ, অকল অনীহ অভেদ।
সো কি দেহ ধরি হোই নর, জাহি ন জানত বেদ ॥৬২

যে ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, মায়াহীন, জন্মরহিত, অদৃশ্য, ইচ্ছা আর ভেদরহিত, যাঁকে বেদও জানেন না তিনি কি দেহ ধারণ করে মানুষ হতে পারেন ?

চৌ॰ বিষ্নু জো সুর হিত নরতনু ধারী * সোউ সর্বগ্য জথা ত্রিপুরারী।
খোজই সো কি অগ্য ইব নারী * গ্যানধাম শ্রীপতি অসুরারী ॥

বিষ্ণু, যিনি দেবহিতে নরদেহ ধারণ করেছেন, তিনি ত্রিপুরারি শিবের মতোই সর্বজ্ঞ। যিনি জ্ঞাননিধান লক্ষ্মীপতি, যিনি অসুরজয়ী, তিনি কি অজ্ঞানীর মত (সাধারণ) নারীর অন্বেষণ করবেন ?

সম্ভুগিরা পুনি মৃষা ন হোঈ * সিব সর্বগ্য জান সবু কোঈ।
অস সংসয় মন ভয়উ অপারা * হোই ন হৃদয়ঁ প্রবোধ প্রচারা।

কিন্তু শিবের কথা মিথ্যা হবার নয়। শিব সর্বজ্ঞ সবাই তা জানে। তাই মনে অপার সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, হৃদয়ে উপলব্ধির আলো এসে পড়ছে না।

জদ্যপি প্রগট ন কহেউ ভবানী * হর অন্তরজামী সব জানী।
সুনহি সতী তব নারি সুভাউ * সংসয় অস ন ধরিঅ উর কাউ ॥

যদিও পার্বতী প্রকাশ করে কিছু বলেন নি, তবে অন্তর্যামী শিব সব বুঝতে পারলেন, বললেন, শোন, সতী, তোমার স্ত্রী-স্বভাব, এ বিষয়ে অমন সংশয় আর কিছু রেখো না।

জাসু কথা কুম্ভজ রিষি গাঈ * ভগতি জাসু মৈঁ মুনিহি সুনাঈ।
সোই মম ইষ্টদেব রঘুবীরা * সেবত জাহি সদা মুনি ধীরা॥

যাঁর কথা অগস্ত্যমুনি গেয়েছেন, আর যাঁর প্রতি ভক্তির কথা আমি মুনিকে শুনিয়েছি সেই রঘুবীর আমার ইষ্টদেব, যাঁকে ধীর মুনিরা সর্বদা সেবা করেন।

ছন্দ॰ মুনি ধীর জোগী সিদ্ধ সন্তত বিমল মন জেহি ধ্যাবহীঁ।
কহি নেতি নিগম পুরান আগম জাসু কীরতি গাবহীঁ॥
সোই রামু ব্যাপক ব্রহ্ম ভুবন নিকায় পতি মায়া ধনী।
অবতরেউ অপনে ভগত হিত নিজতন্ত্র নিত রঘুকুলমনী॥

জ্ঞানী, মুনি, যোগী, সিদ্ধ পুরুষাদি নির্মল মনে সর্বদা যাঁর ধ্যান করেন, বেদপুরাণ নেতি নেতি করে যে প্রভুর কীর্তিগান করেন, সেই সর্বব্যাপক, নিখিল ভুবনের স্বামী মায়াপতি, স্বতন্ত্র ও নিত্য ব্রহ্মরূপ শ্রীরামচন্দ্র নিজের ভক্তদের মঙ্গলের জন্যে রঘুবংশের মণি হয়ে অবতাররূপে এসেছেন।

সো॰ লাগ ন উর উপদেসু, জদপি কহেউ সিবঁ বার বহু।
বোলে বিহসি মহেসু, হরিমায়া বলু জানি জিয়ঁ।৫২

যদিও শিব অনেকবার বললেন তবুও সতীর মনে এ কথা স্থান পেল না। তখন মহাদেব হৃদয়ে হরিমায়াকে প্রবল জেনে হেসে বললেন—

চৌ॰ জৌ তুম্হরে মন অতি সন্দেহূ * তৌ কিন জাই পরীছা লেহূ।
তব লগি বৈঠ অহউঁ বটছাহীঁ * জব লগি তুম্হ ঐহহু মোহি পাহীঁ॥

যদি তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকে তা হলে গিয়ে তুমি পরীক্ষা করে দেখছ না কেন? যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে ফিরে আসো ততক্ষণ আমি এই বটের ছায়ায় বসে থাকব।

জৈসেঁ জাই মোহ ভ্রম ভারী * করেহু সো জতনু বিবেক বিচারী।
চলীঁ সতী সিব আয়সু পাঈ * করহিঁ বিচারু করৌঁ কা ভাঈ॥

যাতে তোমার মোহ আর ভ্রম দূর হয় সে উপায় তুমি নিজে বুঝেসুঝে করবে। শিবের আজ্ঞা শুনে সতী বললেন আর ভাবতে লাগলেন—কী করব আমি? কেমন করেই বা পরীক্ষা নেব?

ইহাঁ সম্ভু অস মন অনুমানা * দচ্ছসুতা কহুঁ নহিঁ কল্যানা।
মোরেহু কহেঁ ন সংসয় জাহীঁ * বিধি বিপরীত ভলাঈ নাহীঁ॥

শিব মনে মনে ভাবলেন—দক্ষকন্যা সতীর কোন কল্যাণ নেই। আমি বুঝিয়ে বললেও তার সন্দেহ যাচ্ছে না। এতে বোঝা যাচ্ছে বিধি বিপরীত, অশুভ কিছু ঘটবে।

হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা * কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা।
অস কহি লগে জপন হরিনামা * গঈ সতী জহঁ প্রভু সুখধামা ॥

যা রাম ঠিক করে রেখেছেন তাই হবে, তর্ক বাড়িয়ে আর লাভ কি। এই বলে তিনি হরিনাম জপ করতে লাগলেন। সমস্ত সুখের আধার প্রভু রামচন্দ্র যেখানে, সেখানে গেলেন সতী।

দো॰ পুনি পুনি হৃদয়ঁ বিচারু করি, ধরি সীতা কর রূপ।
আগেঁ হোই চলি পন্থ তেহিঁ, জেহিঁ আবত নর ভূপ ॥৬৩

সতী বারবার মনে মনে বিচার করে যে-পথ দিয়ে রামচন্দ্র আসছিলেন সেইপথে সীতার রূপ ধরে চললেন।

চৌ॰ লছিমন দীখ উমাকৃত বেষা * চকিত ভএ ভ্রম হৃদয়ঁ বিসেষা।
কহি ন সকত কছু অতি গম্ভীরা * প্রভু প্রভাউ জানত মতিধীরা।

লক্ষ্মণ সতীর কৃত্রিম বেশ দেখে চকিত হলেন, তাঁর মনে সন্দেহ হল। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, কিছু বলতে পারলেন না। স্থিতধী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের প্রভাব জানতেন।

সতী কপটু জানেউ সুরস্বামী * সবদরসী সব অন্তরজামী।
সুমিরত জাহি মিটই অগ্যানা * সোই সরবগ্য রামু ভগবানা ॥

দেবতাদের প্রভু রামচন্দ্র সতীর ছলনাকে ধরে ফেললেন কারণ তিনি সব কিছু দেখেন আর সকলের মনের কথা জানেন। যাঁকে স্মরণ করা মাত্র অজ্ঞান দূর হয় তিনিই সর্বজ্ঞ ভগবান রামচন্দ্র।

সতী কীন্হ চহ তহঁহুঁ দুরাউ * দেখহু নারি সুভাব প্রভাউ।
নিজ মায়া বলু হৃদয়ঁ বখানী * বোলে বিহসি রাম মৃদু বানী ॥

সতী এখানেও নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। দেখুন, এইটি স্ত্রী-স্বভাবের প্রভাব। নিজের মায়াবল মনে মনে চিন্তা করে রামচন্দ্র হেসে মধুর বচনে বললেন—

জোরি পানি প্রভু কীন্হ প্রনামূ * পিতা সমেত লীন্হ নিজ নামূ।
কহেউ বহোরি কহাঁ বৃষকেতূ * বিপিন অকেলি ফিরহু কেহি হেতূ ॥

হাত জোর করে প্রভু সতীকে প্রণাম করলেন। আর পিতার নামের সঙ্গে নিজের নাম করলেন। তারপর বললেন, মহাদেব কোথায় আছেন? আপনি বনে একা একা ঘুরছেন কেন?

দো॰ রাম বচন মৃদু গূঢ় সুনি, উপজা অতি সংকচু।
সতী সভীত মহেস পহিঁ, চলীঁ হৃদয়ঁ বড় সোচু ॥৬৪

রামচন্দ্রের কোমল ও গূঢ় কথা শুনে সতীর খুব সংকোচ হল এবং ভয় পেয়ে শিবের কাছে গেলেন, কিন্তু হৃদয়ে রইল বড় একটি চিন্তা।

চৌ॰ মৈঁ সঙ্কর কর কহ ন মানা * নিজ অগ্যানু রাম পর আনা।
জাই উতরু অব দেহউঁ কাহা * উর উপজা অতি দারুন দাহা ॥

(চিন্তাটি এই যে) আমি শিবের কথা না মেনে নিজের মূর্খতা রামচন্দ্রের কাছে প্রকাশ করলাম। এখন গিয়ে শিবের কাছে কী উত্তর দেব? এই ভেবে মনে দুঃসহ এক জ্বালা অনুভব করলেন।

জানা রাম সতীঁ দুখু পাৱা * নিজ প্রভাউ কছু প্রগটি জনাৱা।
সতীঁ দীখ কৌতুকু মগ জাতা * আগেঁ রামু সহিত শ্রী ভ্রাতা ॥

রামচন্দ্র জানলেন সতী দুঃখ পেয়েছেন, তখন নিজের কিছু প্রভাব দেখালেন। সতী পথে এক মজার ব্যাপার দেখলেন—আগে রাম, সীতা আর লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে।

ফিরি চিতৱা পাছেঁ প্রভু দেখা * সহিত বন্ধু সিয় সুন্দর বেষা।
জহঁ চিতৱহিঁ তহঁ প্রভু আসীনা * সেবহিঁ সিদ্ধ মুনীস প্রবীনা ॥

পিছনে ফিরতেই লক্ষ্মণ আর সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকে সুন্দর বেশে দেখলেন। যেখানে তাকান সেখানেই প্রভু বিরাজমান আর প্রবীণ মুনিরা তাঁর সেবা করছেন।

দেখে সিৱ বিধি বিষ্নু অনেকা * অমিত প্রভাউ এক তেঁ একা।
বন্দত চরন করত প্রভু সেৱা * বিবিধ বেষ দেখে সব দেৱা ॥

তারপর বহু শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দেখলেন, যাঁদের প্রভাব একের পর এককে ছাড়িয়ে। কিন্তু যাঁরা প্রভু রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করছেন, দেখলেন তাঁদের মধ্যে নানা বেশে রয়েছেন দেবতারা।

দো॰ সতী বিধাত্রী ইন্দিরা, দেখীঁ অমিত অনূপ।
জেহিঁ জেহিঁ বেষ অজাদি সুর, তেহি তেহি তন অনুরূপ ॥৬৫

অতি সুন্দর ও অনুপম রূপবতী অনেক সতী, সরস্বতী আর লক্ষ্মী দেখলেন। যে যে রূপে ব্রহ্মাদি দেবতারা ছিলেন সেই সেই বেশ অনুসারে তাঁরা সব স্বরূপ ধারণ করে ছিলেন।

চৌ॰ দেখে জহঁ তহঁ রঘুপতি জেতে * শক্তিন্হ সহিত সকল সুর তেতে।
জীব চরাচর জো সংসারা * দেখে সকল অনেক প্রকারা ॥

সতী যেখানেই যত রামচন্দ্রকে দেখলেন সেখানেই তাঁকে দেবতাশক্তির সঙ্গে মিলিত দেখলেন। সংসারে যত চরাচর জীব আছে তাদের বহু রকমে প্রত্যক্ষ করলেন।

পূজহিঁ প্রভুহি দেব বহু বেষা * রাম রূপ দূসর নহিঁ দেখা।
অবলোকে রঘুপতি বহুতেরে * সীতা সহিত ন বেষ ঘনেরে ॥

বহু বেশ ধারণ করে দেবতারা প্রভু রামচন্দ্রের পূজা করছিলেন কিন্তু রামচন্দ্রের অন্য কোন রূপ দেখলেন না। সীতার সঙ্গে অনেক রামকেই দেখলেন কিন্তু তাঁদের বেশে কোন বিভিন্নতা ছিল না।

সোই রঘুবর সোই লছিমনু সীতা * দেখি সতী অতি ভঈ সভীতা।
হৃদয় কম্প তন সুধি কছু নাহীঁ * নয়ন মুক্তি বৈঠীঁ মগ মাহীঁ ॥

সেই রামচন্দ্র আর সেই লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখে সতী খুব ভয় পেলেন, তাঁর হৃদয় কম্পিত হল, দেহের কোন চেতনা ছিল না, চোখ বন্ধ করে তিনি পথের উপর বসলেন।

বহুরি বিলোকেউ নয়ন উঘারী * কছু ন দীখ তহঁ দচ্ছ কুমারী।
পুনি পুনি নাই রাম পদ সীসা * চলীঁ তহাঁ জহঁ রহে গিরীসা ॥

চোখ খুলে দেখলেন সেখানে সীতার চিহ্নমাত্র নেই। তখন আবার শ্রীরামের চরণে মাথা নুইয়ে শিব যেখানে ছিলেন সেই দিকে গেলেন।

দো॰ গঈঁ সমীপ মহেস তব * হঁসি পূছী কুসলাত।
লীন্হী পরীছা কবন বিধি * কহহু সত্য সব বাত ॥ ৬৬

যখন পাশে গেলেন তখন শিব হেসে কুশল প্রশ্ন করে বললেন, কি ক'রে পরীক্ষা নিলে সে সব ঠিক ঠিক বলো।

চৌ॰ সতীঁ সমুঝি রঘুবীর প্রভাউ * ভয়বস সিব সন কীন্হ দুরাউ।
কছু ন পরীছা লীন্হি গোসাঈঁ * কীন্হ প্রনামু তুম্হারিহি নাঈঁ ॥

রামচন্দ্রের প্রভাব উপলব্ধি করে ভয়ে সতী শিবের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বললেন—প্রভু। আমি কোন পরীক্ষাই নিই নি, তোমার মতোই প্রণাম করলাম শুধু।

জো তুম্হ কহা সো মৃষা ন হোঈ * মোরেঁ মন প্রতীতি অতি সোঈ।
তব শঙ্কর দেখেউ ধরি ধ্যানা * সতীঁ জো কীহ্ন চরিত সবু জানা॥

যা তুমি বলেছ তা মিথ্যা হতে পারে না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তখন শিব ধ্যানে বসে দেখলেন, সতী যা করেছিলেন তা উপলব্ধি করলেন।

বহুরি রাম মায়হি সিরু নাবা * প্রেরি সতিহি জেহিঁ ঝূঁঠ কহাবা।
হরি ইচ্ছা ভাবী বলবানা * হৃদয়ঁ বিচারত সম্ভু সুজানা॥

আবার রামচন্দ্রের মায়ার কাছে মাথা নত করলেন যিনি সতীকে দিয়েও মিথ্যে বলিয়েছিলেন। শ্রীহরির ইচ্ছারূপী ভাগ্যই বলবান, শিব মনে মনে একথা বিচার করে দেখলেন।

সতীঁ কীহ্ন সীতা কর বেষা * সিব উর ভয়উ বিষাদ বিসেষা।
জৌঁ অব করউঁ সতী সন প্রীতি * মিটই ভগতি পথু হোই অনীতি॥

সতী সীতার রূপ ধারণ করেছিলেন তা জেনে শিবের মনে বড় দুঃখ হল—এখন যদি আমি সতীর সঙ্গে প্রণয় করি তাহলে ভক্তিমার্গ নষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যায় হবে।

দো০ পরম পুনীত ন জাই তজি, কিএঁ প্রেম বড় পাপু।
প্রগটি ন কহত মহেসু কছু, হৃদয়ঁ অধিক সন্তাপু॥৫৭

পরম পবিত্র সতীকে ত্যাগ করা যাবে না, অথচ প্রেম-ব্যবহারে বড পাপ হবে। তাই মহাদেব প্রকাশ্যে কিছু বললেন না কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

চৌ০ তব সঙ্কর প্রভু পদ সিরু নাবা * সুমিরত রামু হৃদয়ঁ অস আবা।
এহিঁ তন সতীহি ভেট মোহি নাহীঁ * সিব সঙ্কল্পু কীহ্ন মন মাহীঁ॥

তখন শিব রামের চরণে মাথা নত করলেন। রামকে স্মরণ করতেই তাঁর মনে এই চিন্তা এল যে এই শরীর নিয়ে সতীর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। মনে মনে তিনি এই সংকল্প করলেন।

অস বিচারি সঙ্করু মতি ধীরা * চলে ভবন সুমিরত রঘুবীরা।
চলত গগন ভৈ গিরা সুহাঈ * জয় মহেস ভলি ভগতি দৃঢ়াঈ॥

এই ভেবে ধৈর্যবান শিব রামকে স্মরণ করতে করতে স্বস্থানে চললেন। প্রস্থানের সময় সুন্দর আকাশবাণী হল—তোমার জয় হোক, তোমার ভক্তি অত্যন্ত দৃঢ় হল।

অস পন তুম্হ বিনু করই কো আনা * রাম ভগত সমরথ ভগবানা।
সুনি নভ গিরা সতী উর সোচা * পূছা সিবহি সমেত সকোচা॥

এমন সংকল্প তুমি ছাড়া আর কে করতে পারে? তুমি রামের যোগ্য ভক্ত এবং এবং স্বয়ং ভগবান।—আকাশবাণী শুনে সতীর মনে চিন্তা হল। অসংকোচে তিনি শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কীন্হ কবন পন কহহু কৃপালা * সত্য ধাম প্রভু দীন দয়ালা।
জদপি সতীঁ পূছা বহু ভাঁতী * তদপি ন কহেউ ত্রিপুর আরাতী॥

হে করুণাময়, বলো তুমি কী সংকল্প করেছিলে? হে প্রভু, তুমি সত্যের আধার এবং দীনদয়ালু। যদিও সতী নানাভাবে প্রশ্ন করলেন কিন্তু শিব কোন উত্তর দিলেন না।

দো॰ সতীঁ হৃদয়ঁ অনুমান কিয়, সবু জানেউ সর্বগ্য।
কীন্হ কপটু মৈঁ শম্ভু সন * নারি সহজ জড় অগ্য॥ ৫৮

সতী অনুমান করলেন, সর্বজ্ঞ শিব সব জেনে ফেলেছেন। আমি শিবের সঙ্গে কপটতা করেছি। স্ত্রীলোক স্বভাবতই মূর্খ ও অজ্ঞান।

সো॰ জলু পয় সরিস বিকাই, দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি।
বিলগ হোই রসু জাই, কপট খটাই পরত পুনি॥ ১৩

দেখো প্রেমের রীতি কেমন সুন্দর, জল আর দুধ একই ভাবে বিক্রি হয়। কপটতার টক পড়লেই দুধ পৃথক হয়ে যায়।

চৌ॰ হৃদয়ঁ সোচু সমুঝত নিজ করনী * চিন্তা অমিত জাই নহিঁ বরনী।
কৃপা সিন্ধু সিব পরম অগাধা * প্রগট ন কহেউ মোর অপরাধা॥

নিজে যা করে ফেলেছেন তা স্মরণ করে তাঁর মনে গভীর চিন্তা হল। কৃপাসিন্ধু শিব অত্যন্ত গভীর, তিনি আমার অপরাধকে প্রকাশ করে বলেন নি।

সঙ্কর রুখ অবলোকি ভবানী * প্রভু মোহি তজেউ হৃদয়ঁ অকুলানী।
নিজ অঘ সমুঝি ন কছু কহি জাঈ * তপই অবাঁ ইব উর অধিকাঈ॥

শিবের মুখ দেখে সতী বুঝলেন—শিব আমাকে ত্যাগ করেছেন। এই ভেবে আকুল হলেন তিনি। নিজের অপরাধ বুঝে কিছু বলাও যায় না কিন্তু কুমোরের উনুনের মত তা হৃদয়কে তপ্ত করে।

সতি হি সসোচ জানি বৃষকেতু * কহী কথা সুন্দর সুখ হেতু।
বরতন পন্থ বিবিধ ইতিহাসা * বিশ্বনাথ পহুঁচে কৈলাসা ॥

সতীকে চিন্তা ব্যাকুল জেনে শিব তাঁকে আনন্দ দিতে সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। পথে অনেক রকম ইতিহাস বলতে বলতে শিব কৈলাসে এসে পৌছলেন।

তঁহ পুনি সম্ভু সমুঝি পন আপন * বৈঠে বটতর করি কামলাসন।
সঙ্কর সহজ সরূপু সম্ভারা * লাগি সমাধি অখণ্ড অপারা ॥

সেখানে শিব আবার তাঁর সংকল্পের কথা স্মরণ করে তরুতলে কমলাসনে বসলেন। শিব নিজের স্বাভাবিক স্বরূপ অবলম্বন করলেন, অখণ্ড ও অপার সমাধিতে মগ্ন হলেন।

দো॰ সতী বসহিঁ কৈলাস তব, অধিক সোচু মন মাহিঁ।
মরমু ন কোউ জান কছু, জুগ সম দিবস সিরাহিঁ ॥৬৯

সতী কৈলাসেই রইলেন, মনে অত্যন্ত দুঃখ। এ রহস্য কেউ জানত না। একদিন যেন এক যুগ, এইভাবে কাটতে লাগল।

চৌ॰ নিতনব সোচু সতী উর ভারা * কব জৈহউঁ দুখ সাগর পারা।
মৈঁ জো কীন্হ রঘুপতি অপমানা * পুন পতি বচনু মৃষা করি জানা ॥

নিত্যনব চিন্তা সতীর হৃদয়ে বাড়তে লাগল— কবে এই দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাব? আমি যে শ্রীরামচন্দ্রের অপমান করেছিলাম আর স্বামীর কথা মিথ্যা বলে জেনেছিলাম।

সো ফলু মোহি বিধাতা দীন্হা * জো কছু উচিত রহা সোই কীন্হা।
অব বিধি অস বুঝিঅ নহিঁ তোহী * সঙ্কর বিমুখ জিআবসি মোহী ॥

এরই ফল বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। যা উচিত ছিল তাই করেছেন। হে বিধাতা, শিব থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে এ তোমার উচিত নয়।

কহি ন জাই কছু হৃদয় গলানী * মন মহুঁ রাম হি সুমির সয়ানী।
জোঁ প্রভু দীন দয়ালু কহাবা * আরতি হরন বেদ জসু গাবা ॥

সতীর হৃদয়গ্লানি অবর্ণনীয়। বুদ্ধিমতী সতী শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে বললেন—হে প্রভু, তোমাকে দীনদয়াল বলা হয় এবং দুঃখহরণ বলে বেদ তোমার যশোগান করে।

তৌ মৈঁ বিনয় করউঁ কর জোরী * ছুটউ বেগি দেহ যহ মোরী।
জোঁ মোরে সিব চরণ সনেহু * মন ক্রম বচন সত্য ব্রতু এহু ॥

তাই আমি জোড় হাত করে মিনতি করছি যদি শিবের চরণে আমার প্রীতি থাকে আর মন, কর্ম ও বাণীতে আমার পাতিব্রত্য সত্য হয় তাহলে অবিলম্বে যেন আমার দেহান্ত হয়।

দো০ তৌ সবদরসী সুনিঅ প্রভু, করউ সো বেগি উপায়।
হোই মরনু জেহিঁ বিনহিঁ শ্রম, দুসহ বিপত্তি বিহাই ॥৭০

হে সমদর্শী প্রভু, শোনো, অবিলম্বে এই উপায় করো যাতে অনায়াসে আমার মৃত্যু হয় আর এই দুঃসহ বিপদ দূর হয়।

চৌ০ এহি বিধি দুখিত প্রজেসকুমারী * অকথনীয় দারুন দুখু ভারী।
বীতেঁ সম্বত সহস সতাসী * তজী সমাধি সম্ভু অবিনাসী ॥

দক্ষকন্যা সতী এমনি দুঃখিত ছিলেন। তার দারুণ দুঃখ অবর্ণনীয়। সাতাশী হাজার বছর কাটলে অবিনাশী শিব সমাধি ভঙ্গ করলেন।

রাম নাম সিব সুমিরন লাগে * জানেউ সতী জগতপতি জাগে।
জাই সম্ভুপদ বন্দন কীন্হা * সনমুখ সঙ্কর আসনু দীন্হা ॥

শিব রামনাম স্মরণ করতে লাগলেন। সতী জানলেন শিব সমাধি থেকে জেগেছেন। তিনি গিয়ে শিবপদ বন্দনা করলেন। শিব তাঁকে সম্মুখে আসন দিলেন।

লগে কহন হরিকথা রসালা * দচ্ছ প্রজেস ভএ তেহি কালা।
দেখা বিধি বিচারি সব লায়ক * দচ্ছহি কীন্হ প্রজাপতি নায়ক ॥

শিব সরস হরিকথা বলতে লাগলেন। সেই সময় দক্ষ হলেন প্রজাপতি। ব্রহ্মা দক্ষকে সব দিক থেকে যোগ্য দেখে প্রজাপতিদের প্রভু করলেন।

দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দক্ষযজ্ঞে গমন

দো০ দচ্ছ লিএ মুনি বোলি সব, করন লগে বড় জাগ।
নেবতে সাদর সকল সুর, জে পাবত মখ ভাগ ॥ ৭১

দক্ষ সব মুনিদের আহ্বান করে এক বিরাট যজ্ঞ করতে লাগলেন আর সাদরে সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করলেন, যজ্ঞভাগ যাঁদের প্রাপ্য।

চৌ০ কিন্নর নাগ সিদ্ধ গন্ধর্বা * বধুন্হ সমেত চলে সুর সর্বা।
বিষ্নু বিরঞ্চি মহেসু বিহাঈ * চলে সকল সুর জান বনাঈ ॥

কিন্নর, নাগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব প্রমুখ সব দেবতা নিজেদের পত্নীদের নিয়ে চললেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা আর মহেশ্বর ছাড়া আর-সবদেবতারা নিজেদের বিমান বানিয়ে নিয়েছিলেন।

সতী বিলোকে ব্যোম বিমানা * জাত চলে সুন্দর বিধি নানা।
সুর সুন্দরী করহিঁ কল গানা সুনত শ্রবন ছুটহিঁ মুনি ধ্যানা॥

সতী দেখলেন আকাশে নানারকম সুন্দর বিমান চলে যাচ্ছে যার মধ্যে দেবাঙ্গনারা সুন্দর গান করছেন। সে গান কানে শুনলে মুনিদেরও ধ্যান ভঙ্গ হয়।

পূছেউ তব সিবঁ কহেউ বখানী * পিতা জগ্য সুনি কছু হরষানী।
জৌঁ মহেসু মোহি আয়সু দেহীঁ * কছুদিন জাই রহৌঁ মিস এহীঁ।

সতী জিজ্ঞাসা করলে শিব সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বললেন। পিতার যজ্ঞের কথা শুনে সতী প্রসন্ন হলেন, ভাবলেন শিব যদি অনুমতি দেন তা হলে কিছুদিন পিতৃগৃহে কাটিয়ে আসবেন।

পতি পরিত্যাগ হৃদয় দুখু ভারী* কহই ন নিজ অপরাধ বিচারী।
বোলী সতী মনোহর বানী * ভয় সংকোচ প্রেম রস সানী॥

স্বামী ত্যাগ করেছেন বলে হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ ছিল। কিন্তু নিজের অপরাধ বুঝে কিছু বলতেও পারছিলেন না। ভয়, সংকোচ আর প্রেমরসেভরা বাণীতে সতী বললেন—

দো৹ পিতা ভবন উৎসব পরম, জৌঁ প্রভু আয়স হোই।
তৌ মৈঁ জাউঁ কৃপায়তন, সাদর দেখন সোই॥ ৭২

পিতৃগৃহে খুব বড় উৎসব। হে প্রভু, হে কৃপানিধি, যদি তুমি অনুমতি দাও তা'হলে আমি সাদরে তা দেখতে যাব।

চৌ৹ কহেহু নীক মোরেহুঁ মন ভাবা * য়হ অনুচিত নহিঁ নেবত পঠাবা।
দচ্ছ সকল নিজ সুতা বোলাঈ * হমরেঁ বয়র তুম্হউ বিসরাঈ

শিব বললেন—তুমি যা বললে তা ঠিক। তোমার কথা আমার ভালো লাগল। কিন্তু আমাকে যে উনি নিমন্ত্রণ করলেন না এটা ঠিক হল না। দক্ষ অন্য-মেয়েদের ডেকে এনেছেন কিন্তু আমার সঙ্গে শত্রুতার জন্যে তিনি তোমাকে বিস্মৃত হয়েছেন।

ব্রহ্মসভাঁ হম সন দুখু মানা * তেহি তেঁ অজহুঁ করহিঁ অপমানা।
জৌঁ বিনু বোলেঁ জাহু ভবানী * রহই সীলু সনেহু ন কানী॥

একবার ব্রহ্মার সভায় আমার উপর অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। এই জন্যে এখনও আমাকে

অপমান করেন। হে ভবানী, যদি বিনা নিমন্ত্রণেই তুমি যাও তবে শীল, স্নেহ ও মর্যাদা রইবে না।

জদপি মিত্র প্রভু পিতু গুরু গেহা * জাইঅ বিনু বোলেহুঁ ন সঁদেহা।
তদপি বিরোধ মান জহঁ কোঈ * তহাঁ গএ কল্যানু ন হোঈ॥

যদিও বন্ধু, প্রভু, পিতা ও গুরুর গৃহে বিনা নিমন্ত্রণেই নিঃসন্দেহে যাওয়া উচিত, তবু যেখানে বিরোধ আছে সেখানে যাওয়া ভালো নয়।

ভাঁতি অনেক সম্ভু সমুঝাবা * ভাবী বস ন গ্যানু উর আবা।
কহ প্রভু জাহু জো বিনহিঁ বোলাএঁ * নহিঁ ভলি বাত হমারে ভাএঁ।

শিব নানাভাবে বোঝালেন কিন্তু ভবিতব্যের জন্যে কোন বোধই তাঁর হৃদয়ে এল না। প্রভু বললেন—যদি না ডাকতেই যাও, আমার মনে হয় তার ফল ভালো হবে না।

দো॰ কহি দেখা হর জতন বহু, রহই ন দচ্ছ কুমারি।
দিএ মুখ্য গন সঙ্গ তব, বিদা কীন্হ ত্রিপুরারি॥৭৩

শিব অনেক করে বলে দেখলেন কিন্তু দক্ষকন্যা রইলেন না। তখন মুখ্য গণেরা সঙ্গে গেলেন। শিব বিদায় দিলেন তাঁকে।

চৌ॰ পিতাভবন জব গঈ ভবানী * দচ্ছ ত্রাস কাহুঁ ন সনমানী।
সাদর ভলেহিঁ মিলী এক মাতা * ভগিনীঁ মিলীঁ বহুত মুসুকাতা॥

সতী যখন পিতৃগৃহে পৌঁছলেন দক্ষের ভয়ে কেউ তাঁকে আদর করলেন না। শুধু মা আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। আর বোনেরা এলেন মুখে হাসি নিয়ে।

দচ্ছ ন কছু পূছী কুসলাতা * সতিহি বিলোকি জরে সব গাতা।
সতীঁ জাই দেখেউ তব জাগা * কতহুঁ ন দীখ সম্ভু কর ভাগা॥

দক্ষ কোন কুশল প্রশ্নই করলেন না। সতীকে দেখেই তাঁর সারা অঙ্গ জ্বলে গেল। সতী যখন যজ্ঞ দেখতে গেলেন দেখলেন শিবের কোন যজ্ঞভাগ নেই।

তব চিত চঢ়েউ জো শঙ্কর কহেউ * প্রভু অপমানু সমুঝি উর দহেউ।
পাছিল দুখু ন হৃদয়ঁ অস ব্যাপা * জস য়হ ভয়উ মহাপরিতাপা॥

তখন শিব যা বলেছিলেন তা তাঁর স্মরণে এল, স্বামীর অপমানে অন্তর হল দগ্ধ। আগেকার দুঃখ হৃদয়কে এমন আচ্ছন্ন করে নি এই মহাদুঃখ যেমন করল।

জদ্যপি জগ দারুন দুখ নানা * সব তেঁ কঠিন জাতি অৱমানা।
সমুঝি সো সতিহি ভয়উ অতি ক্রোধা * বহুবিধি জননী কীহ্ন প্রবোধা॥

যদিও সংসারে নানারকম দারুন দুঃখ আছে, তবে সব চেয়ে কঠিন হল জাতি-অপমান। একথা বুঝে সতীর দারুণ ক্রোধ হল। নানা ভাবে মা তাঁকে বোঝালেন।

দো০ সিব অপমানু ন জাই সহি, হৃদয় ন হোই প্রবোধ।
সকল সভহি হঠি হটকি তব, বোলীং বচন সক্রোধ॥ ৭৪

শিবের অপমান তাঁর সহ্য হল না, হৃদয় কোন প্রবোধ মানল না। সমস্ত সভাকে উচ্চকিত করে তিনি সক্রোধে বললেন—

চৌ০ সুনহু সভাসদ সকল মুনিন্দা * কহী সুনী জিহ্ন সংকর নিন্দা।
সো ফলু তুরত লহব সব কাহূ * ভলী ভাঁতি পছিতাব পিতাহূঁ॥

হে সভাসদ ও মুনিবৃন্দ, আপনারা শুনুন। যাঁরা শিবনিন্দা করেছেন এবং শুনেছেন তার ফল তাঁরা শিগ্‌গিরি পাবেন আর আমার পিতাকেও তার জন্যে অনুশোচনা করতে হবে।

সন্ত সম্ভু শ্রীপতি অপবাদা * সুনিঅ জহাঁ তহঁ অসি মরজাদা।
কাটিঅ তাসু জীভ জো বসাঈ * শ্রবন মূঁদি ন ত চলিঅ পরাঈ॥

সাধু, শিব এবং বিষ্ণুর নিন্দা যেখানে শোনা যায় সেখানে এমন মর্যাদা যে যার হুঁশ আছে সে জিভ কাটবে নয় তো কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাবে।

জগদাত্মা মহেস পুরারী * জগত জনক সব কে হিতকারী।
পিতা মন্দমতি নিন্দক তেহী * দচ্ছ সুক্র সম্ভব যহ দেহী॥

জগদাত্মা ত্রিপুরারি মহেশ জগতের জনক এবং সকলের হিতকারী। পিতা মন্দমতি তাই তাঁর নিন্দা করছেন। (আমার) এ দেহ দক্ষের শুক্র থেকেই উদ্ভূত।

সতীর দেহত্যাগ

তজিহউঁ তুরত দেহ তেহি হেতূ * উর ধরি চন্দ্রমৌলি বৃষকেতূ।
অস কহ জোগ অগিনি তনু জারা * ভয়উ সকল মখ হাহাকারা॥

এই জন্যে হৃদয়ে চন্দ্রচূড় শিবকে ধারণ করে অবিলম্বে এই দেহ ত্যাগ করছি। এই বলে যজ্ঞাগ্নিতে দেহ দগ্ধ করলেন। তখন সারা যজ্ঞে হাহাকার পড়ে গেল।

দো॰ সতী মরণু সুনি সম্ভুগন, লগে করন মখ খীস।
জগ্য বিধংস বিলোকি ভৃগু, রচ্ছা কীহ্ন মুনীস ॥ ৭৫

সতীর মৃত্যুবার্তা শুনে শিবের গণসৈন্য যজ্ঞ ধ্বংস করতে লাগল। যজ্ঞ ধ্বংস থেকে মুনীশ্বর ভৃগু যজ্ঞ রক্ষা করলেন।

চৌ॰ সমাচার সব সংকর পাএ * বীরভদ্র করি কোপ পঠাএ।
জগ্য বিধংস জাই তিহ্ন কীহ্না * সকল সুরহ্ন বিধিবত ফলু দীহ্না ॥

শিব সমস্ত ঘটনা শুনে সক্রোধে বীরভদ্রকে পাঠালেন। তিনি গিয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করলেন, এবং সমস্ত দেবতাদের যথাপ্রাপ্য দণ্ড দিলেন।

ভৈ জগবিদিত দচ্ছ গতি সোঈ * জসি কছু সম্ভু বিমুখ কৈ হোঈ।
য়হ ইতিহাস সকল জগ জানী * তাতে মৈঁ সংছেপ বখানী ॥

শিবকে যারা নিন্দা করেছিল তাদের যে গতি হল দক্ষেরও সেই জগদ্বিদিত গতি হল। এ ইতিহাস সকলেই জানে। তাই সংক্ষেপে বললাম।

পার্বতীর জন্ম

সতীঁ মরত হরি সন বরু মাঁগা * জনম জনম সিবপদ অনুরাগা।
তেহি কারণ হিমগিরি গৃহ জাঈ * জনমী পারবতী তনু পাঈ ॥

সতী মরবার সময় শ্রীহরির কাছে এই বর চাইলেন যেন জন্মে জন্মে শিবপদে তাঁর অনুরাগ থাকে। সেই জন্যেই হিমালয়ের গৃহে তাঁর পার্বতীরূপে জন্ম হল।

জব তেঁ উমা সৈল গৃহ জাঈ * সকল সিদ্ধি সম্পতি তহঁ ছাঈ।
জহঁ তহঁ মুনিহ্ন সুআশ্রম কীহ্নে * উচিত বাস হিম ভূধর দীহ্নে ॥

যখন থেকে উমা হিমালয়ের গৃহে গেলেন, তখন থেকেই সে গৃহে সমস্ত সিদ্ধি ও সম্পদে ছেয়ে গেল। যেখানে সেখানে মুনিরা আশ্রম বানিয়ে নিলেন, হিমালয়ও তাদের যোগ্য স্থান দিলেন।

দো॰ সদা সুমন ফল সহিত সব, দ্রুম নব নানা জাতি।
প্রগটীঁ সুন্দর সৈল পর, মনি আকর বহু ভাঁতি ॥ ৭৬

ঐ সুন্দর পর্বতে সর্বদা ফলে পুষ্পে ভরা নানা রকমের গাছপালা এবং নানারকম মণির আকর দেখা গেল।

সরিতা সব পুনীত জলু বহহীঁ * খগ মৃগ মধুপ সুখী সব রহহীঁ ।

সহজ বয়রু সব জীবন্হ ত্যাগা * গিরি পর সকল করহিঁ অনুরাগা ॥

সব নদী পবিত্র জল নিয়ে বইতে লাগল, বিহঙ্গ মৃগ ও ভ্রমর সবাই সুখী হল। সব জীবই স্বাভাবিক বৈরী ত্যাগ করল। এ পর্বতে সকলেই প্রীতিবদ্ধ হল।

সোহ সৈল গিরিজা গৃহ আএঁ * জিমি জনু রামভগতি কে পাএঁ ।

নিত নূতন মঙ্গল গৃহ তাসূ * ব্রহ্মাদিক গাবহিঁ জসু জাসূ ॥

রামভক্তি হলে ভক্তদের যেমন শোভা হয় গিরিজা ঘরে আসতে হিমালয়েরও তেমনি শোভা হল। ঘরে নিত্য নূতন মঙ্গল হতে থাকল যার যশ ব্রহ্মাদিও গাইতে লাগলেন।

নারদ সমাচার সব পাএ * কৌতুকহীঁ গিরি গেহ সিধাএ ।

সৈলরাজ বড় আদর কীন্হা * পদ পখারি বর আসনু দীন্হা ॥

নারদ সব সংবাদ পেয়ে কৌতুক করে হিমালয়ের ঘরে এলে শৈলরাজ তাঁর বড় আদর করলেন এবং চরণ প্রক্ষালন করে সুন্দর আসনে বসালেন।

নারি সহিত মুনিপদ সিরু নাবা * চরণ সলিল সবু ভবনু সিঁচাবা ।

নিজ সৌভাগ্য বহুত গিরি বরনা * সুতা বোলি মেলী মুনি চরনা ॥

গিরিরাজ সস্ত্রীক মুনিচরণে প্রণাম জানালেন আর তাঁর পাদোদক সমস্ত ভবনে ছিটিয়ে দিলেন। তিনি নিজের সৌভাগ্য নানাভাবে প্রকাশ করলেন, তারপর কন্যাকে ডেকে, মুনির চরণে নিবেদন করলেন :

দো॰ ত্রিকালগ্য সর্বগ্য তুম্হ, গতি সর্বত্র তুম্হারি ।

কহহু সুতা কে দোষ গুন, মুনিবর হৃদয় বিচারি ॥৭৭

আপনি সর্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ, আপনার গতি সর্বত্র। হে মুনিবর, হৃদয়ে অনুধাবন করে কন্যার দোষগুণ বলুন।

চৌ॰ কহ মুনি বিহসি গূঢ় মৃদু বানী * সুতা তুম্হারি সকল গুনখানী ।

সুন্দর সহজ সুসীল সয়ানী * নাম উমা অম্বিকা ভবানী ॥

মুনি হেসে গূঢ়বাণী বললেন—তোমার কন্যা সমস্ত গুণের আধার—সুন্দর, সহজ, সুশীল ও বিচক্ষণ; নাম উমা, অম্বিকা আর ভবানী।

সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী * হোইহি সন্তত পিয়হি পিয়ারী ।

সদা অচল এহি কর অহিবাতা * এহি তেঁ জসু পৈহহিঁ পিতু মাতা ॥

তোমার এই কন্যা সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত, এ সর্বদা স্বামীর প্রিয়পাত্রী হবে। এর সোহাগ সর্বদা অচঞ্চল থাকবে এবং এর দরুন মাতাপিতা যশ লাভ করবেন।

হোইহি পূজ্য সকল জগ মাহীঁ * এহি সেবত কছু দুর্লভ নাহীঁ।
এহি কর নামু সুমিরি সংসারা * ত্রিয় চঢ়িহহিঁ পতিব্রত অসিধারা॥
সমস্ত জগতে এ পূজ্য হবে, একে যে সেবা করবে তার কিছুই দুর্লভ থাকবে না। এর নাম স্মরণ করে সংসারে পত্নীরা পতিব্রতরূপ তরবারির ধারায় আরোহণ করবে।

সৈল সুলচ্ছন সুতা তুম্হারী * সুনহু জে অব অবগুন দুই চারী।
অগুন অমান মাতু পিতু হীনা * উদাসীন সব সংসয় ছীনা॥
দো॰ জোগী জটিল অকাম মন, নগন অমঙ্গল বেষ।
অস স্বামী এহি কঁহ মিলিহি, পরী হস্ত অসি রেখ॥ ৭৮
হিমালয়, তোমার কন্যা সুলক্ষণা; এখন দুচারটি দোষের কথা শোনো। নির্গুণ মানহীন, মাতাপিতাহীন, উদাসীন এবং সংশয়হীন, জোগী, জটাধর, নিষ্কাম, নগ্ন আর অমঙ্গলবেশধারী এমনি এক স্বামী এ পাবে, এর হস্তরেখা তাই বলছে।

চৌ॰ সুনি মুনিগিরা সত্য জিয় জানী * দুখ দম্পতিহি উমা হরষানী।
নারদহুঁ যহ ভেদু ন জানা * দসা এক সমুঝব বিলগানা॥
মুনির কথা শুনে আর মনে মনে তা সত্য বলে জেনে দম্পতির দুঃখ হল কিন্তু উমার আনন্দ হল। নারদ এর রহস্য বুঝলেন না, একই দশা শুনে এর উপলব্ধি হল ভিন্ন ধরনের!

সকল সখী গিরিজা গিরি মৈনা * পুলক সরীর ভরে জল নৈনা।
হোই ন মৃষা দেবরিষি ভাষা * উমা সো বচনু হৃদয় ধরি রাখা॥
সমস্ত সখী ও পার্বতীর শরীর পুলকিত হল। হিমাচল ও মেনকার নয়নে জল ভরে এল। দেবর্ষির কথা তো মিথ্যা হবার নয়। উমা সে কথা হৃদয়ে ধারণ করে রাখলেন।

উপজেউ সিবপদ কমল সনেহু * মিলন কঠিন মন ভা সন্দেহু।
জানি কুঅবসরু প্রীতি দুরাঈ * সখী উছঙ্গ বৈঠী পুনি জাঈ॥
শিবের চরণপদ্মে তার প্রীতি জন্মাল, কিন্তু মিলন কঠিন জেনে মনে সংশয়ও হল। সময় অনুকূল নয় জেনে প্রীতি গোপন করে উমা সখীর কোলে গিয়ে বসলেন।
ঝূঠিন হোই দেবরিষি বাণী * সোচহিঁ দম্পতি সখী সয়ানী।
উর ধরি ধীর কহই গিরিরাউ * কহহু নাথ কা করিঅ উপাউ॥
দেবর্ষির বাণী মিথ্যা হবার নয় একথা দম্পতি ও চতুরাসখী চিন্তা করতে লাগল। হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করে গিরিরাজ বললেন, প্রভু কী উপায় করি বলুন তো?

দো॰ কহি মুনীস হিমবন্ত সুনু, জো বিধি লিখা লিলার।
দেব দনুজ নর নাগ মুনি, কোউ ন মেটনি হার ॥ ৭৯

মুনীন্দ্র নারদ বললেন, হিমালয়, শোনো, বিধাতা ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন তা দেব দানব মুনি কেউই বদলে দিতে পারেন না।

চৌ॰ তদপি এক মৈঁ কহউঁ উপাঈ * হোই করৈ জৌঁ দেউ সহাঈ।
জস বরু মৈঁ বরনেউঁ তুম্হ পাহীঁ * মিলিহি উমহি তসে সংসয় নাহীঁ ॥

তবুও আমি একটা উপায় বলছি, যদি দৈব সহায় হয় তাহলে হয়ে যাবে। তোমাদের যেমন বললাম ঐ রকম বর পার্বতী পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

জে জে বর কে দোষ বখানে * তে সব সিব পহিঁ মৈঁ অনুমানে।
জৌঁ বিবাহু সঙ্কর মন হোঈ * দোষউ গুনসম কহ সবু কোঈ ॥

বরের যে-যে দোষের কথা আমি বললাম, আমার মনে হয়, সে-সব দোষ শিবের মধ্যেই আছে। যদি শিবের সঙ্গে ওর বিবাহ হয় তাহলে দোষকেও সবাই গুণই বলবে।

জৌঁ অহি সেজ সয়ন হরি করহীঁ * বুধ কছু তিন্হ কর দোষু ন ধরহীঁ ॥
ভানু কৃসানু সর্ব রস খাহীঁ * তিন্হ কহঁ মন্দ কহত কোউ নাহীঁ ॥

যেমন বিষ্ণু অহিশয্যায় শয়ন করেন কিন্তু কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাতে দোষ ধরেন না। সূর্য ও অগ্নি সমস্ত রস পান করেন কিন্তু তাদের কেউ মন্দ বলে না।

সুভ অরু অসুভ সলিল সব বহঈ * সুরসরি কোউ অপুনীত ন কহঈ।
সমরথ কহুঁ নহিঁ দোষু গোসাঈ * রবি পাবক সুর সরি কী নাঈ ॥

গঙ্গায় পবিত্র অপবিত্র সব জলই বয়ে যায় কিন্তু গঙ্গাকে কেউ অপবিত্র বলে না। সূর্য, অগ্নি আর গঙ্গার মতো যাঁদের সামর্থ্য তাদের দোষ দোষ নয়।

দো॰ জৌঁ অস হিসিষা করহিঁ নর, জড় বিবেক অভিমান।
পরহিঁ কলপ ভরি নরক মহুঁ, জীব কি ঈস সমান ॥৮০

যে মূর্খ মানুষ জ্ঞানের অভিমানে এদের সঙ্গে সমতা পেতে চায় তারা যুগ যুগ ধরে নরকেই পড়ে থাকে। জীব কি ঈশ্বরের সমান হতে পারে?

চৌ॰ সুরসরি জলকৃত বারুনি জানা * কবহুঁ ন সন্ত করহিঁ তেহি পানা।
সুরসরি মিলেঁ সো পাবন জৈসে * ঈস অনীসহি অন্তরু তৈসেঁ ॥

মদিরা গঙ্গাজলে বানানো জেনেও সজ্জন কখনও তা পান করে না, কিন্তু ঐ মদিরা গঙ্গায় পড়ে পবিত্র হয়ে যায়; জীব আর ঈশ্বরের ভেদ ঐ রকমই।

শম্ভু সহজ সমরথ ভগবানা। এহি বিবাহঁ সব বিধি কল্যানা।

দুরারাধ্য পৈ অহহিঁ মহেসূ। আসুতোষ মুনি কিত্র কলেসূ॥

শিব স্বভাবতই সমর্থ; এই বিবাহে সব দিক দিয়েই ভাল হবে। কিন্তু শিবের আরাধনা বড় কঠিন, তবে তপস্যা করলেই তিনি খুব শিগ্‌গিরই প্রসন্ন হন।

জৌঁ তপু করৈ কুমারি তুম্হারী। ভাবিউ মেটি সকহিঁ ত্রিপুরারী।

জদ্যপি বর অনেক জগ মাহীঁ। এহি কহঁ সিব তজি দূসর নাহীঁ॥

যদি তোমার কন্যা তপস্যা করে তা হলে ত্রিপুরারি শিব ভাগ্যকেও পালটে দিতে পারেন। যদিও সংসারে বর অনেক আছে, কিন্তু এর জন্যে শিব ছাড়া অন্য বর কেউ নেই।

বর দায়ক প্রনতারতি ভঞ্জন। কৃপাসিন্ধু সেবক মন রঞ্জন।

ইচ্ছিত ফল বিনু সিব অবরাধে। লহিঅ ন কোটি জোগ জপ সাধেঁ॥

শিব বরদায়ক ভক্তজনের আর্তিহর, কৃপাসিন্ধু ও সেবকের মনোহারী। শিবের আরাধনা ছাড়া কোটি কোটি যোগ আর জপ করলেও বাঞ্ছিতধন মিলবে না।

দো০ অস কহি নারদ সুমিরি হরি, গিরিজহি দীন্হি অসীস।

হোইহি যহ কল্যান অব, সংসয় তজহু গিরীস॥ ৮১

নারদ একথা বলে শ্রীহরিকে স্মরণ করে পার্বতীকে আশিস্ দিলেন, বললেন—গিরীশ, সংশয় ত্যাগ কর, এতে কল্যাণ হবে।

কহি অস ব্রহ্ম ভবন মুনি গয়উ। আগিল চরিত সুনহু জস ভয়উ।

পতিহি একান্ত পাই কহ মৈনা। নাথ ন মৈঁ সমুঝে মুনি বৈনা॥

একথা বলে মুনি ব্রহ্মালয়ে গেলেন। পরে যা হয়েছিল শোনো। পতিকে একান্তে পেয়ে মেনকা বললেন, নাথ আমি মুনির কথা বুঝলাম না।

জৌঁ ঘরু বরু কুলু হোই অনূপা। করিঅ বিবাহু সুতা অনুরূপা।

ন ত কন্যা বরু রহউ কুআরী। কন্ত উমা মম প্রান পিআরী॥

যদি কন্যার যোগ্য অনুপম ঘর, বর আর কুল হয় তাহলে মেয়ের বিয়ে সেখানেই দাও। না হলে কন্যা বরং কুমারীই থাকুক। হে কান্ত! উমা আমার প্রাণাধিক।

জৌঁ ন মিলিহি বরু গিরিজহি জোগূ। গিরি জড় সহজ কহিহি সবু লোগূ।

সোই বিচারি পতি করেহু বিবাহূ। জেহিঁ ন বহোরি হোই উর দাহূ॥

যদি পার্বতীর যোগ্য বর না মেলে তাহলে সবাই বলবে গিরিরাজ জড় প্রকৃতির। হে নাথ, একথা ভেবে কন্যার বিবাহ দাও, যাতে মনে কোন সন্তাপ না হয়।

অস কহি পরী চরণ ধরি সীসা * বোলে সহিত সনেহ গিরীসা।
বরু পাবক প্রগটৈ সসি মাহীঁ * নারদ বচনু অন্যথা নাহীঁ ॥

এই বলে চরণে মাথা রাখলেন মেনকা। গিরীশ সস্নেহে বললেন—চাঁদ থেকে আগুনও ঠিকরে বেরুতে পারে কিন্তু নারদের কথা অন্যথা হবার নয়।

দো॰ প্রিয়া সোচু পরিহরহু সবু, সুমিরহু শ্রীভগবান।
পারবতিহি নিরময়উ জেহিঁ, সোই করিহি কল্যান ॥৮২

হে প্রিয়ে, সব শোক বর্জন কর। শ্রীভগবানকে স্মরণ কর। পার্বতীকে যিনি নির্মাণ করেছেন তিনিই কল্যাণ করবেন।

চৌ॰ অব জৌঁ তুম্হহিঁ সুতা পর নেহূ * তৌ অস জাই সিখাবনু দেহূ।
করৈ সো তবু জেহি মিলহিঁ মহেসূ * আন উপায়ঁ ন মিটিহি কলেসূ ॥

যদি কন্যার উপর তোমার স্নেহ থাকে তাহলে তাকে এমন উপদেশ দাও সে গিয়ে তপস্যা করুক, যাতে শিবকে পেতে পারে। অন্য উপায়ে দুঃখ দূর হবার নয়।

নারদ বচন সগর্ভ সহেতূ * সুন্দর সবগুন নিধি বৃষকেতূ।
অস বিচারি তুম্হ তজহু অসঙ্কা * সবহি ভাঁতি সঙ্করু অকলঙ্কা ॥

নারদের কথা তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত। শিব সুন্দর ও সকলগুণের আধার। একথা ভেবে তুমি আশঙ্কা ত্যাগ কর। সবদিক দিয়েই শঙ্কর নিষ্কলঙ্ক।

সুনি পতি বচন হরষি মন মাহীঁ * গঈ তুরত উঠি গিরিজা পাহীঁ।
উমহি বিলোকি নয়ন ভরে বারী * সহিত সনেহ গোদ বৈঠারী ॥

স্বামীর কথা শুনে মনে মনে আনন্দিত হয়ে মেনকা সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর কাছে গেলেন। উমাকে দেখে তাঁর দুচোখ জলে ভরে গেল, সস্নেহে তাঁকে কোলে বসালেন।

বারহিঁ বার লেতি উর লাঈ * গদ গদ কণ্ঠ ন কছু কহি জাঈ।
জগত মাতু সর্বগ্য ভবানী * মাতু সুখদ বোলীঁ মৃদু বানী ॥

বারবার তাঁকে বুকে নিচ্ছেন। কিন্তু স্তম্ভিত কণ্ঠে কিছু বলতে পারছেন না। জগন্মাতা সর্বজ্ঞ-ভবানী মাকে আনন্দ দেবার জন্যে কোমল বচনে বললেন—

দো॰ সুনহি মাতু মৈঁ দীখ অস, সপন সুনাবউঁ তোহি।
সুন্দর গৌর সুবিপ্রবর, অস উপদেসেউ মোহি ॥৮৩

মা, শোনো আমি এক স্বপ্ন দেখেছি, তোমাকে শোনাচ্ছি। দেখলাম এক সুন্দর গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ আমাকে এই উপদেশ দিচ্ছেন—

পার্বতীর তপস্যা

চৌ॰ করহি জাই তপু সৈলকুমারি * নারদ কহা সো সত্য বিচারী।
মাতু পিতহি পুনি য়হ মত ভারা * তপু সুখপ্রদ দুখ দোষ নসারা ॥

হে শৈলকুমারি, তুমি তপস্যা করে যাও। নারদ যা বলেছেন সত্য জেনেই বলেছেন। আর তোমার পিতামাতারও এ কথা ভালোই লেগেছে কারণ তপস্যা সুখপ্রদ এবং দুঃখ-দোষনাশক।

তপবল রচই প্রপঞ্চ বিধাতা * তপবল বিষ্নু সকল জগত্রাতা।
তপবল সম্ভু করহি সংঘারা * তপবল সেষু ধরহি মহিভারা ॥

তপস্যা-বলেই ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টি করেন, তপস্যা-বলেই বিষ্ণু সকল জগৎ রক্ষা করেন, তপস্যা-বলেই শম্ভু বিশ্ব সংহার করেন, তপস্যা-বলেই অনন্তনাগ পৃথিবী ধারণ করেন।

তপ অধার সব সৃষ্টি ভবানী * করহি জাই তবু অস জিয়ঁ জানী।
সুনত বচন বিসমিত মহতারী * সপন সুনায়উ গিরিহি হঁকারী ॥

হে ভবানী, সমস্ত সৃষ্টিই তপস্যার আধার। হৃদয়ে একথা উপলব্ধি করে গিয়ে তপস্যা করো। (মেনকা) একথা শুনে মা বিস্মিত হলেন এবং হিমালয়কে ডেকে সব কথা শোনালেন।

মাতু পিতহি বহুবিধি সমুঝাঈ * চলীঁ উমা তপ হিত হরষাঈ।
প্রিয় পরিবার পিতা অরু মাতা * ভএ বিকল মুখ আব ন বাতা ॥

মাতাপিতা নানাভাবে বোঝালেন, কিন্তু উমা সানন্দে তপস্যা করতে গেলেন। আত্মীয়-স্বজন পিতামাতা সবাই ব্যাকুল হলেন। কারো মুখে কথা সরল না।

দো॰ বেদসিরা মুনি আঈ তব, সবহি কহা সমুঝাই।
পারবতী মহিমা সুনত, রহে প্রবোধহি পাই ॥৮৪

তখন বেদশিরা মুনি এসে সবাইকে পার্বতীর মহিমা শোনালেন। শুনে সবাই শান্ত হলেন।

চৌ॰ উর ধরি উমা প্রানপতি চরনা * জাই বিপিন লাগীঁ তবু করনা।
অতি সুকুমার ন তনু তপ জোগূ * পতি পদ সুমিরি তজেউ সবু ভোগূ ॥

উমা প্রাণপতির চরণ হৃদয়ে ধারণ করে বনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। অতি-সুকুমার তাঁর দেহ, তা তপের যোগ্য নয়, তবু পতিপদ স্মরণ করে সমস্ত ভোগ ত্যাগ করলেন তিনি।

নিতনব চরন উপজ অনুরাগা * বিসরি দেহ তপহিঁ মনু লাগা।
সম্বত সহস মূল ফল খাএ * সাগু খাঈ সত বরষ গবাঁএ ॥

শিবের চরণে তাঁর নিত্যনব অনুরাগ জন্মালো, দেহ বিস্মৃত হয়ে তপস্যায় মন দিলেন তিনি। হাজার বছর ফলমূল খেলেন, শুধু শাক খেয়ে একশো বছর কাটিয়ে দিলেন।

কছু দিন ভোজনু বারি বতাসা * কিএ কঠিন কছু দিন উপবাসা।
বেল পাতী মহি পরই সুখাঈ * তীনি সহস সম্বত সোই খাঈ ॥

কিছু দিন জল আর হাওয়াই হল আহার, কিছু দিন কঠিন উপবাস করলেন। আপনা-থেকেই শুকিয়ে যে বেলপাতা মাটিতে পড়ত তাই খেয়েই তিনি হাজার বছর কাটিয়ে দিলেন।

পুনি পরিহরে সুখানেউ পরনা * উমহি নামু তব ভয়উ অপরনা।
দেখি উমহি তপ খীন সরীরা * ব্রহ্মগিরা ভৈ গগন গভীরা ॥

তারপর শুকো পাতা খাওয়াও ত্যাগ করলেন, উমার নাম তাই হল অপর্ণা। তপস্যায় উমার ক্ষীণ দেহ দেখে আকাশে গম্ভীর ব্রহ্মবাণী হল—

দো॰ ভয়উ মনোরথ সুফল তব, সুনু গিরিরাজকুমারি।
পরিহরু দুসহ কলেস সব, অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি ॥৮৫

হে গিরিরাজদুহিতা, শোনো, তোমার মনোরথ সফল হয়েছে। দুঃসহ সব কষ্ট তুমি ত্যাগ কর, এবারে শিবকে পাবে তুমি।

চৌ॰ অস তপু কাহুন কীন্হ ভবানী * ভএ অনেক ধীর মুনি গ্যানী।
অব উর ধরহু ব্রহ্ম বর বানী * সত্য সদা সন্তত সুচি জানী ॥

হে ভবানি! অনেকে পণ্ডিত, মুনি ও জ্ঞানী হয়েছেন, কিন্তু এমন তপস্যা কেউ করেন নি। শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাণীকে সত্য ও সর্বদা পবিত্র জেনে হৃদয়ে ধারণ কর তুমি।

আবৈঁ পিতা বোলাবন জবহীঁ * হঠ পরিহরি ঘর জাএহু তবহীঁ।
মিলহিঁ তুম্হহিঁ জব সপ্ত রিষীসা * জানেহু তব প্রমান বাগীসা ॥

যখন তোমার পিতা তোমাকে নিতে আসবেন তখন তুমি দৃঢ়তা পরিত্যাগ করে ঘরে চলে যেও। সপ্তর্ষি যখন তোমার কাছে আসবেন তখন তুমি ব্রহ্মবাণীর প্রমাণ জেনে নিও।

সুনত গিরা বিধি গগন বখানী * পুলক গাত গিরিজা হরষানী।
চরিত সুন্দর মৈঁ গারা * সুনহু সম্ভু কর চরিত সুহারা

আকাশ থেকে হওয়া ব্রহ্মবাণী শুনে পার্বতীর দেহ রোমাঞ্চিত হল আর তিনি প্রসন্ন হলেন। উমার সুন্দর চরিত্র আমি গেয়ে শোনালাম, এবার শিবের পুণ্য চরিত্রের কথা শোনো।

জব তেঁ সতী জাই তনু ত্যাগা * তব তেঁ সিব মন ভয়উ বিরাগা।
জপহিঁ সদা রঘু নায়ক নামা * জহঁ তহঁ সুনহিঁ রাম গুন গ্রামা॥

যখন সতী তনুত্যাগ করলেন তখন থেকেই শিবের মনে বৈরাগ্য এসেছিল। সর্বদাই তিনি রামনাম জপ করতেন এবং যেখানে সেখানে তাঁর গুণের কথা শুনতেন।

দো০ চিদানন্দ সুখধাম সিব, বিগত মোহ মদ কাম।
বিচরহিঁ মহি ধরি হৃদয়ঁ হরি, সকল লোক অভিরাম॥ ৮৬

চিদানন্দরূপ, সুখধাম এবং মোহমদ আর কামরহিত শিব সর্বলোকের আনন্দদাতা শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করে পৃথিবীতে চলতে লাগলেন।

চৌ০ কতহুঁ মুনিন্‌হ উপদেসহিঁ গ্যানা * কতহুঁ রামগুন করহিঁ বখানা।
জদপি অকাম তদপি ভগবানা * ভগত বিরহ দুখ দুখিত সুজানা॥

উনি কোথাও মুনিদের জ্ঞান-উপদেশ দিতেন, কোথাও শ্রীরামের গুণ বর্ণনা করতে থাকতেন। যদিও সুজন শিব নিষ্কাম তবুও সতীর দুঃখে তিনি দুঃখিত ছিলেন।

এহি বিধি গয়উ কালু বহু বীতী * নিত নৈ হোই রামপদ প্রীতী।
নেমু প্রেমু সঙ্কর কর দেখা * অবিচল হৃদয়ঁ ভগতি কৈ রেখা॥
প্রগটে রামু কৃতগ্য কৃপালা * রূপ সীল নিধি তেজ বিসালা।
বহু প্রকার সঙ্করহি সরাহা * তুম্হ বিনু অস ব্রতু কো নিরবাহা॥

এই ভাবে বহুকাল গেল, তাঁর রামপদে প্রীতি নিত্য নূতন হতে লাগল। যখন শিবের নিয়ম, প্রেম আর হৃদয়ে ভক্তির অবিচল রেখা দেখলেন। তখন কৃতজ্ঞ, কৃপালু, রূপ আর শীলের আধার মহান তেজস্বী শ্রীরাম প্রকাশিত হলেন। তিনি নানাভাবে শিবের প্রশংসা করলেন, তুমি ছাড়া কে এই সংকল্প সফল করতে পারে?

বহুবিধি রাম সিবহি সমুঝাবা * পারবতী কর জন্মু সুনাবা।
অতি পুনীত গিরিজা কৈ করনী * বিস্তর সহিত কৃপানিধি বরনী॥

রামচন্দ্র বহুভাবে শিবকে বোঝালেন এবং পার্বতীর জন্মকথা শোনালেন। কৃপানিধান রামচন্দ্র পার্বতীর অতি পবিত্র চরিতকথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধ

দো॰ অব বিনতি মম সুনহু সিব, জৌঁ মো পর নিজ নেহু।
জাই বিবাহহু সৈলজহি, য়হ মোহি মাগেঁ দেহু ॥ ৮৭

হে শিব, আমার উপর যদি তোমার প্রীতি থাকে তবে আমার মিনতি রাখো। আমাকে কথা দাও যে তুমি পার্বতীকে বিবাহ করবে।

চৌ॰ কহ সিব জদপি উচিত অস নাহীঁ * নাথ বচন পুনি মেটি ন জাহীঁ।
সির ধরি আয়সু করিঅ তুম্হারা * পরম সাধু য়হ নাথ হমারা ॥

শিব বললেন—যদিও এ উচিত নয়, তবু প্রভুর বচন অমান্য করা যায় না। হে নাথ! আপনার আজ্ঞা মাথায় রেখে তা পালন করা আমার পরম ধর্ম।

মাতু পিতা গুরু প্রভু কৈঁ বানী * বিনহিঁ বিচার করিঅ সুভ জানী।
তুম্হ সব ভাঁতি পরম হিতকারী * অগ্যা সির পর নাথ তুম্হারী ॥

মাতা, পিতা, গুরু আর প্রভুর বাণী বিনা বিচারেই মানা উচিত, কারণ আপনি সবদিক দিয়েই আমার পরম হিতকারী। হে নাথ, আপনার আজ্ঞা আমার মাথায় (রাখছি)।

প্রভু তোষেউ সুনি সঙ্কর বচনা * ভক্তি বিবেক ধর্ম জুত রচনা।
কহ প্রভু হর তুম্হার পন রহেউ * অব উর রাখেহু জো হম কহেউ ॥

মহাদেবের ভক্তি, জ্ঞান আর ধর্মসম্মত কথা শুনে রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হলেন। প্রভু বললেন—হে শিব, তোমার পণ রক্ষা তো হলই। এখন আমি তোমাকে যা বললাম তুমি তা মনে রেখো।

অন্তরধান ভএ অস ভাষী * সংকর সোই মূরতি উর রাখী।
তবহিঁ সপ্তরিষি সিব পহিঁ আএ * বোলে প্রভু অতি বচন সুহাএ ॥

এ কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র অন্তর্হিত হলেন। শিব ঐ মূর্তি হৃদয়ে রেখে দিলেন। ঠিক সেই সময় সপ্তর্ষি এলেন শিবের কাছে। শিব প্রসন্ন বচনে বললেন—

দো॰ পারবতী পহিঁ জাই তুম্হ, প্রেম পরিচ্ছা লেহু।
গিরিহি প্রেরি পঠএহু ভবন, দূরি করেহু সন্দেহু ॥ ৮৮

পার্বতীর কাছে গিয়ে আপনারা তাঁর প্রেমের পরীক্ষা নিন। হিমালয়কে পাঠিয়ে পার্বতীকে ঘরে পাঠিয়ে দিন এবং তাঁর সন্দেহ দূর করুন।

চৌ॰ রিষিন্হ গৌরি দেখী তহঁ কৈসী * মূরতিমন্ত তপস্যা জৈসী।
বোলে মুনি সুনু সৈল কুমারী * করহু কবন কারন তপু ভারী ॥

ঋষিরা পার্বতীকে সেখানে এমন ভাবে দেখলেন যেন তিনি মূর্তিমতী তপস্যা। মুনিরা বললেন, শৈলকুমারি! শোনো, তুমি কেন এমন কঠোর তপস্যা করছ?

কেহি অবরাধহু কা তুম্হ চহহূ * হম সন সত্য মরমু কিন কহহূ।

কহত বচন মনু অতি সকুচাঈ * হঁসিহহু সুনি হমারি জড়তাঈ॥

কার আরাধনা করছ? কী চাও তুমি? আসল রহস্য আমাদের বলো। পার্বতী বললেন, এ কথা বলতে খুব সংকেচ হচ্ছে। আমার মূর্খতার কথা শুনে আপনারা হাসবেন।

মনু হঠ পরা ন সুনই সিখাবা * চহত বারি পর ভীতি উঠাবা।

নারদ কহা সত্য সোই জানা * বিনু পঙ্খন্হ হম চহহিঁ উড়ানা॥

দেখহু মুনি অবিবেকু হমারা * চাহিঅ সদা সিবহি ভরতারা॥

মন এক কঠোর সংকল্পে বদ্ধ, অন্যের কোন উপদেশ মন শুনছে না, জলে দেয়াল তুলতে চায় মন। নারদ যা বলেছেন তা সত্য জেনে আমি বিনা পাখায় উড়তে চাই। হে মুনিবৃন্দ, আমার অবিবেক দেখুন, আমি শিবকে পতিরূপে পেতে চাই।

পার্বতীকে সংকল্পচ্যুত করতে মুনিদের ব্যর্থ চেষ্টা

দো৹ সুনত বচন বিহসে রিষয়, গিরি সম্ভব তব দেহ।

নারদ কর উপদেসু সুনি, কহহু বসেউ কিসু গেহ॥ ৮৯

একথা শুনে মুনিরা হেসে বললেন, পর্বত থেকে উদ্ভূত তোমার দেহ। নারদের উপদেশ শুনে কার ঘরে স্থিতি এসেছে বলো?

চৌ৹ দচ্ছ সুতন্হ উপদেসেন্হি জাঈ * তিন্হ ফিরি ভবনু ন দেখা আঈ।

চিত্রকেতু কর ধরু উন ঘালা * কনককসিপু কর পুনি অস হালা॥

তিনি দক্ষপুত্রদের গিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা ফিরে এসে আর ঘর দেখতে পাননি। চিত্রকেতুর ঘর ভেঙেছেন তিনি আর হিরণ্যকশিপুরও একই হাল করে ছেড়েছেন।

নারদ সিখ জে সুনহি নরনারী * অবসি হোহিঁ তজি ভবনু ভিখারী।

মন কপটী তন সজ্জন চীন্হা * আপু সরিস সবহী চহ কীন্হা॥

নারদের উপদেশ যে-সব নরনারী শুনবেন, অবশ্যই ঘর ছেড়ে তাঁরা ভিখারী হবেন। ওঁর মন কপটতার ভরা কিন্তু দেহে ভালোমানুষের চিহ্ন। তিনি সবাইকে নিজের মত করতে চান।

তেহি কেঁ বচন মানি বিশ্বাসা * তুম্হ চাহহু পতি সহজ উদাসা।
নির্গুন নিলজ কুবেষ কপালী * অকুল অগেহ দিগম্বর ব্যালী॥

তাঁর কথায় বিশ্বাস করে তুমি এমন পতি চাও যিনি স্বভাবতই উদাসীন, গুণহীন, লজ্জাহীন, কুবেশধারী ও মুণ্ডমালাপরিহিত, কুলহীন, গৃহহীন নগ্ন এবং সর্পধারী!

কহহু কবন সুখু অস বরু পাএঁ * ভল ভূলিহু ঠগ কে বৌরাএঁ
পঞ্চ কহেঁ সিব সতী বিবাহী * পুনি অবডেরি মরা এন্হি তাহী॥

বলো এমন বর পেয়ে তুমি কোন্ সুখ পাবে? ঠগের পাল্লায় পড়ে তুমি এই ভুল করছ। পাঁচজনের কথায় শিব সতীকে বিবাহ করেছিলেন। শেষে তাঁকে এমন করে মরণের মুখে ঠেললেন।

দো০ অব সুখ সোবত সোচু নহিঁ, ভীখ মাগি ভব খাহিঁ।
সহজ একাকিন্হ কে ভবন, কবহুঁ কি নারি খটাহিঁ॥ ৯০

এখন শিব সুখে নিদ্রা যান ভিক্ষা মেগে খান, এমন একা নিশ্চিন্ত হয়ে একা থাকতে যিনি ভালবাসেন তাঁর ঘরে কি স্ত্রীলোকের স্থান হয়?

চৌ০ অজহূঁ মানহু কহা হমারা * হম তুম্হ কহুঁ বরুনীক বিচারা।
অতি সুন্দর সুচি সুখদ সুসীলা * গাবহিঁ বেদ জাসু জস লীলা॥

এখুনি আমাদের কথা শোনো: আমরা তোমার জন্যে ভালো বর ঠিক করে রেখেছি। তিনি খুবই সুন্দর, পবিত্র, সুখদ এবং সুশীল, যাঁর লীলা ও যশ বেদেও গীত হয়।

দূষন রহিত সকল গুন রাসী * শ্রীপতিপুর বৈকুণ্ঠ নিবাসী।
অস বরু তুম্হহি মিলাউব আনী * সুনত বিহসি কহ বচন ভবানী॥

তিনি দোষমুক্ত সর্বগুণের আধার বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীপতি। এমন বর তোমার জন্যে এনে দেব। একথা শুনে পার্বতী হেসে বললেন—

সত্য কহেহু গিরিভব তনু এহা * হট ন ছূট ছূটৈ বরু দেহা।
কনকউ পুনি পষান তেঁ হোঈ * জারেহুঁ সহজু ন পরিহর সোঈ॥

আপনারা ঠিকই বলেছেন এ শরীর পর্বত থেকে উদ্ভূত, তাই আমি যা সংকল্প করেছি প্রাণ গেলেও তা থেকে বিচ্যুত হব না। সোনা তো পাষাণ থেকেই হয়, কিন্তু তপ্ত করলেও সে স্বভাবভ্রষ্ট হয় না।

নারদ বচন ন মৈঁ পরিহরঊঁ * বসউ ভবনু উজরউ নহিঁ ডরঊঁ।
গুরু কেঁ বচন প্রতীতি ন জেহী * সপনেহুঁ সুগম ন সুখ সিধি তেহী॥

নারদের কথা আমি কিছুতেই অমান্য করব না, তাতে ঘর থাকুক বা ঘর ভাঙুক কিছু এসে যায় না। গুরুর কথায় যার বিশ্বাস নাই স্বপ্নেও তার সুখ সুলভ নয়।

দো০ মহাদেব অবগুন ভবন, বিষ্ণু সকল গুন ধাম।
জেহি কর মনু রম জাহি সন, তেহি তেহী সন কাম ॥৮১

মহাদেব দোষের আধার আর বিষ্ণু সর্বগুণধাম, তা হোক। যার উপরে যার মন তাকে নিয়েই তার কাজ

চৌ০ জৌঁ তুম্হ মিলতেহু প্রথম মুনীসা। * সুনতিউঁ সিখ তুম্হারি ধরি সীসা।
অব মৈঁ জন্ম সম্ভু হিত হারা * কো গুন দূষন করৈ বিচারা ॥

হে মুনীশ্বর, যদি আপনারা আগে আমার কাছে আসতেন মাথা পেতে আপনাদের উপদেশ শুনতাম এখন আমার জন্ম শিবের জন্যেই উৎসর্গিত। দোষগুণের বিচার করবে কে?

জৌঁ তুম্হরে হঠ হৃদয় বিসেষী * রহি ন জাইবিনু কিএ বরেষী।
তৌ কৌতুকিঅন্হ আলসু নাহীঁ * বর কন্যা অনেক জগ মাহীঁ ॥

বর ঠিক না করে আপনারা থাকতে পারছেন না যদি আপনাদের এমনই জিদ হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে বরণীয় কন্যা তো অনেক আছে। তাদের জন্যে বর ঠিক করুন। কৌতুকী পুরুষদের তো আলস্য হয় না।

জন্ম কোটি লগি রগর হমারী * বরউঁ সম্ভু ন ত রহউঁ কুআরী।
তজউঁ ন নারদ কর উপদেসূ * আপু কহহিঁ সতবার মহেসূ ॥

কোটি জন্ম ধরে আমার এই সংকল্প—হয় শিবকে পতিরূপে বরণ করব না হয় তো কুমারীই থাকব। যদি স্বয়ং শিব বলেন তা হলেও আমি নারদের উপদেশ কিছুতেই অমান্য করব না।

মৈঁ পা পরউঁ কহই জগদম্বা * তুম্হ গৃহ গবনহু ভয়উ বিলম্বা।
দেখি প্রেমু বোলে মুনি গ্যানী * জয় জয় জগদম্বিকে ভবানী ॥

আমি আপনাদের পায়ে পড়ছি, আপনারা বাড়ি যান, এখানে এসে আপনাদের শুধু শুধু দেরি হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানী মুনিরা তার এই (গভীর) প্রেম দেখে বললেন, হে জগজ্জননী! তোমার জয় হোক।

দো০ তুম্হ মায়া ভগবান সিব, সকল জগত পিতু মাতু।
নাই চরন সির মুনি চলে, পুনি পুনি হরষত গাতু ॥ ৮২

তুমি মায়া, আর শিব ভগবান, সমস্ত জগতের মাতাপিতা। চরণে মাথা নত করে মুনিরা বার বার প্রসন্ন হয়ে চলে গেলেন।

চৌ০ জাই মুনিন্হ হিমবন্তু পঠাএ * করি বিনতী গিরিজহি গৃহ ল্যাএ।
বহুরি সপ্তরিষি সিব পহিঁ জাঈ * কথা উমা কৈ সকল সুনাঈ॥

গিয়ে মুনিরা হিমালয়কে পাঠালে, তিনি অনেক মিনতি করে গিরিজাকে ঘরে আনলেন। ফিরে এসে সপ্ত-ঋষি শিবের কাছে গিয়ে উমার কথা সব শোনালেন।

ভএ মগন সিব সুনত সনেহা * হরষি সপ্তরিষি গবনে গেহা।
মনু থির করি তব সম্ভু সুজানা * লগে করন রঘুনায়ক ধ্যানা॥

শিব একথা শুনে আনন্দে মগ্ন হলেন, সপ্ত-ঋষি গৃহে গমন করলেন। মন স্থির করে প্রজ্ঞাবান শিব রঘুনাথের ধ্যান করতে লাগলেন।

তারকু অসুর ভয়উ তেহি কালা * ভুজ প্রতাপ বল তেজ বিসালা।
তেহি সব লোক লোকপতি জীতে * ভএ দেব সুখ সম্পতি রীতে॥

ঐ সময় তারকাসুর ছিল বাহুবল ও তেজে প্রচণ্ড। সে সমস্ত লোক ও লোকপতিদের জয় করেছিল এবং দেবতারা সুখ ও সম্পদহীন হয়ে পড়েছিলেন।

অজর অমর সো জীতি ন জাঈ * হারে সুর করি বিবিধ লরাঈ।
তব বিরঞ্চি সন জাই পুকারে * দেখে বিধি সব দেব দুখারে॥

সে ছিল অজর ও অমর। তাই কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারছিল না। নানাভাবে যুদ্ধ করেও দেবতারা হেরে গেলেন। তারপর তাঁরা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে ডাকলেন। ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাকে বিষণ্ণ দেখলেন।

দো০ সব সন কহা বুঝাই বিধি, দনুজ নিধন তব হোই।
সম্ভু সুক্র সম্ভূত সুত, এহি জীতই রন সোই॥৮৩

ব্রহ্মা সবাইকে বুঝিয়ে বললেন ঐ অসুরের মৃত্যু তখনই হবে যখন শিবের শুক্রে পুত্র উৎপন্ন হবে। সেই একে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে।

চৌ০ মোর কহা সুনি করহু উপাঈ * হোইহি ঈশ্বর করিহি সহাঈ।
সতীঁ জো তজী দচ্ছ মখ দেহা * জনমী জাই হিমাচল গেহা॥

আমার কথা শুনে উপায় করো। ঈশ্বর সহায়তা করবেন। কার্য উদ্ধার হবে। দক্ষযজ্ঞে যে-সতী দেহত্যাগ করেছিলেন তিনি হিমালয়ের গৃহে গিয়ে জন্ম নিয়েছেন।

তেহিঁ তপু কীন্হ সম্ভু পতি লাগী * সিব সমাধি বৈঠে সবু ত্যাগী।
জদপি অহই অসমঞ্জস ভারী * তদপি বাত এক সুনহু হমারী ॥

তিনি শিবকে পতিরূপে পাবার জন্যে তপস্যা করছেন। সর্বত্যাগী শিব সমাধিতে মগ্ন হয়ে আছেন। যদিও এ ব্যাপারে বড়ই অসামঞ্জস্য, তবুও আমার একটা কথা শোনো।

পঠবহু কামু জাই শিব পাহীঁ * করৈ ছোভু সঙ্কর মন মাঁহী।
তব হম জাই সিবহি সির নাঈ * করবাউব বিবাহু বরিআঈ ॥

এখান থেকে গিয়ে কামদেবকে শিবের কাছে পাঠাও। তিনি শিবের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করুন। তখন আমি গিয়ে শিবের কাছে প্রণত হয়ে জোর করেই তাঁকে বিবাহে সম্মত করাবো।

এহি বিধি ভলেহিঁ দেব হিত হোঈ * মত অতি নীক কহই সবু কোঈ।
অস্তুতি সুরন্হ কীন্হি অতি হেতূ * প্রগটেউ বিষমবান ঝষকেতূ ॥

এতে দেবতাদের ভালোই হবে। সবাই 'এই পরামর্শই ঠিক', একথা বললেন। দেবতারা স্তুতি করতে লাগলেন এবং বিষমবাণ (পঞ্চবাণ) মীনকেতু প্রকটিত হলেন।

দো০ সুরন্হ কহীঁ নিজ বিপতি সব, সুনি মন কীন্হ বিচার।
সম্ভু বিরোধ কুসল মোহি, বিহসি কহেউ অস মার ॥৮৪

দেবতারা কামদেবকে নিজেদের সব বিপদের কথা বললেন। শুনে মনে মনে চিন্তা করে কামদেব হেসে বললেন শিবের সঙ্গে বিরোধ করলে আমার তো ভালো হবে না।

চৌ০ তদপি করব মৈঁ কাজু তুম্হারা * শ্রুতি কহ পরম ধরম উপকারা।
পরহিত লাগি তজই জো দেহী * সন্তত সন্ত প্রসংসহিঁ তেহী ॥

তবুও আমি আপনাদের কাজ করব। বেদ বলেন পরোপকারই পরম ধর্ম। পরহিতে যে নিজে দেহত্যাগ করে সৎপুরুষেরা সর্বদা তার প্রশংসা করেন।

অস কহি চলেউ সবহি সির নাঈ * সুমন ধনুষ কর সহিত সহাঈ
চলত মার অস হৃদয় বিচারা * সিব বিরোধ ধ্রুব মরন হমারা ॥

এই বলে সকলকে অভিবাদন করে নিজে পুষ্পধনু হাতে নিয়ে (বসন্তপ্রমুখ) সঙ্গীদের সঙ্গে কামদেব চলে গেলেন। চলতে চলতে মনে মনে ভেবে দেখলেন শিবের সঙ্গে বিরোধে আমার মৃত্যু নিশ্চিত।

তব আপন প্রভাউ বিস্তারা * নিজ বস কীন্হ সকল সংসারা।
কোপেউ জবহিঁ বারিচর কেতূ * ছন মহুঁ মিটে সকল শ্রুতি সেতূ ॥

তখন তিনি নিজের প্রভাব বিস্তার করলেন এবং সমস্ত সংসারকে নিজের বশে আনলেন কিন্তু কামদেব যখনই কোপ করলেন তখন মুহূর্তেই সমস্ত বেদমর্যাদা নষ্ট হয়ে গেল।

ব্রহ্মচর্য ব্রত সংজম নানা * ধীরজ ধরম গ্যান বিগ্যানা।
সদাচার জপ জোগ বিরাগা * সভয় বিবেক কটকু সবু ভাগা ॥

ব্রহ্মচর্য, ব্রত, নানা সংযম, ধৈর্য, ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান সদাচার, জপ, যোগ, বৈরাগ্য এবং বিবেকের সব সেনা ভয়ে পালিয়ে গেল।

ছন্দ০ ভা গেউ বিবেকু সহায় সহিত সো সুভট সংজুগ মহি মুরে।
সদগ্রন্থ পর্বত কন্দরহ্নি মহুঁ জাঈ তেহি অবসর দুরে ॥
হোনিহার কা করতার কো রখবার জগ খরভরুপরা।
দুই মাথ কেহি রতিনাথ জেহি কহুঁ কোপি কর ধনু সরু ধরা ॥

যখন কামদেবের সেনারা রণভূমির দিকে ঝুকল তখন জ্ঞান নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সদ্‌গ্রন্থরূপ পর্বতের গুহার গিয়ে লুকলো। হে বিধাতা! কী যে ভবিতব্য? কে রক্ষা করবে? সংসারে চাঞ্চল্য দেখা দিল। এই রকম দুটো মাথা কার ধড়ে আছে যার উপর কামদেব সক্রোধে ধনুর্বাণ উঠিয়েছেন?

দো০ জে সজীব জগ অচর চর, নারি পুরুষ অস নাম ॥
তে নিজ নিজ মরজাদ তজি, ভএ সকল বস কাম।৮৫

সংসারে স্ত্রী-পুরুষ নামে যত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী ছিল সবাই নিজেদের মর্যাদা ত্যাগ করে কামদেবের বশীভূত হল।

চৌ০ সব কে হৃদয় মদন অভিলাষা * লতা নিহারি নবহিঁ তরু সাখা।
নদী উমগি অম্বুধি কহুঁ ধাঈ * সঙ্গম করহিঁ তলাব তলাঈ ॥

সকলের হৃদয়েই কামবাসনা দেখা দিল। লতাদের দেখে তরুশাখারা নুয়ে পড়তে লাগল। নদীরা উচ্ছ্বসিত হয়ে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হল। আর তড়াগ-পুষ্করিণীও পরস্পর মিলিত হল।

জহঁ অসি দসা জড়হ্ন কৈ বরনী * কো কহি সকঈ সচেতন করনী।
পসু পচ্ছী নভ জল থলচারী * ভএ কামবস সময় বিসারী ॥

যখন জড় বস্তুদেরও এই দশা বর্ণিত হল তখন চেতন জীবদের আচরণ কে বলতে পারে? আকাশ, জল আর পৃথিবীর পশু-পাখি সময় ভুলে গিয়ে কামের বশবর্তী হল।

মদন অন্ধ ব্যাকুল সব লোকা * নিসি দিনু নহিঁ অবলোকহিঁ কোকা।
দেব দনুজ নর কিন্নর ব্যালা * প্রেত পিসাচ ভূত বেতালা ॥
ইন্হ কৈ দশা ন কহেউঁ বখানী * সদা কাম কে চেরে জানী।
সিদ্ধ বিরক্ত মহামুনি যোগী * তে পি কামবস ভএ বিয়োগী ॥

কামান্ধ হয়ে সবাই ব্যাকুল হল। চক্রবাক-চক্রবাকীও দিন বা রাত দেখল না। দেব, দৈত্য, নর, কিন্নর, সাপ, প্রেত, পিশাচ, ভূত, বেতাল—এদের সর্বদাই কামের অধীন জেনে এদের অবস্থার কথা আমি কিছু বলি নি। সিদ্ধ, নিষ্কাম মহামুনি ও যোগীরাও কামের বশীভূত হলেন।

ছন্দ॰ ভএ কামবস জোগীস তাপস পাঁবরন্হি কী কো কহৈ।
দেখহিঁ চরাচর নারিময় জে ব্রহ্মময় দেখত রহে ॥
অবলা বিলোকহিঁ পুরুষময় জগু পুরুষ সব অবলাময়ঁ।
দুই দণ্ড ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভীতর কামকৃত কৌতুক অয়ঁ ॥

যখন যোগী এবং তপস্বীও কামের বশবর্তী হয়ে গেলেন তখন দুরাচারদের দশা আর কে বলবে? যারা চরাচরকে ব্রহ্মময় দেখতেন তাঁরা এখন তাকে স্ত্রীময় দেখতে লাগলেন। স্ত্রীলোকেরা সব-কিছুকে পুরুষময় আর পুরুষ সব-কিছুকে স্ত্রীময় দেখতে লাগল। দুই দণ্ড ধরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কামদেব এই খেলা খেললেন।

সো॰ ধরী ন কাহুঁ ধীর, সবকে মন মনসিজ হরে।
জে রাখে রঘুবীর, তে উবরে তেহি কাল মহুঁ ॥৮৫

কারো ধৈর্য রইল না। সবার মন কামদেব হরণ করলেন। যাদের শ্রীরামচন্দ্র রক্ষা করলেন তারাই শুধু রক্ষা পেল।

চৌ॰ উভয় ঘরী অস কৌতুক ভয়উ * জৌ লগি কামু সম্ভু পহিঁ গয়উ।
সিবহি বিলোকি সসংকেউ মারূ * ভয়উ যথাতিথি সবু সংসারূ ॥

দু-দণ্ড ধরে এমনিই খেলা হল। এবারে কামদেব শিবের কাছে গেলেন। শিবকে দেখে কামদেব সংকুচিত হলেন। তখন সংসার যেমন ছিল তেমনি হল।

ভএ তুরত সব জীব সুখারে * জিমি মদ উতরি গএ মতবারে।
রুদ্রহি দেখি মদন ভয় মানা * দুরাধরষ দুর্গম ভগবানা ॥

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুখী হল, নেশা ছুটে গেলে মাতাল যেমন সুখী হয় তেমনি। দুর্ধর্ষ-দুর্গম ভগবান রুদ্রকে দেখে কামদেব ভীত হলেন।

ফিরত লাজ কছু করি নহিঁ জাঈ * মরনু ঠানি মন রচেসি উপাঈ।
প্রগটেসি তুরত রুচির রিতুরাজা * কুসুমিত নব তরু রাজি বিরাজা ॥

ফিরতে গিয়ে লজ্জা হল কিন্তু কিছু করতে পারলেন না। তাই নিজের মৃত্যু (নিশ্চিত) জেনে মনে মনে এক উপায় ভাবলেন। অবিলম্বে সুন্দর বসন্ত-ঋতু প্রকাশ করলেন, নব নব পুষ্পিত তরু শোভা বিস্তার করল।

ছন্দ॰ জাগই মনোভব মুএহুঁ মন বন সুভগতা ন পরৈ কহী।
সীতল সুগন্ধ সুমন্দ মারুত মদন অনল সখা সহী।
বিকসে সরন্হি বহু কঞ্জ গুঞ্জত পুঞ্জ মঞ্জুল মধুকরা।
কলহংস পিক সুক সরস রব করি গান নাচহিঁ অপছরা ॥

বনের লাবণ্য হল অবর্ণনীয় যা দেখে জরাগ্রস্তের মনেও কামভাব জেগে উঠল। কামাগ্নির যথার্থ বন্ধু শীতল মন্দ সুবাসিত পবন বইতে লাগল। সরোবরে ফুটল প্রচুর পদ্ম, ভ্রমরের দল সেখানে গিয়ে গুঞ্জন করতে লাগল। সুন্দর হাঁস, কোকিল আর তোতা মধুর রব করতে লাগল, অপ্সরারা গান গাইতে গাইতে নাচতে লাগল।

বন উপবন বাপিকা তড়াগা * পরম সুভগ সব দিসা বিভাগা।
জহঁ তহঁ জনু উপগত অনুরাগা * দেখি মুএহুঁ মন মনসিজ জাগা ॥

বন, উপবন, বাপিকা, তড়াগ এবং সমস্ত দিক সুন্দর শোভা ধারণ করল। যেখানে সেখানে প্রেমের প্রকাশ ঘটল যা দেখে বৃদ্ধের মনেও কামভাব জেগে উঠল।

দো॰ সকল কলা করি কোটি বিধি, হারেউ সেন সমেত।
চলী ন অচল সমাধি সিব, কোপেউ হৃদয় নিকেত ॥৮৬

যখন কোটি কলার বাহার দেখিয়েও কামদেব সসৈন্যে হেরে গেলেন তবু শিবের অটল সমাধি ভাঙল না, তখন মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন কামদেব।

দেখি রসাল বিটপ বর সাখা * তেহি পর চঢ়েউ মদনু মন মাখা।
সুমন চাপ নিজ সর সন্ধানে * অতি রিস তাকি শ্রবন লগি তানে ॥

মদনভস্ম

আমগাছের সুন্দর শাখা দেখে তার উপরে উঠলেন কামদেব, তারপর ধনুকে নিজের বাণ জুড়ে সক্রোধে তাক করে বাণ ছুঁড়লেন।

ছাড়ে বিষম বিসিখ উর লাগে * ছুটি সমাধি সম্ভু তব জাগে।
ভয়উ ঈস মন ছোভ বিসেষী * নয়ন উঘারি সকল দিসি দেখি ॥

নিক্ষিপ্ত বাণ শিবের হৃদয়ে গিয়ে লাগল। সমাধি ভেঙে জেগে উঠলেন শিব। তাঁর মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হল। চোখ মেলে সমস্ত দিক দেখলেন।

সৌরভ পল্লব মদনু বিলোকা * ভয়উ কোপু কম্পেউ ত্রৈলোকা।
তব সিব তীসর নয়ন উঘারা * চিতবত কামু ভয়উ জরি ছারা ॥

আমের পল্লবে কামদেবকে দেখেই তাঁর ক্রোধ এমন উদ্দীপিত হল যে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। তখন শিব তৃতীয় নেত্র মেললেন, দেখতে দেখতে কামদেব সেই আগুনে জ্বলে ভস্ম হয়ে গেলেন।

হাহাকার ভয়উ জগ ভারী * ডরপে সুর ভএ অসুর সুখারী।
সমুঝি কাম সুখু সোচহিঁ ভোগী * ভএ অকণ্টক সাধক জোগী ॥

জগতে হাহাকার পড়ে গেল। দেবতারা ভয় পেলেন, দানবেরা সুখী হল। কামসুখ স্মরণ করে ভোগীরা অনুতাপ করতে লাগলেন। যোগী ও সাধক নির্ভয় হয়ে গেলেন।

ছন্দ॰ জোগী অকণ্টক ভএ পতি গতি সুনত রতি মুরুছিত ভই।
রোদতি বদতি বহু ভাঁতি করুনা করতি সংকর পহিঁ গঈ ॥
অতি প্রেম করি বিনতী বিবিধ বিধি জোরি কর সম্মুখ রহী।
প্রভু আসুতোষ কৃপাল সিব অবলা নিরখি বোলে সহী ॥

যোগী নিষ্কণ্টক হলেন। পতির পরিণতি শুনেই রতি মূর্ছিতা হলেন। কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে করতে বহুভাবে করুণা ভিক্ষা করে তিনি শিবের কাছে গেলেন। এবং হাত জোড় করে বহু বিনয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আশুতোষ শিব অবলাকে দেখে বললেন—

রতিকে শিবের বরদান

দো॰ অব তে রতি তব নাম কর, হোইহি নামু অনঙ্গু।
বিনু বপু ব্যাপিহি সবহি পুনি, সুনু নিজ মিলন প্রসঙ্গু ॥৮৭

রতি, আজ থেকে তোমার স্বামীর নাম হবে অনঙ্গ, তিনি বিনা দেহেই সর্বব্যাপী হবেন। এবারে তোমার স্বামীর সঙ্গে মিলনের প্রসঙ্গটি শোনো।

জব জদুবংশ কৃষ্‌ন অরতারা * হোইহি হর মহা মহিভারা।
কৃষ্‌ন তনয় হোইহি পতি তোরা * বচন অন্যথা হোই ন মোরা ॥

যখন যদুবংশে পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্তে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে আসবেন তখন তাঁর পুত্র প্রদ্যুম্নই হবে তোমার স্বামী। আমার কথার অন্যথা হবে না।

রতি গরনী সুনি সঙ্কর বানী * কথা অপর অব কহউ বখানি।
দেবন্হ সমাচার সব পাএ * ব্রহ্মাদিক বৈকুণ্ঠ সিধাএ ॥

শিবের কথা শুনে রতি চলে গেলেন। এবারে অন্য কথা বলছি। ব্রহ্মাদি দেবতারা এ সংবাদ শুনে বৈকুণ্ঠে গেলেন।

সব সুর বিষ্‌নু বিরঞ্চি সমেতা * গএ জহঁা সিব কৃপানিকেতা।
পৃথক পৃথক তিন্হ কীন্হি প্রসংসা * ভএ প্রসন্ন চন্দ্র অরতংসা ॥

বিষ্ণু আর ব্রহ্মা-সমেত সব দেবতা কৃপানিধি শিবের কাছে গেলেন এবং পৃথক পৃথক ভাবে তাঁর স্তুতি করলেন। শশিভূষণ শিব প্রসন্ন হলেন।

বোলে কৃপা সিন্ধু বৃষকেতূ * কহহু অমর আএ কেহিঁ হেতূ।
কহ বিধি তুম্হ প্রভু অন্তরজামী * তদপি ভগতি বস বিনউঁ স্বামী ॥

কৃপাসিন্ধু শিব বললেন, দেবগণ, বলুন, কেন এখানে এসেছেন। ব্রহ্মা বললেন, হে প্রভু! আপনি অন্তর্যামী, তবুও ভক্তিবশে নিবেদন করছি।

দো॰ সকল সুরন্হ মে হৃদয়ঁ অস, সংকর পরম উছাহু।
নিজ নয়নন্হি দেখা চহহিঁ, নাথ তুমহার বিবাহু ॥৯৮

হে নাথ! সমস্ত দেবতার হৃদয়ে এক পরম উৎসাহ। তাঁরা নিজের চোখে আপনার বিবাহ দেখতে চান।

চৌ॰ য়হ উৎসর দেখিঅ ভরি লোচন * সোই কছু করহু মদন মদ মোচন।
কামু জারি রতি কহুঁ বরু দীন্হা * কৃপাসিন্ধু য়হ অতি ভল কীন্হা ॥

হে কামদেবের দর্পহারী, আমরা এই উৎসব নয়ন ভরে যেন দেখতে পাই এমন কিছু উপায় করুন। হে কৃপাসাগর, কামদেবকে ভস্ম করে রতিকে যে বর দিয়েছেন খুব ভাল করেছেন।

সাসতি করি পুনি করহিঁ পসাউ * নাথ প্রভুন্হ কর সহজ সুভাউ।
পারবতী তপু কীন্হ অপারা * করহু তাসু অব অঙ্গীকারা ॥

অপরাধের দণ্ড দিয়ে কৃপা করছেন। হে নাথ, এই তো আপনার সহজ স্বভাব। পার্বতী সুকঠোর তপস্যা করেছেন, এবার তাঁকে গ্রহণ করুন!

সুনি বিধি বিনয় সমুঝি প্রভুবানী * ঐসেই হোউ কহা সুখু মানী।
তব দেবন্হ দুন্দুভী বজাঈ * বরষি সুমন জয় জয় সুর সাঈ ॥

ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনে আর প্রভু রামচন্দ্রের বাণী স্মরণ করে শিব তুষ্ট হয়ে বললেন—তাই হবে। তখন দেবতারা দুন্দুভি বাজালেন, এবং পুষ্প বর্ষণ করে বললেন, হে দেবপতি! আপনার জয় হোক।

পার্বতীকে সপ্তর্ষির পরীক্ষা

অবসরু জানি সপ্তরিষি আএ * তুরতহিঁ বিধি গিরিভবন পঠাএ।
প্রথম গএ জহঁ রহী ভবানী * বোলে মধুর বচন ছল মানী ॥

সময় বুঝে সপ্ত-ঋষিরা সেখানে এলেন। ব্রহ্মা ওঁদের অবিলম্বে হিমালয়ের গৃহে পাঠালেন। ওঁরা প্রথমে, যেখানে পার্বতী ছিলেন সেখানে গিয়ে ছলনা-ভরা মধুর কথা বললেন।

দো॰ কহা হমার ন সুনেহু তব, নারদ কে উপদেস।
অব ভা ঝূঠ তুম্হার পন, জারেউ কামু মহেস ॥৮৯

নারদের উপদেশ মেনে তুমি আমাদের কথায় কান দাও নি। এখন তোমার পণ মিথ্যে হয়ে গেল। কারণ, মহাদেব কামদেবকে ভস্ম করে দিয়েছেন।

চৌ॰ সুনি বোলীঁ মুসুকাই ভবানী * উচিত কহেউ মুনিবর বিগ্যানি।
তুম্হরেঁ জান কামু অব জারা * অব লগি সম্ভু রহে সবিকারা ॥

শুনে পার্বতী হেসে বললেন, হে প্রজ্ঞাবান মুনিবৃন্দ! আপনারা ঠিক বলেছেন। আপনারা বুঝেছেন কামদেব এখনই ভস্ম হয়েছেন, এখন পর্যন্ত শিব বিকারযুক্তই রয়েছেন।

হমরেঁ জান সদা সিব জোগী * অজ অনবদ্য অকাম অভোগী।
জৌঁ মৈঁ সিব সেয়ে অস জানী * প্রীতি সমেত কর্ম মন বাণী ॥

আমি যা বুঝেছি তাতে শিব সর্বদাই যোগী, জন্মরহিত, নিষ্কলুষ, অনবদ্য, নিষ্কাম ও অভোগী, আমি এই জেনেই তো কর্মে মনে ও বাক্যে শিবের সেবা করেছি।

তৌ হমার পন সুনহু মুনীসা * করিহহিঁ সত্য কৃপানিধি ঈসা।
তুম্হ জো কহা হর জারেউ মারা * সোই অতি বড় অবিবেকু তুম্হারা ॥

হে মুনীশ্বর, শুনুন, আমার পণকে কৃপাসিন্ধু শিব সত্য করবেন। আপনারা এই-যে বললেন শিব কামদেবকে ভস্ম করেছেন এইটি আপনাদের গভীর অজ্ঞতা।

তাত অনলু কর সহজ সুভাউ * হিম তেহি নিকট জাই নহি কাউ।
গএঁ সমীপ সো অবসি নসাঈ * অসি মন্মথ মহেস কী নাঈ॥

হে তাত! অনলের সহজ স্বভাব এই যে হিম কখনও তার কাছে যেতে পারে না, যদি যায় তাহলে সে অবশ্যই বিনষ্ট হবে। শিব ও কামদেবের দৃষ্টান্তটিও এইভাবেই বুঝতে হবে।

দো৹ হিয়ঁ হরষে মুনি বচন সুনি, দেখি প্রীতি বিস্বাস।
চলে ভবানিহি নাই সির, গএ হিমালয় পাস॥১০০

মুনিরা একথা শুনে এবং তাঁর প্রীতি ও বিশ্বাস দেখে মনে মনে আনন্দিত হলেন এবং পার্বতীর কাছে মাথানত করে হিমালয়ের কাছে গেলেন।

সবু প্রসঙ্গ গিরিপতিহি সুনাবা * মদন দহন সুনি অতি দুখু পাবা।
বহুরি কহেউ রতি কর বরদানা * সুনি হিমবন্ত বহুত সুখু মানা॥

তারা সবকথা হিমালয়কে শোনালেন, কামদেবের দগ্ধ হবার কথা শুনে তিনি খুব দুঃখ পেলেন। পরে রতির বরদানের কথা শুনে হিমালয় খুব খুশী হলেন।

হৃদয় বিচারি সম্ভু প্রভুতাঈ * সাদর মুনিবর লিএ বোলাঈ।
সুদিন সুনখতু সুঘরী সোচাঈ * বেগি বেদিবিধি লগন ধরাঈ॥

মনে মনে শিবের প্রভাবের কথা ভেবে সাদরে মুনিদের ডেকে নিয়ে সুদিন, শুভনক্ষত্র এবং শুভ মুহূর্ত নির্বাচন করিয়ে বেদবিধি মেনে শিগগির লগ্ন ঠিক করলেন।

পত্রী সপ্তরিষিন্‌হ সোই দীন্হী * গহি পদ বিনয় হিমাচল কীন্হী।
জাই বিধিহি তিন্‌হ দীন্হি সো পাতী * বাচত প্রীতি ন হৃদয় সমাতী॥

সেই লগ্নপত্রিকা তিনি সপ্ত-ঋষিকে দিলেন এবং তাঁদের পায়ে ধরে মিনতি করলেন। মুনিরা গিয়ে ব্রহ্মাকে সেই পত্রিকা দিলেন। সেই পত্রিকা পড়ে স্নেহ তার হৃদয়ে উপচে পড়ল।

লগন বাচি অজ সবহি সুনাঈ * হরষে মুনি সব সুর সমুদাঈ।
সুমন বৃষ্টি নভ বাজন বাজে * মঙ্গল কলস দসহুঁ দিসি সাজে॥

ব্রহ্মা লগ্নপত্রিকা সবাইকে পড়ে শোনালেন, শুনে সব দেবতারা প্রসন্ন হলেন, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, বাজনা বাজতে লাগল আর দশদিকে মঙ্গলকলস সাজানো হল।

শিবের বিবাহে শোভাযাত্রা

দো॰ লগে সঁবারন সকল সুর, বাহন বিবিধ বিমান।
হোহিঁ সগন মঙ্গল সুভদ * করহি অপছরা গান ॥১০১

দেবতারা-সব নানা রকমের বাহন আর বিমান সাজাতে লাগলেন, শুভসূচক মঙ্গল-উৎসব হতে লাগল, অপ্সরারা গান গাইতে লাগল।

চৌ॰ সিবহি সম্ভুগন করহিঁ সিংগারা * জটা মুকুট অহি মৌরু সঁবারা।
কুণ্ডল কঙ্কন পহিরে ব্যালা * তন বিভূতি পট কেহরি ছালা ॥

শিবের অনুচরেরা শিবকে সাজাতে লাগল, জটার মুকুট আর সাপের মুকুটে সাজাল। সাপের কুণ্ডল আর কঙ্কন পরলেন শিব। দেহে মাখলেন ছাই, আর তাঁর পরিচ্ছদ হল বাঘছাল।

সসি ললাট সুন্দর সির গঙ্গা * নয়ন তীনি উপবীত ভুজঙ্গা।
গরল কণ্ঠ উর নর সির মালা * অসিব বেষ সিবধাম কৃপালা ॥

কপালে চন্দ্র, মাথায় সুন্দর গঙ্গা, তিন নয়ন, সাপ উপবীত, কণ্ঠে গরল, বুকে নরমুণ্ড-মালা। অমঙ্গলবেশ হলেও করুণাময় শিব সকল মঙ্গলের আধার।

কর ত্রিসূল অরু ডমরু বিরাজা * চলে বসহ চঢ়ি বাজহিঁ বাজা।
দেখি সিবহি সুরত্রিয় মুসকাহীঁ * বর লায়ক দুলহিনি জগ নাহীঁ ॥

হাতে ত্রিশূল আর ডমরু নিয়ে, ষাঁড়ে চড়ে শিব চলেছেন। বাজনা বাজছে। শিবকে দেখে দেবাঙ্গনারা হাসতে লাগলেন এবং বললেন, এই বরের যোগ্য পাত্রী সংসারে নেই।

বিষ্নু বিরঞ্চি আদি সুরব্রাতা * চঢ়ি চঢ়ি বাহন চলে বরাতা।
সুরসমাজ সব ভাঁতি অনূপা * নহিঁ বরাত দূলহ অনুরূপা ॥

বিষ্ণু ও ব্রহ্মাপ্রমুখ সমস্ত দেবতা যার-যার বাহনে চড়ে বরযাত্রী হলেন। দেবতাদের দল সবদিক দিয়ে তুলনাহীন, কিন্তু বরের অনুপাতে বরযাত্রীরা তেমন সাজেন নি।

দো॰ বিষ্নু কহা অস বিহসি তব, বোলি সকল দিসিরাজ।
বিলগ বিলগ হোই চলহু সব, নিজ নিজ সহিত সমাজ ॥১০২

তখন বিষ্ণু সব দিক্‌পালদের ডেকে হেসে বললেন—সবাই আলাদা আলাদা হয়ে নিজেদের দলের সঙ্গে চলো।

বর অনুহারি বরাত ন ভাঈ * হঁসী করৈহহু পরপুর জাঈ।
বিষ্নু বচন সুনি সুর মুসুকানে * নিজ নিজ সেন সহিত বিলগানে ॥

বর অনুসারে কিন্তু বরযাত্রা হয় নি তাই ভিনদেশে গিয়ে তোমরা হাসির খোরাক হবে—বিষ্ণুর এ কথা শুনে দেবতারা হাসলেন, নিজেদের সেনার সঙ্গে পৃথক পৃথক হয়ে সজ্জিত হলেন।

মনহীঁ মন মহেসু মুসুকাহীঁ * হরি কে বিংগ্য বচন নহিঁ জাহীঁ।
অতি প্রিয় বচন শুনত প্রিয় কেরে * ভৃংগিহি প্রেরি সকল গন টেরে॥

মনে মনে শিব হাসলেন—বিষ্ণুর ব্যঙ্গবচন দেখি ঠিক তেমনিই আছে। প্রিয়ের অতিপ্রিয় বচন শুনে ভৃঙ্গীকে পাঠিয়ে সমস্ত গণসৈন্যকে ডেকে আনলেন তিনি।

সিব অনুসাসন সুনি সব আএ * প্রভুপদ জলজ সীস তিন্হ নাএ।
নানা বাহন নানা বেষা * বিহসে সিব সমাজ নিজ দেখা॥

শিবের আজ্ঞা শুনে সব চলে এল এবং প্রভুর চরণপদ্মে মাথা নোয়ালো। নানা বাহন এবং নানা বেশধারী নিজের দলকে দেখে শিব হাসলেন।

কোউ মুখহীন বিপুল মুখ কাহূ * বিনু পদ কর কোউ বহু পদ বাহূ।
বিপুল নয়ন কোউ নয়ন বিহীনা * রিষ্টপুষ্ট কোউ অতি তন খীনা॥

কারো মুখ নেই, কারো বিরাট মুখ, কারো পা নেই, কারো অনেক হাত-পা, কারো বড়ো বড়ো চোখ, কারো চোখ নেই, কেউ হৃষ্টপুষ্ট, কেউ খুব রোগা।

ছন্দ॰ তন খীনা কোউ অতি পীত পাবন কোউ অপাবন গতি ধরেঁ।
ভূষন করাল কপাল কর সব সদ্য সোনিত তন ভরে॥
খর স্বান সুঅর সৃগাল মুখ গন বেষ অগনিত কো গনৈ।
বহু জিনস প্রেত পিসাচ জোগি জমাত বরনত নহিঁ বনৈ॥

কেউ দুর্বল, কেউ স্থূলদেহ, কেউ পবিত্র, কেউ অপবিত্র, ভয়ানক অলঙ্কার পরে হাতে নর-কঙ্কাল নিয়ে সারা শরীরে রক্ত মেখে আছে কেউ। গাধা, কুকুর, শুয়োর আর শিয়ালের মুখওয়ালা অসংখ্য বেশ কে গুনবে? বহু রকমের প্রেত, পিশাচ ও যোগিনীদল সঙ্গে ছিল, যাদের বর্ণনা দেওয়া যায় না।

সো॰ নাচহিঁ গাবহিঁ গীত, পরম তরঙ্গী ভূত সব।
দেখত অতি বিপরীত, বোলহিঁ বচন বিচিত্র বিধি॥:৫

ভূতেরা পরম আনন্দে নাচছে, আর গান গাইছে, দেখতে তার বেখাপ্পা, তাদের কথাও অদ্ভুতরকমের।

জস দুলহ তসি বনী বরাতা • কৌতুক বিবিধ হোঁহি মগ জাতা।
ইহাঁ হিমাচল রচেউ বিতানা • অতি বিচিত্র নহিঁ জাই বখানা॥

যেমন কন্যা, বরযাত্রীও তেমনি। পথে যেতে যেতে নানা রকম খেলা চলতে লাগল। (সেখানে গেলেন তাঁরা) যেখানে হিমালয় বহু বিচিত্র মণ্ড পা বিনয়েছেন, যার সৌন্দর্য অবর্ণনীয়।

সৈল সকল জহঁ লগি জগ মাহীঁ • লঘু বিসাল নহিঁ বরনি সিরাহীঁ।
বন সাগর সব নদী তলাবা • হিমগিরি সব কহুঁ নেবত পঠাবা॥

ছোটো-বড়ো সমস্ত পাহাড় যা এ সংসারে আছে, যাদের বর্ণনা দেওয়াই কঠিন তাদের সকলকে আর বন, সাগর, নদী পুকুর সবাইকেই হিমালয় নিমন্ত্রণ করলেন।

কামরূপ সুন্দর তন ধারী • সহিত সমাজ সহিত বরনারী।
গএ সকল তুহিনাচল গেহা • গাবহিঁ মঙ্গল সহিত সনেহা॥

ইচ্ছা অনুসারে নানান রূপ আর সুন্দর দেহ ধারণ করে সপরিবারে আর সুন্দর স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সকলে হিমালয়ের ঘরে এলেন আর সস্নেহে মঙ্গলগীত গাইতে লাগলেন।

প্রথমহিঁ গিরি বহু গৃহ সঁবরাএ • জথা জোগু জহঁ তহঁ সব ছাএ।
পুর সোভা অবলোকি সুহাঈ • লাগই লঘু বিরঞ্চি নিপুনাঈ॥

হিমালয় প্রথমেই ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন। যা যেখানে মানায় তাই সেখানে রেখেছিলেন। সুন্দর পুরশোভা দেখে ব্রহ্মা নিজের নৈপুণ্যকে লঘু করেই দেখলেন।

ছন্দ• লঘু লাগে বিধি কী নিপুনতা অবলোকি পুর সোভা সহী।
বন বাগ কূপ তড়াগ সরিতা সুভগ সব সক কো কহী॥
মংগল বিপুল তোরন পতাকা কেতু গৃহ গৃহ সোহহীঁ।
বনিতা পুরুষ সুন্দর চতুর ছবি দেখি মুনি মন মোহহীঁ॥

নগরের সুন্দর শোভা দেখে ব্রহ্মার নৈপুণ্য সত্যিই তুচ্ছ মনে হল। পুকুর আর নদীর সৌন্দর্য কে বর্ণনা করতে পারে? ঘরে ঘরে মঙ্গলঘট আর তোরণ-পতাকা আর ধ্বজাও শোভা পাচ্ছিল। সুন্দর আর চতুর স্ত্রীপুরুষের শোভা দেখে মুনিদের মনও মোহিত হতে লাগল।

দো• জগদম্বা জহঁ অবতরী, সো পুরু বরনি কি জাই।
রিদ্ধি সিদ্ধি সম্পত্তি সুখ, নিত নূতন অধিকাই।১০৩

জগদম্বা যেখানে অবতার গ্রহণ করেছেন সেই নগরের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেখানে ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সুখ আর সম্পদ সবদা বৃদ্ধির মুখে।

চৌ॰ নগর নিকট বরাত সুনি আঈ * পুর খরভরু সোভা অধিকাঈ।
করি বনাব সজি বাহন নানা * চলে লেন সাদর অগবানা ॥

বরযাত্রী নগরের কাছে এসে পড়েছে শুনে নগরে সাড়া পড়ে গেল, তার শোভাও বাড়ল। সেজেগুজে বাহন সাজিয়ে—সবাই গেল অভ্যর্থনা করতে।

হিয় হরষেঁ সুর সেন নিহারী * হরিহি দেখি অতি ভএ সুখারী।
শিব সমাজ জব দেখন লাগে * বিডরি চলে বাহন সব ভাগে ॥

দেবতাদের সেনা দেখে লোকেরা প্রসন্ন হল আর শ্রীহরি ভগবানকে দেখে অত্যন্ত সুখী হল। শিবের দলবল দেখে সমস্ত বাহনেরা ভয়ে এদিকে ওদিকে পালাতে লাগল।

ধরি ধীরজু তহ রহে সয়ানে * বালক সব লৈ জীব পরানে।
গএঁ ভবন পূছহিঁ পিতু মাতা * কহহিঁ বচন ভয় কম্পিত গাতা ॥

বুদ্ধিমান বয়স্ক লোক ধৈর্য ধরে সেখানে রইলেন। ছেলেরা সে সব প্রাণ বাঁচিয়ে ছুটে পালালো। ঘরে পৌঁছলে যখন বাবা-মা জিজ্ঞেস করলেন তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল—

কহিঅ কাহ কহি জাই ন বাতা * জমকর ধার কিধৌঁ বরি আতা।
বরু বৌরাহ বসহঁ অসবারা * ব্যাল কপাল বিভূষন ছারা ॥

কী বলব। বলা যায় না। এটা যমরাজের সেনা না বরযাত্রী? বর পাগলের মতো, ষাঁড়ের উপর চড়ে আছে। সাপ, নরমুণ্ড ও আর ভস্ম হল তার অলঙ্কার

ছন্দ॰ তন ছার ব্যাল কপাল ভূষণ নগন জটিল ভয়ংকরা।
সঙ্গ ভূত প্রেত পিসাচ জোগিনি বিকট মুখ রজনীচরা ॥
জো জিঅত রহিহি বরাত দেখত পুণ্য বড়তেহি কর সহী।
দেখিহি সো উমা বিবাহু ঘর ঘর বাত অসি লরিকহ্ন কহী ॥

শরীরে ভস্ম মেখে সাপ আর মুণ্ডমালার অলঙ্কার ধারণ করেছেন, নগ্ন, জটাধারী, ভয়ঙ্কর-রূপ, ভূত, পিশাচ ও যোগিনী এবং ভয়ানক মুখওয়ালা রাক্ষস সঙ্গে—এমনি বর। বরযাত্রী দেখে যে বেঁচে থাকবে তার খুব পুণ্য হবে আর সে-ই পার্বতীর বিয়ে দেখবে, ঘরে ঘরে ছেলের এই কথাই বলল।

দো॰ সমুঝি মহেস সমাজ সব, জননি জনক মুসুকাহিঁ।
বলে বুঝাএ বিবিধ বিধি, নিডর হোহু ডরু নাহিঁ॥ ১০৪

এসব শিবের সাঙ্গোপাঙ্গ একথা বুঝে বাবা-মা হাসলেন, ছেলেদের নানাভাবে বোঝালেন—নির্ভয় হও, কিছু ভয় নেই।

চৌ॰ লৈ অগবান বরাতহি আএ ॰ দিএ সবহি জনবাস সুহাএ।
মৈনা সুভ আরতী সঁবারী ॰ সঙ্গ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী॥

এগিয়ে গিয়ে লোকেরা বরযাত্রীকে নিয়ে এল, সবাইকে বাসাবাড়ি দিল। মেনকা শুভ আরতি সাজালেন, তার সঙ্গে মেয়েরা সুন্দর মঙ্গলগান গাইতে লাগল।

কঞ্চন থার সোহ বর পানী ॰ পরিছন চলী হরহিঁ হরষানী।
বিকট বেষ রুদ্রহি জব দেখা ॰ অবলন্হ উর ভয় ভয়উ বিসেষা॥

সুন্দর সোনার-থালা হাতে শোভা পাচ্ছিল, প্রসন্ন মনে শিবকে বরণ করতে গেলেন তারা। শিবের ভয়ঙ্কর বেশ দেখে মেয়েদের মনে ভয় হল।

ভাগি ভবন পৈঠী অতি ত্রাসা ॰ গএ মহেসু জহাঁ জনবাসা।
মৈনা হৃদয় ভয়উ দুখু ভারী ॰ লীন্হী বোলি গিরীস কুমারী॥

খুব ভয় পেয়ে তারা ঘরে ঢুকে গেলেন, শিব বাসাবাড়িতে চলে গেলেন। মেনকার মনে দুঃখ হল এবং তিনি পার্বতীকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

শিবকে দেখে মেনকার দুশ্চিন্তা ও পার্বতীর সান্ত্বনা

অধিক সনেহ গোদ বৈঠারী ॰ স্যাম সরোজ নয়ন ভরে বারী।
জেহি বিধি তুম্হহি রূপু অস দীন্হা ॰ তেহিঁ জড় বরু বাউর কস কীন্হা॥

গভীর স্নেহে কোলে বসিয়ে নীলপদ্মের মতো চোখে জল ভরে বললেন—যে ব্রহ্মা তোকে এই রূপ দিয়েছেন তিনি তোর বরকে কেন এমন পাগল বানালেন?

ছন্দ॰ কস কীন্হ বরু বৌরাহ বিধি জেহিঁ তুম্হহি সুন্দরতা দঈ।
জো ফলু চহিঅ সুরতরুহিঁ সো বরবস ববূরহিঁ লাগঈ॥
তুম্হ সহিত গিরি তেঁ গিরৌঁ পাবক জরৌঁ জলনিধি মহুঁ পরৌ।
ধরু জাউ অপজসু হোউ জগ জীবত বিবাহু ন হৌঁ করৌঁ॥

যে ব্রহ্মা তোকে সৌন্দর্য দিলেন তিনি বরকে কেন পাগল বানালেন? যে ফল কল্পবৃক্ষে লাগবে সে ফল কিনা জোর করে বাবলাগাছের সঙ্গে লাগানো হল। আমি তোকে নিয়ে

পাহাড় থেকে নিচে পড়ব, আগুনে পুড়ে মরব অথবা সমুদ্রে ডুবে মরব। ঘরই ভাঙুক আর সংসারে অপযশই হোক, আমি বেঁচে থাকতে এই বরের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব না।

দো॰ ভঈ বিকল অবলা সকল, দুখিত দেখি গিরি নারি।
করি বিলাপু রোদতি বদতি, সুতা সনেহু সঁভারি। ১০৫

গিরিপত্নী মেনকাকে দুঃখিত দেখে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা ব্যাকুল হল। রাণী নিজের কন্যাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—

চৌ॰ নারদ কর মৈঁ কাহ বিগারা * ভবনু মোর জিন্হ বসত উজারা।
উস উপদেসু উমহি জিন্হ দীন্হা * বৌরে বরহি লাগি তপু কীন্হা॥

নারদের আমি কী ক্ষতি করেছি যে তিনি আমার সাজানো ঘর ভেঙে দিলেন। পার্বতীকে তিনি এমন উপদেশ দিলেন যে সে পাগল স্বামীর জন্যে তপস্যা করল!

সাচেহুঁ উন্হ কে মোহন মায়া * উদাসীন ধনু ধামু ন জায়া।
পর ঘর ঘালক লাজ ন ভীরা * বাঁঝ কি জান প্রসব কৈ পীরা॥

সত্যি তাঁর হৃদয়ে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। তিনি উদাসীন, তাঁর ধন নেই, গৃহ নেই, স্ত্রী নেই। উনি পরের ঘর ভাঙতে পটু, এতে তাঁর লজ্জা নেই, কারো কাছে ভয়ও নেই। বন্ধ্যা প্রসববেদনার কী জানে?

জননিহি বিকল বিলোকি ভবানী * বোলী জুত বিবেক মৃদু বানী।
অস বিচারি সোচহি মতি মাতা * সো ন টরই জো রচই বিধাতা॥

মাকে বিচলিত দেখে পার্বতী জ্ঞানগর্ভ মধুর বাণী বললেন—মা, বিধাতা যা ঠিক করে রেখেছেন তা তো আর বদলাবে না। এইভাবে বিচার করে তুমি শোক কোরো না।

করম লিখা জৌঁ বাউর নাহূ * তৌ কত দোসু লগাইঅ কাহূ।
তুম্হ সন মিটহিঁ কি বিধি কে অংকা * মাতু ব্যর্থ জনি লেহু কলংকা॥

আমার ভাগ্যে যদি পাগল স্বামী লেখাই থাকে তাতে কাকে দোষ দেওয়া যাবে? তুমি কি বিধির লিখন খণ্ডাতে পারবে? মা, তুমি বৃথা কলঙ্ক নিও না।

ছন্দ॰ জনি লেহু মাতু কলংকু করুনা পরিহরহু অবসর নহীঁ।
দুখু সুখু জো লিখা লিলার হমরেঁ জাব জহঁ পাউব তহীঁ॥
সুনি উমা বচন বিনীত কোমল সকল অবলা সোচহীঁ।
বহু ভাঁতি বিধিহি লগাই দূষন নয়ন বারি বিমোচহীঁ॥

মা, তুমি কলঙ্ক নিও না। এ সময় দুঃখ প্রকাশ করতে নেই। যে দুঃখ বা সুখ ভাগ্যে লেখা আছে, তা যেখানে যাব সেইখানেই পাব। উমার বিনয়নম্র এসব কথা শুনে স্ত্রীলোকেরা চিন্তা করতে লাগলেন এবং ব্রহ্মাকে দোষ দিয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

দো॰ তেহি অবসর নারদ সহিত, অরু রিষি সপ্ত সমেত।
সমাচার সুনি তুহিন গিরি, গবনে তুরত নিকেত॥ ১০৬

হিমালয় ঐসময় সংবাদ শুনে নারদ এবং সপ্তর্ষির সঙ্গে অবিলম্বে গৃহে রওনা হলেন।

চৌ॰ তব নারদ সবহী সমুঝারা * পূরুব কথা প্রসঙ্গু সুনারা।
ময়না সত্য সুনহু মম বানী * জগদম্বা তব সুতা ভবানী॥

তখন নারদ পূর্বজন্মের কথা সকলকে শুনিয়ে সকলকে বোঝালেন, বললেন—মেনকা, আমার সত্য কথা শোনো, তোমার কন্যা ভবানী জগন্মাতা।

অজা অনাদি শক্তি অবিনাসিনি * সদা সম্ভু অরধঙ্গ নিবাসিনি।
জগ সম্ভব পালন লয় কারিনি * নিজ ইচ্ছা লীলা বপু ধারিনি॥

ইনি জন্মরহিত অনাদি শক্তি, ইনি অবিনাশিনী, সর্বদা ইনি শম্ভুর অর্ধাঙ্গে বাস করেন, ইনিই জগতের সৃষ্টি, পালন ও লয়ের কর্ত্রী, স্বেচ্ছায় ইনি লীলাশরীর ধারণ করেছেন।

জনমীঁ প্রথম দচ্ছ গৃহ জাঈ * নামু সতী সুন্দর তনু পাঈ।
তহঁহুঁ সতী সঙ্করহি বিবাহী * কথা প্রসিদ্ধ সকল জগ মাহীঁ॥

প্রথমে দক্ষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিলেন, এখানে ইনি সুন্দর শরীর ধারণ করলেন, নাম হল সতী। সেখানেও সতীর বিবাহ শিবের সঙ্গেই হয়েছিল। একথা সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ।

এক বার আবত সিব সঙ্গা * দেখেউ রঘুকুল কমল পতঙ্গা।
ভয়উ মোহ সিব কহা ন কীন্হা * ভ্রম বস বেষু সীয় কর লীন্হা॥

একবার শিবের সঙ্গে বেড়িয়ে তিনি রঘুকুলকমলের প্রিয় সূর্যকে (রামচন্দ্রকে) দেখলেন। তাঁর মোহ হল, তিনি শিবের কথা না শুনে ভুল করে সীতার রূপ ধারণ করলেন।

ছন্দ॰ সিয় বেষু সতীঁ জো কীন্হ তেহিঁ অপরাধ সংকর পরিহরী।
হরবিরহঁ জাই বহোরি পিতু কে জগ্য জোগানল জরীঁ।
অব জনমি তুম্হরে ভবন নিজপতি লাগি দারুন তপু কিয়া।
অস জানি সংসয় তজহু গিরিজা সর্বদা সংকর প্রিয়া॥

সতী সীতার রূপ ধরেছেন এই অপরাধে শিব তাঁকে ত্যাগ করলেন। তারপর শিবের পিছনে পিতার যজ্ঞে যোগাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেলেন। এখন তোমার ঘরে জন্ম নিয়ে পতির জন্যে কঠিন তপ করলেন। একথা জেনে সন্দেহ দূর কর, পার্বতী সর্বদা শিবের প্রিয়া।

শিবের স্বরূপ জেনে সকলের আনন্দ

দো॰ সুনি নারদ কে বচন তব, সব কর মিটা বিষাদ।
ছন মহুঁ ব্যাপেউ সকল পুর, ঘর ঘর য়হ সম্বাদ ॥ ১০৭

তখন নারদের কথা শুনে সকলের বিষাদ দূর হল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত নগরে ঘরে ঘরে এই সংবাদ রটে গেল।

চৌ॰ তব ময়না হিমবন্ত অনন্দে * পুনি পুনি পারবতী পদ বন্দে।
নারি পুরুষ সিসু জুবা সয়ানে * নগর লোগ অব অতি হরষানে ॥

তখন মেনকা আর হিমালয় প্রসন্ন হলেন এবং বারবার পার্বতীর চরণ বন্দনা করলেন। নারী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ এবং সমস্ত নগরবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

লগে হোন পুর মঙ্গলগানা * সজে সবহিঁ হাটক ঘট নানা।
ভাঁতি অনেক ভঈ জেবনারা *সূপসাস্ত্র জস কছু ব্যবহারা ॥

নগরে মঙ্গল গান হতে লাগল, সর্বত্র নানারকম সোনার ঘট সাজানো হল, রন্ধনশাস্ত্রে যেসব রীতি আছে সেই-সব রীতি অনুসারে অনেকরকম ভোজ তৈরি হল।

সো জেবনার কি জাই বখানী * বসহিঁ ভবন জেহিঁ মাতু ভবানী।
সাদর বোলে সকল বরাতী * বিষ্নু বিরঞ্চি দেব সব জাতী ॥

যে-ঘরে মা ভবানী স্বয়ং বাস করেন সেখানকার ভোজের বর্ণনা আর কতটুকু ব্যাখ্যা করা যাবে। বরযাত্রী বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের সাদরে আহ্বান করা হল।

বিবিধ পাঁতি বৈঠী জেবনারা * লাগে পরুসন নিপুন সুআরা।
নারিবৃন্দ সুর জেবন্ত জানী * লগীঁ দেন গারী মৃদু বানী ॥

পাচকেরা নানারকম খাবার পরিবেশন করতে লাগল। স্ত্রীলোকেরা দেবতাদের ভোজন করতে দেখে মধুর বচনে কটাক্ষ করতে লাগল।

শিবের বিবাহমঙ্গল

ছন্দ॰ গারী মধুর স্বর দেহিঁ সুন্দরি বিঁগ্য বচন সুনাবহীঁ।
ভোজনু করহিঁ সুর অতি বিলম্বু বিনোদু সুনি সচু পাবহীঁ॥
জেবঁত জো বঢ়্যো অনন্দু সো মুখ কোটিহূঁ ন পরৈ কহ্যো।
অচবাঁই দীন্হে পান গবনে বাস জহঁ জাকো রহ্যো॥

সুন্দরীরা মধুর স্বরে গাল দিতে লাগল এবং ঠাট্টা করতে লাগল। দেবতারা সেসব শুনে আনন্দই পেলেন এবং খেয়ে উঠতে দেরি করতে লাগলেন। খাবার সময় যে আনন্দ হল তা কোটি মুখে বলেও শেষ করা যাবে না। খাওয়ার শেষে হাত মুখ ধোয়া হলে সকলকে পান দেওয়া হল, তখন তারা যে-যার বাড়ীতে চলে গেলেন।

দো॰ বহুরি মুনিন্হ হিমবন্ত কহুঁ, লগন সুনাঈ আই।
সময় বিলোকি বিবাহ কর, পঠএ দেব বোলাই॥ ১০৮

তারপর মুনিরা হিমালয়কে লগ্নের কথা বললেন। বিবাহের সময় দেখে দেবতাদের ডাকালেন।

চৌ॰ বোলি সকল সুর সাদর লীন্হে * সবহি জথোচিত আসন দীন্হে।
বেদী বেদ বিধান সঁবারী * সুভগ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী॥

সমস্ত দেবতাদের ডেকে যথাযোগ্য আসন দিলেন। বেদের বিধি অনুসারে বেদী বানালেন। স্ত্রীলোকেরা শ্রেষ্ঠ মঙ্গলগান গাইতে লাগলেন।

সিংঘাসন অতি দিব্য সুহাবা * জাই ন বরনি বিরঞ্চি বনাবা।
বৈঠে সিব বিপ্রন্হ সিরু নাঈ * হৃদয় সুমিরি নিজ প্রভু রঘুরাঈ॥

শিব ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে প্রভু রামচন্দ্রকে স্মরণ করে বসলেন ব্রহ্মার তৈরি এক দিব্য অতি রমণীয় সিংহাসনে।

বহুরি মুনীসন্হ উমা বোলাঈ * করি সিঙ্গারু সখী লৈ আঈ।
দেখত রূপু সকল সুর মোহে * বরনৈ ছবি অস জগ কবি কো হৈ॥

তারপর মুনিরা উমাকে ডাকলেন। সখীরা তাঁকে সাজিয়ে আনলেন। তাঁর রূপ দেখে দেবতারা মুগ্ধ হলেন। সেরূপ বর্ণনা করবে কোন্ কবি?

জগদম্বিকা জানি ভব ভামা * সুরন্হ মনহিঁ মন কীন্হ প্রণামা।
সুন্দরতা মরজাদ ভবানী * জাই ন কোটিহুঁ বদন বখানী॥

জগন্মাতা এবং শিব-প্রিয়া জেনে দেবতারা মনে মনে তাঁকে প্রণাম করলেন। পার্বতী সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, সে রূপ কোটি মুখেও বর্ণনা করা যাবে না।

ছন্দ॰ কোটিহুঁ বদন নহিঁ বনৈ বরনত জগজননি সোভা মহা।
সকুচহিঁ কহত শ্রুতি সেষ সারদ মন্দ মতি তুলসী কহা॥
ছবি খানি মাতু ভবানি গবনী মধ্য মণ্ডপ সিব জহাঁ।
অবলোকি সকহিঁ ন সকুচ পতিপদ কমলমনু মধুকরু তহাঁ॥

যা কোটি মুখেও বর্ণনা করা যায় না পার্বতীর সেই রূপের বর্ণনা করতে বেদ, অনন্তনাগ এবং সরস্বতীরও সঙ্কোচ হয়। অল্পবুদ্ধি তুলসীর কথা তো না বললেই চলে। সৌন্দর্যের খনি ভবানী গেলেন মণ্ডপে যেখানে শিব ছিলেন। লজ্জায় পতির চরণকমল তিনি দর্শন করতে পারলেন না, কিন্তু মন-ভ্রমর তো সেখানে ছিলই।

দো॰ মুনি অনুসাসন গনপতিহি, পূজেউ সম্ভু ভবানি।
কোউ সুনি সংসয় করৈ জনি, সুর অনাদি জিয়ঁ জানি॥ ১০৯

মুনিদের আদেশ পেয়ে শিব ও পার্বতী গণেশের পূজো করলেন। দেবতাদের অনাদি জেনে, কেউ যেন এ কথা শুনে মনে মনে সন্দেহ না পোষণ করেন।

চৌ॰ জসি বিবাহকৈ বিধি শ্রুতি গাঈ * মহা মুনিন্হ সো সব করবাঈ।
গহি গিরীস কুস কন্যা পানী * ভবহী সমরপী জানি ভবানী॥

বেদে বিবাহের যে বিধি মহর্ষিরাও সেইভাবেই সব করালেন। তখন হিমালয় কুশ নিয়ে এবং কন্যার হাত ধরে তাকে ভবানী জেনে শিবকে দান করে দিলেন।

পানি-গ্রহন জব কীন্হ মহেসা * হিয় হরষে তব সকল সুরেসা।
বেদ মন্ত্র মুনিবর উচ্চরহীঁ * জয় জয় জয় সঙ্কর সুর করহীঁ॥

শিব যখন তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন তখন দেবতাদের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল। মুনিরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন আর দেবতারা শিবের জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

বাজহিঁ বাজন বিবিধ বিধানা * সুমন বৃষ্টি নভ ভৈ বিধি নানা।
হর গিরিজা কর ভয়উ বিবাহু * সকল ভুবন ভরী রহা উছাহু॥

নানারকম বাজনা বাজতে লাগল, আকাশ থেকে নানারকম পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। শিব আর পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হল। সমস্ত পৃথিবীতে আনন্দ ছেয়ে গেল।

দাসী দাস তুরগ রথ নাগা ॥ ধেনু বসন মনি বস্তু বিভাগা।
অন্ন কনক ভাজন ভরি জানা ॥ দাইজ দীন্হ ন জাই বখানা॥

দাসদাসী, অশ্ব, গজ, ধেনু, বসন, মণি, সোনার পাত্রে অন্ন ইত্যাদি এত যৌতুক দিলেন যার বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

ছন্দ॰ দাইজ দিয়ো বহু ভাঁতি পুনি কর জোরি হিমভূধর কহ্যো।
কা দেউঁ পূরন কাম সংকর চরন পঙ্কজ গহি রহ্যো॥
সিব কৃপা সাগর সসুর কর সন্তোষু সব ভাঁতিহি কিয়ো।
পুনি গহে পদ পাথোজ ময়নাঁ প্রেম পরিপূরন হিয়ো॥

নানারকম যৌতুক দিয়ে দিলেন, কিন্তু হাত জোড় করে বললেন, হে শঙ্কর, তুমি পূর্ণকাম, তোমাকে আমি কী দিতে পারি? এই বলে শিবের চরণপদ্ম ধারণ করলেন। তখন করুণাসিন্ধু শিব শ্বশুরকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করলেন। তারপর রাণী মেনকা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শিবের চরণপদ্ম স্পর্শ করলেন।

দো॰ নাথ উমা মম প্রান সম, গৃহ কিঙ্করী করেহু।
ছমেহু সকল অপরাধ অব, হোই প্রসন্ন বরু দেহু॥ ১১০

বললেন, হে নাথ! উমা আমার প্রাণপ্রিয়, একে তোমার ঘরের দাসী বানিয়ো। আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে প্রসন্ন হয়ে বর দাও।

চৌ॰ বহু বিধি সম্ভু সাসু সমুঝাঈ ॥ গবনী ভবন চরন সিরু নাঈ।
জননী উমা বোলি তব লীন্হী ॥ লৈ উছঙ্গ সুন্দর সিখ দীন্হী॥

শিব নানাভাবে শ্বশ্রূমাতাকে প্রবোধ দিলেন। তিনি চরণে মাথা নত করে চলে গেলেন। তারপর পার্বতীকে ডেকে তাঁকে কোলে বসিয়ে সুন্দর উপদেশ দিলেন—

করেহু সদা সঙ্কর পদ পূজা ॥ নারিধরমু পতি দেউ ন দূজা।
বচন কহত ভরে লোচন বারী ॥ বহুরি লাউ উর লীন্হি কুমারী॥

তুমি সর্বদা শিবের চরণ বন্দনা করবে, নারীধর্মে পতি ছাড়া অন্য দেবতা নাই। কথা বলতে গিয়ে চোখ ভরে গেল জলে, আর তিনি কন্যাকে বুকে টেনে নিলেন।

কত বিধি সৃজী নারি জগ মাহীঁ ॥ পরাধীন সপনেহুঁ সুখ নাহীঁ।
ভৈ অতি প্রেম বিকল মহতারী ধীরজু কীন্হ কুসময় বিচারী॥

বিধাতা জগতে নারীকে কেন সৃষ্টি করলেন ? যে পরাধীন স্বপ্নেও তো তার সুখ নেই। মেনকা স্নেহে অত্যন্ত বিচলিত হলেন, সময়টা ভালো নয় বিবেচনা করে ধৈর্য ধারণ করলেন।

পুনি পুনি মিলতি পরতি গহি চরনা * পরম প্রেমু কছু জাই ন বরনা।
সব নারিহ্ন মিলি ভেটি ভবানী * জাই জননি উর পুনি লপটানী ॥

মেনকা বারবার দেখা করে পার্বতীর চরণ স্পর্শ করছিলেন : উচ্ছ্বসিত স্নেহ, যা অবর্ণনীয়। সব স্ত্রীলোকেরা মিলে পার্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, পার্বতী আবার গিয়ে মায়ের বুকে লগ্ন হলেন।

ছন্দ॰ জননিহি বহুরি মিলি চলি উচিত অসীস সব কাহূ দঈ।
ফিরি ফিরি বিলোকতি মাতু তন তব সখী লৈ সিব পহি গঈ ॥
জাচক সকল সন্তোষি সঙ্করু উমা সহিত ভবন চলে।
সব অমর হরষে সুমন বরষি নিসান নভ বাজে ভলে ॥

মায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে চললেন পার্বতী, সেই সময় সকলে যোগ্য আশীর্বাদ জানালেন। পার্বতী বারবার ফিরে মাকে দেখলেন, সখীরা তাঁকে শিবের কাছে নিয়ে গেলেন। শিব প্রার্থীদের সন্তুষ্ট করে পার্বতীকে নিয়ে গৃহে রওনা হলেন, দেবতারা প্রসন্ন হলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি করে বাদ্য বাজাতে লাগলেন।

দো॰ চলে সঙ্গ হিমবন্তু তব, পহুঁচাবন অতি হেতু।
বিবিধ ভাঁতি পরিতোষু করি, বিদা কীহ্ন বৃষকেতু ॥ ১০১

তখন হিমালয় অত্যন্ত স্নেহে তাঁকে কিছুদূর পৌঁছে দিতে এলেন। শিব নানাভাবে তাঁকে প্রসন্ন করে বিদায় দিলেন।

শিবের কৈলাসযাত্রা

চৌ॰ তুরত ভবন আএ গিরিরাঈ * সকল সৈল সর লিয়ে বোলাঈ।
আদর দান বিনয় বহু মানা * সব কর বিদা কীহ্ন হিমবানা ॥

হিমালয় শিগ্‌গিরই ঘরে ফিরে এলেন, সমস্ত পর্বত ও সরোবরদের ডাকলেন। সাদরে এবং বহু বিনয় ও সম্মান দেখিয়ে তাঁদের বিদায় দিলেন।

জবহি সম্ভু কৈলাসহিঁ আএ * সুর সব নিজ নিজ লোক সিধাএ।
জগত মাতু পিতু সম্ভু ভবানী * তেহিঁ সিঙ্গারু ন কহউঁ বখানী ॥

যখন শিব কৈলাসে এলেন তখন সব দেবতা যাঁর-যাঁর লোকে চলে গেলেন। শিবপার্বতী জগতের মাতাপিতা, তাই তাঁদের শৃঙ্গার আমি বর্ণনা করব না।

করহিঁ বিবিধ বিধি ভোগ বিলাসা ॥ গনহ্ন সমেত বসহিঁ কৈলাসা।
হর গিরিজা বিহার নিত নয়উ ॥ এহি বিধি বিপুল কাল চলি গয়উ ॥

শিব ও পার্বতী নানারকম ভোগবিলাসের মধ্যে প্রমথদের সঙ্গে কৈলাসে বাস করতে লাগলেন। নিত্যনূতন বিহার করে কাটল তাঁদের। এই ভাবে বহু সময় গত হল।

তব জনমেউ ষটবদন কুমারা ॥ তারকু অসুর সমর জেহিঁ মারা।
আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা ॥ ষন্মুখ জন্মু সকল জন জানা ॥

তারপর ষড়ানন কার্তিকের জন্ম হল যিনি যুদ্ধে তারকাসুর বধ করেছিলেন। আগম নিগম ও পুরাণে প্রসিদ্ধ ষড়াননের জন্মকথা সমস্ত জগৎই জানে।

ছন্দ॰ জগু জান ষন্মুখ জন্মু কর্মু প্রতাপু পুরুষারথু মহা।
তেহি হেতু মৈঁ বৃষকেতু সুতকর চরিত সংছেপহিঁ কহা ॥
য়হ উমা সম্ভু বিবাহু জে নর নারি কহহিঁ জে গাবহীঁ।
কল্যান কাজ বিবাহ মঙ্গল সর্বদা সুখু পাবহীঁ ॥

কার্তিকের জন্ম, কর্ম, প্রতাপ এবং পুরুষকারের কথা জগৎ জানে তাই আমি বৃষকেতুর সন্তানের কথা সংক্ষেপে বলেছি। এই উমা আর শিবের বিবাহের কথা যে নরনারী বলবে বা গাইবে শুভকাজে এবং বিবাহমঙ্গলে সর্বদা সুখ পাবে।

দো॰ চরিত সিন্ধু গিরিজা রমন, বেদ ন পাবহিঁ পারু।
বরনৈ তুলসীদাসু কিমি, অতি মতিমন্দ গবাঁরু ॥১১২

শিবের চরিত সমুদ্রের মতো, বেদও তার পার পান না, অল্পবুদ্ধি গেঁয়ো তুলসীদাস তা কি করে বর্ণনা করবে?

চৌ॰ সম্ভু চরিত সুনি সরস সুহাবা ॥ ভরদ্বাজ মুনি অতি সুখ পাবা ॥
বহু লালসা কথা পর বাঢ়ী ॥ নয়নহ্নি নীরু রোমাবলি ঠাঢ়ী ॥

শিবের সরল সুন্দর চরিতকথা শুনে ভরদ্বাজমুনি অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন, কথা শুনে তা বেশি করে শোনবার ইচ্ছে হল তাঁর, নয়নে বইল অশ্রু, রোমাঞ্চিত হল দেহ।

প্রেম বিবস মুখ আব ন বানী ॥ দসা দেখি হরষে মুনি গ্যানী।
অহো ধন্য তব জন্মু মুনীসা ॥ তুম্হহি প্রান সম প্রিয় গৌরীসা ॥

তিনি প্রেমে বিহ্বল, তাই কথা আসছে না মুখে। তাঁর এই দশা দেখে জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, বললেন, হে মুনীন্দ্র, তোমার জন্ম ধন্য, তুমিই গৌরীশ্বরের (শিবের) প্রাণপ্রিয়।

সিব পদ কমল জিন্হহি রতি নাহীঁ * রাম হি তে সপনেহুঁ ন সোহাহীঁ।
বিনু ছল বিস্বনাথ পদ নেহূ * রাম ভগত কর লচ্ছন এহূ॥

শিবের চরণপদ্মে যাদের মন নাই, তাদেকে রামচন্দ্রের স্বপ্নেও ভালো লাগে না। শিবের চরণে নিষ্কাম স্নেহ, এই হচ্ছে প্রকৃত রামভক্তের লক্ষণ।

সিব সম কো রঘুপতি ব্রতধারী * বিনু অঘ তজী সতী অসি নারী।
পনু করি রঘুপতি ভগতি দেখাই * কো সিব সম রাম হি প্রিয় ভাঈ॥

শিবের মতো রামব্রতে অচঞ্চল আর কে আছে, যিনি বিনা দোষে সতীর মতো স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন, পণ করে তিনি রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভক্তি দেখালেন। তাই শিবের মতো রামচন্দ্রের অত প্রিয় আর কে আছে, ভাই?

দো॰ প্রথমহিঁ মৈঁ কহি সিব চরিত, বুঝা মরমু তুম্হার।
সুচি সেবক তুম্হ রাম কে, রহিত সমস্ত বিকার॥১১৩

প্রথমেই আমি শিবচরিত শুনিয়ে তোমার মনের কথা বুঝেছি। বুঝেছি তুমি রামচন্দ্রের পবিত্র সেবক এবং সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত।

চৌ॰ মৈঁ জানা তুম্হার গুন সীলা * কহউঁ সুনহু অব রঘুপতি লীলা।
সুনি মুনি আজু সমাগম তোরেঁ * কহি ন জাই জস সুখ মন মোরেঁ॥

আমি তোমার গুণ আর স্বভাব জেনেছি। এবারে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা তোমাকে শোনাব। হে মুনি! শোনো, আজ তোমার আগমনে আমার মনে যে আনন্দ হয়েছে তা বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না।

রামচরিত অতি অমিত মুনীসা * কহি ন সকহিঁ সতকোটি অহীসা।
তদপি জথাশ্রুত কহউঁ বখানী * সুমির গিরাপতি প্রভু ধনুপানী॥

হে মুনীশ্বর, রামচরিত অসীম, অনন্ত। একশো কোটি অনন্তনাগও তা বলতে পারবে না। তবুও বাক্‌পতি প্রভু রামচন্দ্রকে স্মরণ করে যেমন শুনেছি তেমনি ভাবেই বর্ণনা করে বলব।

সারদ দারুনারি সম স্বামী * রামু সূত্রধর অন্তরজামী।
জেহি পর কৃপা করহি জনু জানী * কবি উর অজির নচাবহিঁ বানী॥

সরস্বতী কাঠের পুতুলের মতো, আর অন্তর্যামী প্রভু রামচন্দ্র সূত্রধরের মতো, নিজের ভক্ত বলে যে-কবির উপর উনি করুণা করেন তার হৃদয় অঙ্গনে তিনি সরস্বতীকে নাচান।

প্রণবউঁ সোই কৃপাল রঘুনাথা * বরনউঁ বিসদ তাসু গুন গাথা।
পরম রম্য গিরিবরু কৈলাসূ * সদা জহাঁ সিব উমা নিবাসূ॥

সেই করুণাময় রামচন্দ্রকে প্রণাম করছি এবং তাঁরই উজ্জ্বল চরিত্র বর্ণনা করছি। গিরিবর কৈলাস বড়োই মনোরম যেখানে সর্বদাই শিব ও পার্বতী বাস করেন।

দো॰ সিদ্ধ তপোধন জোগিজন, সুর কিন্নর মুনি বৃন্দ।
বসহিঁ তহাঁ সুকৃতী সকল, সেবহিঁ সিব সুখকন্দ॥১১৮

সিদ্ধ, তপস্বী, যোগী, দেবতা, কিন্নর আর মুনিরা সবাই ঐ কৈলাসপর্বতে বাস করেন এবং আনন্দমূল শিবের সেবা করেন।

চৌ॰ হরি হর বিমুখ ধর্ম রতি নাহীঁ * তে নর তহঁ সপনেহুঁ নহি জাহীঁ।
তেহি গিরি পর বট বিটপ বিসালা * নিত নূতন সুন্দর সব কালা॥

হরি ও হরে যারা বিমুখ, ধর্মে যাদের প্রীতি নেই তারা ওখানে যেতে পারে না। এই পর্বতে বিশাল এক বট গাছ আছে যা নিত্য নূতন এবং সর্বদা সুন্দর থাকে।

ত্রিবিধ সমীর সুসীতলি ছায়া * সিব বিশ্রাম বিটপ শ্রুতি গায়া।
এক বার তেহি তর প্রভু গয়উ * তরু বিলোকি উর অতি সুখ ভয়উ॥

সেখানে (শীতল, ধীর এবং সুগন্ধ) তিনরকম বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ গাছের ছায়া শীতল, শিবের বিশ্রাম-তরু বলে তা কীর্তিত। একবার প্রভু সেখানে গেলেন, গাছটি দেখে তার মনে খুব আনন্দ হল।

নিজ কর ডাসি নাগরিপু ছালা * বৈঠে সহজহিঁ সম্ভু কৃপালা।
কুন্দ ইন্দু দর গৌর সরীরা * ভুজ প্রলম্ব পরিধন মুনি চীরা॥

নিজের হাতে বাঘছাল বিছিয়ে সহজভাবে বসলেন শিব। কুন্দ ইন্দু এবং শঙ্খের মতো শুভ্র তাঁর শরীর, দীর্ঘ তাঁর বাহু, পরিধানে বল্কল।

তরুন অরুন অম্বুজ সম চরনা * নখ দ্যুতি ভগত হৃদয় তম হরনা।
ভুজগ ভূতি ভূষন ত্রিপুরারী * আননু সরদ চন্দ ছবি হারী॥

তরুণ রাঙা পদ্মের মতো তাঁর চরণ, নখের দীপ্তি ভক্তহৃদয়ের অন্ধকার দূর করে। ভুজঙ্গ আর ভস্ম তাঁর অলঙ্কার। তাঁর মুখ যেন শরৎচন্দ্রের কান্তি হরণ করছে।

দো॰ জটা মুকুট সুর সরিত সির, লোচন নলিন বিসাল।
নীলকণ্ঠ লাবন্য নিধি, সোহ বাল বিধু ভাল ॥১১৫

জটা হল তাঁর মুকুট, মাথায় গঙ্গা, বিশাল কমলের মতো নয়ন, নীল তাঁর কণ্ঠ; ললাটে বালচন্দ্র। তিনি সৌন্দর্যের আধার।

চৌ॰ বৈঠে সোহ কামরিপু কৈসেঁ * ধরেঁ সরীরু সান্তরসু জৈসেঁ।
পারবতী ভল অবসরু জানী * গঈ সম্ভু পহিঁ মাতু ভবানী ॥

কামদেবের সেই শত্রু এমন সুন্দরভাবে বসে আছেন যে দেখে মনে হচ্ছে শান্তরস যেন শরীর ধারণ করেছে। মা ভবানী ঠিক অবসর বুঝে তাঁর কাছে গেলেন।

পার্বতীসংবাদ

জানি প্রিয়া আদরু অতি কীন্হা * বাম ভাগ আসনু হর দীন্হা।
বৈঠী সিব সমীপ হরষাঈ * পূরব জন্ম কথা চিত আঈ ॥

প্রিয়া এসেছে জেনে খুব আদর করলেন শিব, তাঁকে বাম ভাগে আসন দিলেন। আনন্দিত হয়ে শিবের কাছে বসলেন পার্বতী। পূর্ব জন্মের কথা মনে এল তাঁর।

পতি হিয় হেতু অধিক অনুমানী * বিহসি উমা বোলী প্রিয়বানী।
কথা জো সকল লোক হিতকারী * সোই পূছন চহ সৈলকুমারী ॥

পতিহৃদয়ে স্নেহের আধিক্য অনুমান করে উমা হেসে প্রিয়কথা বললেন। যে-কথা সমস্ত লোকে হিতকর সেই কথাই পার্বতী জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন।

বিশ্বনাথ মম নাথ পুরারী * ত্রিভুবন মহিমা বিদিত তুম্হারী।
চর অরু অচর নাগ নর দেবা * সকল করহিঁ পদ পঙ্কজ সেবা ॥

হে বিশ্বনাথ, হে আমার পতি, ত্রিভুবনের মহিমা তুমি জানো। চর, অচর, নাগ, নর ও দেবতা সকলেই তোমার পদপঙ্কজ সেবা করে।

দো॰ প্রভু সমরথ সর্বগ্য সিব, সকল কলাগুন ধাম।
জোগ গ্যান বৈরাগ্য নিধি, প্রনত কল্পতরু নাম ॥ ১১৬

প্রভু শঙ্কর। তুমি সমর্থ, সর্বজ্ঞ এবং সমস্ত কলাগুণের ধাম; যোগ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আধার তুমি। তোমার নাম প্রণতদের (শরণাগতদের) কাছে কল্পবৃক্ষের মতো।

জৌ মোপর প্রসন্ন সুখরাসী * জানিঅ সত্য মোহি নিজ দাসী।
তৌ প্রভু হরহু মোর অগ্যানা * কহি রঘুনাথ কথা বিধি নানা ॥

হে সুখরাশি! যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকো এবং আমাকে তোমার দাসী বলে মনে কর তা হলে, হে প্রভু! শ্রীরামচন্দ্রের নানা কথা বলে আমার অজ্ঞান দূর করো।

জাসু ভবন সুরতরু তর হোঈ * সহি কি দরিদ্র জনিত দুখু সোঈ।
সসিভূষন অস হৃদয় বিচারী * হরহু নাথ মম মতি ভ্রম ভারী।

যাঁর ঘর কল্পতরুর নিচে সে কি দারিদ্র্যজনিত দুঃখ সহ্য করে? হে শশিভূষণ, হে নাথ, একথা মনে মনে বিচার করে আমার এই দৃঢ়বদ্ধ মতিভ্রম দূর করো।

প্রভু জে মুনি পরমারথবাদী * কহহিঁ রাম কহুঁ ব্রহ্ম অনাদি।
সেষ সারদা বেদ পুরানা * সকল করহিঁ রঘুপতি গুন গানা॥

হে প্রভু যাঁরা পরমার্থবাদী মুনি তাঁরা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে আদি ব্রহ্ম বলেন। অনন্তনাগ, সরস্বতী, বেদ ও পুরাণ সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করেন।

তুম্হ পুনি রাম রাম দিন রাতী * সাদর জপহু অনঙ্গ আরাতী।
রামু সো অবধ নৃপতি সুত সোঈ * কী অজ অগুন অলখগতি কোঈ॥

হে অনঙ্গরিপু, তুমিও তো দিনরাত রামনাম জপ করো, এই রাম কি ঐ অযোধ্যাপতির পুত্র না কি জন্মরহিত নির্গুণ, অলক্ষ্যগতি অন্য কেউ?

দো০ জৌঁ নৃপ তনয় ত ব্রহ্ম কিমি, নারি বিরহঁ মতি ভোরি
দেখি চরিত মহিমা সুনত, ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি॥ ১০৮

যদি তিনি রাজপুত্র হন, তাহলে ব্রহ্ম হবেন কেমন করে? তাহলে পত্নীবিচ্ছেদে তাঁর মন এমন বিচলিত হবে কেন? তাঁর চরিত্র দেখে আর মহিমার কথা শুনে আমার বুদ্ধিও অত্যন্ত বিভ্রান্ত।

চৌ০ জৌঁ অনীহ ব্যাপক বিভু কোউ * কহহু বুঝাই নাথ মোহি সোউ।
অগ্য জানি রিস উর জনি ধরহূ * জেহি বিধি মোহ মিটৈ সোই করহূ॥

যদি অন্য কোন অনীহ, ব্যাপক ব্রহ্ম থাকেন তবে, হে নাথ, আমাকে বুঝিয়ে বলো। আমাকে মূর্খ জেনে হৃদয়ে ক্রোধ না রেখে যাতে আমার অজ্ঞান দূর হয় তাই করো।

মৈঁ বন দীখি রাম প্রভুতাঈ * অতি ভয় বিকল ন তুম্হহি সুনাঈ।
তদপি মলিন মন বোধু ন আবা * সো ফলু ভলী ভাঁতি হম পাবা॥

আমি বনে শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব দেখেছি। অত্যন্ত ভয়ে বিচলিত হয়ে তোমাকে বলি নি। মনে মালিন্য থাকায় বোধশূন্য ছিলাম। তার ফল আমি ভালো করেই পেয়েছি।

অজহুঁ কছু সংসউ মন মোরেঁ * করহু কৃপা বিনবউঁ কর জোঁরে।
প্রভু তব মোহি বহু ভাঁতি প্রবোধা * নাথ সো সমুঝি করহু জনি ক্রোধা ॥

এখনও আমার মনে কিছু সন্দেহ আছে। আমার উপর কৃপা করো। আমি হাত জোড় করে মিনতি করছি। হে প্রভু! তুমি ঐ সময় নানাভাবে আমাকে বুঝিয়েছিলে। এ কথা মনে করে তুমি ক্রুদ্ধ হোয়ো না।

তব কর অস বিমোহ অব নাহীঁ * রাম কথা পর রুচি মন মাহীঁ।
কহহু পুনীত রাম গুন গাথা * ভুজগরাজ ভূষন সুরনাথা ॥

তখনকার মতো মোহ আমার এখন নেই, রামকথা শুনতে এখন আমার অন্তরে বাসনা। হে নাগরাজভূষণ, হে সুরনাথ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র গুণের কথা বলো।

দো॰ বন্দউঁ পদ ধরি ধরনি সিরু, বিনয় করুউঁ কর জোরি।
বরনহু রঘুবর বিসদ জসু, শ্রুতি সিদ্ধান্ত নিচোরি ॥ ১১৮

মাটিতে মাথা রেখে তোমার চরণ বন্দনা করছি, করজোড়ে তোমাকে মিনতি করছি। তুমি বৈদিক সিদ্ধান্তের সার গ্রহণ করে রঘুনাথের বিমল যশ বর্ণনা করো।

চৌ॰ জদপি জোষিতা নহিঁ অধিকারী * দাসী মন ক্রম বচন তুম্হারী।
গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ * আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ ॥

যদিও আমি নারী বলে বেদতত্ত্ব শোনার অধিকারিণী নই। তবু মন, কর্ম আর বচনে আমি তোমার দাসী। সাধু যদি আর্ত অধিকারী পান তাহলে গূঢ় তত্ত্বও গোপন করেন না।

অতি আরতি পূছউঁ সুররায়া * রঘুপতি কথা কহহু করি দায়া।
প্রথম সো কারণ কহহু বিচারী * নির্গুন ব্রহ্ম সগুন বপু ধারী ॥

হে দেবেশ্বর, অত্যন্ত কাতর হয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। কৃপা করে তুমি শ্রীরামচন্দ্রের কথা বলো। প্রথমে সেই কারণটি বিচার করে বলো যার জন্যে নির্গুণ ব্রহ্ম হয়েও তিনি সগুণ হলেন এবং শরীর ধারণ করলেন।

সুনি প্রভু কহহু রাম অবতারা * বাল চরিত পুনি কহহু উদারা।
কহহু জথা জানকী বিবাহীঁ * রাজ তজা সো দূষণ কাহীঁ ॥

তারপর, হে প্রভু, শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের কথা বলো, এবং উদার বালচরিত্রের বর্ণনা দাও। কেমন করে জানকীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় হল তা বলো আর তিনি যে রাজ্য ত্যাগ করলেন তাই বা কোন্ দোষে সে সব শোনাও।

বন বসি কীন্হে চরিত অপারা * কহহু নাথ জিমি রাবন মারা।
রাজ বৈঠি কীন্হী বহু লীলা * সকল কহহু সঙ্কর সুখ সীলা॥

বনবাসের সময় যে অনেক কিছু ঘটল এবং কেমন করে রাবণ বধ করলেন সব বলো। হে সুখশীল শঙ্কর! শ্রীরামচন্দ্র রাজসিংহাসনে বসে বহু লীলা করেছিলেন সে সবও বলো।

দো॰ বহুরি কহহু করুনায়তন, কীন্হ জো অচরজ রাম।
প্রজা সহিত রঘুবংস মনি, কিমি গবনে নিজ ধাম॥ ১১৯

হে করুণানিধি! রামচন্দ্র যেসব অদ্ভুত কাজ করেছিলেন সে সব বলো। রঘুবংশমণি প্রজাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কেমন করে নিজধাম বৈকুণ্ঠে গেলেন তাও বলো।

চৌ॰ পুনি প্রভু কহহু সো তত্ত্ব বখানী * জেহিঁ বিগ্যান মগন মুনি গ্যানী।
ভগতি গ্যান বিগ্যান বিরাগা * পুনি সব বরনহু সহিত বিভাগা॥

হে প্রভু, সেই তত্ত্ব বর্ণনা করো যার স্মরণে মুনি ও জ্ঞানী সর্বদা মগ্ন থাকেন। তুমি শ্রেণীভেদসহ ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান আর বৈরাগ্যের বর্ণনা করো।

ঔরউ রাম রহস্য অনেকা * কহহু নাথ অতি বিমল বিবেকা।
জো প্রভু মৈঁ পূছা নহিঁ হোঈ * সোউ দয়ালু রাখহু জনি গোঈ॥

হে প্রভু, শ্রীরামচন্দ্রের অন্যান্য যে সব রহস্য তাও বলো। তোমার জ্ঞান নির্মল, আমি যা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, তাও তুমি আমার কাছে গোপন রেখো না।

তুম্হ ত্রিভুবন গুরু বেদ বখানা * আন জীব পাঁবর কা জানা।
প্রস্ন উমা কৈ সহজ সুহাঈ * ছল বিহীন সুনি সিব মন ভাঈ॥

বেদ তোমাকে ত্রিলোকের গুরু বলেছেন। অন্য তুচ্ছ জীব এ রহস্যের কী জানবে? পার্বতীর সহজসুন্দর অকপট প্রশ্ন শুনে শিবের ভালো লাগল।

হর হিয়ঁ রামচরিত সব আএ * প্রেম পুলক লোচন জল ছাএ।
শ্রীরঘুনাথ রূপ উর আবা * পরমানন্দ অমিত সুখ পাবা।

শিবের হৃদয়ে সমস্ত রামচরিত এল, প্রেমানন্দে চোখে এল জল, শ্রীরামচন্দ্রের রূপ এল হৃদয়ে, তিনি পরম আনন্দ এবং পরম সুখ পেলেন।

দো॰ মগন ধ্যান রস দণ্ড জুগ, পুনি মন বাহের কীন্হ।
রঘুপতি চরিত মহেস তব, হরষিত বরনৈ লীন্হ॥১২০

শিব দুইঘড়ি ধ্যানরসে মগ্ন রইলেন তারপর মনকে ধ্যান থেকে মুক্ত করলেন এবং আনন্দিত হয়ে রামচরিত বর্ণনা করতে লাগলেন।

চৌ॰ ঝুঠেউ সত্য জাহি বিনু জানেঁ * জিমি ভুজঙ্গ বিনু রজু পহিচানেঁ।
জেহি জানেঁ জগ জাঈ হেরাঈ * জাগেঁ জথা সপন ভ্রম জাঈ॥

(বললেন সেই কথা) যা না জানলে মিথ্যাকেও সত্য বলে মনে হয়, রজ্জুকেও সর্প বলে ভ্রম হয়, যা জানলে সংসার অসার মনে হয়, (ঘুম থেকে) জেগে উঠলে যেমন স্বপ্নকে ভ্রান্তি বলে মনে হয়।

বন্দউ বালরূপ সোই রামূ * সব সিধি সুলভ জপত জিসু নামূ।
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী * দ্রবউ সো দসরথ অজির বিহারী॥

সেই রামচন্দ্রের বালকরূপকে বন্দনা করি যে নাম জপ করলে সমস্ত সিদ্ধি হয় সুলভ, মঙ্গলের আধার এবং অমঙ্গলহারী, দশরথের অঙ্গনবিহারী তিনি (সেই বালকরূপী রাম) আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

করি প্রনাম রামহি ত্রিপুরারী * হরষি সুধা সম গিরা উচারী।
ধন্য ধন্য গিরিরাজ কুমারী * তুম্হ সমান নহিঁ কোউ উপকারী॥

শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে প্রসন্ন হয়ে ত্রিপুরারি শিব অমৃতবাণী উচ্চারণ করলেন: হে গিরিরাজকন্যা, তুমি ধন্য। তোমার মতো উপকারী কেউ নেই।

পূঁছেহু রঘুপতি কথা প্রসঙ্গা * সকল লোক জগ পাবনি গঙ্গা।
তুম্হ রঘুবীর চরন অনুরাগী * কীন্হিহু প্রস্ন জগত হিত লাগী॥

তুমি রঘুপতির কথাপ্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছ যা সমস্ত সংসারকে পবিত্র করে দেয়। রঘুবীরের চরণে অনুরাগী হয়ে তুমি জগতের মঙ্গলের জন্যে এ প্রশ্ন করেছ।

দো॰ রাম কৃপা তেঁ পারবতি * সপনেহুঁ তব মন মাহিঁ।
সোক মোহ সন্দেহ ভ্রম * মম বিচার কছু নাহিঁ॥১২১

হে পার্বতী! রামচন্দ্রের কৃপায় স্বপ্নেও তোমার মনে শোক, মোহ সন্দেহ বা ভ্রান্তি কিছুই নাই।

চৌ॰ তদপি অসঙ্কা কীন্হিহু সোঈ * কহত সুনত সব কর হিত হোঈ।
জিন্হ হরিকথা সুনী নহিঁ কানা * শ্রবন রন্ধ্র অহিভবন সমানা॥

তবুও তুমি যে সংশয় প্রকাশ করেছ, তা আলোচনা করলে এবং শুনলে সকলের কল্যাণ হয়। যে-কান হরিকথা শোনে নি সে-কান সাপের গর্তের মতো।

নয়নন্হি সন্ত দরস নহি দেখা ॥ লোচন মোর পংখ কর লেখা।

রিসতে কটু তুম্বরি সম তূলা ॥ জে ন নমত হরি গুর পদ মূলা ॥

চোখ দিয়ে যে সন্তদর্শন করে নি, তার চোখ ময়ূরের পাখায় আঁকা চোখের মতো। যে-মাথা হরি আর গুরুর চরণে নত হয় নি সে মাথা তেতো লাউয়ের-বর্ণের মতো।

জিন্হ হরি ভগতি হৃদয় নহি আনী ॥ জীবত সব সমান তেই প্রানী।

জো নহি করই রামগুন গানা ॥ জীহ সো দাদুর জীহ সমানা ॥

যারা নিজের হৃদয়ে হরিভক্তি ধারণ করে না, সেই সব প্রাণী বেঁচে থেকেও মৃতের মতো। যা রাম গুণ করে না সে জিভ সাপের জিভের মতোই।

কুলিস কঠোর নিঠুর সোই ছাতী ॥ সুনি হরি চরিত ন জো হরষাতী।

গিরিজা সুনহু রাম কৈ লীলা ॥ সুর হিত দনুজ বিমোহন সীলা ॥

সেই বুক বজ্রের মতো কঠোর এবং নিষ্ঠুর যা হরিচরিত শুনে প্রসন্ন হয় না। হে পার্বতী, শ্রীরামচন্দ্রের লীলা এমন যা দেবতাদের মঙ্গল করে এবং দৈত্যদের মোহিত করে।

দো০ রাম কথা সুরধেনু সম ॥ সেবত সবসুখ দানি।

সংত সমাজ সুরলোক সব ॥ কো ন সুনৈ অস জানি ॥১২২

রামকথা কামধেনুর মতো, সেবা করলে যা সমস্ত সুখ দেবে। একথা জেনে, সন্ত সমাজ আর সুরলোকের এমন কে আছে যে তা শুনবে না?

চৌ০ রাম কথা সুন্দর করতারী ॥ সংসয় বিহগ উড়াব নিহারী।

রাম কথা কলি বিটপ কুঠারী ॥ সাদর সুনু গিরিরাজ কুমারী ॥

রামকথা সুন্দর হাতের তালি যা সন্দেহের পাখিকে উড়িয়ে দেয়। রামকথা কলিযুগের তরুকে কুঠারের মতো। হে পার্বতী, একথা সাদরে শোনো।

রাম নাম গুন চরিত সুহাএ ॥ জনম করম অগনিত শ্রুতি গাএ।

জথা অনন্ত রাম ভগবানা ॥ তথা কথা কীরতি গুন গানা ॥

বেদ বলেছেন রামের নাম, গুণ সুচরিত, জন্ম, কর্ম এসব সংখ্যাতীত। ভগবান রাম যেমন অনন্ত, তাঁর কথা, কীর্তি এবং গুণগানও তেমনি অনন্ত।

তদপি জথা শ্রুত জসি মতি মোরী ॥ কহিহউঁ দেখি প্রীতি অতি তোরী।

উমা প্রস্ন তব সহজ সুহাঈ ॥ সুখদ সন্ত সম্মত মোহি ভাঈ ॥

তবু আমি যেমন শুনেছি আর আমার যেমন বুদ্ধি তাতে যতটা সম্ভব তোমার অনুরোধ

দেখে, আমি ততটাই বলছি। হে পার্বতী! তোমার প্রশ্ন সহজ, সুন্দর, সুখদ এবং শাস্ত্রসম্মত। আমার ভালো লেগেছে।

এক বাত নহিঁ মোহি সোহানী * জদপি মোহ বস কহেহু ভবানী।
তুম্হ জো কহা রাম কেউ আনা * জেহি শ্রুতি গাব ধরহিঁ মুনি ধ্যানা।

একটা কথা আমার ভালো লাগে নি, যদিও মোহবশেই তুমি তা বলেছ। তুমি জিজ্ঞাসা করছ সেই রাম কি অন্য কেউ, বেদ যাঁর গান করেন, মুনিজন যাঁর ধ্যান করেন?

দো॰ কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর, গ্রসে জে মোহি পিসাচ।
পাখণ্ডী হরিপদ বিমুখ, জানহিঁ ঝুঠ ন সাচ। ১১৩

এমন কথা অধম মানুষই বলে বা শোনে যাকে মোহপিশাচ গ্রাস করেছে, যে পাষণ্ড হয়ে হরিচরণে বিমুখ আর সত্যমিথ্যার ভেদাভেদ যে জানে না।

চৌ॰ অগ্য অকোবিদ অন্ধ অভাগী * কাঈ বিষয় মুকুর মন লাগী।
লম্পট কপট কুটিল বিসেষী * সপনেহু সন্ত সভা নহিঁ দেখী॥

যারা অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ ও হতভাগা, যাদের মনের দর্পণে বিষয়ের মালিন্য লেগেছে, যারা লম্পট, প্রতারক, এবং কুটিল, (তারাই একথা বলে)।

কহহিঁ তে বেদ অসম্মত বাণী * জিন্হকে সূঝ লাভু নহিঁ হানী।
মুকুর মলিন অরু নয়ন বিহীনা * রাম রূপ দেখহিঁ কিমি দীনা॥

লাভলোকসান সম্বন্ধে যাদের কোন বোধ নেই তারাই এই বেদবিরোধী কথা বলে। চোখ নেই, আয়না মলিন; রামের রূপ সেই ভাগ্যহীনেরা দেখবে কি করে?

জিন্হকে অগুন ন সগুন বিবেকা * জল্পহিঁ কল্পিত বচন অনেকা।
হরি মায়া বস জগত ভ্রমাহীঁ * তিন্হহি কহত কছু অঘটিত নাহীঁ॥

যাদের সগুণ নির্গুণের জ্ঞান নাই, যারা নানারকম মনগড়া কথা বলে, যারা শ্রীহরির মায়াবশে জগতে বিচরণ করে তাদের পক্ষে (নিন্দাত্মক) কিছু বলা অসম্ভব নয়।

বাতুল ভূত বিবস মতবারে * তেনহিঁ বোলহিঁ বচন বিচারে।
জিন্হ কৃত মহামোহ মদ পানা * তিন্হ কর কহা করিঅ, নহিঁ কানা॥

যারা বাতুল, ভূতগ্রস্ত, এবং প্রমত্ত তারা বিচার করে কথা বলতে পারে না। যারা মহামোহের মদিরা পান করেছে তাদের কথায় কান দিতে নেই।

সো॰ অস নিজ হৃদয়ঁ বিচারি, তজু সংসয় ভজু রাম পদ।
সুনু গিরিরাজ কুমারি, ভ্রম তম রবি কর বচন সম ॥১৬

এইভাবে মনে মনে বিচারবিবেচনা করে সংশয় ত্যাগ করে তা রামচরণে সমর্পণ করো। হে পার্বতী! সন্দেহের অন্ধকার দূর করবার জন্যে সূর্যকিরণের মতো আমার কথা শোনো।

চৌ॰ সগুনহি অগুনহি নহিঁ কছু ভেদা * গাবহিঁ মুনি পুরান বুধ বেদা।
অগুন অরূপ অলখ অজ জোঈ * ভগত প্রেম বস সগুন সো হোঈ ॥

সগুণ ও নির্গুণে কোন ভেদ নেই—মুনি, পুরাণ ও পণ্ডিতেরা একথা বলেন। যিনি নির্গুণ, রূপহীন, অলক্ষ্য এবং জন্মরহিত ভক্তের প্রেমবশে তিনিই সগুণ হন।

জো গুন রহিত সগুন সোই কৈসে * জলু হিম উপল বিলগ নহিঁ জৈসে।
জাসু নাম ভ্রম তিমির পতঙ্গা * তেহি কিমি কহিঅ বিমোহ প্রসঙ্গা ॥

যিনি নির্গুণ তিনি সগুণ হন কেমন করে? জল আর তুষারে যেমন ভেদ নেই, ব্যাপারটা সেই রকম। যার নাম ভ্রমান্ধকারের পক্ষে সূর্যের মতন তাঁর মোহের কথা কি করে বলতে পারা যাবে?

রাম সচ্চিদানন্দ দিনেসা * নহিঁ তহঁ মোহ নিসা লবলেসা।
সহজ প্রকাসরূপ ভগবানা * নহিঁ তহঁ পুনি বিগ্যান বিহানা ॥

শ্রীরামচন্দ্র সৎ চিৎ ও আনন্দরূপী সূর্য, সেখানে মোহরজনী হতে পারে না। ঈশ্বর স্বভাবতই প্রকাশ স্বরূপ, সেখানে তো আর জ্ঞান-প্রভাত হয় না।

হরষ বিষাদ গ্যান অগ্যানা * জীব ধর্ম অহমিতি অভিমানা।
রাম ব্রহ্ম ব্যাপক জগ জানা * পরমানন্দ পরেস পুরানা ॥

হর্ষ, শোক, জ্ঞান, অজ্ঞান, অহঙ্কার, অভিমান এসব জীবের ধর্ম। শ্রীরামচন্দ্র তো সাক্ষাৎ ব্যাপক পরব্রহ্ম, পরমানন্দ স্বরূপ এবং সর্বেশ্বর পুরাণ পুরুষ। এঁকে সমস্ত জগৎ জানে।

দো॰ পুরুষ প্রসিদ্ধ প্রকাস নিধি, প্রগট পরাবর নাথ।
রঘুকুলমনি মম স্বামি সোই * কহি সিব নায়উ মাথ ॥১২৪

শাস্ত্রে যে পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ, যিনি প্রকাশের আধার, যিনি স্বপ্রকাশ এবং সকলের প্রভু সেই রঘুবংশমণি শ্রীরামচন্দ্র আমার স্বামী। এই বলে শিব মাথা নত করলেন।

চৌ॰ নিজ ভ্রম নহিঁ সমুঝহিঁ অগ্যানী * প্রভু পর মোহ ধরহিঁ জড় প্রানী।
জথা গগন ঘন পটল নিহারী * ঝাঁপেউ ভানু কহহিঁ কুবিচারী॥

যারা অজ্ঞান তারা নিজের ভুল বোঝে না, প্রভুর উপরে নিজেদের অজ্ঞতা আরোপ করে, আকাশে ঘন মেঘাচ্ছাদন দেখে যেমন অবুঝ লোকে বলে—সূর্য ঢাকা পড়েছে।

চিতব জো লোচন অঙ্গুলি লাএঁ * প্রগট জুগল সসি তেহি কে ভাএঁ।
উমা রাম বিষইক অস মোহা * নভ তম ধূম ধূরি জিমি সোহা॥

চোখে আঙুল লাগিয়ে যে দেখে তার মনে হয় দুটো চাঁদ সে দেখছে। হে পার্বতী! শ্রীরামের সম্বন্ধে এই অজ্ঞানতা আকাশে ধোঁয়া, ধুলো আর অন্ধকার দেখার মতো।

বিষয় করন সুর জীব সমেতা * সকল এক তেঁ এক সচেতা।
সব কর পরম প্রকাসক জোঈ * রাম অনাদি অবধপতি সোঈ॥

বিষয়, ইন্দ্রিয়, দেবতা, এবং জীব এদের প্রত্যেকেই চেতন কিন্তু এসবের পরম প্রকাশ সেই অনাদি ব্রহ্ম অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র।

জগত প্রকাস্য প্রকাসক রামূ * মায়াধীস গ্যান গুন ধামূ।
জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া * ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া।

জগৎ প্রকাশ্য আর রামচন্দ্র প্রকাশ। তিনি মায়ার ঈশ্বর এবং জ্ঞান ও গুণের আধার, যাঁর সত্যতায় জড় মায়াও সত্য বলে মনে হয়।

দো॰ রজত সীপ মহুঁ ভাস জিমি, জথা ভানু কর বারি।
জদপি মৃষা তিহুঁ কাল সোই, ভ্রম ন সকই কোউ টারি॥১২৫

যেমন, ঝিনুককে ভুল ক'রে চাঁদ, আর সূর্যকিরণকে ভুল ক'রে জল বলে মনে হয়, যদিও তিনকালেও এ অসত্য, তবু এই ভ্রান্তিকে কেউ এড়াতে পারে না।

চৌ॰ এহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহঈ * জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ।
জোঁ সপনেঁ সির কাটৈ কোঈ * বিনু জাগেঁ ন দূরি দুখ হোঈ॥

এইভাবে জগৎ ভগবানের আশ্রয়ে থাকে। যদিও এ অসত্য তবু দুঃখ তো দেয়, যেমন, স্বপ্নে কেউ মাথা কেটে নিলে না জেগে ওঠা পর্যন্ত তার কষ্ট দূর হয় না।

জাসু কৃপাঁ অস ভ্রম মিটি জাঈ * গিরিজা সোই কৃপাল রঘুরাঈ।
আদি অন্ত কোউ জাসু ন পাবা * মতি অনুমানি নিগম অস গাবা॥

হে পার্বতী! যাঁর কৃপায় এই ভ্রান্তি দূর হয়, তিনি দয়ালু শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর আদি-অন্ত

কেউ পায় নি। বেদ নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী অনুমান করে যেটুকু পেয়েছেন তাই গেয়েছেন।

বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা * কর বিনু করম করই বিধি নানা।
আনন রহিত সকল রস ভোগী * বিনু বানী বকতা বড় জোগী॥

যেই ব্রহ্ম বিনা পায়ে চলেন, বিনা কানে শোনেন, বিনা হাতে নানারকম কাজ করেন, বিনা মুখে সব রসের স্বাদ গ্রহণ করেন, বিনা বচনে যোগ্য বক্তা এবং পরম যোগী।

তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা * গ্রহই ঘ্রান বিনু বাস অসেষা।
অসি সব ভাঁতি অলৌকিক করনী * মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরনী॥

দেহ ছাড়াই যিনি স্পর্শ করেন, চোখ ছাড়াই যিনি দেখেন, নাক ছাড়াই সমস্ত রকমের গন্ধ নেন, তাঁর ক্রিয়াকলাপ সবরকমে অলৌকিক। তাঁর মহিমা বলে শেষ করা যায় না।

দো০ জেহি ইমি গাবহিঁ বেদ বুধ, জাহি ধরহিঁ মুনি ধ্যান।
সোই দসরথ সুত ভগত হিত, কোসলপতি ভগবান॥ ১১৮

বেদ আর পণ্ডিত এইভাবে বর্ণনা করেন, এবং মুনিরা যাঁর ধ্যান করেন তিনি দশরথপুত্র, ভক্তহিতকারী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র।

চৌ০ কাসী মরত জন্তু অবলোকী * জাসু নাম বল করউঁ বিসোকী।
সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী * রঘুবর সব উর অন্তরজামী॥

কাশীতে কাউকে মরতে দেখে যাঁর নামের বলে আমি তাকে শোকহীন অর্থাৎ জন্মমরণের দুঃখ থেকে মুক্ত করি বিশ্বচরাচরের স্বামী তিনিই আমার প্রভু যিনি সব হৃদয়ের অন্তর্যামী।

বিবসহুঁ জাসু নাম নর কহহীঁ * জনম অনেক রচিত অঘ দহহীঁ।
সাদর সুমিরন জে নর করহীঁ * ভব বারিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥

বিবশ হয়েও যাঁর নাম উচ্চারণ করা মাত্র অনেক জন্মের পাপ ভস্ম হয়ে যায়, (সেই শ্রীরামচন্দ্র আমার প্রভু)। যে সাদরে প্রভুর নাম স্মরণ করে সে ভবসাগর গোষ্পদের মতো পার হয়।

রাম সো পরমাত্মা ভবানী * তহঁ ভ্রম অতি অবিহিত তব বানী।
অস সংসয় আনত উর মাহীঁ * গ্যান বিরাগ সকল গুন জাহীঁ॥

হে ভবানী! সেই পরমাত্মা রামচন্দ্র। তাঁর মধ্যে ভ্রান্তি আছে তোমার এ বলা অত্যন্ত অনুচিত। হৃদয়ে এমন সন্দেহ এলেই জ্ঞান বৈরাগ্য-আদি গুণ সব নষ্ট হয়।

শুনি সিব কে ভ্রম ভঞ্জন বচনা * মিটি গৈ সব কুতরক কৈ রচনা।
ভই রঘুপতি পদ প্রীতি প্রতীতী * দারুন অসম্ভাবনা বীতী॥

ভ্রমনাশক এই শিবকথা শুনে পার্বতীর সব কুতর্ক দূর হল, শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রীতি ও প্রত্যয় হল এবং অসম্ভাবনার চিন্তা (অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম হতে পারেন না এই সন্দেহ) দূর হল।

দো॰ পুনি পুনি প্রভুপদ কমল গহি, জোরি পঙ্করুহ পানি।
বোলীঁ গিরিজা বচন বর, মনহুঁ প্রেম রস সানি॥১২৭

বারবার শিবের চরণপদ্ম স্পর্শ ক'রে করপদ্ম যুক্ত ক'রে যেন প্রেমরসে স্নাত হয়ে সুন্দর কথা বললেন—

চৌ॰ সসি কর সম সুনি গিরা তুম্হারী * মিটা মোহ সরদা তপ ভারী।
তুম্হ কৃপাল সবু সংসউ হরেউ * রাম স্বরূপ জানি মোহি পরেউ॥

তোমার চন্দ্রকিরণের মতো শীতল বাণী শুনে শরতের রোদের মতো আমার অজ্ঞান দূর হল। হে করুণাময়, তুমি আমার সমস্ত সন্দেহ দূর করেছ, শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ আমি জানতে পারলাম।

নাথ কৃপা অব গয়উ বিষাদা * সুখী ভইউঁ প্রভু চরণ প্রসাদা।
অব মোহি আপনি কিঙ্করি জানী * জদপি সহজ জড় নারি অয়ানী॥

প্রভুকৃপায় আমার বিপদ দূর হয়েছে, প্রভুচরণের অনুগ্রহে আমি সুখী হয়েছি। যদিও আমি স্বভাবতই মূর্খ এবং অবুঝ নারী তবু এখন তুমি আমাকে নিজের দাসী ব'লে জেনো।

প্রথম জো মৈঁ পূছা সোই কহহূ * জৌঁ মো পর প্রসন্ন প্রভু অহহূ।
রাম ব্রহ্ম চিনময় অবিনাসী * সর্ব রহিত সব উর পুর বাসী॥
নাথ ধরেউ নরতনু কেহি হেতূ * মোহি সমুঝাই কহহু বৃষকেতূ।
উমা বচন সুনি পরম বিনীতা * রামকথা পর প্রীতি পুনীতা।

দো॰ হিয়ঁ হরষে কামারি তব, সঙ্কর সহজ সুজান।
বহু বিধি উমহি প্রসংসি পুনি, বোলে কৃপানিধান॥ ১২৮

হে নাথ! হে বৃষকেতু! যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকো তাহলে আমি যা প্রথমে জিজ্ঞাসা করছি তাই বলো। যে শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, চিন্ময়, অবিনাশী, সমস্ত মায়ামুক্ত

এবং সকলের হৃদয়পুরের অধিবাসী তিনি মানুষের দেহধারণ করলেন কেন, সে কথা আমাকে বুঝিয়ে বলো। রামের প্রতি প্রীতিতে পবিত্র পরম বিনীত উমাবচন শুনে স্বভাবসুজন কামদেবরিপু করুণানিধান মহাদেব নানাভাবে পার্বতীকে প্রশংসা করে আবার সানন্দচিত্তে বললেন—

সো॰ সুনু সুভ কথা ভবানি, রামচরিতমানস বিমল।

কহা ভুসুণ্ডি বখানি, সুনা বিহগ নায়ক গরুড় ॥ ১৭

হে ভবানী! নির্মল রামচরিতমানসের কথা শোনো, কাকভুশুণ্ডি যার বর্ণনা করেছে এবং যা বিহঙ্গনায়ক গরুড় শুনেছেন।

সো সম্বাদ উদার, জেহি বিধি ভা আগেঁ কহ।

সুনহু রাম অবতার, চরিত পরম সুন্দর অনঘ ॥ ১৮

সেই উত্তম সংবাদ কি করে হল তা পরে বলব। এখন পরম সুন্দর পবিত্র রাম-অবতারচরিত শোনো।

অবতারগ্রহণের কাল

হরি গুন নাম অপার কথা রূপ অগনিত অমিত।

মৈঁ নিজ মতি অনুসার, কহউঁ উমা সাদর সুনহু ॥ ১৯

হে পার্বতী! শ্রীহরির গুণ, নাম ও কথা অপার, অসংখ্য ও অপরিমেয়। আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে বলছি, তুমি সাদরে শোনো।

চৌ॰ সুনু গিরিজা হরিচরিত সুহাএ * বিপুল বিসদ নিগমাগম গাএ।

হরি অবতার হেতু জেহি হোঈ * ইদমিত্থং কহি জাই ন সোঈ ॥

হে গিরিজা! শ্রীহরির সুন্দর বিপুল ও বিশদ চরিতকথা নিগম ও আগমে গাওয়া হয়েছে। শ্রীহরির অবতার যে কারণে হয়েছে, সে কারণটি ঠিক (এমনি ক'রে হয়েছে এ ভাষায়) বলা যায় না।

রাম অতর্ক্য বুদ্ধি মন বানী * মত হমার অস সুনহি সয়ানী।

তদপি সন্ত মুনি বেদ পুরানা * জস কছু কহহিঁ স্বমতি অনুমানা ॥

তস মৈঁ সুমুখি সুনাবউঁ তোহী * সমুঝি পরই জস কারন মোহী।

জব জব হোই ধরম কৈ হানী * বাঢ়হিঁ অসুর অধম অভিমানী ॥

করহিঁ অনীতি জাই নহিঁ বরনী * সীদহিঁ বিপ্র ধেনু সুর ধরনী।

তব তব প্রভু ধরি বিবিধ সরীরা * হরহিঁ কৃপানিধি সজ্জন পীরা ॥

হে ভবানী! আমাদের মনে হয় যে রামচন্দ্রকে বুদ্ধি, মন আর বাণীতে বিচার করা যাবে না। তবু সন্ত, মুনি, বেদ, পুরাণ নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে যেমন করে বলেছেন, হে সুমুখী, আমি তা যেমন করে বুঝেছি তেমনি করে তোমাকে শোনাচ্ছি।
যখনই ধর্মের হানি হয় আর অধম দাম্ভিক অসুরের দাপট বাড়ে, তখন তারা এমন নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে যার বর্ণনা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণ গোধন, দেবতা, পৃথিবী এরা সব বিপন্ন হয়ে পড়েন, তখন প্রভু নানারকম শরীর ধারণ করে সজ্জনদের দুঃখ দূর করেন।

দো০ অসুর মারি থাপহিঁ সুরন্হ, রাখহিঁ নিজ শ্রুতি সেতু।
জগ বিস্তারহিঁ বিসদ জস, রাম জন্ম কর হেতু॥১২১

অসুর বধ করে দেবতাদের স্থিতি রক্ষা করবেন, স্ব-কল্পিত বেদ পরম্পরাকে অব্যাহত রাখবেন এবং জগতে নির্মল যশ বিস্তারিত করবেন বলেই রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন।

চৌ০ সোই জস গাই ভগত ভব তরহীঁ * কৃপাসিন্ধু জন হিত তনু ধরহীঁ।
রাম জনম কে হেতু অনেকা * পরম বিচিত্র এক তেঁ একা।

সেই যশোগান করে ভক্তজন সংসার পার হন। কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র জনহিতেই দেহ ধারণ করেছিলেন। রামচন্দ্রের জন্মের অনেক কারণ আছে। যা একের পর এক পরম বিচিত্র।

জনম এক দুই কহউঁ বখানী * সাবধান সুনু সুমতি ভবানী।
দ্বারপাল হরি কে প্রিয় দোউ * জয় অরু বিজয় জান সব কোউ॥

তাঁর দুই-একটি জন্মের বর্ণনা করছি, হে ভবানী, তুমি মন দিয়ে শোনো। জয় আর বিজয় নামে শ্রীহরির দুই প্রিয় দ্বার-পালক ছিল এ কথা সকলেই জানে।

বিপ্র শ্রাপ তেঁ দূনউ ভাঈ * তামস অসুর দেহ তিন্হ পাঈ।
কনককসিপু অরু হাটকলোচন * জগতবিদিত সুরপতি মদ মোচন॥

ব্রাহ্মণের শাপে দুই ভাই দুই অসুরের তামসিক দেহ লাভ করে। হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্পনাশী বলে জগতে খ্যাতি লাভ করেছিল।

বিজঈ সমর বীর বিখ্যাতা * ধরি বরাহ বপু এক নিপাতা।
হোই নরহরি দূসর পুনি মারা * জন প্রহ্লাদ সুজস বিস্তারা॥

এরা দুজনেই যুদ্ধবিজয়ী বীর ব'লে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি (শ্রীহরি) বরাহরূপ ধারণ করে একজনকে (হিরণ্যাক্ষকে), আর নৃসিংহ রূপ ধারণ করে আর-একজনকে বধ করলেন এবং ভক্ত প্রহ্লাদের সুযশ ছড়িয়ে দিলেন।

দো॰ ভএ নিসাচর জাই তেই, মহাবীর বলবান।

কুম্ভ করন রাবন সুভট, সুর বিজই জগ জান ॥১৩০

সেই দুই শক্তিধর মহাবীর কুম্ভকর্ণ আর রাবণ নামে দুই দেবজয়ী রাক্ষস হল একথা সকলেই জানে।

মুকুত ন ভএ হতে ভগৱানা * তীনি জনম দ্বিজ বচন প্রৱানা।

এক বার তিহ্নকে হিত লাগী * ধরেউ সরীর ভগত অনুরাগী ॥

এরা যদিও শ্রীভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল, তবু মুক্তি পায় নি, ব্রাহ্মণের শাপে তিন জন্মেই রাক্ষস হয়েছিল, একবার তাদের মঙ্গলের জন্যে ভক্ত-অনুরাগী প্রভু দেহ ধারণ করেছিলেন।

কস্যপ অদিতি তহাঁ পিতু মাতা * দসরথ কৌসল্যা বিখ্যাতা।

এক কলপ এহি বিধি অৱতারা * চরিত পবিত্র কিএ সংসারা ॥

ঐ অবতারে (জগতের) পিতা-মাতা স্বরূপ কশ্যপ ও অদিতি দশরথ ও কৌশল্যা নামে প্রসিদ্ধ হলেন। এক কল্পে ঐ অবতার নিয়ে সংসারে বহু পবিত্র লীলা করলেন।

এক কলপ সুর দেখি দুখারে * সমর জলন্ধর সন সব হারে।

সম্ভু কীহ্ন সংগ্রাম অপারা * দনুজ মহাবল মরই ন মারা ॥

এক কল্পে জলন্ধর দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত দেবতাদের দুঃখ দেখে মহাদেব প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন, কিন্তু সেই মহবল দৈত্য আহত হয়েও মরল না।

পরম সতী অসুরাধিপ নারী * তেহিঁ বল তাহি ন জিতহিঁ পুরারী ॥

দৈত্যরাজের স্ত্রী পরম পতিব্রতা ছিল তাই ত্রিপুরারি মহেশ্বর তাকে শক্তিতে জয় করতে পারলেন না।

দো॰ ছল করি টারেউ তাসু ব্রত, প্রভু সুর কারজ কীহ্ন।

জব তেহিঁ জানেউ মরম তব, শ্রাপ কোপ করি দীহ্ন ॥১৩১

প্রভু ছলনা করে তার ব্রত ভঙ্গ করে দেবকার্য সিদ্ধ করলেন। সে (দৈত্যরাজের পত্নী) এ রহস্য জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীহরিকে শাপ দিল।

তাসু শ্রাপ হরি দীহ্ন প্রমানা * কৌতুকনিধি কৃপাল ভগৱানা।

তহাঁ জলন্ধর রাবন ভয়উ * রন হতি রাম পরম পদ দয়উ ॥

লীলানিধি ভগবান তার অভিশাপ মেনে নিলেন, ঐ জলন্ধর রাবণ হল এবং শ্রীরামচন্দ্র তাকে যুদ্ধে নিহত করে পরম পদ দান করলেন।

এক জনম কর কারন এহা * জেহি লগি রাম ধরী নরদেহা।
প্রতি অবতার কথা প্রভু কেরী * সুনু মুনি বরনী কবিন্হ ঘনেরী ॥

এক জন্মের কারণ তো এই যার জন্যে শ্রীরামচন্দ্র নরদেহ ধারণ করেছিলেন। প্রভুর প্রত্যেকটি অবতারের কথা মুনিদের কাছ থেকে শুনে কবিরা বিস্তারিতভাবে তা বলেছেন।

নারদ শ্রাপ দীন্হ এক বারা * কলপ এক তেহি লগি অবতারা।
গিরিজা চকিত ভঈঁ সুনি বানী * নারদ বিষ্নু ভগত পুনি গ্যানী ॥

একবার নারদ শাপ দিলেন বলে এক কল্পে অবতার হলেন তিনি। একথা শুনে পার্বতী বিস্ময়চকিত হয়ে বললেন, নারদ তো শুনেছি জ্ঞানী এবং হরিভক্ত।

কারন কবন শ্রাপ মুনি দীন্হা * কা অপরাধ রমাপতি কীন্হা।
য়হ প্রসঙ্গ মোহি কহহু পুরারী * মুনি মন মোহ আচরজ ভারী ॥

কী কারণে মুনি শাপ দিলেন? রমাপতি কী অপরাধ করেছিলেন? হে ত্রিপুরারি, আমাকে সেই বিষয়ে বলো, নারদমুনির মনে মোহ উৎপন্ন হওয়া—এ বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার।

দো০ বোলে বিহসি মহেস তব, গ্যানী মূঢ় ন কোই।
জেহি জস রঘুপতি করহিঁ জব, সো তস তেহি ছন হোই ॥ ১৩২

তখন মহাদেব হেসে বললেন, সংসারে কোন জ্ঞানীও নেই, কোন মূর্খও নেই। রঘুনাথ যখন যাকে যেমন করে দেবেন, সে তক্ষুনি তাই হয়ে যাবে।

সো০ কহউঁ রাম গুন গাথ, ভরদ্বাজ সাদর সুনহু।
ভব ভঞ্জন রঘুনাথ, ভজু তুলসী তজি মান মদ ॥ ২০

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, হে ভরদ্বাজ! আমি রামচন্দ্রের কথা বলছি, তুমি সাদরে শোনো। তুলসীদাস বলেন, সংসারবন্ধন যিনি দূর করেন সেই রঘুনাথকে দর্প আর অভিমান ত্যাগ করে সেবা করো।

হিমগিরি গুহা একা অতি পাবনি * বহ সমীপ সুরসরী সুহাবনি।
আশ্রম পরম পুনীত সুহাবা * দেখি দেবরিষি মন অতি ভাবা ॥

হিমালয়পর্বতের এক অতি পবিত্র গুহার পাশেই রমণীয় দেবনদী গঙ্গা প্রবাহিত। পরম পবিত্র ও সুন্দর আশ্রম দেখে দেবর্ষির মন অত্যন্ত তৃপ্ত হল।

নিরখি সৈল সরি বিপিন বিভাগা * ভয়উ রমাপতি পদ অনুরাগা।
সুমিরত হরিহি শ্রাপ গতি বাধী * সহজ বিমল মন লাগি সমাধী ॥

পাহাড়, নদী আর বনাঞ্চল দেখে রমাপতির চরণে ভক্তি জাগ্রত হল। শ্রীহরিকে স্মরণ করা মাত্রই শাপের গতি রুদ্ধ হল, স্বভাব নির্মল এবং মন সমাধিমগ্ন হল।

মুনি গতি দেখি সুরেস ডেরানা * কামহি বোলি কীন্হ সনমানা।
সহিত সহায় জাহু মম হেতু * চলেউ হরষি হিয়ঁ জলচর কেতু ॥

মুনির অবস্থা দেখে ইন্দ্র ভীত হলেন এবং কামদেবকে ডেকে বললেন, তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে আমার মঙ্গলের জন্যে যাও। একথা শুনে কামদেব মনে মনে প্রসন্ন হয়ে চললেন।

সুনাসীর মন মহুঁ অসি ত্রাসা * চহত দেবরিষি মম পুর বাসা।
জে কামী লোলুপ জগ মাহীঁ * কুটিল কাক ইব সবহি ডেরাহীঁ ॥

ইন্দ্র মনে মনে ভয় পেলেন—মহর্ষি নারদ আমার পুরে বাস করতে চান কেন? সংসারে কামী, লোভী এবং প্রবঞ্চক কাকের মতো সকলকে দেখেই ভয় পায়।

দো০ সূখ হাড় লৈ ভাগ সঠ, স্বান নিরখি মৃগরাজ।
ছীনি লেই জনি জান জড়, তিমি সুরপতিহি ন লাজ ॥১২৫

মূর্খ কুকুর যেমন সিংহকে দেখে শুকো হাড় নিয়ে পালায় এবং ঐ মূর্খ এই জানে যে সিংহ আমার কাছ থেকে হাড় ছিনিয়ে নেবে না ঐরকম ভেবেই ইন্দ্রের লজ্জা হল।

চৌ০ তেহি আশ্রমহিঁ মদন জব গয়উ * নিজ মায়াঁ বসন্ত নিরময়উ।
কুসুমিত বিবিধ বিটপ বহু রঙ্গা * কূজহিঁ কোকিল গুঞ্জহিঁ ভৃঙ্গা ॥

কামদেব ঐ আশ্রমে গিয়ে তাঁর মায়াবলে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটালেন, নানারকম গাছে নানারঙের ফুল ফুটল, কোকিল কুহুতান ধরল এবং ভ্রমর গুঞ্জন করতে লাগল।

চলী সুহাবনি ত্রিবিধ বয়ারী * কাম কৃসানু বঢ়াবনিহারী।
রম্ভাদিক সুরনারি নবীনা * সকল অসমসর কলা প্রবীনা ॥
করহিঁ গান বহু তান তরঙ্গা * বহুবিধি ক্রীড়হিঁ পানি পতঙ্গা।
দেখি সহায় মদন হরষানা * কীন্হেসি পুনি প্রপঞ্চ বিধি নানা ॥

কামাগ্নিবর্ধক ত্রিবিধ রম্য পবন প্রবাহিত হল। কামকলায় সুদক্ষা রম্ভাপ্রমুখ নবীনা দেবাঙ্গনারা বহু তানতরঙ্গ বিস্তার করে গাইতে লাগলেন এবং নানাভাবে কন্দুক-ক্রীড়া করতে লাগলেন। নিজের সহায়িকাদের দেখে কামদেব আনন্দিত হয়ে নানা ছল বিস্তার করলেন।

কাম কলা কছু মুনিহি ন ব্যাপী * নিজ ভয় ডরেউ মনোভব পাপী।
সীম কি চাঁপি সকই কোউ তাসু * বড় রখবার রমাপতি জাসু ॥

যখন মুনির উপর কামকলার কোন প্রভাব হল না, তখন নিজের ভয়ে পাপী কামদেব ভীত হলেন। যাঁর প্রধান রক্ষক স্বয়ং রমাপতি তাঁর সীমা কি কেউ খণ্ডিত বা প্রতিরুদ্ধ করতে পারে ?

দো০ সহিত সহায় সভীত অতি, মানি হারি মন মৈন।
গহেসি জাই মুনি চরন তব, কহি সুঠি আরত বৈন ॥১৩৪

মনে মনে হার মানলেন কামদেব, সহায়কদের নিয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে করতে মুনির চরণ স্পর্শ করলেন।

ভয়উ ন নারদ মন কছু রোষা * কহি প্রিয় বচন কাম পরিতোষা।
নাই চরন সিরু আয়সু পাঈ * গয়উ মদন তব সহিত সহাঈ ॥

নারদের মনে কোন ক্রোধ হয় নি, তিনি প্রিয় বচনে কামদেবকে সন্তুষ্ট করলেন। তাঁর চরণে মাথা নত করে, তাঁর আজ্ঞা নিয়ে কামদেব সঙ্গীদের নিয়ে দেবলোকে গেলেন।

মুনি সুসীলতা আপনি করনী * সুরপতি সভাঁ জাই সব বরনী।
সুনি সব কেঁ মন অচরজু আৱা * মুনিহি প্রসংসি হরিহি সিরু নাৱা ॥

কামদেব মুনির সহনশীলতা এবং নিজে যা করেছেন তা ইন্দ্রের সভায় গিয়ে বর্ণনা করলেন। শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন এবং মুনিকে প্রশংসা করে শ্রীহরির উদ্দেশে মাথা নত করলেন।

নারদের গর্ব ও মায়ার প্রভাব

তব নারদ গৱনে সিৱ পাহীঁ * জিতা কাম অহমিতি মন মাহীঁ।
মার চরিত সঙ্করহি সুনাএ * অতিপ্রিয় জানি মহেস সিখাএ ॥

তারপর নারদ শিবের কাছে গেলেন। কামদেবকে পরাজিত করায় তাঁর অন্তর ছিল অহঙ্কারে পূর্ণ। কামদেব যা করেছিলেন তা শিবকে শোনালেন। তখন নারদ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বলে শিব তাঁকে উপদেশ দিলেন।

বার বার বিনৱউঁ মুনি তোহী * জিমি যহ কথা সুনায়হু মোহী।
তিমি জনি হরিহি সুনায়হু কবহূঁ * চলেহুঁ প্রসঙ্গ দুরাএহু তবহূ ॥

হে মুনি, আমি বার বার তোমার কাছে মিনতি করছি, তুমি যে-কথা আমাকে শোনালে তা যেন শ্রীহরিকে কখনও শুনিও না। যদি প্রসঙ্গও ওঠে তা হলেও একথা গোপন রাখবে।

দো॰ সম্ভু দীহ্ন উপদেস হিত, নহিঁ নারদহি সোহান।
ভরদ্বাজ কৌতুক সুনহু, হরি ইচ্ছা বলবান ॥১৩৫

মহাদেব মঙ্গলের জন্যেই উপদেশ দিলেন কিন্তু নারদের ভালো লাগল না। হে ভরদ্বাজ! পরবর্তী কৌতুককথা শোনো। শ্রীহরির ইচ্ছাই বলবতী।

চৌ॰ রাম কীহ্ন চাহহিঁ সোই হোঈ * করৈ অন্যথা অস নহিঁ কোঈ।
সম্ভু বচন মুনি মন নহিঁ ভাএ * তব বিরঞ্চিকে লোক সিধাএ ॥

রামচন্দ্র যা কিছু করতে চান, তাই হয়। এমন কেউ নেই তাঁর বিপক্ষতা করে। মহাদেবের কথা মুনির ভালো লাগে নি। তিনি সেখান থেকে ব্রহ্মলোকে গেলেন।

একবার করতল বর বীনা * গাবত হরি গুন গান প্রবীনা।
ছীরসিন্ধু গবনে মুনিনাথা * জহঁ বস শ্রীনিবাস শ্রুতিমাথা ॥

একবার করতলে রম্য বীণা নিয়ে হরিগুণ গাইতে গাইতে নারদ ক্ষীরসমুদ্রে গেলেন যেখানে বেদশিরোমণি শ্রীনারায়ণের বাস।

হরষি মিলে উঠি রমানিকেতা * বৈঠে আসন রিষিহি সমেতা।
বোলে বিহসি চরাচর রায়া * বহুতে দিনন কীহ্নি মুনি দায়া ॥

সানন্দে উঠে রমাপতি তাঁর সঙ্গে মিললেন, ঋষির সঙ্গে আসনে বসলেন। চরাচর স্বামী ভগবান হেসে বললেন—হে মুনি! অনেক দিন বাদে আপনি কৃপা করলেন।

কাম চরিত নারদ সব ভাষে * জদ্যপি প্রথম বরজি সিবঁ রাখে।
অতি প্রচণ্ড রঘুপতি কৈ মায়া * জেহি ন মোহ অস কো জগ জায়া ॥

যদিও মহাদেব আগে নিষেধ করেছিলেন তবু নারদ কামদেবের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বললেন। শ্রীরামচন্দ্রের মায়া বড়ো প্রবল, সংসারে এমন কেউ জন্মায় নি যাকে এই মায়া মোহিত করে নি।

দো॰ রূখ বদন করি বচন মৃদু, বোলে শ্রীভগবান।
তুম্হরে সুমিরন তেঁ মিটহিঁ, মোহ মার মদ মান ॥১৩৬

হৃষ্ট মুখে শ্রীভগবান কোমল বচনে বললেন—তোমাকে স্মরণ করা মাত্রই মোহ, কাম, মদ ও গর্ব দূর হয়।

চৌ॰ সুনু মুনি মোহ হোই মন তাকেঁ * গ্যান বিরাগ হৃদয় নহিঁ জাকেঁ।
ব্রহ্মচরজ ব্রত রত মতিধীরা * তুম্হহি কি করই মনোভব পীরা॥

হে মুনি! শোনো। মোহ তার মনেই হয় যার মনে জ্ঞান ও বৈরাগ্য হয় না। আপনি ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেন, এবং আপনি ধীরবুদ্ধি। বলুন, আপনাকে কি কামদেব পীড়ন করতে পারে?

নারদ কহেউ সহিত অভিমানা * কৃপা তুম্হারি সকল ভগবানা।
করুনানিধি মন দীখ বিচারী * উর অঙ্কুরেউ গরব তরু ভারী॥

নারদ সদর্পে বললেন—এ সব তো আপনারই কৃপা। করুণানিধি মন বিচার করে বুঝলেন, এর হৃদয়ে অহঙ্কার-তরুর অঙ্কুর গজিয়েছে।

বেগি সো মৈঁ ডারিহউঁ উখারী * পন হমার সেবক হিতকারী।
মুনি কর হিত মম কৌতুক হোঈ * অবসি উপায় করবি মৈঁ সোঈ॥

আমি তা অবিলম্বে উপড়ে ফেলব। ভক্তের হিতই আমার পণ। মুনির হিত হয়, আমারও কৌতুক হয় আমি অবশ্যই সেই উপায় করব।

তব নারদ হরিপদ সির নাঈ * চলে হৃদয়ঁ অহমিতি অধিকাঈ।
শ্রীপতি নিজ মায়া তব প্রেরী * সুনহু কঠিন করনী তেহি কেরী॥

তারপর নারদ শ্রীহরির চরণে মাথা নত করে হৃদয় অভিমানে পূর্ণ করে চলে গেলেন। তখন শ্রীপতি ভগবান নিজের মায়াকে পাঠালেন। এখন তার কঠিন ক্রিয়াকলাপ শোনো।

দো॰ বিরচেউ মগ মহুঁ নগর তেহিঁ, সত জোজন বিস্তার।
শ্রীনিবাসপুর তেঁ অধিক, রচনা বিবিধ প্রকার॥১৩৭

তিনি পথে চারশো ক্রোশ পরিধির এক নগর নির্মাণ করলেন। শ্রীনিবাস বৈকুণ্ঠের চেয়েও বিচিত্র নির্মিতি সেখানে রইল।

চৌ॰ বসহিঁ নগর সুন্দর নর নারী * জনু বহু মনসিজ রতি তনুধারী।
তেহিঁ পুর বসই সীলনিধি রাজা * অগনিত হয় গয় সেন সমাজা॥

সেই নগরে সুন্দর নরনারী, কামদেব আর রতির মতো দেহ ধারণ করে বাস করতে লাগল। সেই নগরে শীলনিধি রাজা বাস করতেন যাঁর অগণিত ঘোড়া, হাতি এবং সৈন্য ছিল।

সত সুরেস সম বিভব বিলাসা ॥ রূপ তেজ বল নীতি নিবাসা।
বিশ্বমোহনি তাসু কুমারী ॥ শ্রীবিমোহ জিসু রূপু নিহারী ॥
শত ইন্দ্রের সমান ছিল তাঁর ঐশ্বর্য আর সুখ, আর তিনি ছিলেন রূপ, তেজ, বল আর নীতির আধার। সেই রাজার বিশ্বমোহিনী নামে এক কন্যা ছিলেন যাঁর রূপ দেখে স্বয়ং লক্ষ্মী মোহিত হয়েছিলেন।

সোই হরিমায়া সব গুন খানী ॥ সোভা তাসু কি জাই বখানী।
করই স্বয়ম্বর সো নৃপবালা ॥ আএ তহঁ অগনিত মহিপালা ॥
তিনি ছিলেন সমস্ত গুণের আধার হরিমায়া। তাঁর শোভা কি ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায়? সেই রাজকন্যা স্বয়ংবর করতে চাইলেন, তাই সেখানে অসংখ্য রাজা এলেন।

মুনি কৌতুকী নগর তেহিঁ গয়উ ॥ পুরবাসিন্হ সব পূছত ভয়উ।
সুনি সব চরিত ভূপগৃহঁ আএ ॥ করি পূজা নৃপ মুনি বৈঠাএ ॥
কৌতুকপ্রিয় মুনি (নারদ) সেই নগরে গেলেন, নগরবাসীদের কাছে সব খবর শুনলেন। সমস্ত শুনে তিনি রাজবাড়িতে এলেন, রাজা সসম্মানে মুনিকে আসন দিলেন।

দো০ আনি দেখাঈ নারদহি, ভূপতি রাজ কুমারি।
কহহু নাথ গুন দোষ সব, এহি কে হৃদয়ঁ বিচারি ॥ ১৩৮
রাজা রাজকন্যাকে নিয়ে নারদকে দেখালেন আর বললেন—হে নাথ! আপনি মনে মনে বিচার করে এর দোষগুণ সব বলে দিন।

চৌ০ দেখি রূপ মুনি বিরতি বিসারী ॥ বড়ী বার লগি রহে নিহারী।
লচ্ছন তাসু বিলোকি ভুলানে ॥ হৃদয়ঁ হরষ নহিঁ প্রগট বখানে ॥
তার রূপ দেখে মুনি নিজের বৈরাগ্য ভুলে গেলেন, বিলম্বিত দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলেন, তার সুলক্ষণ দেখে নিজেকে ভুলে গেলেন, মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হলেন কিন্তু লক্ষণগুলো প্রকাশ্যে বর্ণনা করলেন না।

জো এহি বরই অমর সোই হোঈ ॥ সমরভূমি তেহি জীত ন কোঈ।
সেবহিঁ সকল চরাচর তাহী ॥ বরই সীলনিধি কন্যা জাহী ॥
যিনি এই কন্যাকে বরণ করবেন তিনি অমরত্ব লাভ করবেন এবং রণভূমিতে হবেন অজেয়, যাকে এই শীলনিধির কন্যা বরণ করবেন সমস্ত চরাচর তাঁর সেবা করবে।

লচ্ছন সব বিচারি উর রাখে ॥ কছুক বনাই ভূপ সন ভাষে।
সুতা সুলচ্ছন কহি নৃপ পাহীঁ ॥ নারদ চলে সোচ মন মাহীঁ ॥

এসব বিচার করে সব তিনি মনেই রেখে দিলেন কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে কিছু রাজাকে বললেন। কন্যা সুলক্ষণা একথা রাজাকে বলে নারদ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—

করৌঁ জাই সোই জতন বিহারী * জেহি প্রকার মোহি বরৈ কুমারী।
জপ তপ কছু ন হোই তেহি কালা * হে বিধি মিলই কবন বিধি বালা ॥

এখন গিয়ে সেই উপায়ই করব যাতে এই কন্যা আমাকে বরণ করেন। এ ব্যাপারে জপতপে তো কিছু হবে না। হায় বিধাতা! এই কন্যা আমি কিভাবে পাব?

দো০ এহি অবসর চাহিঅ পরম, সোভা রূপ বিসাল।
জো বিলোকি রীঝৈ কুঅঁরি, তব মেলৈ জয় মাল। ১২৯

এসময়ে তো চাই পরম শোভা এবং বিপুল রূপ যা দেখে কন্যা তুষ্ট হবেন এবং জয়মাল্য দান করবেন।

চৌ০ হরি সন মাগৌঁ সুন্দরতাঈ * হোইহি জাত গহরু অতি ভাঈ।
মোরেঁ হিত হরি সম নহিঁ কোউ * এহি অবসর সহায় সোই হোউ ॥

শ্রীহরির কাছে সুন্দরতা চাইতে গেলে যেতে যেতেই অনেক দেরি হয়ে যাবে। শ্রীহরির মতো হিতৈষী আমার আর কেউ নেই, এই সময় তিনিই আমার সহায় হতে পারেন।

বহুবিধি বিনয় কীন্হি তেহি কালা * প্রগটেউ প্রভু কৌতুকী কৃপালা।
প্রভু বিলোকি মুনি নয়ন জুড়ানে * হোইহি কাজু হিএঁ হরষানে ॥

তখন নারদ নানাভাবে প্রার্থনা করলেন এবং কৃপালু ও কৌতুকপ্রিয় প্রভু সেইখানেই আবির্ভূত হলেন। প্রভুকে দেখে নারদের নয়ন শীতল হল, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে মনে করে তিনি প্রসন্ন হলেন।

অতি আরতি কহি কথা সুনাঈ * করহু কৃপা করি হোহু সহাঈ।
আপন রূপ দেহু প্রভু মোহী * আন ভাঁতি নহিঁ পাবৌঁ ওহী ॥

অত্যন্ত বিনয় করে তিনি তাঁকে সব কথা শুনিয়ে বললেন—হে প্রভু আমার উপর সদয় হোন. আপনি আপনার নিজের রূপ আমাকে দিন, কারণ আর কোন উপায়েই তাকে আমি পাব না।

জেহি বিধি নাথ হোই হিত মোরা * করহু সো বেগি দাস মৈঁ তোরা।
নিজ মায়া বল দেখি বিসালা * হিয়ঁ হঁসি বোলে দীন দয়ালা ॥

হে নাথ। যাতে আমার হিত হয় অবিলম্বে তাই করুন, আমি আপনার দাস। নিজের বিপুল মায়াবল দেখে মনে মনে হেসে দীনদয়াল প্রভু বললেন—

দো৹ জেহি বিধি হোইহি পরম হিত, নারদ সুনহু তুম্হার।
সোই হম করব ন আন কছু, বচন ন মৃষা হমার ॥১৩২॥

হে নারদ। শোনো, যাতে তোমার পরমহিত হয় আমি তাই করব, আর কিছু নয়। আমার কথা মিথ্যা হবে না।

কুপথ মাগ রুজ ব্যাকুল রোগী ॥ বৈদন দেই সুনহু মুনি জোগী।
এহি বিধি হিত তুম্হার মৈঁ ঠয়উ ॥ কহি অস অন্তর হিত প্রভু ভয়উ ॥

হে যোগী, হে মুনি! ব্যাধি-পীড়িত হয়ে রোগী যেমন কুপথ্য চাইলেও বৈদ্য তা দেয় না, আমিও এই ভাবেই তোমার হিতচিন্তা করব। এই বলে প্রভু অন্তর্হিত হলেন।

বিশ্বমোহিনীর স্বয়ম্বর

মায়া বিবস ভএ মুনি মূঢ়া ॥ সমুঝী নহিঁ হরি গিরা নিগূঢ়া।
গবনে তুরত তহাঁ রিষিরাঈ ॥ জহাঁ স্বয়ম্বর ভূমি বনাঈ ॥

মায়াবিবশ মুনি এমন মোহিত হয়েছিলেন যে শ্রীহরির কথার নিগূঢ় তাৎপর্য তিনি বুঝতেই পারলেন না। যেখানে স্বয়ংবরভূমি রচিত হয়েছিল ঋষিরাজ অবিলম্বে সেখানে গেলেন।

নিজ নিজ আসন বৈঠে রাজা ॥ বহু বনাব করি সহিত সমাজা।
মুনি মন হরষ রূপ অতি মোরেঁ ॥ মোহি তজি আনহি বরিহি ন ভোরেঁ ॥

বহু বেশবাস পরে সামাজিকদের সঙ্গে যার-যার আসনে বসেছিলেন রাজারা। নারদ-মুনির মন আনন্দে পূর্ণ কারণ তাঁর ধারণা—আমার রূপই শ্রেষ্ঠ। আমাকে ছেড়ে কন্যা আর কাউকে বরণ করবে না।

মুনি হিত কারন কৃপানিধানা ॥ দীহ্ন কুরূপন জাই বখানা।
সো চরিত্র লখি কাহুঁ ন পাবা ॥ নারদ জানি সবহিঁ সির নাবা ॥

মুনির হিতচিন্তা করে করুণানিধান শ্রীহরি তাঁকে এমন কুরূপ দিয়েছিলেন যে তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সে চরিত্র কারও লক্ষ্যেই পড়ে না। তবে নারদ জেনে সবাই মাথা নত করলেন।

দো॰ রহে তহাঁ দুই রুদ্র গন, তে জানহিঁ সব ভেউ।
বিপ্রবেষ দেখত ফিরহিঁ, পরম কৌতুকী তেউ ॥১৪১

সেখানে মহাদেবের দুই গণ ছিলেন তাঁরা এরহস্য জানতেন। তাঁরা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে ওখানকার পরম কৌতুক দেখতে লাগলেন।

চৌ॰ জেহিঁ সমাজ বৈঠে মুনি জাঈ * হৃদয়ঁ রূপ অহমিতি অধিকাঈ।
তহঁ বৈঠে মহেস গন দোউ * বিপ্রবেষ গতি লখই ন কোউ ॥

নারদমুনি নিজের রূপের গর্ব করে যে সমাজমণ্ডপে গিয়ে বসলেন সেইখানেই বসেছিলেন মহাদেবের সেই দুই গণ। কিন্তু ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করায় তাঁদের কেউ চিনতে পারে নি।

করহিঁ কুটি নারদহি সুনাঈ * নীকি দীন্হি হরি সুন্দরতাঈ।
রীঝিহি রাজকুঁঅরি ছবি দেখী * ইন্হহি বরিহি হরি জানি বিসেষী ॥

ঐ দুজনে নারদকে শুনিয়ে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন—শ্রীহরি এঁকে আশ্চর্য সৌন্দর্য দিয়েছেন, রাজকন্যা এঁর রূপ দেখে মোহিত হয়ে যাবে, এঁকেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি মনে করে বরণ করবেন।

মুনিহি মোহ মন হাথ পরাএঁ * হঁসহি সম্ভু গন অতি সচু পাএঁ।
জদপি সুনহিঁ মুনি অটপটি বানা * সমুঝি ন পরই বুদ্ধি ভ্রম সানী ॥

মুনি তো মোহগ্রস্ত ছিলেন, কারণ তাঁর মন ছিল পরের হাতে। মহাদেবের দুই গণ হাসতে লাগলেন। যদিও মুনি তাঁদের উল্টোপাল্টা কথা শুনছিলেন কিন্তু কোন কথাই তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না, কারণ তাঁর বুদ্ধি ছিল ভ্রমে মগ্ন।

কাহুঁ ন লখা সো চরিত বিসেষা * সো সরূপ নৃপকন্যাঁ দেখা।
মর্কট বদন ভয়ঙ্কর দেহী * দেখত হৃদয়ঁ ক্রোধ ভা তেহী ॥

এই বিশেষ চরিত্রটি কেউ লক্ষ্য করল না, রাজকন্যা সে রূপ দেখলেন, বানরের মুখ আর ভয়ঙ্কর শরীর। দেখে ক্রুদ্ধ হলেন তিনি।

দো॰ সখীঁ সঙ্গ লৈ কুঁঅরি তব, চলি জনু রাজমরাল।
দেখত ফিরই মহীপ সব, কর সরোজ জয়মাল ॥১৪২

তখন রাজকন্যা সখীদের সঙ্গে নিয়ে রাজহংসীর মতো মন্থর গতিতে চলতে লাগলেন আর হাতে জয়মাল্য নিয়ে সব রাজাকে দেখতে দেখতে গেলেন।

জেহি দিসি বৈঠে নারদ ফূলী * সো দিসি তেহিঁ ন বিলোকী ভূলী।
পুনি পুনি মুনি উকসহিঁ অকুলাহীঁ * দেখি দসা হর গন মুসুকাহীঁ ॥

যে-দিকে নারদ অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বসেছিলেন সেদিকে রাজকন্যা ভুলেও তাকালেন না। নারদ বারবার ব্যাকুল হয়ে উপরের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তাঁর অবস্থা দেখে মহাদেবের গণেরা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

ধরি নৃপতনু তহঁ গয়উ কৃপালা * কুঅঁরি হরষি মেলেউ জয়মালা।
দুলহিনি লৈ গে লচ্ছিনিবাসা * নৃপ সমাজ সব ভয়উ নিরাসা ॥

রাজার দেহধারণ করে কৃপানিধি শ্রীহরি সেখানে গেলেন, তাঁকে দেখেই কন্যা আনন্দিত হয়ে তাঁর গলায় জয়মালা দিলেন। তিনি বধূকে নিয়ে গেলেন বৈকুণ্ঠে, নৃপসমাজ সবাই নিরাশ হলেন।

মুনি অতি বিকল মোহঁ মতি নাঠী * মনি গিরি গঈ ছূটি জনু গাঁঠী।
তব হর গন বোলে মুসুকাঈ * নিজ মুখ মুকুর বিলোকহু জাঈ ॥

মোহে বুদ্ধিভ্রষ্ট মুনি অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন, যেন তাঁর গাঁঠ থেকে মণি পড়ে গিয়েছে। তখন মহাদেবের দুই গণ গিয়ে তাঁকে বললেন, নিজের মুখ আয়নায় গিয়ে দেখো।

অস কহি দোউ ভাগে ভয়ঁ ভারী * বদন দীখ মুনি বারি নিহারী।
বেষু বিলোকি ক্রোধ অতি বাঢ়া * তিন্হহি সরাপ দীন্হ অতি গাঢ়া ॥

এ কথা বলে দুজনে খুব ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন। মুনি জলে মুখের ছায়া দেখলেন। তাঁর আকৃতি দেখে তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেল, তিনি তাঁদের মহাঘোর অভিশাপ দিলেন।

দো০ হোহু নিসাচর জাই তুম্হ, কপটী পাপী দোউ।
হঁসেহু হমহি সো লেহু ফল, বহুরি হঁসেহু মুনি কোউ ॥১৪৩

তোমরা দুজন কপট ও পাপী, তোমরা গিয়ে রাক্ষস হও। আমাকে দেখে যেমন হেসেছ তার ফল ভোগ করো, আর কোন মুনিকে দেখে তোমাদের হাসতে হবে না।

নারদের ক্রোধ, অভিশাপদান ও মোহভঙ্গ

পুনি জল দীখ রূপ নিজ পাবা * তদপি হৃদয়ঁ সন্তোষ ন আবা।
ফরকত অধর কোপ মন মাহীঁ * সপদি চলে কমলাপতি পাহীঁ ॥

আবার জলে মুখ দেখে নিজের রূপ কী তা বুঝতে পারলেন, তবুও মনে সন্তোষ হল না, ঠোঁট কাঁপতে লাগল, মনে ক্রোধ এল। অবিলম্বে শ্রীহরির কাছে চলে গেলেন।

দেহউঁ শ্রাপ কি মরি হুউ জাঈ * জগত মোরি উপহাস করাঈ।
বীচহিঁ পন্থ মিলে দনুজারী * সঙ্গ রমা সোই রাজকুমারী ॥

(মনে মনে ভাবলেন) গিয়ে কি শাপ দেব, না প্রাণ দেব? উনি সংসারে আমাকে উপহাসের পাত্র করলেন। মাঝপথেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ পেলেন তিনি, সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মী আর সেই রাজকুমারী।

বোলে মধুর বচন সুর সাঈঁ * মুনি কহঁ চলে বিকল কী নাঈঁ।
সুনত বচন উপজা অতি ক্রোধা * মায়া বস ন রহা মন বোধা ॥

দেবতাদের প্রভু মধুর বচনে বললেন—হে মুনি! ব্যাকুল হয়ে চলেছ কোথায়? এ কথা শুনেই মুনির অত্যন্ত ক্রোধ হল। মায়ার বশে থাকায় নারদের মনে জ্ঞান ছিল না।

পর সম্পদা সকহু নহিঁ দেখী * তুম্হরেঁ ইরিষা কপট বিসেষী।
মথত সিন্ধু রুদ্রহি বৌরায়হু * সুরন্হ প্রেরি বিষ পান করায়হু ॥

নারদ বললেন—আপনি পরের ঋদ্ধি দেখতে পারেন না, মন আপনার কপটতা আর ছলনায় ভরা। সমুদ্রমন্থনের সময় আপনি মহাদেবকে পাগল করে দিয়েছিলেন, আর দেবতাদের পাঠিয়ে তাঁকে বিষ পান করিয়েছিলেন।

দো০ অসুর সুরা বিষ সঙ্করহি, আপু রমা মনি চারু।
স্বারথ সাধক কুটিল তুম্হ, সদা কপট ব্যবহারু ॥১৪৪

অসুরদের সুরা এবং শঙ্করকে বিষ দিলেন, নিজের জন্যে রাখলেন লক্ষ্মী এবং কৌস্তুভ মণি। আপনি নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পটু এবং কুটিল। আপনার ব্যবহার সর্বদা কপট।

পরম স্বতন্ত্র ন সির পর কোঈ * ভাবই মনহি করহু তুম্হ সোঈ।
ভলেহি মন্দ মন্দেহি ভল করহূ * বিসময় হরষ ন হিয়ঁ কছু ধরহূ ॥

আপনি স্বাধীন, আপনার মাথার উপর আর কেউ নাই। যা মনে ভালো লাগে তাই আপনি করেন, ভালোকে খারাপ করেন আর খারাপকে করেন ভালো। আপনার মনে বিস্ময় বা হর্ষ কিছু স্থান পায় না।

ডহকি ডহকি পরিচেহু সব কাহূ * অতি অসঙ্ক মন সদা উছাহূ।
করম সুভাসুভ তুম্হহি ন বাধা * অব লগি তুম্হহি ন কাহূঁ সাধা ॥

ঠকিয়ে ঠকিয়ে সবার পরীক্ষা নেন। অত্যন্ত নির্ভীক বলে সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। ভালো-

অন্য কাজে আপনার কোন বাধা নেই। আজ পর্যন্ত কেউ আপনাকে ঠিক করতে পারল না।

ভলে ভবন অব বায়ন দীহ্না * পারহুগে ফল আপন কীহ্না।
বঞ্চেহু মোহি জবনি ধরি দেহা * সোই তনু ধরহু শ্রাপ মম এহা ॥

এবারে ভালো ধরে বায়না দিয়েছেন তার ফল আপনি পাবেন, যে শরীর ধারণ করে আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন সেই রাজার শরীরই ধারণ করতে হবে আপনাকে, এই আমার অভিশাপ।

কপি আকৃতি তুহ্ম কীহ্নি হমারী * করিহহিঁ কীস সহায় তুহ্মারী।
মম অপকার কীহ্ন তুহ্ম ভারী * নারি বিরহঁ তুহ্ম হোব দুখারী ॥

আপনি আমার আকৃতি বানরের মতো করেছেন তাই বানরই আপনার সহায়তা করবে। আপনি আমার অমঙ্গল করেছেন তাই, পত্নী বিচ্ছেদের দুঃখ আপনাকে ভোগ করতে হবে।

দো॰ শ্রাপ সীস ধরি হরষি হিয়ঁ, প্রভু বহু বিনতী কীহ্নি।
নিজ মায়া কৈ প্রবলতা, করষি কৃপানিধি লীহ্নি ॥ ১৪৫

শাপ মাথায় নিয়ে প্রসন্ন মনে প্রভু মুনির কাছে অনেক মিনতি করলেন। তারপর কৃপানিধি নিজ মায়ার প্রবলতাকে সংবরণ করলেন।

জব হরি মায়া দূরি নিবারী * নাহিঁ তহঁ রমা ন রাজকুমারী।
তব মুনি অতি সভীত হরি চরনা * গহে পাহি প্রনতারতি হরনা ॥

যখন শ্রীহরি মায়া সংবরণ করলেন তখন সেখানে লক্ষ্মীও রইলেন না রাজকন্যাও রইলেন না। তখন মুনি অত্যন্ত ভীত হয়ে শ্রীহরির চরণ ধারণ করলেন এবং বললেন, ভক্তের দুঃখ দূর করুন।

মৃষা হোউ মম শ্রাপ কৃপালা * মম ইচ্ছা কহ দীন দয়ালা।
মৈঁ দুর্বচন কহে বহুতেরে * কহ মুনি পাপ মিটিহিঁ কিমি মেরে ॥

হে কৃপালু! মিথ্যা হোক আমার শাপ। তখন দীনদয়াল প্রভু বললেন—এ আমার ইচ্ছাতেই হয়েছে। নারদ বললেন—আমি আপনাকে অনেক কুকথা বলেছি। আমার এই পাপ দূর হবে কি করে?

জপহু জাই সঙ্কর সত নামা * হোইহি হৃদয়ঁ তুরত বিশ্রামা।
কোউ নহিঁ সিব সমান প্রিয় মোরেঁ * অসি পরতীত তজহু জনি ভোরেঁ ॥

শ্রীহরি বললেন—মহাদেবের শতনাম জপ করো, হৃদয় ক্ষত শান্ত হবে। মহাদেবের মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই। ও বিশ্বাস ভুলেও ছেড়ো না।

জেহি পর কৃপা ন করহিঁ পুরারী * সো ন পাব মুনি ভগতি হমারী।
অস উর ধরি মহি বিচরহু জাঈ * অব ন তুম্হহি মায়া নিঅরাঈ॥

হে মুনি! যাঁর উপর শিব ত্রিপুরারি কৃপা না করেন সে আমার ভক্তি পেতে পারে না। এ কথা মনে রেখে তুমি পৃথিবীতে গিয়ে বিচরণ করো। এখন মায়া তোমার কাছে যাবে না।

দো৹ বহুবিধি মুনিহি প্রবোধি প্রভু, তব ভএ অন্তরধান।
সত্য লোক নারদ চলে, করত রাম গুন গান॥ ১৪৬

নানাভাবে মুনিকে প্রবোধ দিয়ে প্রভু অন্তর্হিত হলেন, নারদ শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করতে করতে সত্যলোকে (ব্রহ্মলোকে) গেলেন।

চৌ৹ হর গন মুনিহি জাত পথ দেখী * বিগত মোহ মন হরষ বিসেষী।
অতি সভীত নারদ পহিঁ আএ * গহি পদ আরত বচন সুনাএ॥

মহাদেবের গণেরা নারদকে মোহহীন হয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে পথে যেতে দেখলেন। তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর চরণ ধরে বিষাদপূর্ণ বচনে বললেন—

হর গন হম ন বিপ্র মুনি রায়া * বড় অপরাধ কীন্হ ফল পায়া।
শ্রাপ অনুগ্রহ করহু কৃপালা * বোলে নারদ দীন দয়ালা॥

হে মুনি, আমরা মহাদেবের গণ, ব্রাহ্মণ নই। আমরা মহা অপরাধ করেছি। তার ফলও পেয়েছি। হে কৃপালু, দয়া করে আপনার শাপ সংবরণ করুন। এ কথা শুনে দীনদয়াল নারদ বললেন।

নিসিচর জাই হোহু তুম্হ দোউ * বৈভব বিপুল তেজ বল হোউ।
ভুজবল বিস্ব জিতব তুম্হ জহিআ * ধরিহহিঁ বিষ্নু মনুজ তনু তহিআ॥

তোমরা দুজনে গিয়ে রাক্ষস হও। তোমাদের প্রভূত ঐশ্বর্য, তেজ ও বল হবে। তোমরা তোমাদের বাহুবলে সমস্ত সংসার জয় করে নেবে, তখন শ্রীহরি ভগবান মানুষের শরীর ধারণ করবেন।

সমর মরন হরি হাথ তুম্হারা * হোইহহু মুকুত ন পুনি সংসারা॥
চলে যুগল মুনি পদ সির নাঈ * ভএ নিসাচর কালহি পাঈ॥

যুদ্ধে শ্রীহরির হাতে তোমাদের মরণ হলে তোমরা মুক্ত হবে, আর সংসারে জন্ম নিতে হবে না তোমাদের। মুনির চরণে প্রণাম নিবেদন করে দুজন চলে গেলেন। কালে তাঁরা রাক্ষস হয়ে জন্মালেন।

দো০ এক কলপ এহি হেতু প্রভু, লীন্হ মনুজ অবতার।

সুর রঞ্জন সজ্জন সুখদ, হরি ভঞ্জন ভুবি ভার।। ১৪৭

দেবতাদের আনন্দ দিতে, সজ্জনদের সুখ দিতে পৃথিবীর ভার লাঘব করতে প্রভু এক কল্পে এই কারণেই অবতার গ্রহণ করেছিলেন।

এহি বিধি জনম করম হরি কেরে * সুন্দর সুখদ বিচিত্র ঘনেরে।

কলপ কলপ প্রতি প্রভু অবতরহীঁ * চারু চরিত নানাবিধি করহীঁ ।।

এই ভাবে শ্রীহরির জন্ম আর কর্ম অনেক, তা যেমন সুখপ্রদ, তেমনি বিচিত্র। প্রত্যেক কল্পেই প্রভু যখনই অবতার হয়েছেন তখনই নানা মনোরম বৃত্তান্ত সৃষ্টি হয়েছে।

তব তব কথা মুনীসন্হ গাঈ * পরম পুনীত প্রবন্ধ বনাঈ।

বিবিধ প্রসঙ্গ অনূপ বখানে * করহিঁন সুনি আচরজু সয়ানে ।।

তখন-তখনই পবিত্র কাব্য রচনা করে মুনিরা তার বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে নানা-রকম প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন, যা শুনে চতুর লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

হরি অনন্ত হরি কথা অনন্তা * কাহহিঁ সুনহিঁ বহুবিধি সব সন্তা।

রামচন্দ্রকে চরিত সুহাএ * কলপ কোটি লগি জাহিঁ ন গাএ ।।

শ্রীহরি অনন্ত, তাঁর কথাও অনন্ত যা সন্তজন নানাভাবে বলেন এবং শোনেন। শ্রীরামচন্দ্রের রমণীয় কীর্তিগাথা কোটি কল্পেও গেয়ে শেষ করা যাবে না।

য়হ প্রসঙ্গ মৈঁ কহা ভবানী * হরিমায়াঁ মোহহিঁ মুনি গ্যানী।

প্রভু কৌতুকী প্রনত হিতকারী * সেবত সুলভ সকল দুখ হারী ।।

হে পার্বতী! এ প্রসঙ্গ আমি তোমাকে এটুকু বোঝাবার জন্যেই শোনালাম যে শ্রীহরির মায়ায় জ্ঞানী মুনিও মোহিত হয়ে যায়। প্রভু কৌতুকপ্রিয় এবং ভক্তহিতকারী। সেবকের কাছে তিনি সুলভ এবং সকল দুঃখহারী।

সো০ সুর নর মুনি কোউ নাহিঁ, জেহি ন মোহ মায়া প্রবল।

অস বিচারি মন মাহিঁ, ভজিঅ মহামায়া পতিহি ।। ২১

দেবতা, মানুষ আর মুনির মধ্যে এমন কেউ নেই যে শ্রীভগবানের প্রবল মায়ায় মোহিত না হয়েছেন। একথা বিচার করে মহামায়ার স্বামী শ্রীভগবানের ভজন করা উচিত।

চৌ॰ অপর হেতু সুনু সৈলকুমারী * কহউঁ বিচিত্র কথা বিস্তারী।
জেহি কারন অজ অগুন অরূপা * ব্রহ্ম ভয়উ কোসলপুর ভূপা॥

হে পার্বতী! অন্য কারণ শোনো, আমি বিচিত্র সে কথা সবিস্তারে বলছি যে কারণে জন্মরহিত, নির্গুণ এবং অরূপ ব্রহ্ম অযোধ্যার রাজা হলেন।

জো প্রভু বিপিন ফিরত তুম্হ দেখা * বন্ধু সমেত ধরেঁ মুনিবেষা।
জাসু চরিত অবলোকি ভবানি * সতী সরীর রহিহু বৌরানী॥
অজহুঁ ন ছায়া মিটতি তুম্হারী * তাসু চরিত সুনু ভ্রম রুজ হারী।
লীলা কীন্হি জো তেহিঁ অবতারা * সো সব কহিহউঁ মতি অনুসারা॥

যে প্রভুকে তুমি বন্ধুজনের সঙ্গে (সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে) মুনিবেশে বনে বনে ঘুরতে দেখেছিলে আর যাঁর চরিত্র দেখে, হে পার্বতী! তুমি সতীর শরীরে থেকে এমন মোহগ্রস্ত হয়েছিলে যে আজও তোমার ভ্রান্তির ছায়া দূর হয় নি। এখন তাঁর চরিত্র শোনো যিনি ভ্রান্তিরোগকে দূর করেন। ঐ অবতারে যে-লীলা তিনি করেছেন নিজের বুদ্ধি অনুসারে তা তোমাকে বলব।

ভরদ্বাজ সুনি সঙ্কর বানী * সকুচি সপ্রেম উমা মুসুকানী।
লগে বহুরি বরনৈ বৃষকেতূ * সো অবতার ভয়উ জেহি হেতূ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—হে ভরদ্বাজ! শিবের কথা শুনে পার্বতী সঙ্কুচিত হলেন এবং সপ্রেমে মৃদু হাসলেন। তখন শিব ঐ অবতার কেন হল তার বর্ণনা করতে লাগলেন।

দো॰ সো মৈঁ তুম্হ সন কহউঁ সবু, সুনু মুনীস মন লাই।
রাম কথা কলি মল হরনি, মঙ্গল করনি সুহাই॥ ১৪৮

হে মুনীশ্বর! সে সব আমি আপনাকে বলছি, আপনি মন দিয়ে শুনুন। রমণীয় রামকথা কলিযুগের মালিন্যকে দূর করে, মঙ্গল করে।

মনু-শতরূপা আখ্যান

স্বায়ম্ভু মনু অরু সতরূপা * জিন্হ তেঁ ভৈ নর সৃষ্টি অনূপা।
দম্পতি ধরম আচরন নীকা * অজহুঁ গাব শ্রুতি জিন্হকৈ লীকা॥

স্বায়ম্ভুব মনু আর শতরূপা, যে দম্পতি থেকে এই অনুপম নরসৃষ্টি, তাঁদের ধর্মাচরণ অত্যন্ত পবিত্র, আজও যার মর্যাদা বেদে উদ্গীত।

নৃপ উত্তানপাদ সুত তাসু * ধ্রুব হরিভগত ভয়উ সুত জাসু।
লঘু সুত নাম প্রিয়ব্রত তাহী * বেদ পুরান প্রসংসহিঁ জাহী ॥

তাদের পুত্র ছিলেন রাজা উত্তানপাদ আর তাঁরই পুত্র হরিভক্ত ধ্রুব। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল প্রিয়ব্রত, যাঁর প্রশংসা বেদে ও পুরাণে করা হয়।

দেবহুতি পুনি তাসু কুমারী * জো মুনি কর্দম কৈ প্রিয় নারী।
আদিদেব প্রভু দীনদয়ালা * জঠর ধরেউ জেহিঁ কপিল কৃপালা ॥

দেবহুতি হলেন তাঁর কন্যা যিনি কর্দম মুনির প্রিয় পত্নী ছিলেন এবং যিনি আদিদেব দীনদয়ালু কপিলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

সাংখ্য সাস্ত্র জিন্হ প্রগট বখানা * তত্ত্ব বিচার নিপুন ভগবানা।
তেহিঁ মনু রাজ কীন্হ বহু কালা * প্রভু আয়সু সব বিধি প্রতিপালা ॥

তিনি সাংখ্যশাস্ত্রকে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন, কারণ তত্ত্ববিচারে নিপুণ ছিলেন তিনি। তাই মনু দীর্ঘ দিন রাজত্ব করেছিলেন এবং সবরকমভাবে প্রভুর আজ্ঞা পালন করেছিলেন।

সো০ হোই ন বিষয় বিরাগ, ভবন বসত ভা চৌথপন।
হৃদয়ঁ বহুত দুখ লাগ, জনম গয়উ হরি ভগতি বিনু ॥ ২২

ঘরে থাকতে থাকতেই বার্ধক্য এল, কিন্তু বিষয়বৈরাগ্য তো হল না। হরিভক্তি বিনা জন্ম এমনিতেই চলে গেল একথা চিন্তা করে মনে বড় দুঃখ হল।

চৌ০ বরবস রাজ সুতহি তব দীন্হা * নারি সমেত গবন বন কীন্হা।
তীরথ বর নৈমিষ বিখ্যাতা * অতি পুনীত সাধক সিধি দাতা ॥

তখন মনু জোর করে উত্তানপাদকে রাজ্য দিয়ে রানীর সঙ্গে বনে গেলেন। অতি পবিত্র এবং সাধকজনের সিদ্ধিপ্রদ তীর্থগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৈমিষারণ্য সুপ্রসিদ্ধ।

বসহিঁ তহাঁ মুনি সিদ্ধ সমাজা * তহঁ হিয়ঁ হরষি চলেউ মনু রাজা।
পন্থ জাত সোহহিঁ মতি ধীরা * গ্যান ভগতি জনু ধরেঁ সরীরা ॥

সেখানে মুনি এবং সিদ্ধসমাজ বাস করেন। মহারাজ মনু প্রসন্ন মনে সেখানে গেলেন। তাঁরা যখন পথ চলছিলেন তখন তাঁদের দেখে মনে হল যেন জ্ঞান আর ভক্তি শরীর ধারণ করে চলছেন।

পহুঁচে জাই ধেনুমতি তীরা * হরষি নহানে নিরমল নীরা।
আএ মিলন সিদ্ধ মুনি গ্যানী * ধরম ধুরন্ধর নৃপরিষি জানী ॥

তাঁরা গোমতী নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন, প্রসন্ন হয়ে নির্মলমনে স্নান করলেন, মনুকে ধর্মধুরন্ধর রাজর্ষি জেনে সিদ্ধ, মুনি এবং জ্ঞানীরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

জহঁ জহঁ তীরথ রহে সুহাএ * মুনিন্হ সকল সাদর করবাএ।
কৃস সরীর মুনিপট পরি ধানা * সত সমাজ নিত সুনহিঁ পুরানা ॥

যেখানে যেখানে রম্য তীর্থ ছিল মুনিরা সেসব সাদরে দর্শন করিয়ে আনলেন। কৃশ শরীরে মুনিজনোচিত পরিচ্ছদ ধারণ করে সজ্জনসমাজে সর্বদা পুরাণ শুনতে লাগলেন।

দো০ দ্বাদস অচ্ছর মন্ত্র পুনি, জপহিঁ সহিত অনুরাগ।
বাসুদেব পদ পঙ্করুহ, দম্পতি মন অতি লাগ ॥১৪৯

বারোটি অক্ষরের মন্ত্র (ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়) অনুরাগ নিয়ে জপ করতে লাগলেন। বাসুদেবের পাদপদ্মে দম্পতির মন অত্যাসক্ত হল।

করহিঁ অহার সাক ফল কন্দা * সুমিরহিঁ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দা।
পুনি হরি হেতু করন তপ লাগে * বারি অধার মূল ফল ত্যাগে ॥

শাক ফল আর কন্দ আহার করে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে স্মরণ করতে থাকলেন। এর উপর শ্রীহরির জন্যে তপ করতে লাগলেন, জলের আধারে থাকে বলে ফলমূল আহার পর্যন্ত ত্যাগ করলেন।

উর অভিলাষ নিরন্তর হোঈ * দেখিঅ নয়ন পরম প্রভু সোঈ।
অগুন অখণ্ড অনন্ত অনাদী * জেহি চিন্তহিঁ পরমারথবাদী ॥
নেতি নেতি জেহি বেদ নিরূপা * নিজানন্দ নিরুপাধি অনূপা।
সম্ভু বিরঞ্চি বিষ্নু ভগবানা * উপজহিঁ জাসু অংস তেঁ নানা ॥

মনে সর্বদা এই আকাঙ্ক্ষা হতে লাগল সেই পরম প্রভুকে স্বচক্ষে দর্শন করব, যিনি নির্গুণ, অনন্ত ও অনাদি, ব্রহ্মবাদী পুরুষ সর্বদা যাঁর ধ্যান করেন, নেতি নেতি করে বেদ যাঁর স্বরূপ নিরূপণ করেছেন, যিনি সর্বদা অনন্তস্বরূপ, নিরুপাধি এবং নিরুপম, যাঁর অংশ থেকে শম্ভু, শিব আর ভগবান বিষ্ণু উৎপন্ন হয়েছেন।

ঐসেউ প্রভু সেবক বস অহঈ * ভগত হেতু লীলা তনু গহঈ।
জৌঁ য়হ বচন সত্য শ্রুতি ভাষা * তৌ হমার পূজিহি অভিলাষা ॥

এমনিতেই ভগবান সেবকের বশীভূত, নিজের ভক্তদের কল্যাণে লীলা করবার জন্যে শরীর ধারণ করেন। যদি বেদের এই বাণী সত্য হয় তাহলে প্রভু আমার মনস্কামনা অবশ্য পূরণ করবেন।

দো॰ এহি বিধি বীতে বরষ ষট, সহস বারি আহার।
সম্বত সপ্ত সহস্র পুনি, রহে সমীর অধার ॥১৫০

এইভাবে শুধু জলাহারে ছয় হাজার বছর কেটে গেল, তারপর সাত হাজার বছর পর্যন্ত শুধু বায়ু-আধারে রয়ে গেলেন।

চৌ॰ বরষ সহস দস ত্যাগেউ সোঊ * ঠাঢ়ে রহে এক পদ দোঊ।
বিধি হরি হর তপ দেখি অপারা * মনু সমীপ আএ বহু বারা।

দশ হাজার বছর তাও ছেড়ে দিলেন। একপায়ে দুজন দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের অখণ্ড তপ দেখে ব্রহ্মা, হরি ও মহাদেব অনেকবার মনুর কাছে এলেন।

মাগহু বর বহু ভাঁতি লোভাএ * পরম ধীর নহিঁ চলহিঁ চলাএ।
অস্থিমাত্র হোই রহে সরীরা * তদপি মনাগ মনহিঁ নহিঁ পীরা ॥

'বর চেয়ে নাও' এই বলে তাঁরা নানাভাবে তাঁদের প্রলুব্ধ করলেন কিন্তু সেই পরম বীর্যবান্ (মনু) বিচলিত হলেন না। দুজনের শরীরে শুধু হাড়গুলো রয়ে গেল, তবু তাঁদের মনে কোন অবসাদ এল না।

প্রভু সর্বগ্য দাস নিজ জানী * গতি অনন্য তাপস নৃপ রানী।
মাগু মাগু বরু ভৈ নভ বানী * পরম গভীর কৃপামৃত সানী ॥

সর্বজ্ঞ প্রভু অনন্যগতি ঐ রাজা-রানীকে নিজের দাস বলে মানলেন। তারপর করুণামৃত-পূর্ণ পরম গম্ভীর আকাশবাণী হল—বর প্রার্থনা করো।

মৃতক জিআবনি গিরা সুহাঈ * শ্রবন রন্ধ্র হোই উর জব আঈ।
হৃষ্ট পুষ্ট তন ভএ সুহাএ * মানহুঁ অবহিঁ ভবন তে আএ ॥

মৃতসঞ্জীবনী সেই রম্য বাণী যখন কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করল তখনই তাঁদের দেহ সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট হল, যেন এক্ষুনি তাঁরা বাড়ি থেকে এসেছেন!

দো॰ শ্রবন সুধা সম বচন সুনি, পুলক প্রফুল্লিত গাত।
বোলে মনু করি দণ্ডবত, প্রেম ন হৃদয় সমাত ॥১৫১

কানে সেই অমৃতের মতো বাণী শুনে আনন্দে দেহ প্রফুল্ল হল। প্রেম যেন মনুর হৃদয়ে ধরছিল না। প্রণাম করে তিনি বললেন—

চৌ॰ সুনু সেবক সুরতরু সুরধেনু * বিধি হরি হর বন্দিত পদ রেনু।
সেবত সুলভ সকল সুখ দায়ক * প্রনত পাল সচরাচর নায়ক ॥

হে ভক্তবৃন্দের কল্পতরু ও কামধেনু! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তোমার চরণ বন্দনা করে, তুমি সেবায়-সুলভ, সর্বসুখদাতা, ভক্তজনপালক, এবং বিশ্বচরাচরের নায়ক।

জৌঁ অনাথ হিত হম পর নেহু * তৌ প্রসন্ন হোই য়হ বর দেহু।
জো সরূপ বস শিব মন মাহীঁ * জেহি কারন মুনি জতন করাহীঁ ॥
জো ভুসুণ্ডি মন মানস হংসা * সগুন অগুন জেহি নিগম প্রসংসা।
দেখহিঁ হম সো রূপ ভরি লোচন * কৃপা করহু প্রনতারতি মোচন ॥

হে অনাথহিতকারী, হে শরণাগতদুঃখহারী, আমার উপরে যদি তোমার স্নেহ থাকে তাহলে প্রসন্ন হয়ে এই করুণা করো এবং এই বর দাও যে তোমার যে স্বরূপ শিবের মনে বাস করে, যার জন্যে মুনিদের সাধনা, যে-স্বরূপ কাকভুশুণ্ডীর মনরূপ মানসসরোবরে হংসের মতো বিচরণ করে, সগুন ও নির্গুন বলে বেদে যা কীর্তিত, সেই স্বরূপ আমি নয়ন ভরে দেখি।

দম্পতি বচন পরম প্রিয় লাগে * মৃদুল বিনীত প্রেম রস পাগে।
ভগত বছল প্রভু কৃপা নিধানা * বিস্ববাস প্রগটে ভগবানা ॥

রাজারানীর কোমল, বিনীত এবং প্রেমরসপূর্ণ বচন ভগবানের খুব ভালো লাগল। ভগবৎসল করুণানিধান, বিশ্বব্যাপী ভগবান প্রকাশিত হলেন।

দো॰ নীল সরোরুহ নীল মনি, নীল নীর ধর স্যাম।
লাজহিঁ তন শোভা নিরখি, কোটি কোটি সত কাম ॥১৫২

নীলকমল, নীলমণি এবং নীলমেঘের মতো শ্যাম শরীরের শোভা দেখে কোটি কোটি কামদেব লজ্জিত হলেন।

চৌ॰ সরদ ময়ঙ্ক বদন ছবি সীঁবা * চারু কপোল চিবুক দর গ্রীবা।
অধর অরুন রদ সুন্দর নাসা * বিধু কর নিকর বিনিন্দক হাসা ॥

শরতের পূর্ণচন্দ্রশোভার সীমাস্বরূপ তাঁর মুখ। সুন্দর কপোল আর চিবুক, শঙ্খের মতো গ্রীবা, অরুণাভ অধর, সুন্দর দন্তরাজি ও নাসা, চন্দ্রকিরণবিজয়ী তাঁর মনোজ্ঞ হাসি।

নব অম্বুজ অম্বক ছবি নীকী * চিতবনি ললিত ভাবঁতী জী কী।
ভৃকুটি মনোজ চাপ ছবি হারী * তিলক ললাট পটল দ্যুতিকারী ॥

তাঁর নয়ন-শোভা ছিল নব-অম্বুজের মতো সুন্দর, তাঁর ললিত ছবি ছিল মনোহারী, ভ্রূকুটি ছিল কামধনুর শোভাকে ছাপিয়ে, তাঁর ললাটতিলক ছিল দেদীপ্যমান।

কুণ্ডল মকর মুকুট সির ভ্রাজা * কুটিল কেস জনু মধুপ সমাজা।
উর শ্রীবৎস রুচির বনমালা * পদিক হার ভূষন মনিজালা ॥

কানে ছিল মকরাকৃতি কুণ্ডল, মাথায় ছিল রত্নখচিত মুকুট, তাঁর কুঞ্চিত কেশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন তা ভ্রমরগুচ্ছ, হৃদয়ে ছিল শ্রীবৎসের চিহ্ন আর সুন্দর বনমালা, জড়োয়া হার আর মণিময় ভূষণ।

কেহরি কন্ধর চারু জনেউ * বাহু বিভূষন সুন্দর তেউ।
করি কর সরিস সুভগ ভুজদণ্ডা * কটি নিষঙ্গ কর সর কোদণ্ডা।

তাঁর কাঁধ ছিল সিংহের মতো সুগঠিত, দেহে ছিল মনোহর যজ্ঞোপবীত, বাহুতে ছিল সুন্দর অলঙ্কার, হাতির শুঁড়ের মতো তাঁর সুদৃঢ় বাহুদণ্ড, কোমরে ছিল তরবারি আর হাতে ধনুক।

দো০ তড়িত বিনিন্দক পীত পট, উদর রেখ বর তীনি।
নাভি মনোহর লেতি জনু, জমুন ভবঁর ছবি ছীনি ॥ ১৫৩

পরনে ছিল বিদ্যুৎকে-লজ্জা-দেওয়া পীতবাস, উদরে ছিল সুন্দর ত্রিবলি, নাভি ছিল সুন্দর যেন তা যমুনার ঘূর্ণির শোভাকে কেড়ে নিয়েছিল।

পদ রাজীব বরনি নহিঁ জাহীঁ * মুনি মন মধুপ বসহিঁ জেন্হ মাহীঁ।
বাম ভাগ সোভতি অনুকূলা * আদিসক্তি ছবিনিধি জগমূলা ॥

মুনিদের মন-ভ্রমর যেখানে বাস করে, সেই পাদপদ্মের শোভা বর্ণনাতীত। বাঁদিকে সর্বদা অনুকূল শোভার আধার জগতের মূল কারণ আদিশক্তি শোভমান।

জাসু অংস উপজহিঁ গুনখানী * অগনিত লচ্ছি উমা ব্রহ্মানী।
ভৃকুটি বিলাস জাসু জগ হোঈ * রাম বাম দিসি সীতা সোঈ ॥

যাঁর অংশ থেকে গুণের খনি অসংখ্য লক্ষ্মী পার্বতী, ব্রহ্মাণী উৎপন্ন হন, যাঁর ভ্রূকুটি-লক্ষেতে জগৎ উৎপন্ন হয়, সেই সীতা রামচন্দ্রের বাঁদিকে রয়েছেন।

ছবি সমুদ্র হরি রূপ বিলোকী * একটক রহে নয়ন পট রোকী।
চিতবহিঁ সাদর রূপ অনূপা * তৃপ্তি ন মানহিঁ মনু সতরূপা ॥

মনু ও শতরূপা শোভার সমুদ্র শ্রীভগবানের অনুপম রূপ দেখে পরম আদরে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন; তবু তৃপ্তি হল না।

হরষ বিবস তন দসা ভুলানী * পরে দণ্ড ইব গহি পদ পানী।
সির পরসে প্রভু নিজ কর কঞ্জা * তুরত উঠাএ করুনা পুঞ্জা॥

আনন্দের অতিশয্যে তাঁদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল, তাঁরা প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। তখন করুণানিধান প্রভু নিজের বাহুপদ্মে স্পর্শ করে তাঁদের দুজনকে তুললেন।

দো॰ বোলে কৃপা নিধান পুনি, অতি প্রসন্ন মোহি জানি।
মাগহু বর জোই ভাব মন, মহাদানি অনুমানি॥ ১৪৮

করুণানিধান প্রভু এবারে বললেন—আমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন জেনে এবং মহাদাতা মনে করে মনের মত বর চেয়ে নাও।

চৌ॰ সুনি প্রভু বচন জোরি জুগ পানী * ধীর ধীরজু বোলী মৃদু বানী।
নাথ দেখি পদ কমল তুম্হারে * অব পূরে সব কাম হমারে॥

প্রভুর বাণী শুনে মনু হাত জোড় করে, ধৈর্য ধরে, মধুর বচনে বললেন—হে নাথ, তোমার চরণ দর্শন করেই আমায় সব কামনা সিদ্ধ হয়েছে।

এক লালসা বড়ি উর মাহীঁ * সুগম অগম কহি জাতি সো নাহীঁ।
তুম্হহি দেত অতি সুগম গোসাঈ * অগম লাগ মোহি নিজ কৃপনাঈ॥

তবে একটা প্রবল বাসনা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। সেটা সহজ না কঠিন তা বলা যায় না। হে নাথ! তুমি দিলে তা সহজ, কিন্তু তুমি যদি আমার প্রতি কৃপণ হও, তবে তা পাওয়া কঠিনই হবে বলে মনে হয়।

জথা দরিদ্র বিবুধতরু পাঈ * বহু সম্পতি মাগত সকুচাঈ।
তাসু প্রভাউ জান নহিঁ সোঈ * তথা হৃদয়ঁ মম সংসয় হোঈ॥

যেমন দরিদ্র কল্পবৃক্ষ পেয়েও অনেক সম্পদ চেয়ে নিতে সঙ্কোচ করে, কারণ তার প্রভাব সে জানে না, আমার মনেও সেই রকম সঙ্কোচ হচ্ছে।

সো তুম্হ জানহু অন্তরজামী * পুরবহু মোর মনোরথ স্বামী।
সকুচ বিহাই মাগু নৃপ মোহী * মোরেঁ নহিঁ অদেয় কছু তোহী॥

হে নাথ, তুমি অন্তর্যামী, তাই তুমি তা জানো। আমার মনোরথ পূর্ণ করো। ভগবান বললেন, হে রাজন্! সঙ্কোচ ত্যাগ করে তুমি আমায় কাছে চাও, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

দো• দানি সিরোমনি কৃপানিধি, নাথ কহউঁ সতি ভাউ।

চাহউঁ তুম্হহি সমান সুত, প্রভু সন করন দুরাউ ॥ ১৫৫

মনু বললেন, দাতাদের শিরোমণি হে কৃপানিধি প্রভু, আমি সত্যিই মনের কথা বলছি, আমি তোমার মতো এক পুত্র চাই। তোমার কাছে কী লুকোব ?

দেখি প্রীতি সুনি বচন অমোলে ● এবমস্তু করুনানিধি বোলে।

আপু সরিস খোজৌঁ কহঁ জাঈ ● নৃপ তব তনয় হোব মৈঁ আঈ ॥

রাজার প্রীতি দেখে এবং দুর্লভ বচন শুনে করুণানিধি প্রভু বললেন—তাই হোক। তবে আমি আর নিজের মতো কাউকে কোথায় গিয়ে খুঁজব ? তাই, হে রাজন্‌, আমি এসে তোমার পুত্র হব।

সতরূপহি বিলোকি কর জোরেঁ ● দেবি মাগু বরু জো রুচি তোরেঁ।

জো বরু নাথ চতুর নৃপ মাগা ● সোই কৃপাল মোহি অতি প্রিয় লাগা ॥

শতরূপাকে হাত জোড় করে দাঁড়ানো দেখে ভগবান বললেন—হে দেবি ! তোমার মনের মতো বর তুমি চেয়ে নাও। শতরূপা বললেন—হে নাথ, প্রাজ্ঞ রাজা যে বর চেয়েছেন, হে করুণাময়, আমার তা খুবই ভালো লেগেছে।

প্রভু পরন্তু সুঠি হোতি ঢিঠাঈ ● জদপি ভগত হিত তুম্হহি সোহাঈ।

তুম্হ ব্রহ্মাদি জনক জগ স্বামী ● ব্রহ্ম সকল উর অন্তরজামী ॥

কিন্তু, হে প্রভু, এটা খুবই ধৃষ্টতা, যদিও ভক্তের মঙ্গলের জন্যে তোমার তা ভালোই লেগেছে, কারণ, তুমি ব্রহ্মাদির জনক, জগতের স্বামী, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী—।

অস সমুঝত মন সংসয় হোঈ ● কহা জো প্রভু প্রবান পুনি সোঈ।

জে নিজ ভগত নাথ তব অহহীঁ ● জো সুখ পাবহিঁ জো গতি লহহীঁ ॥

দো• সোই সুখ সোই গতি সোই ভগতি, সোই নিজ চরণ সনেহু।

সোই বিবেক সোই রহনি প্রভু, হমহি কৃপা করি দেহু। ১৫৬

ঐভাবে বুঝতে গেলে মনে সংশয় আসে, তুমি যা বলেছ তা তো সত্য হবেই ! হে নাথ, তোমার যে অনন্য ভক্ত সে যে-সুখ পায়, যে-গতি পায় সেই সুখ সেই গতি সেই ভক্তি সেই তোমার চরণে অনুরাগ, সেই বিবেক, সেই ব্যবহার কৃপা করে আমাকে দাও।

সুনি মৃদু গূঢ় রুচির বর রচনা ● কৃপাসিন্ধু বোলে মৃদু বচনা।

জো কছু রুচি তুম্হরে মন মাহীঁ ● মৈঁ সো দীন্হ সব সংসয় নাহীঁ ॥

রানীর মৃদু গূঢ় এবং শোভনসুন্দর কথা শুনে কৃপাসিন্ধু কোমলবচনে বললেন—তোমার মনে যে-সব বাসনা তা আমি সবই তোমাকে দিয়েছি এতে সন্দেহ নাই।

মাতু বিবেক অলৌকিক তোরেঁ * কবহুঁ ন মিটহি অনুগ্রহ মোরেঁ।
বন্দি চরন মনু কহেউ বহোরী * অবর এক বিনতী প্রভু মোরী ॥

হে মাতা, আমার অনুগ্রহে তোমার দিব্যজ্ঞান কখনও নষ্ট হবে না। চরণ বন্দনা করে মনু আবার বললেন—হে প্রভু, আমার আর একটি মিনতি আছে।

সুত বিষইক তব পদ রতি হোউ * মোহি বড় মূঢ় কহৈ কিন কোউ।
মনি বিনু ফনি জিমি জল বিনু মীনা * মম জীবন তিমি তুম্হহি অধীনা ॥

তোমার চরণে আমার পুত্রের-মতো প্রীতি হোক, তাতে লোকে আমাকে মূর্খ বলে বলুক। মণি ছাড়া যেমন সাপ থাকতে পারে না, জল ছাড়া যেমন মাছ থাকতে পারে না, তেমনি আমার জীবন তোমারই অধীন।

অস বরু মাগি চরন গহি রহেউ * এবমস্তু করুনানিধি কহেউ।
অব তুম্হ মম অনুসাসন মানী * বসহু জাই সুরপতি রজধানী ॥

মনু এই বর প্রার্থনা করে চরণ ধরে রইলেন। করুণানিধি বললেন—তাই হোক। এখন তুমি আমার আদেশ মেনে ইন্দ্রের রাজধানীতে (অমরাবতীতে) গিয়ে বাস করো।

সো৹ তহঁ করি ভোগ বিসাল, তাত গএঁ কছু কাল পুনি।
হোইহহু অবধ ভুআল, তব মৈঁ হোব তুম্হার সুত ॥২৩

হে তাত! সেখানে পরমানন্দ ভোগ ক'রে—আবার কিছু কাল কেটে গেলে তুমি অযোধ্যার রাজা হবে, আমি তোমার পুত্র হব।

চৌ৹ ইচ্ছাময় নরবেষ সঁবারেঁ * হোইহউঁ প্রগট নিকেত তুম্হারে।
অংসন্হ সহিত দেহ ধরি তাতা * করিহউঁ চরিত ভগত সুখদাতা ॥
জে সুনি সাদর নর বড় ভাগী * ভব তরিহহিঁ মমতা মদ ত্যাগী।
আদি সক্তি জেহিঁ জগ উপজায়া * সোউ অবতরিহি মোরি যহ মায়া ॥

ইচ্ছামতো নররূপ ধারণ করে তোমার ঘরে এসে প্রকট হব। হে তাত! নিজের সমস্ত অংশ নিয়ে দেহধারণ করে এমন লীলা করব যা ভক্তজনকে সুখ দেবে যা (যে লীলা) সাগ্রহে শুনে ভাগ্যবান পুরুষ মায়ামোহ ত্যাগ করে ভবসাগর পার হয়ে যাবেন। যে আদি শক্তি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, আমার সেই মায়াও অবতার গ্রহণ করবে।

পুরউব মৈঁ অভিলাষ তুম্হারা * সত্য সত্য পন সত্য হমারা।
পুনি পুনি অস কহি কৃপা নিধানা * অন্তরধান ভএ ভগবানা ॥

আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করব, আমার এ পণ সত্য, সত্য, সত্য। বারবার একথা বলে করুণানিধান ভগবান অন্তর্হিত হলেন।

দম্পতি উর ধরি ভগত কৃপালা * তেহিঁ আশ্রম নিবসে কছু কালা।
সময় পাই তনু তজি অনয়াসা * জাই কীহ্ন অমরাবতি বাসা ॥

দম্পতি হৃদয়ে কৃপানিধির ভক্তি ধারণ করে কিছুকাল ঐ আশ্রমে থাকলেন। সময় হলে অনায়াসে দেহ ত্যাগ করে অমরাবতীতে বাস করলেন।

দো৹ যহ ইতিহাস পুনীত অতি, উমহি কহী বৃষ কেতু।
ভরদ্বাজ সুনু অপর পুনি, রাম জনম কর হেতু ॥১৫২

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—হে ভরদ্বাজ! এই অতি পবিত্র কথা মহাদেব পার্বতীকে বললেন। এবারে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হবার অন্য কারণ শোনো।

চৌ৹ সুনু মুনি কথা পুনীত পুরানী * জো গিরিজা প্রতি সম্ভু বখানী।
বিস্ব বিদিত এক কৈকয় দেসূ * সত্যকেতু তহঁ বসই নরেসূ ॥

হে মুনি! যা মহাদেব পার্বতীকে বলেছিলেন সেই পবিত্র পুরাতন কথা শোনো। পৃথিবীতে কেকয়-নামে এক দেশ বিখ্যাত, সেখানে সত্যকেতু নামে এক রাজা ছিলেন।

ধরম ধুরন্ধর নীতি নিধানা * তেজ প্রতাপ সীল বলবানা।
তেহি কেঁ ভএ জুগল সুত বীরা * সব গুন ধাম মহা রনধীরা ॥

তিনি ধর্মে সুদৃঢ়, নীতির আধার, তেজস্বী, চরিত্রবান এবং শক্তিমান্ ছিলেন। ঐ রাজার সর্বগুণের আধার এবং সংগ্রামে দৃঢ় দুই বীর পুত্র ছিলেন।

প্রতাপভানুর আখ্যান

রাজ ধনী জো জেঠ সুত আহী * নাম প্রতাপভানু অস তাহী।
অপর সুতহি অরিমর্দন নামা * ভুজবল অতুল অচল সংগ্রামা ॥

রাজসিংহাসনের অধিকারী জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল প্রতাপভানু এবং আর-এক পুত্রের নাম ছিল অরিমর্দন যিনি বাহুবলে সংগ্রামে ছিলেন অতুলনীয় এবং সুদৃঢ়।

ভাইহি ভাইহি পরম সমীতী * সকল দোষ ছল বরজিত প্রীতী।
জেঠে সুতহি রাজ নৃপ দীন্হা * হরি হিত আপু গবন বন কীন্হা ॥

ভাইয়ে ভাইয়ে খুব মিল ছিল, তাঁদের প্রীতি ছিল সমস্ত দোষ এবং ছলনা থেকে মুক্ত। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই রাজ্য দিলেন এবং নিজে ভগবানের আরাধনার জন্যে বনে গেলেন।

দো০ জব প্রতাপরবি ভয়উ নৃপ, ফিরী দোহাঈ দেস।
প্রজা পাল অতি বেদবিধি, কতহুঁ নহীঁ অঘ লেস ॥১৫৮

যখন প্রতাপভানু রাজা হলেন, দেশে তাঁর নাম প্রবচনে পরিণত হল। বেদের বিধান অনুসারে তিনি প্রজাপালন করতে লাগলেন, কোথাও পাপের লেশমাত্র ছিল না।

নৃপ হিত কারক সচিব সয়ানা * নাম ধরম রুচি সুক্র সমানা।
সচিব সয়ান বন্ধু বলবীরা * আপু প্রতাপ পুঞ্জ রনধীরা ॥

রাজার হিতকারী চতুর মন্ত্রী ধর্মরুচি শুক্রাচার্যের মতো (নীতিবিদ) ছিলেন। মন্ত্রী চতুর, বন্ধু (ভাই) বলবান এবং নিজে সংগ্রামে স্থিরচিত্ত।

সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ অপারা * অমিত সুভট সব সমর জুঝারা।
সেন বিলোকি রাউ হরষানা * অরু বাজে গহগহে নিসানা ॥

সঙ্গে দুর্জয় চতুরঙ্গ সেনা যার মধ্যে বহু যোদ্ধা ছিল, যারা সবাই রণনিপুণ। সেনা দেখে রাজা আনন্দিত হলেন। ঘননির্ঘোষে দামামা বাজতে লাগল।

বিজয় হেতু কটকঈ বনাঈ * সুদিন সাধি নৃপ চলেউ বজাঈ।
জহঁ তহঁ পরীঁ অনেক লরাঈঁ * জীতে সকল ভূপ বরিআঈঁ ॥

দিগ্বিজয়ের জন্যে নিজের সৈন্য সাজিয়ে, শুভদিন দেখে রাজা ডঙ্কা বাজিয়ে যেখানে চললেন সেখানে বড়ো বড়ো যুদ্ধ হল। সবলে তিনি সব রাজাকে পরাজিত করলেন।

সপ্ত দীপ ভুজবল বস কীন্হে * লৈ লৈ দণ্ড ছাড়ি নৃপ দীন্হে।
সকল অবনি মণ্ডল তেহি কালা * এক প্রতাপ ভানু মহিপালা ॥

সপ্ত দ্বীপ তিনি বাহুবলে বশে আনলেন আর সব রাজাদের কাছে কর নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দিলেন। সেই সময়ে সমস্ত ভূ-মণ্ডলে চক্রবর্তী রাজা ছিলেন প্রতাপভানু।

দো০ স্ববস বিস্ব করি বাহুবল, নিজ পুর কীন্হ প্রবেসু।
অরথ ধরম কামাদি সুখ, সেবই সময় নরেসু ॥১৫৯

নিজ বাহুবলে পৃথিবীকে বশ করে নিজের নগরে প্রবেশ করলেন। রাজ্য, অর্থ, ধর্ম আর কামাদির সুখ সময়ানুসারে ভোগ করতে লাগলেন।

চৌ॰ ভূপ প্রতাপ ভানু বল পাঈ * কামধেনু ভৈ ভূমি সুহাঈ।
সব দুখ বরজিত প্রজা সুখারী * ধরমসীল সুন্দর নর নারী।

রাজা প্রতাপভানুর বল পেয়ে পৃথিবী কামধেনু হয়ে গেল। সমস্ত প্রজা সুখী ছিল, রাজ্যে কোন দুঃখ ছিল না। সমস্ত স্ত্রীপুরুষ ধর্মপরায়ণ ও সুন্দর ছিল।

সচিব ধরমরুচি হরি পদ প্রীতী * নৃপ হিত হেতু সিখব নিত নীতী।
গুর সুর সন্ত পিতর মহিদেবা * করই সদা নৃপ সব কৈ সেবা॥

ধর্মরুচি মন্ত্রীর ভক্তি ছিল শ্রীহরির চরণে। তিনি রাজার মঙ্গলের জন্যে তাঁকে সর্বদা নীতি শোনাতেন। রাজা গুরু, দেবতা, সাধু, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ এঁদের সর্বদা সেবা করতেন।

ভূপ ধরম জে বেদ বখানে * সকল করই সাদর সুখ মানে।
দিন প্রতি দেই বিবিধ বিধি দানা * সুনই সাস্ত্র বর বেদ পুরানা॥

বেদ যাকে রাজধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন তা সবই তিনি সাদরে সুখ মনে করতেন। প্রতিদিন তিনি বিধিমতে নানারকম দান করতেন এবং বরণীয় শাস্ত্র বেদ ও পুরাণ শুনতেন।

নানা বাপীं কূপ তড়াগা * সুমন বাটিকা সুন্দর বাগা।
বিপ্রভবন সুরভবন সুহাএ * সব তীরথন্হ বিচিত্র বনাএ॥

অনেক পুকুর, কুয়ো, দীঘি, সুন্দর বাগান, ব্রাহ্মণের ঘর এবং বিচিত্র দেবমন্দির—সমস্ত তীর্থস্থানে নির্মাণ করেছিলেন তিনি।

দো॰ জহঁ লগি কহে পুরান শ্রুতি, এক এক সব জাগ।
বার সহস্র সহস্র নৃপ, কিএ সহিত অনুরাগ॥১৬০

পুরাণ ও বেদে যত যজ্ঞের কথা আছে রাজা সাগ্রহে তা হাজার হাজার বার করলেন।

হৃদয়ঁ ন কছু ফল অনুসন্ধানা * ভূপ বিবেকী পরম সুজানা।
করই জে ধরম করম মন বানী * বাসুদেব অর্পিত নৃপ গ্যানী॥

রাজার মনে কিন্তু সেই যজ্ঞফলের বাসনা ছিল না। জ্ঞানী রাজা কর্মে মনে আর বচনে যা করতেন সবই ভগবান বাসুদেবকে অর্পণ করতেন।

চঢ়ি বর বাজি বার এক রাজা * মৃগয়া কর সব সাজি সমাজা।
বিন্ধ্যাচল গভীর বন গয়উ * মৃগ পুনীত বহু মারত ভয়উ ॥

একবার রাজা সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে শিকারের সব সরঞ্জাম সাজিয়ে বিন্ধ্যাচলের ঘন বনে গেলেন, সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর হরিণ শিকার করলেন।

ফিরত বিপিন নৃপ দীখ বরাহূ * জনু বন দুরেউ সসিহি গ্রসি রাহূ।
বড় বিধু নাহিঁ সমাত মুখ মাহীঁ * মনহুঁ ক্রোধ বস উগিলত নাহীঁ ॥

বনে বেড়াতে বেড়াতে রাজা একটা শুয়োর দেখতে পেলেন। দাঁতের জন্যে তাকে এমন দেখাচ্ছিল যেন, চাঁদকে ধরে রাহু বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, চাঁদ বড়ো হওয়ায় মুখে আঁটছে না আর ক্রুদ্ধ হয়ে তা সে উগলেও দিচ্ছে না।

কোল করাল দসন ছবি গাঈ * তনু বিসাল পীবর অধিকাঈ।
ঘুরুঘুরাত হয় আরৌ পাএঁ * চকিত বিলোকত কান উঠাএঁ ॥

শুয়োরটির ভয়ঙ্কর দাঁতের রূপ তো বর্ণিত হল, তার শরীরটাও ছিল বিশাল আর অত্যন্ত স্থূল। ঘোড়ার আওয়াজ শুনে ঘর্ঘর শব্দ করে চকিত হয়ে কান উঠিয়ে সে এদিকে ওদিকে দেখছে।

দো০ নীল মহীধর সিখর সম, দেখি বিসাল বরাহু।
চপরি চলেউ হয় সুটুকি নৃপ, হাঁকি ন হোই নিবাহু ॥১৫৬

নীল পাহাড়ের শিখরের মতো বিশাল বরাহ দেখে রাজা ঘোড়াকে চাবুক মেরে ছোটালেন, কারণ সাধারণ হাঁকে কাজ হত না।

আবত দেখি অধিক রব বাজী * চলেউ বরাহ মরুত গতি ভাজী।
তুরত কীন্হ নৃপ সর সন্ধানা * মহি মিলি গয়উ বিলোকত বানা ॥

ঘোড়াকে বেশি আওয়াজ করে ছুটতে দেখে শুয়োরটা বায়ুবেগে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে রাজা শর সন্ধান করলেন। বাণ দেখেই সে মাটিতে মিশে গেল।

তকি তকি তীর মহীস চলাবা * করি ছল সুঅর সরীর বচাবা।
প্রগটত দুরত জাই মৃগ ভাগা * রিস বস ভূপ চলেউ সঁগ লাগা ॥

রাজা তাক করে করে বাণ ছুঁড়লেন, কিন্তু শুয়োরটা ছল করে নিজের শরীর বাঁচিয়ে নিল। কখনও প্রকাশ হয়ে কখনও লুকিয়ে জানোয়ারটা সরে পড়তে লাগল। রাজাও ক্রোধের বশে তার পিছু নিলেন।

গয়উ দূরি ঘন গহন বরাহু * জহঁ নাহিন গজ বাজি নিবাহু।
অতি অকেল বন বিপুল কলেসূ * তদপি ন মৃগ মগ তজই নরেসূ ॥

শুয়োরটা দূর ঘন বনে গিয়ে প্রবেশ করল, যেখানে হাতি বা ঘোড়া যেতে পারে না। রাজা একেবারে একা হয়ে পড়লেন, বনে বাধা অনেক। তবু রাজা ঐ জানোয়ারটার পিছু ছাড়লেন না।

কোল বিলোকি ভূপ বড় ধীরা * ভাগি পৈঠ গিরিগুহাঁ গভীরা।
অগম দেখি নৃপ অতি পছিতাঈ * ফিরেউ মহাবন পরেউ ভুলাঈ ॥

শুয়োরটা রাজাকে অত্যন্ত একাগ্র দেখে গভীর গিরিগুহায় গিয়ে লুকলো। জায়গাটি অগম্য দেখে রাজা অগত্যা আফশোশ করে ফিরলেন কিন্তু মহারণ্যে পথ হারিয়ে ফেললেন।

দো০ খেদ খিন্ন ছুদ্ধিত তৃষিত, রাজা বাজি সমেত।
খোজত ব্যাকুল সরিত সর, জল বিনু ভয়উ অচেত ॥১৬২

ক্লান্তিতে অবসন্ন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাজা ঘোড়া নিয়ে ব্যাকুলভাবে নদীপুকুর খুঁজতে খুঁজতে জল না পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ফিরত বিপিন আশ্রম এক দেখা * তহঁ বস নৃপতি কপট মুনি বেষা।
জাসু দেস নৃপ লীন্হ ছড়াঈ * সমর সেন তজি গয়উ পরাঈ ॥

তারপর বনে ঘুরতে ঘুরতে রাজা এক আশ্রম দেখতে পেলেন, সেখানে এক রাজা মুনির কপটবেশ ধারণ করে থাকতেন। প্রতাপভানু এঁর দেশ কেড়ে নিয়েছিলেন এবং ইনি নিজের সৈন্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

সময় প্রতাপ ভানু কর জানী * আপন অতি অসময় অনুমানী।
গয়উ ন গৃহ মন বহুত গলানী * মিলা ন রাজহি নৃপ অভিমানী ॥

প্রতাপভানুর সময়টা ভালো, কিন্তু তাঁর নিজের সময়টা খুব খারাপ এই ভেবে তিনি গৃহে গেলেন না। তাঁর মনে খুব লজ্জা হল। অভিমানী রাজাকে প্রতাপভানুও পেলেন না।

রিস উর মারি রঙ্ক জিমি রাজা * বিপিন বসই তাপস কেঁ সাজা।
তাসু সমীপ গবন নৃপ কীন্হা * যহ প্রতাপরবি তেহিঁ তব চীন্হা।

হৃদয়ে ক্রোধ পরিত্যাগ করে রাজা কাঙালের মতো বনে তপস্বীর বেশ ধরে রইলেন। তাঁর কাছে রাজা গেলেন। উনি তাঁকে প্রতাপভানু বলে চিনতে পারলেন।

রাউ তৃষিত নহিঁ সো পহিচানা * দেখি সুবেষ মহামুনি জানা।
উতরি তুরগ তেঁ কীন্হ প্রনামা * পরম চতুর ন কহেউ নিজ নামা ॥

তৃষ্ণার্ত রাজা তাঁকে চিনলেন না, সজ্জা দেখে তাঁকে মহর্ষি বলেই মনে করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে তাঁকে প্রণাম করলেন। পরম চতুর রাজা নিজের নাম বললেন না।

দো০ ভূপতি তৃষিত বিলোকি তেহিঁ, সরবরু দীহ্ন দেখাই।
মজ্জন পান সমেত হয়, কীহ্ন নৃপতি হরষাই ॥১৬৩

রাজাকে তৃষ্ণার্ত দেখে ঐ মুনি সরোবর দেখিয়ে দিলেন। তখন রাজা প্রসন্ন হয়ে ঘোড়া নিয়ে স্নান ও জলপান করলেন।

চৌ০ গৈ শ্রম সকল সুখী নৃপ ভয়উ * নিজ আশ্রম তাপস লৈ গয়উ।
আসন দীহ্ন অস্ত রবি জানী * পুনি তাপস বোলেউ মৃদু বানী ॥

সমস্ত শ্রম দূর হল, রাজা সুখী হলেন। তখন মুনি রাজাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সূর্যাস্তের সময় জেনে আসন দিলেন। তারপর কোমল বচনে তপস্বী বলতে লাগলেন—

কো তুম্হ কস বন ফিরহু অকেলেঁ * সুন্দর জুবা জীব পরহেলেঁ।
চক্রবর্তিকে লচ্ছন তোরেঁ * দেখত দয়া লাগি অতি মোরেঁ ॥

তুমি কে? সুন্দর যুবক হয়ে জীবনের পরোয়া না করে একা একা বনবাদাড়ে ঘুরছ কেন? চক্রবর্তীর লক্ষণ তোমার মধ্যে দেখছি। তোমাকে দেখে আমার করুণা হচ্ছে।

নাম প্রতাপ ভানু অবনীসা * তাসু সচিব মৈঁ সুনহু মুনীসা।
ফিরত অহেরেঁ পরেউঁ ভুলাঈ * বড়ে ভাগ দেখেউঁ পদ আঈ।

রাজা বললেন, হে মুনি! প্রতাপভানু নামে এক রাজা আছেন, আমি তাঁর মন্ত্রী; শিকারে বেরিয়ে পথ ভুলে গিয়েছি। আপনার চরণ দর্শন হল এ আমার সৌভাগ্য।

হম কহঁ দুর্লভ দরস তুম্হারা * জানত হৌঁ কছু ভল হোনিহারা।
কহ মুনি তাত ভয়উ অঁধিয়ারা * জোজন সত্তরি নগরু তুম্হারা ॥

আমার কাছে আপনার দর্শন দুর্লভ ছিল। এতে আমার মনে হচ্ছে কোন শুভ ঘটবে। মুনি বললেন, হে তাত, এখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে তোমার নগর সত্তর যোজন দূরে।

দো০ নিসা ঘোর গম্ভীর বন, পন্থ ন সুনহু সুজান।
বসহু আজু অস জানি তুম্হ, জাএহু হোত বিহান ॥১৬৪

হে সজ্জন, শোনো। রাত ভয়ঙ্কর, গভীর বন, পথ দেখা যায় না। তাই আজ এখানেই থেকে যাও। ভোর হলেই চলে যেও।

তুলসী জসি ভবতব্যতা, তৈসী মিলই সহাই।
আপুন্ন আবই তাহি পহিঁ, তাহি তহাঁ লৈ জাই।।১৬৫

তুলসীদাস বলেন, যেমন ভবিতব্যতা সহায়ও মেলে তেমনি। হয় তা নিজেই তার কাছে এসে যায়, নয় তো তাকেই সেখানে নিয়ে যায়।

ভলেহিঁ নাথ আয়সু ধরি সীসা * বাঁধি তুরগ তরু বৈঠ মহীসা।
নৃপ বহু ভাঁতি প্রসংসেউ তাহী * চরন বন্দি নিজ ভাগ্য সরাহী।।

তাই হোক, প্রভু। একথা বলে তাঁর আজ্ঞা মাথায় নিয়ে ঘোড়া গাছের সঙ্গে বেঁধে রাজা বসলেন। তিনি নানাভাবে তাঁর স্তুতি করলেন এবং চরণ বন্দনা করে নিজের ভাগ্যকে প্রশংসা করলেন।

পুনি বোলেউ মৃদু গিরা সুহাঈ * জানি পিতা প্রভু করউঁ ঢিঠাঈ।
মোহি মুনীস সুত সেবক জানী * নাথ নাম নিজ কহহু বখানী।।

আবার কোমল ও রম্য বচনে বললেন—আপনাকে পিতা মনে করে ধৃষ্টতা করছি, হে মুনীশ্বর, আমাকে আপনার পুত্র এবং সেবক মনে করে আপনার নাম বলুন।

তেহি ন জান নৃপ নৃপহি সো জানা * ভূপ সুহৃদ সো কপট সয়ানা।
বৈরী পুনি ছত্রী পুনি রাজা * ছল বল কীহ্ন চহই নিজ কাজা।।

রাজা তাঁকে চিনতে পারেন নি, কিন্তু তিনি রাজাকে চিনেছিলেন। রাজার হৃদয় নির্মল কিন্তু তিনি কপটতায় চতুর ছিলেন। একে তো শত্রু ক্ষত্রিয়, তার উপরে রাজা, তাই ছলে বলে তিনি কার্যোদ্ধার করতে চাইলেন।

সমুঝি রাজ সুখ দুখিত অরাতী * অবাঁ অনল ইব সুলগই ছাতী।
সরল বচন নৃপকে সুনি কানা * বয়র সঁভারি হৃদয়ঁ হরষানা।।

একদিনকার রাজসুখ স্মরণ করে ঐ শত্রু দুঃখিত ছিলেন, কুমোরের উনুনের আগুনের মতো তাঁর বুক জ্বলছিল। রাজার সরল বচন শুনে এবং তাঁর শত্রুতা স্মরণ করে তিনি মনে মনে প্রসন্ন হলেন।

দো॰ কপট বোরি বানী মৃদুল, বোলেউ জুগুতি সমেত।
নাম হমার ভিখারি অব, নির্ধন রহিত নিকেত।।১৬৬

কপটতায়-ভরা মিষ্টিকথায় যুক্তি দিয়ে তিনি বললেন—এখন আমার নাম ভিখিরি, কারণ আমি নির্ধন ও গৃহহীন।

কহ নৃপ জে বিগ্যান নিধানা ● তুম্হ সারিখে গলিত অভিমানা।
সদা রহহিঁ অপনপৌ দুরাএঁ ● সব বিধি কুসল কুবেষ বনাএঁ ॥

রাজা বললেন—আপনার মতো যাঁরা বিশেষ জ্ঞানের আধার, এবং যাঁরা নিরভিমান তাঁরা সর্বদাই নিজে নিজেদের গোপনে রাখে, কারণ কুবেশ (দীন বেশ) ধারণ করে থাকা সব দিক থেকে ভালো।

তেহি তেঁ কহহিঁ সন্ত শ্রুতি টেরেঁ ● পরম অকিঞ্চন প্রিয় হরি কেরেঁ।
তুম্হ সম অধন ভিখারি অগেহা ● হোত বিরঞ্চি সিবহি সন্দেহা ॥

এই জন্যেই সন্ত এবং বেদ হাঁক দিয়ে বলেন—নিঃস্বই ভগবানের পরম প্রিয়। আপনার মতো নির্ধন এবং গৃহহীন ভিখারীদের ব্রহ্মা আর বিষ্ণুও সন্দেহ করেন (হয় তো দীনবেশে ইনিই দীননাথ)।

জোসি সোসি তব চরন নমামী ● মো পর কৃপা করিঅ অব স্বামী।
সহজ প্রীতি ভূপতি কৈ দেখী ● আপু বিষয় বিস্বাস বিসেষী ॥
সব প্রকার রাজহি অপনাঈ ● বোলেউ অধিক সনেহ জনাঈ।
সুনু সতিভাউ কহউঁ মহিপালা ● ইহাঁ বসত বীতে বহু কালা ॥

আপনি যে-ই হোন আপনার চরণে প্রণাম। হে নাথ, এবার আমার উপর কৃপা করুন। কপটাচারী মুনি রাজার স্বাভাবিক প্রীতি এবং তাঁর উপরে বিশেষ বিশ্বাস দেখে সবরকম-ভাবে রাজাকে নিজের বশে এনে বললেন—শুনুন মহারাজ! আমি সত্য আশ্রয় করে বলছি, এখানে আমি অনেক কাল হল আছি।

দো● অব লগি মোহি ন মিলেউ কোউ, মৈ ন জনাবউঁ কাহু।
লোকমান্যতা অনল সম, কর তপ কানন দাহু ॥১৬৭

এখন পর্যন্ত কেউ আমার কাছে আসে নি, আমিও কাউকে কিছু জানাই নি, কারণ লোকপ্রতিষ্ঠা তপোবনকে ভস্ম করবার জন্যে আগুনের মতো।

সো● তুলসী দেখি সুবেষু, ভূলহিঁ মূঢ় ন চতুর নর।
সুন্দর কেকিহি পেখু, বচন সুধা সম অসন অহি ॥২৪

তুলসী দাস বলেন, সুবেশ দেখে মূর্খেরাই ভোলে চতুরেরা নয়। সুন্দর ময়ূরকে দেখো, রব সুধার মতো, কিন্তু খায় সাপ।

চৌ● তাতেঁ গুপুত রহউঁ জগ মাহীঁ ● হরি তজি কিমপি প্রয়োজন নাহীঁ।
প্রভু জানত সব বিনহিঁ জনাএঁ ● কহহু কবনি সিধি লোক রিঝাএঁ ॥

এই কারণেই বনে লুকিয়ে থাকি। ভগবানকে ছাড়া আর কারো কাছে আমার কোন প্রয়োজন নাই। ভগবান না জানালেও সব জানেন। তা হলে লোককে তুষ্ট করে লাভ কী বলো?

তুম্হ সুচি সুমতি পরম প্রিয় মোরেঁ • প্রীতি প্রতীতি মোহি পর তোরেঁ।
অব জৌঁ তাত দুরাবউঁ তোহী • দারুন দোষ ঘটই অতি মোহী॥

তুমি শুচি ও সুমতি, আমার পরম প্রিয়। আমার উপরে তোমার প্রীতি ও প্রত্যয় আছে। হে তাত, এখন তোমার কাছ থেকে যদি কিছু লুকোই তাহলে সেটা আমার দারুন দোষ হবে।

জিমি জিমি তাপসু কথই উদাসা • তিমি তিমি নৃপহি উপজ বিশ্বাসা।
দেখা স্ববস কর্ম মন বানী • তব বোলা তাপস বগধ্যানী॥

যতই সেই তপস্বী বৈরাগ্যের কথা বলেন ততই তাঁর উপর রাজার বিশ্বাস বাড়তে থাকে। যখন রাজাকে কর্ম, মন আর বচনে নিজের বশীভূত দেখলেন তখন ভক্ত তপস্বী বললেন—

নাম হমার একতনু ভাঈ • সুনি নৃপ বোলেউ পুনি সিরু নাঈ।
কহহু নাম কর অরথ বখানী • মোহি সেবক অতি আপন জানী॥

ভাই, আমার নাম একতনু। শুনে রাজা মাথা নত করে বললেন—আমাকে নিজের সেবক মনে করে নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলুন।

দো০ আদি সৃষ্টি উপজী জবহিঁ, তব উতপতি ভৈ মোরি।
নাম একতনু হেতু তেহি, দেহ ন ধরী বহোরি॥১৬৮

মুনি বললেন, আদি সৃষ্টি যখন হল তখনই আমার উৎপত্তি হল। তখন থেকে দ্বিতীয় দেহ ধারণ করি নি, তাই আমার নাম একতনু।

চৌ০ জনি আচরজু করহু মন মাহীঁ • সুত তপ তেঁ দুর্লভ কছু নাহীঁ।
তপবল তেঁ জগ সৃজই বিধাতা • তপবল বিষ্নু ভএ পরিত্রাতা॥

হে পুত্র, মনে মনে অবাক হোয়ো না। তপস্যার দুর্লভ কিছু নেই। তপোবলেই বিধাতা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তপোবলেই বিষ্ণু জগৎ পরিত্রাণ করেন।

তপবল সম্ভু করহিঁ সঙ্ঘারা • তপ তেঁ অগম ন কছু সংসারা।
ভয়উ নৃপহি সুনি অতি অনুরাগা • কথা পুরাতন কহৈ সো লাগা॥

তপোবনেই শম্ভু সংসার করেন, তপস্যার অগম্য কিছু নেই সংসারে। একথা শুনে রাজার অত্যন্ত অনুরাগ হল। তখন মুনি পুরাতন কথা বলতে লাগলেন।

করম ধরম ইতিহাস অনেকা * করই নিরূপন বিরতি বিবেকা।
উদভব পালন প্রলয় কহানী * কহেসি অমিত আচরজ বখানী ॥

কর্ম, ধর্ম, বহু ইতিহাস, বৈরাগ্য এবং জ্ঞানের বর্ণনা দিলেন। উৎপত্তি, পালন আর প্রলয়ের অনেক অবাক-করা কথা শোনালেন।

সুনি মহীপ তাপস বস ভয়উ * আপন নাম কহন তব লয়উ।
কহ তাপস নৃপ জানউঁ তোহী * কীন্হেহু কপট লাগ ভল মোহী ॥

শুনে রাজা তপস্বীর বশীভূত হলেন আর তখন নিজের নাম বলতে লাগলেন। তপস্বী বললেন, হে রাজন। আমি জানি তুমি ছলনা করেছিলে, কিন্তু আমার তা ভালোই লেগেছিল।

সো০ সুনু মহীস অসি নীতি, জহঁ তহঁ নাম ন কহহিঁ নৃপ।
মোহি তোহি পর অতি প্রীতি, সোই চতুরতা বিচারি তব ॥২৫

শোন রাজন্, নীতি এমনিই যে রাজা যেখানে সেখানে নিজের নাম করেন না। তোমার সেই চতুরতা দেখে তোমার উপরে আমার অত্যন্ত প্রীতি জন্মেছে।

নাম তুম্হার প্রতাপ দিনেসা * সত্য কেতু তব পিতা নরেসা।
গুর প্রসাদ সব জানিঅ রাজা * কহিঅ ন আপন জানি অকাজা ॥

তোমার নাম প্রতাপভানু তোমার পিতা রাজা সত্যকেতু। হে রাজন, গুরুর কৃপাতেই আমি সব জানি, কিন্তু নিজের ক্ষতি (হবে) জেনে বলি না।

দেখি তাত তব সহজ সুধাঈ * প্রীতি প্রতীতি নীতি নিপুনাঈ।
উপজি পরী মমতা মন মোরেঁ * কহউঁ কথা নিজ পূছে তোরেঁ ॥

হে তাত! তোমার সরলতা, প্রীতি, বিশ্বাস, নীতি এবং চতুরতায় তোমার জন্যে আমার মনে মমতা জন্মেছে। এই জন্যে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ বলেই আমি নিজের কথা শোনাচ্ছি।

অব প্রসন্ন মৈঁ সংসয় নাহীঁ * মাগু জো ভূপ ভাব মন মাহীঁ।
সুনি সুবচন ভূপতি হরষানা * গহি পদ বিনয় কীন্হি বিধি নানা ॥

নিঃসন্দেহে এখন আমি প্রসন্ন। হে রাজন্ তোমার মনে যা ইচ্ছা তাই চেয়ে নাও।

এমন সুন্দর কথা শুনে রাজা প্রসন্ন হলেন এবং চরণ ধরে নানাভাবে মিনতি করতে লাগলেন।

কৃপাসিন্ধু মুনি দরসন তোরে৷ * চারি পদারথ করতল মোরে৺ ।
প্রভুহি তথাপি প্রসন্ন বিলোকী * মাগি অগম বর হোউ অসোকী ॥

হে করুণাসিন্ধু মুনি, আপনার দর্শনে চারটি পদার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) আমার মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে। তবুও প্রভুকে প্রসন্ন দেখে বর প্রার্থনা করে কেন শোকরহিত হব না ?'

দো৹ জরা মরন দুখ রহিত তনু, সমর জিতৈ জনি কোউ।
একছত্র রিপুহীন মহি, রাজকল্প সত হোউ ॥১৬৯

শরীর বার্ধক্য ও মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্ত হোক, সংগ্রামে আমাকে যেন কেউ পরাজিত না করতে পারে, একশো কল্প পর্যন্ত পৃথিবীতে আমার নিষ্কণ্টক একচ্ছত্র রাজ্য হোক।

কহ তাপস নৃপ ঐসেই হোউ * কারন এক কঠিন সুনু সোউ ।
কালউ তুঅ পদ নাইহি সীসা * এক বিপ্রকুল ছাড়ি মহীসা ॥

তপস্বী বললেন, হে রাজন্‌ ! তাই হোক। একটা বিষয় কঠিন, তাও শুনে নাও। হে রাজন্‌ ব্রাহ্মণকুল বাদ দিয়ে কালও তোমারে চরণে প্রণত হবেন।

তপবল বিপ্রসদা বরিআরা * তিন্হকে কোপ ন কোউ রখবারা।
জৌ বিপ্রন্হ বস করহু নরেসা * তৌ তুঅ বস বিধি বিষ্নু মহেসা ॥

তপস্যার বলে ব্রাহ্মণ সর্বদা বলবান হন, তাঁদের কোপ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। হে রাজন্‌, ব্রাহ্মণকে যদি বশ করতে পারো তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবও তোমার বশে আসবেন।

চলন ব্রহ্ম কুল সন বরিআঈ * সত্য কহউ দোউ ভুজা উঠাঈ।
বিপ্র শ্রাপ বিনু সুনু মহিপালা * তোর নাস নহিঁ কবনেহুঁ কালা ॥

ব্রাহ্মণকুলের সঙ্গে কারো জোর খাটে না। দুই হাত তুলে আমি সত্য বলছি। হে রাজন্‌ শোনো, ব্রাহ্মণের শাপ ছাড়া কোন সময়ে তোমার নাশ হবে না।

হরষেউ রাউ বচন সুনি তাসূ * নাথ ন হোই মোর অব নাসূ।
তব প্রসাদ প্রভু কৃপা নিধানা * মো কহুঁ সর্ব কাল কল্যানা।

মুনির কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে রাজা বললেন—হে নাথ! আমার নাশ আর কিছুতে হবে না। হে করুণানিধি, আপনার দয়ায় আমার সব সময় কল্যাণ হবে।

দো০ এবমস্তু কহি কপট মুনি, বোলা কুটিল বহোরি।
মিলব হমার ভুলাব নিজ, কহহু ত হমহি ন খোরি ॥১৭০

তাই হোক—একথা বলে মুনি আবার বললেন, বনে আমাদের সাক্ষাৎকার এবং তোমার পথ ভুলে যাওয়ার কথা কাউকে বোলো না, আর যদি বল আমার দোষ নেই।

চৌ০ তাতে মৈঁ তোহিঁ বরজউঁ রাজা * কহেঁ কথা তব পরম অকাজা।
ছঠেঁ শ্রবন যহ পরত কহানী * নাস তুম্হার সত্য মম বানী ॥

হে রাজন্, আমি তোমাকে এই জন্যে মানা করছি যে একথা বললে তোমার খুব ক্ষতি হবে। ছয়-কানে একথা গেলেই তোমার সর্বনাশ হবে, আমার একথা সত্য বলে জেনো।

যহ প্রগটেঁ অথবা দ্বিজশ্রাপা * নাস তোর সুনু ভানু প্রতাপা।
আন উপায় নিধন তব নাহীঁ * জৌঁ হরি হর কোপহিঁ মন মাহীঁ ॥

হে প্রতাপভানু! শোনো, একথা যদি প্রকাশ হয়, অথবা যদি ব্রাহ্মণ তোমাকে শাপ দেয় তবেই তোমার নিধন হবে, আর কোনভাবেই না, শ্রীহরি ও শঙ্কর কুপিত হলেও না।

সত্য নাথ পদ গহি নৃপ ভাষা * দ্বিজ গুর কোপ কহহু কো রাখা।
রাখই গুর জৌঁ কোপ বিধাতা * গুর বিরোধ নহিঁ কোউ জগ ত্রাতা ॥

রাজা মুনির পা জড়িয়ে ধরে বললেন, হে নাথ! ব্রাহ্মণ আর গুরুর কোপ থেকে কে রক্ষা করবে? ব্রাহ্মণ রুষ্ট হলে গুরু রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে জগতে আর কোন ত্রাতা নেই।

জৌঁ ন চলব হম কহে তুম্হারেঁ * হোউ নাশ নহিঁ সোচ হমারেঁ।
একহিঁ ডর ডরপত মন মোরা * প্রভু মহিদেব শ্রাপ অতি ঘোরা ॥

যদি আপনার কথা মতো আমি চলি তাহলে যদি আমার নিধনও হয় আমার তাতে চিন্তা নাই, কিন্তু একটি ভয়েই আমি ভীত—ব্রাহ্মণের শাপ বড় ভয়ঙ্কর হয়।

দো০ হোহিঁ বিপ্র বস কবন বিধি, কহহু কৃপা করি সোউ।
তুম্হ তজি দীন দয়াল নিজ, হিতূ ন দেখউঁ কোউ ॥১৭১

ব্রাহ্মণ কি করে বশে আসবেন কৃপা করে আমাকে তাই বলুন। হে দীনদয়াল, আপনি ছাড়া আর কাউকে আমি আমার হিতকারী দেখছি না।

সুনু নৃপ বিবিধ জতন জগ মাহীঁ * কষ্টসাধ্য পুনি হোহিঁ কি নাহীঁ।
অহই এক অতি সুগম উপাঈ * তহাঁ পরন্তু এক কঠিনাঈ॥

মুনি বললেন, হে রাজন, শোনো, সংসারে অনেক উপায়ই তো আছে, সবই কষ্টসাধ্য, এবং সিদ্ধি তাতে হবে কি হবে না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে এক সহজ উপায় আছে, কিন্তু তার মধ্যে আছে এক দুরূহতা।

মম আধীন জুগুতি নৃপ সোঈ * মোর জাব তব নগর ন হোঈ।
আজু লগেঁ অরু জব তেঁ ভয়উঁ * কাহূকে গৃহ গ্রাম ন গয়উঁ॥

সে যুক্তি আমার অধীন, কিন্তু আমি তোমার নগরে তো যেতে পারব না। জন্মাবধি আমি কারুর বাড়িতে অথবা কোন গ্রামে যাই নি।

জৌঁ ন জাউঁ তব হোই অকাজু * বনা আই অসমঞ্জস আজু।
সুনি মহীস বোলেউ মৃদু বানী * নাথ নিগম অসি নীতি বখানী॥
বড়ে সনেহ লঘুন্হ পর করহীঁ * গিরি নিজ সিরনি সদা তৃন ধরহীঁ।
জলধি অগাধ মৌলি বহ ফেনূ * সন্তত ধরনি ধরত সির রেনূ॥

যদি না যাই তবে তোমার কাজ হবে না, আজ এ বড়ো অসামঞ্জস্য এসে পড়েছে। শুনে রাজা বললেন, বেদে এই নীতি ব্যাখ্যাত আছে। বড়ো ছোটোকে স্নেহ করে, পর্বত নিজের মাথায় তৃণগুলোকে ধারণ করে, অথৈ সমুদ্র মাথায় ফেন বহন করে, আর পৃথিবী সর্বদাই নিজের মাথায় ধূলিকণা ধারণ করে।

দো০ অস কহি গহে নরেস পদ, স্বামী হোহু কৃপাল।
মোহি লাগি দুখ সহিঅ প্রভু, সজ্জন দীন দয়াল॥১৭২

একথা বলে রাজা তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, হে নাথ, হে সজ্জন, হে দীনদয়াল, করুণা করুন, আমার জন্যে দুঃখ সহ্য করুন।

জানি নৃপহি আপন আধীনা * বোলা তাপস কপট প্রবীনা।
সত্য কহউঁ ভূপতি সুনু তোহী * জগ নাহিন দুর্লভ কছু মোহী॥

রাজাকে নিজের অধীন জেনে ভণ্ড তাপস বললেন, হে রাজন্, শোনো, আমি তোমাকে সত্য বলছি, জগতে আমার কিছুই দুর্লভ নয়।

অবসি কাজ মৈঁ করিহউঁ তোরা * মন তন বচন ভগত তৈঁ মোরা।
জোগ জুগুতি তপ মন্ত্র প্রভাউ * ফলই তবহিঁ জব করিঅ দুরাউ॥

আমি অবশ্যই তোমার কাজ করব, কারণ মনে, কর্মে, বচনে তুমি আমার ভক্ত। যোগের যুক্তি তপ এবং মন্ত্রের প্রভাব তখনই ফল দেয় যখন তা গোপনে করা হয়।

জৌঁ নরেস মৈঁ করৌঁ রসোঈ * তুম্হ পরসহু মোহি জান ন কোঈ।
অন্ন সো জোই জোই ভোজন করঈ * সোই সোই তব আয়সু অনুসরঈ॥

হে রাজন্, যদি আমি পাক করি আর তুমি পরিবেশন কর, তাহলে আমাকে কেউ জানতে পারবে না। সেই অন্ন যে ভোজন করবেন তিনিই তোমার আজ্ঞাবর্তী হবেন।

পুনি তিন্হকে গৃহ জেবঁই জোউ * তব বস হোই ভূপ সুনু সোউ।
জাই উপায় রচহু নৃপ এহূ * সম্বত ভরি সঙ্কলপ করেহূ॥

যাঁরা নিজের ঘরে গিয়ে সে-অন্ন ভোজন করবেন তাঁরাও তোমার বশে আসবেন। তুমি গিয়ে এই আয়োজনই করো। আর এক বছর ধরে এই যজ্ঞ করো।

দো০ নিত নূতন দ্বিজ সহস সত, বরেহু সহিত পরিবার।
মৈঁ তুম্হারে সঙ্কল্প লগি, দিনহিঁ করবি জেবনার॥ ১৭৩

নিত্য শতসহস্র ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিমন্ত্রণ কর। আমি তোমার ব্রত উদ্‌যাপন পর্যন্ত ব্যঞ্জন পাক করব।

এহি বিধি ভূপ কষ্ট অতি থোরেঁ * হোইহহিঁ সকল বিপ্র বস তোরেঁ।
করিহহিঁ বিপ্র হোম মখ সেবা * তেহিঁ প্রসঙ্গ সহজেহিঁ বস দেবা॥

এইভাবে অতি সহজেই সব ব্রাহ্মণ বশে আসবেন। সেইসব ব্রাহ্মণ হোম যজ্ঞ আর পুজো করবেন, সেই প্রসঙ্গে সহজেই দেবতারা তোমার বশে আসবেন।

ঔর এক তোহি কহউঁ লখাউ * মৈঁ এহিঁ বেষ ন আউব কাউ।
তুম্হরে উপরোহিত কহু রায়া * হরি আনব মৈঁ করি নিজ মায়া॥

আর একটা কথা তোমাকে বলছি। এই বেশে আমি কখনও আসব না। তোমার পুরোহিতকে আমি মায়া বলে হরণ করে আনব।

তপ বল তেহি করি আপু সমানা * রখিহউঁ ইহাঁ বরষ পরবানা
মৈঁ ধরি তাসু বেষু সুনু রাজা * সব বিধি তোর সঁবারব কাজা॥

তপোবলে তাঁকে নিজের মতো অবয়ব দিয়ে এখানে এক বছর রাখব। আমি তাঁর বেশ ধারণ করে সবরকমে তোমার কাজ করব।

গৈ নিসি বহুত সয়ন অব কীজে • মোহি তোহি ভূপ ভেঁট দিন তীজে।
মৈঁ তপবল তোহি তুরগ সমেতা • পহুঁচৈহউঁ সোবতহি নিকেতা ॥

অনেক রাত হয়েছে, এখন শুয়ে পড়ো, হে রাজন্, তোমার সঙ্গে আমার তৃতীয় দিন সাক্ষাৎ হবে। তপোবলে আমি তোমাকে ঘোড়াসমেত ঘুমন্ত অবস্থাতেই তোমার প্রাসাদে পৌঁছে দেব।

দো০ মৈঁ আউব সোই বেষু ধরি, পহিচানেহু তব মোহি।
জব একান্ত বোলাই সব, কথা সুনাবৌঁ তোহি ॥ ১৭২

আমি ঐ বেশ ধারণ করে আসব। যখন তোমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে সব বলব তখন চিনে নিও।

সয়ন কীন্হ নৃপ আয়সু মানী • আসন জাই বৈঠ ছল গ্যানী।
শ্রমিত ভূপ নিদ্রা অতি আঈ • সো কিমি সোব সোচ অধিকাঈ ॥

রাজা তাঁর আদেশ মেনে শুয়ে পড়লেন। কপটজ্ঞানী আসনে গিয়ে বসলেন। ক্লান্ত রাজা খুব শীগগিরই ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু যার বেশি চিন্তা সে কি করে ঘুমোবে? (অর্থাৎ ভণ্ড তাপসের নিদ্রা হল না।)

কাল কেতু নিসিচর তহঁ আবা • জেহিঁ সূকর হোই নৃপহি ভুলাবা।
পরম মিত্র তাপস নৃপ কেরা • জানই সো অতি কপট ঘনেরা ॥

যে শুয়োরের রূপ ধরে রাজাকে ভুলিয়েছিল কালকেতু নামে সেই রাক্ষস তখন এল। সে সেই তাপসরাজার পরম মিত্র, নিজে সে বহু ছলকপটতায় অভিজ্ঞ।

তেহি কে সত সুত অরু দস ভাঈ • খল অতি অজয় দেব দুখদাঈ।
প্রথমহিঁ ভূপ সমর সব মারে • বিপ্র সন্ত সুর দেখি দুখারে ॥

তার শতপুত্র এবং দশ ভাই ছিল, এরা অত্যন্ত দুষ্ট ও অজেয় ছিল। দেবতাদের দুঃখ দিত এরা। এদের হাতে ব্রাহ্মণ, সন্ত আর দেবতাদের পীড়িত দেখে রাজা আগেই তাদের সকলকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন।

তেহিঁ খল পাছিল বয়রু সঁভারা • তাপস নৃপ মিলি মন্ত্র বিচারা।
জেহিঁ রিপু ছয় সোই রচেন্হি উপাউ • ভাবী বস ন জান কছু রাউ ॥

ঐ দুই আগেকার শত্রুতা স্মরণ করে, ঐ তাপসরাজার সঙ্গে মিলে যাতে শত্রু নাশ হয় তার উপায় নির্ণয় করল। ভবিষ্যতের জন্যে বসে থাকায় রাজা কিছুই জানলেন না।

দো॰ রিপু তেজসী অকেল অপি, লঘু করি গনিঅ ন তাহু।
অজহুঁ দেত দুখ রবি সসিহি, সির অবসেষিত রাহু॥১৭৫

তেজস্বী শত্রু একলা হলেও তাকে ছোটো করে দেখা উচিত নয়। শুধু মাথা অবশিষ্ট থাকলেও রাহু এখনও সূর্য আর চন্দ্রকে দুঃখ দেয়।

তাপস নৃপ নিজ সখহি নিহারী * হরষি মিলেউ উঠি ভয়উ সুখারী।
মিত্রহি কহি সব কথা সুনাঈ * জাতুধান বোলা সুখ পাঈ॥

তাপসরাজা নিজের মিত্রকে দেখে সানন্দে উঠে তার সঙ্গে পরম সুখে মিলিত হলেন। মিত্রকে সবকথা শোনালেন। রাক্ষস সুখী হয়ে বলল—

অব সাধেউঁ রিপু সুনহু নরেসা * জৌঁ তুম্হ কীন্হ মোর উপদেসা।
পরিহরি সোচ রহহু তুম্হ সোঈ * বিনু ঔষধ বিআধি বিধি খোঈ॥

শোনো রাজা, যদি তুমি আমার উপদেশ অনুসারে কাজ কর তাহলে এই শত্রুকে আমি দেখে নেব। তুমি চিন্তা ছেড়ে এখন শুয়ে থাকো। বিধাতা বিনা ওষুধেই ব্যাধি দূর করেছেন।

কুল সমেত রিপু মূল বহাঈ * চৌথেঁ দিবস মিলব মৈঁ আঈ।
তাপস নৃপহি বহুত পরিতোষী * চলা মহা কপটী অতিরোষী॥

কুল সমেত শত্রুকে জড়সুদ্ধ ধ্বংস করে চতুর্থ দিন আমি এসে তোমার সঙ্গে মিলব। তাপসরাজাকে সন্তুষ্ট করে সেই মহাকপট ও মহাকুপিত রাক্ষস চলে গেল।

ভানু প্রতাপহি বাজি সমেতা * পহুঁচাএসি ছন মাঝ নিকেতা।
নৃপহি নারি পহিঁ সয়ন করাঈ * হয় গৃহঁ বাঁধেসি বাজি বনাঈ॥

প্রতাপভানুকে ঘোড়াসমেত ঘুমন্ত অবস্থাতেই প্রাসাদে পৌঁছে দিল। রাজাকে রানীর পাশে শুইয়ে দিয়ে ঘোড়াকে ঘোড়শালে বেঁধে রাখল।

দো॰ রাজা কে উপরোহিতহি, হরি লৈ গয়উ বহোরি।
লৈ রাখেসি গিরি খোহ মহু, মায়াঁ করি মতি ভোরি॥১৭৬

রাজার পুরোহিতকে হরণ করে নিয়ে গেল এবং পাহাড়ের গুহায় নিয়ে গিয়ে মায়াবলে তাঁর বুদ্ধি ভ্রান্তি ঘটিয়ে সেখানে রেখে দিল।

আপু বিরচি উপরোহিত রূপা * পরেউ জাই তেহি সেজ অনূপা।
জাগেউ নৃপ অনভএঁ বিহানা * দেখি ভবন অতি অচরজু মানা॥

নিজে পুরোহিতের রূপ ধরে তাঁর সুন্দর বিছানায় শুয়ে রইলেন। ভোর হতেই রাজার ঘুম ভাঙল—এবং নিজের প্রাসাদে নিজেকে দেখে বিস্মিত হলেন।

মুনি মহিমা মন মহু অনুমানী * উঠেউ গবঁহিঁ জেহিঁ জান ন রানী।
কানন গয়উ বাজি চঢ়ি তেহীঁ * পুর নর নারি ন জানেউ কেহীঁ॥

মুনির মহিমা মনে মনে স্মরণ করে রাজা নিঃশব্দে উঠলেন। রানী যাতে কিছু না জানতে পারেন। ঐ ঘোড়ায় চড়েই বনে গেলেন। নগরের কোন নরনারীই তা জানতে পারল না।

গএঁ জাম জুগ ভূপতি আবা * ঘর ঘর উৎসব বাজ বধাবা।
উপরোহিতহি দেখ জব রাজা * চকিত বিলোকি সুমিরি সোই কাজা॥

দুপুর হলে রাজা এলেন, ঘরে ঘরে উৎসববাদ্য বাজতে লাগল। পুরোহিতের দিকে রাজার চোখ পড়ল, চমকে উঠে দেখতে লাগলেন তিনি, আর ঐকাজের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

জুগ সম নৃপহি গএ দিন তীনী * কপটী মুনি পদ রহ মতি লীনী।
সময় জানি উপরোহিত আবা * নৃপহি মতে সব কহি সমুঝাবা॥

রাজার তিন দিন তিন যুগের মতো কাটল। ভণ্ড মুনির চরণে তাঁর মতি অটল রইল। সময় বুঝে পুরোহিতরূপী রাক্ষস এল আর একান্তে নিয়ে সব কথা বলে বুঝিয়ে দিল।

দো০ নৃপ হরষেউ পহিচানি গুরু, ভ্রম বস রহা ন চেত।
বরে তুরত সত সহস বর, বিপ্র কুটুম্ব সমেত॥১৭৭

রাজা গুরুকে চিনতে পেরে প্রসন্ন হলেন, তাঁর খেয়াল ছিল না। তৎক্ষণাৎ একলাখ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করলেন।

উপরোহিত জেবনার বনাঈ * ছরস চারি বিধি জসি শ্রুতি গাঈ।
মায়াময় তেহিঁ কীন্হি রসোঈ * বিঞ্জন বহু গনি সকই ন কোঈ॥

রন্ধনশাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে পুরোহিত ঠিক তেমনি ছয় রসের চার রকমের ব্যঞ্জন বানালেন। নিজের রাক্ষসী মায়ায় এমন রান্না করলেন যা আর কারো পক্ষে অসম্ভব।

বিবিধ মৃগন্হ কর আমিষ রাঁধা * তেহি মহুঁ বিপ্র মাঁসু খল সাঁধা।
ভোজন কহুঁ সব বিপ্র বোলাএ * পদ পখারি সাদর বৈঠাএ ॥

অনেক রকম পশুর মাংস রাঁধলেন, তার মধ্যে সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণের-মাংস মিশিয়ে দিলেন। ভোজনের জন্যে সব ব্রাহ্মণদের ডাকা হল, আর পা ধুইয়ে সাদরে সবাইকে বসানো হল।

পরুসন জবহিঁ লাগ মহিপালা * ভৈ অকাসবানী তেহি কালা।
বিপ্রবৃন্দ উঠি উঠি গৃহ জাহূ * হৈ বড়ি হানি অন্ন জনি খাহূ ॥
ভয়উ রসোঈ ভূসুর মাঁসু * সব দ্বিজ উঠে মানি বিস্বাসু।
ভূপ বিকল মতি মোহঁ ভুলানী * ভাবী বস ন আব মুখ বানী ॥

রাজা যখন পরিবেশন করতে শুরু করলেন তখন আকাশবাণী হল—হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা উঠে বাড়ি যাও, ও অন্ন খেয়ো না, খেলে খুব ক্ষতি হবে। এতে ব্রাহ্মণের মাংস মেশানো আছে। একথা শুনে বিশ্বাস করে ব্রাহ্মণেরা উঠে দাঁড়ালেন। রাজা ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর বুদ্ধি মোহে এমন ভ্রান্ত হয়ে গেল যে ভবিষ্যতের বশীভূত হয়ে তাঁর মুখে একটা কথাও সরল না।

দো॰ বোলে বিপ্র সকোপ তব, নহিঁ কছু কীন্হ বিচার।
জাই নিসাচর হোহু নৃপ, মূঢ় সহিত পরিবার ॥১৭৮

তখন ব্রাহ্মণেরা কিছু বিচার করে দেখলেন না, সক্রোধে বললেন, মূর্খ রাজা! তুমি তোমার স্বজনদের নিয়ে রাক্ষস হও।

চৌ॰ ছত্রবন্ধু তৈঁ বিপ্র বোলাঈ * ঘালৈ লিএ সহিত সমুদাঈ।
ঈস্বর রাখা ধরম হমারা * জৈহসি তৈঁ সমেত পরিবারা ॥

হে ক্ষত্রিয়াধর্ম! তুমি ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে সপরিবারে ভ্রষ্ট করতে চেয়েছ। ঈশ্বর আমাদের ধর্ম রক্ষা করছেন। তুমি সপরিবারে বিনষ্ট হও।

সম্বত মধ্য নাস তব হোউ * জল দাতা ন রহিহি কুল কোউ।
নৃপ সুনি শ্রাপ বিকল অতি ত্রাসা * ভৈ বহোরি বর গিরা অকাসা ॥

এক বছরের মধ্যে তোমার নাশ হবে, তোমার বংশে জল দেবার কেউ রইবে না। শাপ শুনে রাজা ভয়ে ব্যাকুল হলেন। তখন গম্ভীর আকাশবাণী হল।

বিপ্রহু শ্রাপ বিচারি ন দীন্হা * নহিঁ অপরাধ ভূপ কছু কীন্হা।
চকিত বিপ্র সব সুনি নভ বানী * ভূপ গয়উ জহঁ ভোজন খানী ॥

হে ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা বিচার করে শাপ দাও নি, রাজার কোন দোষ নেই। সব ব্রাহ্মণ আকাশবাণী শুনে হতভম্ব হলেন। তখন রাজা যেখানে রান্না হয়েছিল সেখানে গেলেন।

তহঁ ন অসন নহিঁ বিপ্র সুআরা * ফিরেউ রাউ মন সোচ অপারা।
সব প্রসঙ্গ মহি সুরহ্ন সুনাঈ * ত্রসিত পরেউ অবনীঁ অকুলাঈ ।

সেখানে ভোজ্য নেই, ব্রাহ্মণ পাচক নেই। তখন রাজা ফিরে এলেন। মনে বড়ো চিন্তা হল। রাজা এখন সব ঘটনা ব্রাহ্মণদের শোনালেন আর ভীত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

দো০ ভূপতি ভাবী মিটই নহিঁ, জদপি ন দূষন তোর।
কিএঁ অন্যথা হোই নহিঁ বিপ্রশ্রাপ অতি ঘোর ॥ ১৭৯

হে রাজন, যদিও তোমার অপরাধ নেই তবু যা হবার তা রোধ করা যাবে না। ব্রাহ্মণের দেওয়া ভয়ঙ্কর শাপ কখনও ব্যর্থ হবার নয়।

অস কহি সব মহিদেব সিধাএ * সমাচার পুরলোগন্হ পাএ।
সোচহিঁ দূষন দৈবহি দেহীঁ * বিরচত হংস কাগ কিয় জেহীঁ ॥

এই বলে ব্রাহ্মণেরা চলে গেলেন। যখন এই ঘটনা নগরবাসীরা শুনলেন তখন চিন্তা করতে লাগলেন এবং দোষ দিতে লাগলেন দৈবকে, যিনি হাঁস বানাতে গিয়ে কাক বানালেন,— এমন ধর্মাত্মা রাজাকে রাক্ষস করে দিলেন।

উপরোহিতহি ভবন পহুঁচাঈ * অসুর তাপসহি খবরি জনাঈ।
তেহিঁ খল জহঁ তহঁ পত্র পঠাএ * সজি সজি সেন ভূপ সব ধাএ।।

পুরোহিতকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অসুর মুনিকে সব ঘটনা শোনালো। সেই দুষ্ট যেখানে সেখানে পত্র পাঠালেন। সেনা সাজিয়ে রাজারা সব ধেয়ে এলেন।

ঘেরেন্হি নগর নিসান বজাঈ * বিবিধ ভাঁতি নিত হোই লরাঈ।
জুঝে সকল সুভট করি করনী * বন্ধু সমেত পরেউ নৃপ ধরনী ॥

তাঁরা ডঙ্কা বাজিয়ে নগর ঘিরে ফেললেন। সর্বদাই নানারকমের যুদ্ধ হতে লাগল। সমস্ত সেনা সুকৌশলে যুদ্ধ করল। স্বজনদের নিয়ে রাজা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সত্যকেতু কুল কোউ নহিঁ বাঁচা * বিপ্রশ্রাপ কিমি হোই অসাঁচা।
রিপু জিতি সব নৃপ নগর বসাঈ * নিজ পুর গবনে জয় জসু পাঈ ॥

সত্যকেতুর কুলে কেউ বেঁচে রইল না। ব্রাহ্মণের শাপ কি ব্যর্থ হয়? শত্রু জয় করে সব রাজা আবার বিপর্যস্ত নগরটি সুশৃঙ্খল করে, বিজয় গৌরব লাভ করে যার যার নগরে ফিরে গেলেন।

দো০ ভরদ্বাজ সুনু জাহি জব, হোই বিধাতা বাম।
ধূরি মেরু সম জনক জম, তাহি ব্যালসম দাম॥১৮০

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, হে ভরদ্বাজ শোনো, যখন বিধি কারো প্রতিকূল হন তখন তাঁর কাছে ধুলো সুমেরু পর্বতের মতো, জনক যমের মতো, রজ্জু সর্পের মতো।

রাবণাদির জন্ম

কাল পাই মুনি সুনু সোই রাজা * ভয়উ নিসাচর সহিত সমাজা।
দস সির তাহি বীস ভুজদণ্ডা * রাবন নাম বরিবণ্ডা॥

হে মুনি, শোনো। সেই রাজা (প্রতাপভানু) সময় হলে স্বজনদের নিয়ে রাক্ষস হল। তার দশটি মাথা এবং বিশটি বাহু। তার নাম রাবণ, সে মহাবীর।

ভূপ অনুজ অরিমর্দন নামা * ভয়উ সো কুম্ভকরন বলধামা।
সচিব জো রহা ধরমরুচি জাসু * ভয়উ বিমাত্র বন্ধু লঘু তাসু॥

রাজার অনুজের নাম ছিল অরিমর্দন। সে হল শক্তিমান কুম্ভকর্ণ। ধর্মরুচি নামে তার যে মন্ত্রী ছিল সে হল তার বৈমাত্র ভাই।

নাম বিভীষন জেহি জগ জানা * বিষ্নু ভগত বিগ্যান নিধানা।
রহে জে সুত সেবক নৃপ কেরে * ভএ নিসাচর ঘোর ঘনেরে॥

তার নাম বিভীষণ, জগতে সে সুবিদিত। সে বিষ্ণুভক্ত এবং বিশেষ জ্ঞানের আধার। যারা রাজার পুত্র ও সেবক ছিল তারাও সকলে অতি ভয়ঙ্কর রাক্ষস হল।

কামরূপ খল জিনস অনেকা * কুটিল ভয়ঙ্কর বিগত বিবেকা।
কৃপা রহিত হিংসক সব পাপী * বরনি ন জাহিঁ বিশ্ব পরিতাপী॥

এই রাক্ষসেরা ইচ্ছেমতো রূপ ধারণ করতে পারে। এরা খল, কুটিল, ভয়ঙ্কর, বিবেকহীন, নির্মম, হিংস্র এবং পাপাচারী। এদের অনেক জাতি। সমস্ত বিশ্বের এরা দুঃখের কারণ। এদের (অনাচার) বর্ণনা করে বলা যায় না।

দো০ উপজে জদপি পুলস্ত্য কুল, পাবন অমল অনূপ।
তদপি মহীসুর শ্রাপ বস, ভএ সকল অঘরূপ॥ ১৮১

যদিও এরা পুলস্ত্যের পবিত্র, শুদ্ধ এবং অনুপম কুলে জাত, তবুও ব্রাহ্মণের শাপে তারা সব মহাপাপী হল।

কীন্হ বিবিধ তপ তীনিহুঁ ভাঈ * পরম উগ্র নহিঁ বরনি সো জাঈ।
গয়উ নিকট তপ দেখি বিধাতা * মাগহু বর প্রসন্ন মৈঁ তাতা॥

তিন ভাই-ই অনেকরকম কঠিন তপস্যা করেছিল যা বর্ণনা করা যায় না। তাদের তপস্যা দেখে ব্রহ্মা তাদের কাছে এলেন, বললেন, হে তাত, বর প্রার্থনা করো। আমি প্রসন্ন হয়েছি।

করি বিনতী পদ গহি দসসীসা * বোলেউ বচন সুনহু জগদীসা।
হম কাহুকে মরহিঁ ন মারেঁ * বানর মনুজ জাতি দুই বারেঁ॥

তখন পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করে দশানন বলল, হে জগদীশ্বর, আমরা বানর আর মানুষ ছাড়া যেন আর কারো হাতে নিহত না হই।

এবমস্তু তুম্হ বড় তপ কীন্হা * মৈঁ ব্রহ্মাঁ মিলি তেহি বর দীন্হা।
পুনি প্রভু কুম্ভকরন পহিঁ গয়উ * তেহি বিলোকি মন বিসময় ভয়উ॥

শিব বললেন—তাই হোক। তোমরা মহা তপস্যা করেছ। আমি আর ব্রহ্মা মিলিত হয়ে তোমাকে বর দিলাম। প্রভু ব্রহ্মা তারপর কুম্ভকর্ণের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন।

জৌঁ এহিঁ খল নিত করব অহারূ * হোইহি সব উজারি সংসারূ।
সারদ প্রেরি তাসু মতি ফেরী * মাগেসি নীদ মাস ষট কেরী॥

যদি এই দুষ্ট সর্বদাই আহার করে তবে সংসার উজাড় হয়ে যাবে। সরস্বতীকে পাঠিয়ে তার মতি পরিবর্তন করলেন। সে ছয় মাসের নিদ্রা চাইল।

দো॰ গএ বিভীষন পাস পুনি, কহেউ পুত্র বর মাগু।
তেহিঁ মাগেউ ভগবন্ত পদ, কমল অমল অনুরাগু॥১৭৭

ব্রহ্মা বিভীষণের কাছে গিয়ে বললেন— হে পুত্র, বর চাও। সে ভগবানের চরণকমলে নির্মল ভক্তি চাইল।

তিন্হহি দেই বর ব্রহ্ম সিধাএ * হরষিত তে অপনে গৃহ আএ।
ময় তনুজা মন্দোদরি নামা * পরম সুন্দরী নারি ললামা॥

তাকে বর দিয়ে ব্রহ্মা চলে গেলেন। তারাও প্রসন্ন হয়ে নিজেদের গৃহে গেল। ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী পরমা সুন্দরী ছিল, নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিল সে।

সোই ময়ঁ দীন্হি রাবনহি আনী * হোইহি জাতুধানপতি জানী।
হরষিত ভয়উ নারি ভলি পাঈ * পুনি দোউ বন্ধু বিআহেসি জাঈ॥

ময়দানব সেই কন্যাকে রাবণকে দিল, এই বুঝেই দিল যে রাজার পাটরানী হবে। শ্রেষ্ঠ পত্নী পেয়ে রাবণ অত্যন্ত প্রসন্ন হল। তারপর দু'ভাইয়ের বিবাহ দিল।

গিরি ত্রিকূট এক সিন্ধু মঝারী * বিধি নির্মিত দুর্গম অতি ভারী।
সোই ময় দানবঁ বহুরি সঁবারা * কনক রচিত মনিভবন অপারা॥

ব্রহ্মা সমুদ্রের মধ্যে ত্রিকূট নামে এক বিশাল দুর্গম পাহাড় নির্মাণ করেছিলেন। ময়দানব তার উপর অপরূপ এক স্বর্ণখচিত মণিসৌধ গড়ে তাকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল।

ভোগাবতি জসি অহিকুল বাসা * অমরাবতি জসি সক্রনিবাসা।
তিন্হ তেঁ অধিক রম্য অতি বঙ্কা * জগ বিখ্যাত নাম তেহি লঙ্কা॥

(পাতালে) ভোগবতী যেমন সর্পপুরী, (স্বর্গে) অমরাবতী যেমন ইন্দ্রপুরী, তার চেয়েও সুন্দর এক বঙ্কিম নগরী ছিল ভুবনবিদিত, তার নাম লঙ্কা।

দো০ খাঈঁ সিন্ধু গভীর অতি, চারিহুঁ দিসি ফিরি আব।
কনক কোট মনি খচিত দৃঢ়, বরনি ন জাই বনাব॥১৮৩

তাকে চারদিকে ঘিরে আছে গভীর সমুদ্রের খাত আর মণিখচিত সুদৃঢ় সুবর্ণপ্রাকার যার নির্মাণকৌশল বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না।

হরি প্রেরিত জেহিঁ কলপ জোই, জাতুধানপতি হোই।
সূর প্রতাপী অতুলবল, দল সমেত বস সোই॥১৮৪

শ্রীহরির ইচ্ছায় যে-কল্পে যে রাক্ষসপতি হয় সেই প্রতাপশালী অমিতবল বীর সসৈন্যে সেখানে বাস করে।

চৌ০ রহে তহাঁ নিসিচর ভট ভারে * তে সব সুরন্হ সমর সঁঘারে।
অব তহঁ রহহিঁ সক্র কে প্রেরে * রচ্ছক কোটি জচ্ছপতি কেরে॥

আগে সেখানে মহাবীর রাক্ষসরা থাকত, তাদের সবাইকে দেবতারা সমরে সংহার করেছেন। ইদানীং সেখানে ইন্দ্রের আজ্ঞায় কুবেরের এক কোটি রক্ষক থাকত।

দসমুখ কতহুঁ খবরি অসি পাঈ * সেন সাজি গড় ঘেরেসি জাঈ।
দেখি বিকট ভট বড়ি কটকাঈ * জচ্ছ জীব লৈ গত্র পরাঈ।

রাবণ কোথা থেকে তার খবর পেয়ে সৈন্য সাজিয়ে গড় অবরোধ করল। ভয়ঙ্কর যোদ্ধা এবং প্রকাণ্ড সেনাদল থেকে যক্ষ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল।

ফিরি সব নগর দসানন দেখা * গয়উ সোচ সুখ ভয়উ বিসেষা।
সুন্দর সহজ অগম অনুমানী * কীন্হি তহঁা রাবন রজধানী॥

ঘুরে ঘুরে রাবণ সমস্ত নগরটা দেখল, সে নিশ্চিন্ত ও অত্যন্ত পুলকিত হল। সুন্দর এবং স্বভাবতই দুর্গম মনে করে রাবণ সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করল।

জেহি জস জোগ বাঁটি গৃহ দীন্হে * সুখী সকল রজনী চর কীন্হে।
এক বার কুবের পর ধাবা * পুষ্পক জান জীতি লৈ আবা॥

যোগ্যতা অনুসারে বাসগৃহ বণ্টন করে সে সব রাক্ষসদের সুখী করল। একবার কুবেরকে আক্রমণ ক'রে তাঁর পুষ্পকরথ জয় করে আনল।

দো০ কৌতুকহিঁ কৈলাস পুনি, লীন্হেসি জাই উঠাই।
মনহুঁ তৌলি নিজ বাহুবল, চলা বহুত সুখ পাই॥১৮৫

কৌতুকছলে একবার কৈলাস পর্বতকে তুলল, নিজের বাহুবলকে এইভাবে পরখ করে আনন্দ লাভ করল।

সুখ সম্পতি সুত সেন সহাঈ * জয় প্রতাপ বল বুদ্ধি বড়াঈ।
নিত নূতন সব বাঢ়ত জাঈ * জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ॥

সুখ, সম্পদ, সুত, সেনা, সহায়, জয়, প্রতাপ, বল, বুদ্ধি, অহঙ্কার নিত্যনূতন বেড়েই চলল, প্রতিলাভে লোভ যেমন বাড়ে তেমনি।

অতিবল কুম্ভকরন অস ভ্রাতা * জেহি কহুঁ নহিঁ প্রতিভট জগ জাতা।
করই পান সোবই ষট মাসা * জাগত হোই তিহুঁ পুর ত্রাসা॥

মহাশক্তিধর কুম্ভকর্ণ তার এমন এক ভাই যার প্রতি-যোদ্ধা জগতে নাই। ছয় মাস মদ্যপান করে ঘুমতো সে, জেগে উঠলে তিনভুবন তার ভয়ে কাঁপত।

জৌঁ দিন প্রতি অহার কর সোঈ * বিস্ব বেগি সব চৌপট হোঈ।
সমর বীর নহিঁ জাই বখানা * তেহি সম অমিত বীর বলবানা॥

যদি সে প্রতিদিন আহার করত তাহলে সমস্ত বিশ্ব অতিক্রত নিঃশেষ হয়ে যেত। যুদ্ধে

সে এমন বীর যে বর্ণনা করে বলা যায় না, তার মতো অতুলনীয় শক্তিমান্ বীর সেখানে আরও ছিল।

বারিদনাদ জেঠ সুত তাসু * ভট মহুঁ প্রথম লীক জগ জাসু।
জেহি ন হোই রন সনমুখ কোঈ * সুরপুর নিতহিঁ পরাবন হোঈ॥

রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদ জগতের বীরদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যুদ্ধে যার সম্মুখে কেউ আসতে পারত না। স্বর্গলোক নিত্য তাঁর ভয়ে কাঁপে।

দো০ কুমুখ.অকম্পন কুলিসরদ, ধূমকেতু অতিকায়।
এক এক জগ জীতি সক, ঐসে সুভট নিকায়॥ ১৮৬

দুর্মুখ, অকম্পন, বজ্রদন্ত, ধূম্রকেতু, অতিকায় প্রমুখ অনেক যোদ্ধা এমন ছিল যে সমস্ত বিশ্বকে একাই জয় করতে পারত।

চৌ০ কামরূপ জানহিঁ সব মায়া * সপনেহুঁ জিন্হ কেঁ ধরম ন দায়া।
দসমুখ বৈঠ সভাঁ এক বারা * দেখি অমিত আপন পরিবারা॥

এরা ইচ্ছা মতো রূপ ধারণ করতে পারত, সমস্ত মায়া জানত। স্বপ্নেও তাঁদের ধর্ম বা দয়া কিছু ছিল না। একবার রাবণ সভায় বসে নিজের অসংখ্য পরিবার দেখলেন।

সুত সমূহ জন পরিজন নাতী * গনৈ কো পার নিসাচর জাতী।
সেন বিলোকি সহজ অভিমানী * বোলা বচন ক্রোধ মদ সানী॥

পুত্র পৌত্র স্বজন সেবক ইত্যাদি রাক্ষসের জাতি কে গুণে শেষ করতে পারে? স্বভাবত দাম্ভিক রাবণ সেনা দেখে ক্রোধ ও অহঙ্কারপূর্ণ বচনে বললেন—

সুনহু সকল রজনীচর জূথা * হমরে বৈরী বিবুধ বরূথা।
তে সনমুখ নহিঁ করহিঁ লরাঈ * দেখি সবল রিপু জাহিঁ পরাঈ॥

হে রাক্ষসদল, সকলে শোনো, সমস্ত দেবতারা আমাদের শত্রু। তারা সম্মুখযুদ্ধে নামে না, সবল শত্রু দেখে (ভয়ে) পালায়।

তেন্হ কর মরন এক বিধি হোঈ * কহউঁ বুঝাই সুনহু অব সোঈ।
দ্বিজ ভোজন মখ হোম সরাধা * সব কৈ জাই করহু তুম্হ বাধা॥

তাদের মরণ এক বিশেষ উপায়ে হতে পারে। তোমাদের বুঝিয়ে বলছি, শোনো। ব্রাহ্মণভোজন, যজ্ঞ, হোম, শ্রাদ্ধ—এসব কাজে তোমরা বাধা দেবে।

দো॰ ছুধা ছীন বলহীন সুর, সহজেহিঁ মিলিহহিঁ আই।
তব মারিহউঁ কি ছাড়িহউঁ, ভলী ভাঁতি অপনাই॥ ১৮৭

ক্ষুধায় ক্ষীণ বলহীন দেবতারা সহজেই এসে মিলবে, তখন তাদের বধ করবে, অথবা ভাল করে নিজের বশে এনে ছাড়বে।

মেঘনাদ কহুঁ পুনি হঁকরাৱা * দীন্হী সিখ বলু বয়রু বঢ়াৱা।
জে সুর সমর ধীর বলৱানা * জিন্হকেঁ লরিবে কর অভিমানা॥
তিন্হহি জীতি রন আনেসু বাঁধী * উঠি সুত পিতু অনুসাসন কাঁধী।
এহি বিধি সবহী অগ্যা দীন্হী * আপুনু চলেউ গদা কর লীন্হী॥

মেঘনাদকে ডেকে শিক্ষা দিয়ে সে তার শত্রুতার মনোভাবকে বাড়িয়ে দিল। যে দেবতারা যুদ্ধে ধীর এবং বলবান যাদের লড়ার সাহস আছে তাদের যুদ্ধে জিতে বেঁধে আনবে। পুত্র উঠে পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য করল। এইভাবে সকলকে আজ্ঞা দিয়ে নিজে গদা হাতে নিয়ে চলল।

চলত দসাসন ডোলতি অৱনী * গর্জত গর্ভ স্রৱহিঁ সুর রৱনী॥
রাৱন আৱত সুনেউ সকোহা * দেৱন্হ তকে মেরু গিরি খোহা॥

রাবণের চলায় পৃথিবী কাঁপে, তার গর্জনে সুররমণীদের গর্ভপাত ঘটে। রাবণ সক্রোধে আসছে শুনে দেবতারা সুমেরু পর্বতের গুহার পথ নেন।

দিগপালন্হ কে লোক সুহাএ * সূনে সকল দসানন পাএ।
পুনি পুনি সিংঘনাদ করি ভারী * দেই দেৱতন্হ গারি পচারী।
রন মদ মত্ত ফিরই জগ ধাৱা * প্রতিভট খোজত কতহুঁ ন পাৱা॥

সুন্দর দিক্‌পালপুরীতে গিয়ে রাবণ দেখল সব শূন্য। বারবার সিংহনাদ করে দেবতাদের সে গাল দিতে লাগল। রণমদে মত্ত হয়ে সে পৃথিবীতে ধেয়ে বেড়ায়, তার সমকক্ষ যোদ্ধা খুঁজে পায় না কোথাও।

রবি সসি পৱন বরুন ধনধারী * অগিনি কাল জম সব অধিকারী।
কিন্নর সিদ্ধ মনুজ সুর নাগা * হঠি সবহী কে পন্থহিঁ লাগা॥

সূর্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, কুবের, অগ্নি, কাল, যম প্রমুখ যজ্ঞভাগ-অধিকারীরা এবং কিন্নর, সিদ্ধ, মানুষ, দেবতা, নাগ এদের সকলের পিছেই জিদ করে লেগে থাকে সে।

ব্রহ্ম সৃষ্টি জহঁ লগি তনুধারী * দস মুখ বসবর্তী নর নারী।
আয়সু করহিঁ সকল ভয়ভীতা * নৱহিঁ আই নিত চরন বিনীতা।

ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যত দেহধারী নরনারী ছিল তারা সবাই রাবণের বশবর্তী হল। সকলেই ভয়ে ভয়ে তার আজ্ঞা পালন করে নিত্য এসে তার চরণে প্রণাম নিবেদন করে।

দো॰ ভুজবল বিশ্ব বশ্য করি, রাখেসি কোউ ন স্বতন্ত্র।
মণ্ডলীক মনি রাবন, রাজ করই নিজ মন্ত্র ॥১৮৮

রাবণ বাহুবলে জগৎকে নিজের বশে আনল, কাউকে স্বাধীন রাখল না। রাজচক্রবর্তী হয়ে নিজের মন্ত্র (পরামর্শ বা ইচ্ছা) অনুসারে সে রাজ্য করতে লাগল।

ইন্দ্রজীত সন জো কছু কহেউ * সো সব জনু পহিলেহিঁ করি রহেউ।
প্রথমহিঁ জিন্হ কহুঁ আয়সু দীন্হা * তিন্হ কর চরিত সুনহু জো কীন্হা॥

ইন্দ্রজিৎকে সে যা করতে বলল তা যেন সে আগে থেকেই করে রেখেছে। রাবণ যাদের সবচেয়ে আগে আজ্ঞা দিয়েছিল তারা সব কী করল তার বিবরণ দিই শোনো।

দেখত ভীমরূপ সব পাপী * নিসিচর নিকর দেব পরিতাপী।
করহিঁ উপদ্রব অসুর নিকায়া * নানা রূপ ধরহিঁ করি মায়া ॥

দেবপীড়ক এসব পাপী রাক্ষসেরা দেখতে ভয়ঙ্কর ছিল। মায়া অবলম্বন করে নানা রূপ ধরে অসুরেরা উপদ্রব করত।

জেহি বিধি হোই ধর্ম নির্মূলা * সো সব করহিঁ বেদ প্রতিকূলা।
জেহিঁ জেহিঁ দেহ ধেনু দ্বিজ পাবহিঁ * নগর গাউঁ পুর আগি লগাবহিঁ ॥

যাতে ধর্ম নির্মূল হয় বেদবিরুদ্ধ সেই সবই তারা করত। যেখানেই ধেনু ও ব্রাহ্মণ পেত সেই সব নগর ও গ্রামে তারা আগুন লাগিয়ে দিত।

সুভ আচরন কতহুঁ নহিঁ হোঈ * দেব বিপ্র গুরু মান ন কোঈ।
নহিঁ হরি ভগতি জগ্য তপ গ্যানা * সপনেহুঁ সুনিঅ ন বেদ পুরানা ॥

শুভ কর্ম কোথাও হবার উপায় ছিল না। দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গুরুকে কেউ মানত না, হরিভক্তি, যজ্ঞ, তপ, জ্ঞান এসব উধাও হল। বেদ ও পুরাণ স্বপ্নেও শোনা যেত না।

ছন্দ॰ জপ জোগ বিরাগা তপ মখ ভাগা শ্রবন সুনই দসসীসা।
আপনু উঠি ধাবই রহৈ ন পাবই ধরি সব ঘালই খীসা ॥
অস ভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা ধর্ম সুনিঅ নহিঁ কানা।
তেহি বহু বিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো কহ বেদ পুরানা ॥

জপ, যোগ, বৈরাগ্য, তপ, যজ্ঞ এসব কানে গেলে রাবণ নিজেই উঠে দৌড়ে যেত, কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। নিজের হাতেই সব ধ্বংস করে দিত। এমন ভ্রষ্টাচার

সংসারে দেখা দিল যে ধর্মকথা কানেও আনত না। যে বেদ পুরাণ পড়ত তাকে নানাভাবে শাসিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিত।

সো০ বরনি ন জাই অনীত, ঘোর নিসাচর জো করহিঁ।
হিংসা পর অতি প্রীতি, তিন্হ কে পাপহি কবনি মিতি ॥২৬

রাক্ষসেরা যে ঘোর অনাচার করত তা বর্ণনাতীত। হিংসার উপরেই যাদের পরম প্রীতি তাদের পাপের কি সীমা থাকে ?

চৌ০ বাঢ়ে খল বহু চোর জুআরা ॥ জে লম্পট পরধন পরদারা।
মানহিঁ মাতু পিতা নহিঁ দেবা ॥ সাধুন্হ সন করবাবহিঁ সেবা ॥

খল, চোর, জুয়ারী এসব বেড়ে গেল, পরধনে এবং পরস্ত্রীতে আসক্তি দেখা দিল। মাতা, পিতা বা দেবতাকে কেউ মানত না। সাধুকে দিয়ে সেবা করিয়ে নিত।

জিন্হ কে যহ আচরন ভবানী ॥ তে জানেহু নিসিচর সব প্রানী।
অতিসয় দেখি ধর্ম কৈ গ্লানী ॥ পরম সভীত ধরা অকুলানী ॥

(মহাদেব বললেন) হে ভবানী ! যাদের এই আচরণ, জেনো, তারা সব রাক্ষস। ধর্মের এই দারুণ গ্লানি দেখে পৃথিবী ভয়ে হতচকিত হল।

গিরি সরি সিন্ধু ভার নহিঁ মোহী ॥ জস মোহি গরুঅ এক পরদ্রোহী।
সকল ধর্ম দেখই বিপরীতা ॥ কহি ন সকই রাবন ভয় ভীতা ॥

(পৃথিবী ভাবল) গিরি, নদী বা সিন্ধু আমার কাছে তত গুরুভার মনে হয় না যতটা মনে হয় এক পরদ্রোহীকে (রাবণকে)। সমস্ত ধর্মকে বিপরীত দেখেও রাবণের ভয়ে ভীতা (পৃথিবী) কিছু বলতে পারতেন না।

ধেনু রূপ ধরি হৃদয়ঁ বিচারী ॥ গঈ তহাঁ জহঁ সুর মুনি ঝারী।
নিজ সন্তাপ সুনাএসি রোঈ ॥ কাহূ তেঁ কছু কাজ ন হোঈ ॥

ধেনুরূপ ধারণ করে বেচারী সেখানে গেলেন যেখানে সব দেবতা আর মুনিরা ছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে নিজের সন্তাপের কাহিনী শোনালেন তিনি, কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না।

ছন্দ০ সুর মুনি গন্ধর্বা মিলি করি সর্বা গে বিরঞ্চি কে লোকা।
সঁগ গোতনুধারী ভূমি বিচারী পরম বিকল ভয় সোকা ॥
ব্রহ্মা সব জানা মন অনুমানা মোর কছু ন বসাঈ।
জা করি তৈঁ দাসী সো অবিনাসী হমরেউ তোর সহাঈ ॥

দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্বেরা সবাই মিলে ব্রহ্মলোকে গেলেন। সঙ্গে গেলেন ভয় ও শোকে বিবশা গোরূপধারিণী অসহায়া পৃথিবী। ব্রহ্মা সব জানলেন, মনে মনে ভাবলেন—তুমি যাঁর দাসী সেই অবিনাশী ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

সো॰ ধরনি ধরহি মন ধীর, কহ বিরঞ্চি হরিপদ সুমিরু।
জানত জনকী পীর প্রভু, ভঞ্জিহি দারুন বিপতি ॥২৭

ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবী ! তুমি ধৈর্য ধরো। হরিচরণ স্মরণ করো। প্রভু ভক্তজনের দুঃখের কথা জানেন। তিনি এই দারুণ বিপত্তি দূর করবেন।

চৌ॰ বৈঠে সুর সব করহিঁ বিচারা * কহঁ পাইঅ প্রভু করিঅ পুকারা।
পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ * কোউ কহ পয়নিধি বস প্রভু সোঈ ॥

দেবতারা সব এক সঙ্গে বসে ভাবতে লাগলেন প্রভুকে কোথায় পাবেন আর সব নিবেদন করবেন। কেউ বললেন বৈকুণ্ঠে আছেন প্রভু, কেউ বললেন তিনি ক্ষীরসমুদ্রে।

জাকে হৃদয়ঁ ভগতি জসি প্রীতী * প্রভু তহঁ প্রগট সদা তেহিঁ রীতী।
তেহিঁ সমাজ গিরিজা মৈঁ রহেউঁ * অবসর পাই বচন এক কহেউঁ ॥

শিব বললেন, পার্বতী ! যার হৃদয়ে যেমন ভক্তি যেমন প্রীতি, প্রভুও সেই ভাবেই তার কাছে প্রকট হন। সেই দেবতাদের দলে আমিও ছিলাম, অবকাশ পেয়ে একটা কথা বললাম আমি।

হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা * প্রেম তেঁ প্রগট হোহিঁ মৈ জানা।
দেস কাল দিসি বিদিসিহু মাহীঁ * কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ ॥

শ্রীহরি সর্বত্র ব্যাপ্ত, সর্বত্র সমান, প্রেম থেকেই তিনি প্রকট হন আমি তাই বুঝেছি। বলো দেশে কালে দিগ্‌বিদিকে সে জায়গা কোথায় যেখানে প্রভু নাই ?

অগ জগময় সব রহিত বিরাগী * প্রেম তেঁ প্রভু প্রগটই জিমি আগী।
মোর বচন সব কে মন মানা * সাধু সাধু করি ব্রহ্ম বখানা ॥

তিনি সর্ব জগতে ব্যাপ্ত হয়েও সর্বত্যাগী বিরাগী। প্রেমেই প্রভু অগ্নির মতো প্রকট। আমার কথা সবারই ভালো লাগল। ব্রহ্মা আমাকে সাধুবাদ দিলেন।

দো॰ সুনি বিরঞ্চি মন হরষ তন, পুলকি নয়ন বহ নীর।
অস্তুতি করত জোরি কর, সাবধান মতি ধীর ॥ ১৮৬

শুনে ব্রহ্মা পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হলেন, তাঁর নয়নে অশ্রুধারা বইল। স্থিতধী ব্রহ্মা অবহিত হয়ে যুক্তকরে স্তুতি করতে লাগলেন।

ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি

ছন্দ॥ জয় জয় সুরনায়ক জন সুখদায়ক প্রনতপাল ভগবন্তা।
গো দ্বিজ হিত কারী জয় অসুরারী সিন্ধু সুতা প্রিয় কন্তা॥
পালন সুর ধরনী অদ্ভুত করনী মরম ন জানই কোঈ।
জো সহজ কৃপালা দীনদয়ালা করউ অনুগ্রহ সোঈ॥

হে সুরনায়ক, জনসুখদায়ক শরণাগতরক্ষক ভগবান! তোমার জয় হোক। হে গোব্রাহ্মণহিতকারী অসুরারি! তোমার জয় হোক। হে ক্ষীরাব্ধিতনয় প্রিয়পতি! তোমার জয় হোক। হে দেবতা ও ধরণীর পালক! তোমার লীলা বিচিত্র, তার মর্ম কেউ জানে না। স্বভাবতই যিনি কৃপাপরবশ দীনদয়াল তিনি আমাদের অনুগ্রহ করুন।

জয় জয় অবিনাসী সব ঘট বাসী ব্যাপক পরমানন্দা।
অবিগত গোতীতঁ চরিত পুনীতঁ মায়ারহিত মুকুন্দা॥
জেহি লাগি বিরাগী অতি অনুরাগী বিগত মোহ মুনিবৃন্দা।
নিসি বাসর ধ্যাবহিঁ গুনগন গাবহিঁ জয়তি সচ্চিদানন্দা॥

হে অবিনাশী, হে সর্বহৃদয়বাসী, সর্বত্যাগী পরমানন্দস্বরূপ, হে অজ্ঞেয় ইন্দ্রিয়াতীত পূতচরিত, মায়ারহিত মুকুন্দ! তোমার জয় হোক। মোহমুক্ত বীতরাগ মুনিরা পরম অনুরাগে রাত দিন যাঁর ধ্যান করেন, গুণগান করেন সেই সচ্চিদানন্দের জয় হোক।

জেহিঁ সৃষ্টি উপাঈ ত্রিবিধ বনাঈ সঙ্গ সহায় ন দূজা।
সো করউ অঘারী চিন্ত হমারী জানিঅ ভগতি ন পূজা॥
জো ভব ভয় ভঞ্জন মুনি মন রঞ্জন গঞ্জন বিপতি বরূথা।
মন বচ ক্রম বানী ছাড়ি সয়ানী সরন সকল সুর জূথা॥

যিনি দ্বিতীয় সঙ্গ বা সহায় ছাড়াই এই ত্রিবিধ সৃষ্টি করেছেন, আমরা ভক্তি ও পূজা জানি না একথা জেনেও তিনি যেন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যিনি সংসারের ভয় দূর করেন, মুনির মন তুষ্ট করেন, বিপত্তি বিনাশ করেন, সমস্ত দেবতাবৃন্দ মনে বচনে কর্মে ও বাণীতে অকপটভাবে তাঁর শরণ নিচ্ছে।

সারদ শ্রুতি সেষা রিষয় অসেষা জা কহুঁ কোউ নহিঁ জানা।
জেহি দীন পিআরে বেদ পুকারে দ্রবউ সো শ্রীভগবানা॥
ভব বারিধি মন্দর সব বিধি সুন্দর গুন মন্দির সুখ পুঞ্জা।
মুনি সিদ্ধ সকল সুর পরম ভয়াতুর নমত নাথ পদ কঞ্জা॥

সরস্বতী, বেদ, অনন্তনাগ, এবং সমস্ত ঋষি যাঁকে জানেন না, বেদ যাঁকে দীনের প্রতি কৃপাবশ বলেছেন সেই শ্রীভগবান আমাদের প্রতি করুণার্দ্র হোন। তুমি সংসারসমুদ্রের মন্দারপর্বতের মতো, তুমি সর্বতোভাবে রমণীয়, গুণের মন্দির, সুখের পুঞ্জ। হে নাথ! মুনি, সিদ্ধ এবং সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত ভয়াতুর হয়ে তোমার পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করছেন।

শ্রীহরির আশ্বাসবাণী

দো॰ জানি সভয় সুর ভূমি সুনি, বচন সমেত সনেহ।
গগনগিরা গম্ভীর ভই, হরনি সোক সন্দেহ ॥ ১৯০

দেবতা ও পৃথিবীকে ভীত জেনে, সস্নেহে (এদের) কথা শুনে শোক ও সন্দেহনাশক গম্ভীর আকাশবাণী হল—

চৌ॰ জনি ডরপহু মুনি সিদ্ধ সুরেসা * তুম্হহি লাগি ধরিহউঁ নর বেসা।
অংসন্হ সহিত মনুজ অবতারা * লেহউঁ দিনকর বংস উদারা ॥

হে মুনি, সিদ্ধ এবং ইন্দ্র! ভীত হয়ো না। আমি তোমাদের জন্যে নররূপ ধারণ করব। উদার সূর্যবংশে নিজের অংশ নিয়ে অবতার গ্রহণ করব।

কস্যপ অদিতি মহাতপ কীন্হা * তিন্হ কহুঁ মৈঁ পূরব বর দীন্হা।
তে দসরথ কোসল্যা রূপা * কোসলপুরীঁ প্রগট নরভূপা ॥

কশ্যপ ও অদিতি মহাতপস্যা করেছিলেন। আমি তাঁদের আগেই বরদান করেছি। তাঁরা অযোধ্যানগরীতে রাজা দশরথ আর কৌশল্যারূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তিন্হ কেঁ গৃহ অবতরিহউঁ জাঈ * রঘুকুলতিলক সো চারিউ ভাঈ।
নারদ বচন সত্য সব করিহউঁ * পরম সক্তি সমেত অবতরিহউঁ ॥

তাঁদের ঘরে গিয়ে রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ চার ভাই অবতার গ্রহণ করবেন। নারদের সব কথাকে আমি সত্য করে তুলব আর নিজের পরাশক্তি নিয়ে অবতার গ্রহণ করব।

হরিহউঁ সকল ভূমি গরুআঈ * নির্ভয় হোহু দেব সমুদাঈ।
গগন ব্রহ্মবানী সুনি কানা * তুরত ফিরে সুর হৃদয় জুড়ানা ॥

পৃথিবীর সব ভার আমি হরণ করব। হে দেবগণ, নির্ভয় হও। আকাশবাণী শুনে দেবতারা সবাই দ্রুত ফিরে গেলেন। তাঁদের হৃদয় শীতল হল।

তব ব্রহ্মা ধরনিহি সমুঝাবা * অভয় ভঈ ভরোস জিয়ঁ আবা।

তারপর ব্রহ্মা পৃথিবীকে বোঝালেন। পৃথিবী ভয়মুক্ত হলেন, তাঁর প্রাণে ভরসা এল।

দো৹ নিজ লোকহি বিরঞ্চি গে, দেবন্হ ইহই সিখাই।
বানর তনু ধরি ধরি মহি, হরিপদ সেবহু জাই ॥১৯১

বানরের দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে গিয়ে হরির চরণ সেবা করো—দেবতাদের এই আদেশ দিয়ে ব্রহ্মা নিজলোকে প্রস্থান করলেন।

গএ দেব সব নিজ নিজ ধামা * ভূমি সহিত মন কহুঁ বিশ্রামা।
জো কছু আয়সু ব্রহ্মা দীন্হা * হরষে দেব বিলম্ব ন কীন্হা ॥

পৃথিবীর সঙ্গে দেবতারা মনে শান্তি পেয়ে যাঁর যাঁর ধামে গেলেন। ব্রহ্মা যা আদেশ দিলেন দেবতারা অবিলম্বে তা পালন করলেন।

বনচর দেহ ধরী ছিতি মাহীঁ * অতুলিত বল প্রতাপ তিন্হ পাহীঁ।
গিরি তরু নখ আয়ুধ সব বীরা * হরি মারগ চিতবহিঁ মতি ধীরা ॥

তারা পৃথিবীতে এসে বানরের দেহ ধারণ করল এবং অতুল বল ও প্রতাপ পেল। পর্বত, তরু ও নখ হল সেই বীরদের অস্ত্র, তারা স্থিরচিত্ত হয়ে শ্রীহরির পথ দেখতে লাগল (অর্থাৎ শ্রীহরির অবতার হয়ে নররূপে কবে আসেন তারই প্রতীক্ষায় রইল তারা)

গিরি কানন জহঁ তহঁ ভরি পূরী * রহে নিজ নিজ অনীক রচি রূরী।
যহ সব রুচির চরিত মৈঁ ভাষা * অব সো সুনহু জো বীচহিঁ রাখা ॥

এইসব বানর পাহাড় আর বনে সর্বত্র ছড়িয়ে, নিজের সেনা গড়ে বাস করতে লাগল। এইসব রম্য কাহিনী বর্ণনা করলাম। এখন শোনো যা মাঝখানে রেখেছিলাম (অর্থাৎ মাঝখানে যা বাদ দিয়েছিলাম, এবারে তাই শোন)

অবধপুরীঁ রঘুকুলমনি রাউ * বেদ বিদিত তেহি দসরথ নাউঁ।
ধরম ধুরন্ধর গুননিধি গ্যানী * হৃদয়ঁ ভগতি মতি সারঁগ পানী ॥

অযোধ্যাপুরীতে বেদবিদিত রঘুকুলশ্রেষ্ঠ এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম দশরথ। তিনি ধর্মে নিপুণ, জ্ঞানবান এবং বহুবিধ গুণের আকর। তাঁর হৃদয়ে ছিল ভক্তি। তাঁর সমস্ত মন সমর্পিত ছিল শার্ঙ্গপাণি শ্রীহরিতে।

দো৹ কৌসল্যাদি নারি প্রিয়, সব আচরন পুনীত।
পতি অনুকূল প্রেম দৃঢ়, হরি পদ কমল বিনীত ॥১৯২

তাঁর কোশল্যাদি প্রিয় মহিষীদের আচরণ ছিল পবিত্র, তাঁরা ছিলেন বিনয়নম্র এবং পতিপরায়ণা, হরিপদে তাঁদের প্রেম ছিল সুদৃঢ়।

চৌ॰ একবার ভূপতি মন মাহীঁ * ভৈ গলানি মোরেঁ সুত নাহীঁ।
গুর গৃহ গয়উ তুরত মহিপালা * চরন লাগি করি বিনয় বিসালা॥

একবার রাজার মনে এল গ্লানি—'আমার পুত্র নাই'। গুরুগৃহে অবিলম্বে গিয়ে রাজা তাঁর চরণে বহু মিনতি করলেন।

নিজ দুখ সুখ সব গুরহি সুনায়উ * কহি বসিষ্ঠ বহুবিধি সমুঝায়উ।
ধরহু ধীর হোইহহিঁ সুত চারী * ত্রিভুবন বিদিত ভগত ভয় হারী॥

নিজের সুখদুঃখ গুরুকে শোনালেন সব। বশিষ্ঠ নানাভাবে বুঝিয়ে বললেন, ধৈর্য ধর, তোমার চারটি পুত্র হবে। এরা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করবে এবং জগতের ভয় দূর করবে।

সৃঙ্গী রিষিহি বসিষ্ঠ বোলাবা * পুত্রকাম সুভ জগ্য করাবা।
ভগতি সহিত মুনি আহুতি দীন্হেঁ * প্রগটে অগিনি চরূ কর লীন্হেঁ॥

বশিষ্ঠ শৃঙ্গী ঋষিকে ডেকে শুভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। ভক্তিভরে মুনি আহুতি দিলেন, চরু নিয়ে অগ্নিদেব তখন দর্শন দিলেন।

জো বসিষ্ঠ কছু হৃদয়ঁ বিচারা * সকল কাজু ভা সিদ্ধ তুম্হারা।
যহ হবি বাঁটি দেহু নৃপ জাঈ * জথা জোগ জেহি ভাগ বনাঈ॥

অগ্নি বললেন, যা বশিষ্ঠ মনে ভেবেছেন তা সবই তোমার সিদ্ধ হবে। হে রাজন্, এই চরু নিয়ে যথাযোগ্যভাবে (রানীদের মধ্যে) ভাগ করে দাও।

দো॰ তব অদৃস্য ভএ পাবক, সকল সভহি সমুঝাই।
পরমানন্দ মগন নৃপ, হরষ ন হৃদয়ঁ সমাই॥ ১৯৩

সমস্ত সভাকে বুঝিয়ে অগ্নিদেব অন্তর্হিত হলেন। রাজা পরমানন্দে মগ্ন হলেন, তাঁর হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না।

তবহিঁ রায়ঁ প্রিয় নারি বোলাঈঁ * কৌসল্যাদি তহাঁ চলি আঈঁ।
অর্ধ ভাগ কৌসল্যহি দীন্হা * উভয় ভাগ আধে কর কীন্হা॥

তখনই রাজা প্রিয় মহিষীদের ডেকে পাঠালেন। কৌশল্যাদি সেখানে চলে এলেন। রাজা অর্ধেক ভাগ কৌশল্যাকে দিলেন, আর একটি ভাগকে আবার দু ভাগ করলেন।

কৈকেঈ কহঁ নৃপ সো দয়উ * রহ্যো সো উভয় ভাগ পুনি ভয়উ।
কৌসল্যা কৈকেঈ হাথ ধরি * দীহ্ন সুমিত্রহি মন প্রসন্ন করি ॥

তার মধ্যে থেকে একভাগ কৈকেয়ীকে দিলেন। শেষেরটিকে আবার দু ভাগ করলেন এবং কৌশল্যা আর কৈকেয়ীর হাতের উপর ধরে, মন প্রসন্ন করে সুমিত্রাকে দিলেন।

এহি বিধি গর্ভ সহিত সব নারী * ভঈঁ হৃদয়ঁ হরষিত সুখ ভারী।
জা দিন তেঁ হরি গর্ভহিঁ আএ * সকল লোক সুখ সম্পতি ছাএ ॥

এইভাবে সব মহিষীরা গর্ভধারণ করলেন। হৃদয়ে হল হর্ষ ও সুখ। যেদিন শ্রীহরি গর্ভে এলেন, সেদিন ত্রিভুবনে সুখ ও সম্পদে ছেয়ে গেল।

মন্দির মহঁ সব রাজহিঁ রানী * সোভা সীল তেজ কী খানীঁ।
সুখ জুত কছুক কাল চলি গয়উ * জেহিঁ প্রভু প্রগট সো অবসর ভয়উ ॥

শোভা, শীল ও তেজের আধার রাজরানীরা মহলে রইলেন। সুখে কিছু কাল গেল, তারপর প্রভুর আবির্ভাবের সময় এল।

দো॰ জোগ লগন গ্রহ বারি তিথি, সকল ভএ অনুকূল।
চর অরু অচর হর্ষ জুত, রাম জনম সুখমূল ॥১৯৪

যোগ, লগ্ন, গ্রহ, বার আর তিথি সব অনুকূল হল। বিশ্বচরাচর আনন্দিত হল, কারণ রামচন্দ্রের জন্ম সুখের উৎস।

শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা

নৌমী তিথি মধু মাস পুনীতা * সুকল পচ্ছ অভিজিত হরি প্রীতা।
মধ্যদিবস অতি সীত ন ঘামা * পাবন কাল লোক বিশ্রামা ॥

নবমী তিথি, পবিত্র চৈত্র মাস, শুক্ল পক্ষ, শ্রীহরির প্রিয় অভিজিত মুহূর্ত, মধ্যাহ্নকাল, খুব শীত নয়, খুব গ্রীষ্মও নয়,—সেই পবিত্র সময়টি ছিল লোকের শান্তির সময়।

সীতল মন্দ সুরভি বহ বাউ * হরষিত সুর সন্তন মন চাউ।
বন কুসুমিত গিরিগান মনিআরা * স্রবহিঁ সকল সরিতাঽমৃতধারা ॥

শীতল, ধীর ও সুরভি বায়ু প্রবাহিত হল, দেবতারা আনন্দিত ও সজ্জন আশান্বিত হল, বন কুসুমিত হল, পর্বত মণিভারে সজ্জিত হল, সমস্ত নদী অমৃতধারায় প্রবাহিত হল।

সো অবসর বিরঞ্চি জব জানা * চলে সকল সুর সাজি বিমানা।
গগন বিমল সকুল সুর জূথা * গাবহিঁ গুন গন্ধর্ব বরূথা ॥

এই শুভ মুহূর্ত যখন ব্রহ্মা জানলেন বিমান সাজিয়ে সমস্ত দেবতারা চললেন, নির্মল আকাশ জুড়ে দেবতাদল ও গন্ধর্বদল হরিগুণগান করতে লাগলেন।

বরষহিঁ সুমন সুঅঞ্জুলি সাজী * গহগহি গগন দুন্দুভী বাজী।
অস্তুতি করহিঁ নাগ মুনি দেবা * বহুবিধি লাবহিঁ নিজনিজ সেবা॥

সুন্দর অঞ্জলিতে ভরে ভরে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন, আকাশে ঘনঘন দুন্দুভি বাজতে লাগল, নাগ মুনি ও দেবতারা স্তুতি করতে লাগলেন এবং বহুরকম উপচার নিয়ে এলেন।

দো॰ সুর সমূহ বিনতী করি, পহুঁচে নিজ নিজ ধাম।
জগনিবাস প্রভু প্রগটে, অখিল লোক বিশ্রাম॥ ১৯৫

দেবতারা মিনতি জানিয়ে যার যার ধামে পৌছলেন সমস্ত লোকের শান্তিবিধায়ক জগন্নিবাস হরি আবির্ভূত হলেন।

ছন্দ॰ ভএ প্রগট কৃপালা দীন দয়ালা কৌসল্যা হিতকারী।
হরষিত মহতারী মুনি মন হারী অদ্ভুত রূপ বিচারী॥
লোচন অভিরামা তনু ঘনস্যামা নিজ আয়ুধ ভুজ চারী।
ভূষন বনমালা নয়ন বিসালা সোভাসিন্ধু খরারী॥

দীনদয়াল কৌশল্যাহিতকারী কৃপালু হরি আবির্ভূত হলেন। তাঁর মুনিমনোহারী অদ্ভুত রূপ দেখে জননী আনন্দিতা হলেন। শোভাসমুদ্র তাঁর নয়ন আয়ত-অভিরাম, তনু মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, চার হাতে অস্ত্র, কণ্ঠে বনমালা। তিনি খর রাক্ষসদের অরি।

কহ দুই কর জোরী অস্তুতি তোরী কেহি বিধি করৌঁ অনন্তা।
মায়াগুন গ্যানাতীত অমানা বেদ পুরান ভনন্তা॥
করুনা সুখ সাগর সব গুন আগর জেহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্তা।
সো মম হিত লাগী জন অনুরাগী ভয়উ প্রগট শ্রীকন্তা॥

হাত জোড় করে জননী বললেন, হে অনন্ত! আমি কি করে তোমার স্তুতি করব? বেদ আর পুরাণ তোমাকে মায়া, গুণ আর জ্ঞানের অতীত অমেয় বলেছেন। এইভাবে কৃপাসুখের সাগর এবং সমস্ত গুণের আকর বলে বেদ ও সন্তজন যাঁর গুণগান করেছেন ভক্তবৎসল সেই রমাপতি আমার মঙ্গলের জন্যে আবির্ভূত হয়েছেন।

ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া নির্মিত মায়া রোম প্রতি বেদ কহৈ।
মম উর সো বাসী য়হ উপহাসী সুনত ধীর মতি থির ন রহৈ॥

উপজা জবগ্যানা প্রভু মুসুকানা চরিত বহুত বিধি কীহ্ন চহৈ।
কহি কথা সুহাঈ মাতু বুঝাঈ জেহি প্রকার সুত প্রেম লহৈ॥

বেদমতে মায়া-রচিত বহু ব্রহ্মাণ্ড যাঁর প্রতি রোমে, তিনি আমার বুকে এলেন এই হাস্যকর কথা শুনে ধীরমতিও স্থির থাকতে পারে না। যখন তাঁর (মায়ের) জ্ঞান (যথার্থ উপলব্ধি) হল তখন প্রভু স্মিতহাস্যে বললেন তিনি নানরকম লীলা করতে চান। মধুর কথায় তিনি মাকে বোঝালেন যাতে তিনি তাঁর কাছে পুত্রস্নেহ পেতে পারেন।

মাতাপুনি বোলী সো মতি ডোলী তজহু তাত য়হ রূপা।
কীজৈ সিসুলীলা অতিপ্রিয়সীলা য়হ সুখ পরম অনূপা॥
সুনি বচন সুজানা রোদন ঠানা হোই বালক সুরভূপা।
য়হ চরিত জে গাবহিঁ হরিপদ পাবহিঁ তেন পরহি ভব কূপা॥

মায়ের মন পরিবর্তিত হল, তিনি বললেন, তাত! এই রূপ ত্যাগ করো, মনোমুগ্ধকর শিশুলীলা করো, এই পরম সুখ আমাকে দাও। একথা শুনে দেবতাপতি চতুর ভগবান শিশু হয়ে কাঁদতে লাগলেন। এই চরিতকথা যারা গাইবে তারা শ্রীহরির চরণ লাভ করবে, সংসারকূপে পতিত হবে না।

দো॰ বিপ্র ধেনু সুর সন্ত হিত, লীন্হ মনুজ অবতার।
নিজ ইচ্ছা নির্মিত তনু, মায়া গুন গো পার॥ ১৯৬

ব্রাহ্মণ, ধেনু, দেবতা ও সন্তদের হিতে তিনি নর-অবতার গ্রহণ করলেন। নিজের ইচ্ছায় নির্মিত তাঁর দেহ, যা মায়া, গুণ আর ইন্দ্রিয়ের অতীত।

চৌ॰ সুনি সিসু রুদন পরম প্রিয় বানী * সম্ভ্রম চলি আঈঁ সব রানী।
হরষিত জহঁ তহঁ ধাঈঁ দাসী * আনঁদ মগন সকল পুরবাসী॥

শিশুর কান্নার প্রিয় শব্দ শুনে সব রানীরা সেখানে ছুটে এলেন। পুলকিত হয়ে দাসীরা এখানে ওখানে দৌড়ে গেল। সমস্ত পুরবাসী আনন্দে মগ্ন হল।

দসরথ পুত্র জন্ম সুনি কানা * মানহুঁ ব্রহ্মানন্দ সমানা।
পরম প্রেম মন পুলক সরীরা * চাহত উঠন করত মতি ধীরা॥

দশরথ পুত্রজন্মের কথা কানে শুনে তা ব্রহ্মানন্দের মতো মনে করলেন। মন পরম প্রেমে উচ্ছ্বসিত হল, শরীর হল রোমাঞ্চিত, আবেগ সংবরণ করে তিনি উঠতে চাইলেন।

জাকর নাম সুনত সুভ হোঈ * মোরেঁ গৃহ আবা প্রভু সোঈ।
পরমানন্দ পূরি মন রাজা * কহা বোলাই বজাবহু বাজা॥

যাঁর নাম শুনলে কল্যাণ হয়, সেই প্রভু আমার ঘরে এসেছেন। রাজার মন পরমানন্দে পূর্ণ হল, বাদকদের ডেকে বললেন—বাজাও।

গুর বসিষ্ঠ কহঁ গয়উ হঁকারা * আএ দ্বিজন সহিত নৃপদ্বারা।
অনুপম বালক দেখেন্হি জাঈ * রূপ রাসি গুন কহি ন সিরাঈ॥

গুরু বশিষ্ঠকে ডাকা হল। তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজদ্বারে এলেন। তিনি অনুপম বালক দেখলেন, যিনি (যে-বালক) সমস্ত গুণের রাশি এবং যাঁর গুণ বর্ণনাতীত।

দো॰ নন্দীমুখ সরাধ করি, জাতকরম সব কীন্হ।
হাটক ধেনু বসন মনি, নৃপ বিপ্রন্হ কহঁ দীন্হ॥ ১৯৭

তখন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করে রাজা জাতকর্ম করলেন এবং স্বর্ণ, ধেনু, বসন, মণি ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের দান করলেন।

ধ্বজ পতাক তোরন পুর ছাবা * কহি ন জাই জেহি ভাঁতি বনাবা।
সুমন বৃষ্টি অকাস তে হোঈ * ব্রহ্মানন্দ মগন সব লোঈ॥

ধ্বজা, পতাকা ও তোরণে নগরী ছেয়ে গেল, সে সজ্জার বর্ণনা সম্ভব নয়। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, সকলে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হল।

বৃন্দ বৃন্দ মিলি চলীঁ লোগাঈ * সহজ সিঙ্গার কিএঁ উঠি ধাঈঁ।
কনক কলস মঙ্গল ভরি থারা * গাবত পৈঠহিঁ ভূপ দুআরা॥

রমণীরা সাধারণ সজ্জাতেই দলে দলে ছুটল। সোনার কলসে ও সোনার থালায় মঙ্গল-উপাচার সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে তারা রাজদ্বারে এল।

করি আরতি নেবছাবরি করহীঁ * বার বার সিসু চরনন্হি পরহীঁ।
মাগধ সূত বন্দিগন গায়ক * পাবন গুন গাবহিঁ রঘুনায়ক॥

তারা তাঁর আরতি করে মঙ্গলদান করল এবং বারবার শিশুর চরণে পড়ল। ভাট, সূত ও চারণেরা রঘুনাথের পবিত্র গুণগান করতে লাগল।

সর্বস দান দীন্হ সব কাহূ * জেহিঁ পাবা রাখা নহিঁ তাহূ।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম কীচা * মচী সকল বীথিন্হ বিচ বীচা॥

সবাই সর্বস্ব দান করল, যে পেল সেও নিজের কাছে তা রাখল না। পথে অবিরত মৃগমদ চন্দন আর কুঙ্কুম পড়ে তা কর্দমে পরিণত হল।

দো॰ গৃহ গৃহ বাজ বধাব শুভ, প্রগটে সুষমা কন্দ ॥
হরষ বন্ত সব জহঁ তহঁ, নগর নারি নর বৃন্দ ॥ ১৯৮

শুভ ও সুষমার আধার আবির্ভূত হলেন, ঘরে ঘরে মঙ্গল বাদ্য বাজতে লাগল, নগরের স্ত্রী-পুরুষরা সর্বত্র পুলকিত হল।

চৌ॰ কৈকয় সুতা সুমিত্রা দোউ * সুন্দর সুত জনমত ভৈ ওউ।
বহ সুখ সম্পতি সময় সমাজা * কহি ন সকই সারদ অহিরাজা ॥

কৈকেয়ী ও সুমিত্রাও সুন্দর পুত্রের জন্ম দিলেন। এই সুখ, সম্পদ সময় ও সমাজের বর্ণনা সরস্বতী ও অনন্তনাগও করতে পারবেন না।

অবধপুরী সোহই এহি ভাঁতী * প্রভুহি মিলন আঈ জনু রাতী।
দেখি ভানু জনু মন সকুচানী * তদপি বনী সন্ধ্যা অনুমানী ॥

অযোধ্যাপুরী এমনভাবে শোভিত ছিল যে মনে হচ্ছিল প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রাত্রি যেন সূর্যকে দেখে সঙ্কুচিত হল। আর সেই সঙ্কোচই যেন সন্ধ্যার রূপ ধরেছে।

অগর ধূপ বহু জনু অঁধিআরী * উড়ই অবীর মনহুঁ অরুনারী।
মন্দির মনি সমূহ জনু তারা * নৃপ গৃহ কলস সো ইন্দু উদারা ॥

অগুরু আর প্রচুর ধূপের ধোঁয়া যেন (সন্ধ্যার) অন্ধকার, উড়ন্ত আবীর যেন সন্ধ্যার অরুণিমা, রাজভবনের মণি যেন নক্ষত্র, আর কলস যেন উদার ইন্দু।

ভবন বেদধুনি অতি মৃদু বানী * জনু খগ মুখর সময় জনু সানী।
কৌতুক দেখি পতঙ্গ ভুলানা * এক মাস তেইঁ জাত ন জানা ॥

রাজভবনে মৃদুমধুর স্বরে যে বেদধ্বনি হচ্ছিল তা যেন সন্ধ্যাকালের পাখির কূজন। কৌতুক দেখে সূর্যদেব নিজের গতি বিস্মৃত হলেন। একমাস হয়ে গেল, তিনি যেতেই ভুলে গেলেন।

দো॰ মাস দিবস কর দিবস ভা, মরম ন জানই কোই।
রথ সমেত রবি থাকেউ, নিসা কবন বিধি হোই ॥ ১৯৯

এক মাস দিন রইল এর মর্ম কে জানে? রথসমেত রবি রইলেন, রাত হবে কি করে?

যহ রহস্য কাহূঁ নহিঁ জানা * দিন মনি চলে করত গুনগানা।
দেখি মহোৎসব সুর মুনি নাগা * চলে ভবন বরনত নিজ ভাগা ॥

এই রহস্য কেউ জানল না। সূর্য স্বয়ং রামগুণগান করতে করতে চললেন। এই মহোৎসব দেখে সব দেবতা, মুনি এবং নাগেরা নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করে যাঁর যাঁর নিবাসে প্রস্থান করলেন।

ঔরউ এক কহউ নিজ চোরী * সুনু গিরিজা অতি দৃঢ় মতি তোরী।
কাকভুসুণ্ডি সঙ্গ হম দোউ * মনুজরূপ জানই নহিঁ কোউ ॥

হে পার্বতী! তুমি দৃঢ়মতি, তাই তোমাকে আমার নিজের একটি গুপ্তকথা বলতে বাধা নেই। কাকভুশুণ্ডি আর আমিও মানুষের রূপ ধরে সেখানে ছিলাম, একথা কেউ জানে না।

পরমানন্দ প্রেম সুখ ফূলে * বীথিন্হ ফিরহিঁ মগন মন ভূলে।
য়হ সুভ চরিত জান পৈ সোঈ * কৃপা রাম কৈ জাপর হোঈ ॥

পরমানন্দ আর প্রেমসুখে মত্ত হয়ে আপনহারা হয়ে পথে পথে ফিরেছি। যার উপর শ্রীরামের কৃপা হয় এই শুভচরিত সেই জানতে পারে।

তেহি অবসর জো জেহি বিধি আবা * দীন্হ ভূপ জো জেহি মন ভাবা।
গজ রথ তুরগ হেম গো হীরা * দীন্হে নৃপ নানাবিধি চীরা ॥

সে সময় যারা যেভাবে এসেছে রাজা সকলকেই তাদের ইচ্ছেমতো গজ, রথ, আর, স্বর্ণ, গোধন ও হীরা উজাড় করে দিয়েছেন।

দো॰ মন সন্তোষে সবন্হিকে, জহঁ তহঁ দেহিঁ অসীস।
সকল তনয় চির জীবহুঁ, তুলসিদাসকে ঈস ॥ ২০০

সকলের মন তিনি (রাজা) সন্তুষ্ট করলেন, তাঁর অজস্র আশীর্বাদ দিলেন—সব সন্তান যেন দীর্ঘজীবী হন, যাঁরা তুলসীদাসের দেবতা।

চৌ॰ কছুক দিবস বীতে এহি ভাঁতী * জাত ন জানিঅ দিন অরু রাতী।
নামকরণ কর অবসরু জানী * ভূপ বোলি পঠএ মুনি গ্যানী ॥

কিছুদিন এমনি করে কাটল। দিনরাত কেমন করে গেল বোঝাই গেল না। নামকরণের সময় হল জেনে রাজা জ্ঞানী মুনিকে (বশিষ্ঠকে) ডেকে পাঠালেন।

করি পূজা ভূপতি অস ভাষা * ধরিঅ নাম জো মুনি গুনি রাখা।
ইন্হ কে নাম অনেক অনূপা * মৈঁ নৃপ কহব স্বমতি অনুরূপা ॥

সুন্দর কান, সুন্দর গাল, অতিমধুর আধো কথা। যা তাঁর চিকণ কুঞ্চিত কেশ বহু যত্নে বিন্যস্ত করেছেন।

পীত ঝঁগুলিআ তনু পহিরাঈ * জানু পানি বিচরনি মোহি ভাঈ।
রূপ সকহিঁ নহিঁ কহি শ্রুতি সেষা * সো জানই সপনেহুঁ জেহিঁ দেখা॥

পীত রঙের আংরাখা তনুতে বিলম্বিত, জানু ও পাণির গতিভঙ্গী দেখে মন মুগ্ধ। শ্রুতি ও শেষনাগ সে রূপের বর্ণনা দিতে পারবেন না। সে রূপ কী তা সেই জানে যে একবার স্বপ্নেও দেখেছে।

দো॰ সুখ সন্দোহ মোহ পর, গ্যান গিরা গোতীত।
দম্পতি পরম প্রেম বস, কর সিসুচরিত পুনীত॥২০৩

তিনি সুখরাশি। তিনি মোহ, জ্ঞান ও বাণীর অতীত। তবে দম্পতির পরম প্রেমবশে তিনি পবিত্র বাল্যলীলা করেছেন।

চৌ॰ এহি বিধি রাম জগত পিতু মাতা * কোসলপুর বাসিন্হ সুখদাতা।
জিন্হ রঘুনাথ চরন রতি মানী * তিন্হ কী যহ গতি প্রগট ভবানী॥

এইভাবে জগতের মাতাপিতা শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাবাসীদের সুখ দিতে লাগলেন। যাঁরা রঘুনাথের চরণে ভক্তি নিবেদন করলেন, হে ভবানী, তাঁদের চোখে এই লীলা প্রকট হল।

রঘুপতি বিমুখ জতন কর কোরী * কবন সকই ভব বন্ধন ছোরী।
জীব চরাচর বস কৈ রাখে * সো মায়া প্রভু সোঁ ভয় ভাখে॥

রঘুপতির প্রতি বিমুখ থেকে কোটি উপায় করেও কেউ সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি পাবে না। চরাচরের সমস্ত জীবকে যা বশে রাখে সেই মায়াও প্রভু ভগবানকে ভয় করে।

ভৃকুটি বিলাস নচাবই তাহী * অস প্রভু ছাড়ি ভজিঅ কহু কাহী।
মন ক্রম বচন ছাড়ি চতুরাঈ * ভজত কৃপা করিহহিঁ রঘুরাঈ॥

তিনি ভ্রূকুটি বিলাসে সেই মায়াকে নাচান। এমন প্রভুকে ছেড়ে কার ভজনা করব? মনে কথায় ও কাজে চতুরতা ত্যাগ করে তাঁর ভজনা করলে রঘুরাজ কৃপা করবেন।

এহি বিধি সিসুবিনোদ প্রভু কীন্হা * সকল নগরবাসিন্হ সুখ দীন্হা।
লৈ উছঙ্গ কবহুঁক হলরাবৈ * কবহুঁ পালনেঁ ঘালি ঝুলাবৈ॥

এই ভাবে প্রভু বাল্যলীলা করলেন, সমস্ত নগরবাসীকে সুখ দিলেন। কৌশল্যা কখনও তাঁকে কোলে করে রাখলেন, কখনও বা দোলনায় দোলালেন।

দো৹ প্রেম মগন কৌসল্যা, নিসি দিন জাত ন জান।
সুত সনেহ বস মাতা, বালচরিত কর গান ॥২০৪

প্রেমময় কৌশল্যা দিন রাত কোথা দিয়ে যায় তা জানলেন না। সন্তানস্নেহে মা বাল-চরিত গাইতে লাগলেন।

চৌ৹ এক বার জননীঁ অহ্নবাএ * করি সিঙ্গার পলনাঁ পৌঢ়াএ।
নিজ কুল ইষ্টদেব ভগবানা * পূজা হেতু কীহ্ন অসনানা ॥

একবার জননী তাকে স্নান করালেন। তারপর সাজিয়ে দোলনায় চড়ালেন। নিজের কুলদেবতাকে পুজো দেবার জন্যে নিজে স্নান করলেন।

করি পূজা নৈবেদ্য চঢ়ারা * আপু গঈ জহঁ পাক বনারা।
বহুরি মাতু তহবাঁ চলি আঈ * ভোজন করত দেখ সুত জাঈ ॥

পূজা করে নৈবেদ্য দিলেন, নিজে ভোগরান্নার ঘরে গেলেন। আবার ফিরে এসে ছেলেকে নৈবেদ্য খেতে দেখলেন।

গৈ জননী সিসু পহিঁ ভয় ভীতা * দেখা বাল তহঁা পুনি সূতা।
বহুরি আই দেখা সুত সোঈ * হৃদয়ঁ কম্প মন ধীর ন হোঈ ॥

ভয় পেয়ে জননী শিশুর কাছে গেলেন, দেখলেন সেখানে সে শুয়ে আছে। আবার এসে তাকে খেতে দেখলেন। হৃদয় কাঁপতে লাগল তাঁর, মন স্থির হল না।

ইহাঁ উহাঁ দুই বালক দেখা * মতি ভ্রম মোর কি আন বিসেষা।
দেখি রাম জননী অকুলানী * প্রভু হঁসি দীহ্ন মধুর মুসুকানী ॥

এখানে ওখানে দুই বালক দেখলেন, ভাবলেন—এ কি আমার বুদ্ধি ভ্রম, না এর বিশেষ কোন কারণ আছে? রামকে দেখে জননী আকুল হলেন। প্রভু মধুর করে মুচকি হাসলেন।

দো৹ দেখরাবা মাতহি নিজ, অদ্ভুত রূপ অখণ্ড।
রোম রোম প্রতি লাগে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ॥২০৫

মাকে তিনি নিজের সেই অদ্ভুত অখণ্ড রূপ দেখালেন যার প্রতিটি রোমে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান।

চৌ৹ অগনিত রবি সসি সিব চতুরানন * বহু গিরি সরিত সিন্ধু মহি কানন।
কাল কর্ম গুন গ্যান সুভাউ * সোউ দেখা জো সুনা ন কাউ ॥

তিনি দেখলেন অগণিত রবি, শশী, শিব ও ব্রহ্মাকে, দেখলেন বহু গিরি, নদী, সিন্ধু, পৃথিবী ও অরণ্য, দেখলেন কাল, কর্ম, গুণ আর শোভন জ্ঞানকে। তিনি দেখলেন এমন কিছু যার কথা কেউ শোনে নি।

দেখী মায়া সব বিধি গাঢ়ী * অতি সভীত জোরেঁ কর ঠাঢ়ী।
দেখা জীব নচাবই জাহী * দেখী ভগতি জো ছোরই তাহী॥

সব দিক থেকে শক্তিমতী মায়াকে দেখলেন, খুব ভয় পেয়ে যে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। জীবকে দেখলেন, মায়া যাকে নাচায়। দেখলেন ভক্তিকে যা মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত করে।

তন পুলকিত মুখ বচন ন আবা * নয়ন মূদি চরননি সিরু নাবা।
বিসময়বন্ত দেখি মহাতারী * ভএ বহুরি সিসুরূপ খরারী॥

শরীর রোমাঞ্চিত হল, মুখে কথা ফুটল না, চোখ বুজে চরণে মাথা নোয়ালেন। মাকে বিস্মিত দেখে আবার শিশুরূপ ধরলেন শ্রীরামচন্দ্র।

অস্তুতি করি ন জাই ভয় মানা * জগত পিতা মৈঁ সুত করি জানা।
হরি জননী বহুবিধি সমুঝাঈ * য়হ জনি কতহুঁ কহসি সুনু মাঈ॥

ভয় পেয়ে স্তুতি করতে পারলেন না তিনি। মনে মনে ভাবলেন—জগৎপিতাকে আমি সন্তান হিসেবে জেনেছি। শ্রীহরি জননীকে নানাভাবে বোঝালেন, বললেন. শোনো মা, একথা যেন কাউকে বোলো না।

দো॰ বার বার কৌসল্যা, বিনয় করই কর জোরি।
অব জনি কবহূঁ ব্যাপৈ, প্রভু মোহি মায়া তোরি॥২০৬

বার বার কৌশল্যা হাত জোড় করে মিনতি করতে লাগলেন ; তোমার মায়া যেন আমাকে আর আচ্ছন্ন না করে।

চৌ॰ বালচরিত হরি বহুবিধি কীন্হা * অতি অনন্দ দাসন্হ কহঁ দীন্হা।
কছুক কাল বীতেঁ সব ভাঈ * বড়ে ভএ পরিজন সুখদাঈ॥

শ্রীহরি নানাভাবে বাল্যলীলা করলেন। ভক্তদের অত্যন্ত আনন্দ দিলেন। কিছুকাল গেলে সব ভাই বড়ো হলেন এবং পরিজনদের সুখের কারণ হলেন।

চূড়াকরন কীন্হ গুরু জাঈ * বিপ্রন্হ পুনি দছিনা বহু পাঈ।
পরম মনোহর চরিত অপারা * করত ফিরত চারিউ সুকুমারা॥

গুরু এসে চূড়াকরণ করলেন, বিপ্রেরা অনেক দাক্ষিণা পেলেন। চার কুমার পরম মনোহর অপার লীলা করে চললেন।

মন ক্রম বচন অগোচর জোঈ * দসরথ অজির বিচর প্রভু সোঈ।
ভোজন করত বোল জব রাজা * নহিঁ আবত তজি বাল সমাজা॥

যিনি মন, কর্ম ও বচনের অগোচর সেই প্রভু দশরথের অঙ্গনে বিচরণ করলেন। দশরথ যখন খেতে ডাকলেন তখন ছেলের দল ছেড়ে তিনি এলেন না।

কৌসল্যা জব বোলন জাঈ * ঠুমুকু ঠুমুকু প্রভু চলহিঁ পরাঈ।
নিগম নেতি সিব অন্ত ন পারা * তাহি ধরৈ জননী হঠি ধারা॥

কৌশল্যা যখন ডাকতে গেলেন তখন প্রভু নেচে নেচে দূরে সরে গেলেন। নিগম যাঁকে 'নেতি নেতি' করে জেনেছেন, শিব যাঁর অন্ত পান নি জননী দৌড়ে তাঁকে ধরতে গেলেন।

দো॰ ভোজন করত চপল চিত, ইত উত অবসরু পাই।
ভাজি চলে কিলকত মুখ, দধি ওদন লপটাই॥২০৭

চপল চিত্তে ভোজন করছেন, অবসর পেয়ে মুখে দইভাত মেখে খল খল হেসে ছুটেছেন।

বালচরিত অতি সরল সুহাএ * সারদ সেষ সম্ভু শ্রুতি গাএ।
জিন্হ কর মন ইন্হ সন নহিঁ রাতা * তে জন বঞ্চিত কিএ বিধাতা॥

বাল্যলীলা অত্যন্ত সরল সুন্দর—সারদা, শেষ, শম্ভু এবং শ্রুতি যা গান করেন। যাদের মন এতে অনুরক্ত হয় না, বিধাতা তাঁদের বঞ্চিত করেন।

ভএ কুমার জবহিঁ সব ভ্রাতা * দীন্হ জনেউ গুরু পিতু মাতা।
গুরগৃহঁ গএ পঢ়ন রঘুরাঈ * অলপ কাল বিদ্যা সব আঈ॥

যখন সব ভাই কুমার হলেন তখন তাঁদের উপবীত দিলেন গুরু ও পিতামাতা। গুরু গৃহে পড়তে গেলেন রঘুরাজ। অল্প সময়েই সব বিদ্যা আয়ত্ত হল তাঁর।

জাকী সহজ স্বাস শ্রুতি চারী * সো হরি পঢ় যহ কৌতুক ভারী।
বিদ্যা বিনয় নিপুন গুন সীলা * খেলহিঁ খেল সকল নৃপলীলা॥

চারটি বেদ যাঁর সহজ নিঃশ্বাস সেই হরি কিনা পড়লেন এ ভারি কৌতুক। চার ভাই বিদ্যা ও বিনয়ে নিপুণ, গুণবান্ ও চরিত্রবান্ হয়ে নৃপলীলায় সব খেলাই খেললেন।

করতল বান ধনুষ অতি সোহা * দেখত রূপ চরাচর মোহা।
জিন্হ বীথিন্হ বিহরহিঁ সব ভাঈ * থকিত হোহিঁ সব লোগ লুগাঈ॥

হাতে ধনুক আর বাণ শোভা পেল, সে রূপ দেখে চরাচর মোহিত হল। যে পথ দিয়ে সব ভাই বিচরণ করত, সে-পথে সব স্ত্রী-পুরুষ হতবাক হয়ে চেয়ে থাকত।

দো॰ কোসলপুর বাসী নর, নারি বৃদ্ধ অরু বাল।
প্রানহু তে প্রিয় লাগত, সব কহুঁ রাম কৃপাল ॥২০৮

অযোধ্যাবাসী নরনারী ও বালকবৃন্দ সকলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় লাগত কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রকে।

বন্ধু সখা সঁগ লেহিঁ বোলাঈ * বন মৃগয়া নিত খেলহিঁ জাঈ।
পাবন মৃগ মারহিঁ জিয়ঁ জানী * দিন প্রতি নৃপহি দেখাবহিঁ আনী ॥

ভাইদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ডেকে নিয়ে তিনি রোজ বনে যেতেন মৃগয়া করতে। মনে মনে যেটিকে পবিত্র বলে জানতেন সেই মৃগটিকে মারতেন এবং প্রতিদিন সেটিকে এনে রাজাকে দেখাতেন।

জো মৃগ রাম বান কে মারে * তে তনু তজি সুরলোক সিধারে।
অনুজ সখা সঁগ ভোজন করহীঁ * মাতু পিতা অগ্যা অনুসরহীঁ ॥

যে-সব মৃগ রামের বাণে নিহত হত তারা তনু ত্যাগ করে স্বর্গে যেত। ছোট ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি আহার করতেন, এবং মাতাপিতার আজ্ঞা অনুসারে চলতেন।

জেহি বিধি সুখী হোহিঁ পুর লোগা * করহিঁ কৃপানিধি সোই সঞ্জোগা।
বেদ পুরান সুনহিঁ মন লাঈ * আপু কহহি অনুজহ্ন সমুঝাঈ ॥

যেভাবে পুরবাসীরা সুখী হবে কৃপানিধি তাই করতেন। বেদপুরাণ মন দিয়ে শুনতেন এবং ভাইদের বুঝিয়ে বলতেন।

প্রাতকাল উঠি কৈ রঘুনাথা * মাতু পিতা গুরু নাবহিঁ মাথা।
আয়সু মাগি করহিঁ পুর কাজা * দেখি চরিত হরষই মন রাজা ॥

প্রভাতে উঠে রঘুনাথ মাতাপিতা এবং গুরুকে প্রণাম করে তাঁদের আজ্ঞা নিয়ে পুরকাজ করতেন। তা দেখে রাজা মনে মনে আনন্দিত হতেন।

দো॰ ব্যাপক অকল অনীহ অজ, নির্গুন নাম ন রূপ।
ভগত হেতু নানা বিধি, করত চরিত্র অনূপ ॥২০৯

সেই সর্বব্যাপী তত্ত্বহীন, ইচ্ছাহীন, অজ, নির্গুণ, নাম ও রূপহীন (ঈশ্বর) ভক্তদের জন্যে বহুবিধ অনুপম লীলা করলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন

চৌ॰ য়হ সব চরিত কহা মৈঁ গাঈ * আগিলি কথা সুনহু মন লাঈ ।
বিশ্বামিত্র মহামুনি গ্যানী * বসহিঁ বিপিন সুভ আশ্রম জানী ॥

এই সব লীলা আমি বর্ণনা করলাম, এবারে পরে যা ঘটল মন দিয়ে তা শোনো। মহামুনি জ্ঞানী বিশ্বামিত্র অরণ্যে পবিত্র এক আশ্রমে বাস করতেন।

জহঁ জপ জগ্য জোগ মুনি করহীঁ * অতি মারীচ সুবাহুহি ডরহীঁ ।
দেখত জগ্য নিসাচর ধাবহিঁ * করহিঁ উপদ্রব মুনি দুখ পাবহি ॥

সেখানে তিনি জপ, যজ্ঞ ও যোগসাধনা করতেন কিন্তু মারীচ আর সুবাহুকে খুব ভয় করতেন। ঐ রাক্ষসেরা যজ্ঞ দেখতে ছুটে আসত এবং উপদ্রব করত, মুনি অত্যন্ত দুঃখ পেতেন।

গাধিতনয় মন চিন্তা ব্যাপী * হরি বিনু মরহিঁ ন নিসিচর পাপী ।
তব মুনিবর মন কীহ্ন বিচারা * প্রভু অবতরেউ হরন মহি ভারা ॥

গাধিসুত বিশ্বামিত্রের মনে হল হরি-বিনা এই পাপী নিশাচর মরবে না। তখন মুনিবর মনে মনে চিন্তা করে দেখলেন প্রভু তো পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন।

এহুঁ সিস দেখৌঁ পদ জাঈ * করি বিনতী আনৌঁ দোউ ভাঈ ।
গ্যান বিরাগ সকল গুন অয়না * সো প্রভু মৈঁ দেখব ভরি নয়না ॥

এই ছুতো করে চরণ দর্শন করব, মিনতি করে দুভাইকে নিয়ে আসব। জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং সমস্ত গুণের আধার সেই প্রভুকে আমি নয়ন ভরে দেখব।

দো॰ বহুবিধি করত মনোরথ, জাত লাগি নহিঁ বার ।
করি মজ্জন সরউ জল, গএ ভূপ দরবার ॥২১০

বহু চিন্তায় এই স্থির করে যেতে বিলম্ব করলেন না। সরযূ নদীতে স্নান করে তিনি রাজসভায় যাত্রা করলেন।

চৌ॰ মুনি আগমন সুনা জব রাজা * মিলন গয়উ লৈ বিপ্র সমাজা ।
করি দণ্ডবত মুনিহি সনমানী * নিজ আসন বৈঠারেন্হি আনী ॥

রাজা মুনির আগমনবার্তা পেয়ে বিপ্রসমাজকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন তাঁকে প্রণাম করে সসম্মানে নিজের আসনে বসালেন।

চরন পখারি কীহ্নি অতি পূজা * মো সম আজু ধন্য নহিঁ দূজা।
বিবিধ ভাঁতি ভোজন করবাবা * মুনিবর হৃদয়ঁ হরষ অতি পাবা ॥

চরণ প্রক্ষালন করে তিনি তাঁকে বন্দনা করে বললেন, আজ আমার মতো ধন্য আর কেউ নেই। মুনিকে নানাভাবে ভোজন করালেন তিনি। মুনিবর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

পুনি চরননি মেলে সুত চারী * রাম দেখি মুনি দেহ বিসারী।
ভএ মগন দেখত মুখ সোভা * জনু চকোর পূরন সসি লোভা ॥

তারপর চার পুত্রকে মুনির চরণে মিলিত করলেন রাজা। রামকে দেখে মুনি দেহবোধ বিস্মৃত হলেন। মুনি সেই মুখশোভা দেখে তন্ময় হলেন, চকোর যেন পূর্ণশশী দেখে মোহিত হল।

তব মন হরষি বচন কহ রাউ * মুনি অস কৃপা ন কীহ্নিহু কাউ।
কেহি কারন আগমন তুম্হারা * কহহু সো করত ন লাবউ বারা ॥

তখন অন্তরে প্রফুল্ল হয়ে রাজা বললেন, আপনি আমার উপর এমন কৃপা তো আর কখনও করেন নি। কেন আপনার এই শুভাগমন বলুন, আপনি আদেশ করুন, আমি অবিলম্বে তা পালন করব।

অসুর সমূহ সতাবহিঁ মোহী * মৈঁ জাচন আয়উঁ নৃপ তোহী।
অনুজ সমেত দেহু রঘুনাথা * নিসিচর বধ মৈঁ হোব সনাথা ॥

মুনি বললেন, অসুরেরা আমাকে উত্যক্ত করছে। তাই আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে এসেছি। অনুজসমেত আপনি রঘুনাথকে দিন। রাক্ষস বধ হলে আমি নিশ্চিন্ত হব।

দো॰ দেহু ভূপ মন হরষিত, তজহু মোহ অগ্যান।
ধর্ম সুজস প্রভু তুম্হ কৌঁ, ইন্হ কহঁ অতি কল্যাণ ॥২১১

হে রাজন্, আপনি প্রফুল্ল মনে রঘুনাথকে দিন, মোহ ও অভিমান ত্যাগ করুন। আপনার ধর্ম ও সুযশ হবে আর এঁর কল্যাণ হবে।

সুনি রাজা অতি অপ্রিয় বানী * হৃদয় কম্প মুখ দুতি কুমুলানী।
চৌথেঁপন পায়উঁ সুত চারী * বিপ্র বচন নহিঁ কহেহু বিচারী ॥

অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুনে রাজার হৃদয় কাঁপতে লাগল, তাঁর মুখের দ্যুতি ম্লান হল। বললেন, চতুর্থ পণে আমি চার পুত্র পেয়েছি। হে বিপ্র, আপনি বিচার করে কথা বলেন নি।

মাগহু ভূমি ধেনু ধন কোসা * সর্বস দেউঁ আজু সহরোসা।
দেহ প্রান তেঁ প্রিয় কছু নাহীঁ * সোউ মুনি দেউঁ নিমিষ এক মাহীঁ ॥

আপনি ভূমি ধেনু, অর্থকোষ চান, আমি সানন্দে আজ সর্বস্ব দেব। দেহ আর প্রাণের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। হে মহর্ষি, আমি এক নিমেষে তা দেব।

সব সুত প্রিয় মোহি প্রান কী নাঈঁ * রাম দেত নহিঁ বনই গোসাঈঁ।
কহঁ নিসিচর অতি ঘোর কঠোরা * কহঁ সুন্দর সুত পরম কিসোরা ॥

হে নাথ, সব পুত্র আমার প্রাণের মতোই প্রিয়। তবু রামকে আমি কিছুতেই দিতে পারব না। অতি নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর রাক্ষস কোথায়, আর—কোথায় আমার নবকিশোর সুন্দর তনয়!

সুনি নৃপ গিরা প্রেম রস সানী * হৃদয়ঁ হরষ মানা মুনি গ্যানী।
তব বসিষ্ঠ বহুবিধি সমুঝাবা * নৃপ সন্দেহ নাস কহঁ পাবা ॥

রাজার স্নেহরসে পূর্ণ বাণী শুনে জ্ঞানী মুনি অন্তরে পুলকিত হলেন। তখন বশিষ্ঠ অনেক করে বোঝালেন, তাতে রাজার সন্দেহ দূর হল।

অতি আদর দোউ তনয় বোলাএ * হৃদয়ঁ লাই বহু ভাঁতি সিখাএ।
মেরে প্রান নাথ সুত দোউ * তুম্হ মুনি পিতা আন নহিঁ কোউ ॥

পরম আদরে দুই তনয়কে ডাকলেন, বুকে নিয়ে নানাভাবে শিক্ষা দিলেন, বললেন, হে নাথ, এই দুই পুত্র আমার প্রাণ। হে মুনি, আপনি এঁদের পিতা, অন্য কেউ নন।

দো॰ সৌঁপে ভূপ রিষিহি সুত, বহুবিধি দেই অসীস।
জননী ভবন গএ প্রভু, চলে নাই পদ সীস ॥ ২১২

রাজা বহু আশীর্বাদ দিয়ে ঋষিকে পুত্র সমর্পণ করলেন। প্রভু (শ্রীরাম) মুনির চরণে প্রণাম নিবেদন করে মাতৃভবনে গেলেন।

সো॰ পুরুষসিংহ দোউ বীর, হরষি চলে মুনি ভয় হরন।
কৃপাসিন্ধু মতি ধীর, অখিল বিস্ব কারন করন ॥ ২৮

কৃপাসিন্ধু স্থিতধী অখিলবিশ্বকারণ পুরুষসিংহ দুই বীর মুনির ভয় দূর করতে সহর্ষে চললেন।

অরুণ নয়ন উর বাহু বিসালা * নীল জলজ তনু স্যাম তমালা।
কটি পট পীত কসেঁ বর ভাথা * রুচির চাপ সায়ক দুহুঁ হাথা ॥

শ্রীরামের নয়ন অরুণবর্ণ, বাহু ও বক্ষ বিশাল, নীলোৎপল আর তমালতরুর মতো শ্যামবর্ণ দেহ, কোমরে পীত বসন, তাতে তূণীর শোভিত। দুহাতে ধনুর্বাণ।

স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ * বিস্বামিত্র মহানিধি পাঈ।
প্রভু ব্রহ্মণ্যদেব মৈঁ জানা * মোহি নিত পিতা তজেউ ভগবানা॥

শ্যাম ও গৌরবর্ণ সুদর্শন দুই ভাইকে পেয়ে বিশ্বামিত্র যেন মহানিধি পেলেন। মনে মনে বললেন, আমি জেনেছি প্রভু (শ্রীরামচন্দ্র) ব্রহ্মণ্য দেব; ভগবান আমার জন্যে পিতাকেও ছেড়ে এলেন।

তাড়কাবধ

চলে জাত মুনি দীন্হি দেখাঈ * সুনি তাড়কা ক্রোধ করি ধাঈ।
একহিঁ বান প্রান হরি লীন্হা * দীন জানি তেহি নিজ পদ দীন্হা॥

পথ চলতে চলতে মুনি তাড়কা রাক্ষসীকে দেখালেন। কথা কানে যেতেই তাড়কা সক্রোধে ধেয়ে এল। একটি বাণেই তিনি তার প্রাণ হরণ করলেন, দীন জেনে তাকে তিনি নিজপদে (দিব্যলোকে) আশ্রয় দিলেন।

তব রিষি নিজ নাথহি জিয়ঁ চীন্হী * বিদ্যানিধি কহুঁ বিদ্যা দীন্হী।
জাতে লাগ ন ছুধা পিপাসা * অতুলিত বল তনু তেজ প্রকাসা॥

ঋষি অন্তরে তাঁকে ঈশ্বর বলে জেনেও সর্ববিদ্যার আধারকে বিশেষ একটি বিদ্যা দান করলেন যাতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় তিনি পীড়িত না হন, আর যাতে দেহে আসে অতুলনীয় বল আর তেজ।

দো° আয়ুধ সর্ব সমর্পি কৈ, প্রভু নিজ আশ্রম আনি।
কন্দ মূল ফল ভোজন, দীন্হ ভগতি হিত জানি॥ ২১৩

তারপর মুনি সমস্ত অস্ত্র দিয়ে তাকে নিজের আশ্রমে আনলেন এবং ভক্তের মঙ্গলকারী জেনে তাঁকে কন্দ, মূল ও ফল আহার করতে দিলেন।

প্রাত কহা মুনি সন রঘুরাঈ * নির্ভয় জগ্য করহু তুম্হ জাঈ।
হোম করন লাগে মুনি ঝারী * আপু রহে মখ কীঁ রখবারী॥

প্রভাতে রঘুনাথ মুনিকে বললেন, আপনি নির্ভয়ে যজ্ঞ করুন গিয়ে। মুনি হোম করতে লাগলেন। প্রভু নিজে যজ্ঞের রক্ষক হয়ে রইলেন।

মারীচকে আঘাত

স্থনি মারীচ নিসাচর কোহী * লৈ সহায় ধাবা মুনিদ্রোহী।
বিনু ফর বান রাম তেহি মারা * সত জোজন গা সাগর পারা॥

শুনে মুনিবিদ্বেষী মারীচরাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে দলবল নিয়ে ধেয়ে এল। রাম ফলকবিহীন বাণে তাকে আঘাত করলেন, সে শত যোজন দূরে সাগরের পারে গিয়ে পড়ল।

সুবাহুনিধন

পাবক সর স্থবাহু পুনি মারা * অনুজ নিসাচর কটকু সঁঘারা।
মারি অস্থর দ্বিজ নির্ভয়কারী * অস্তুতি করহিঁ দেব মুনি ঝারী॥

তারপর অগ্নিবাণে সুবাহুকে মারলেন, অনুজ লক্ষ্মণ রাক্ষসসেনাকে ধ্বংস করলেন। অসুর সংহার করে ব্রাহ্মণদের নির্ভয় করলেন প্রভু। দেবতা ও মুনিরা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন।

তহঁ পুনি কছুক দিবস রঘুরায়া * রহে কীন্হি বিপ্রন্হ পর দায়া।
ভগতি হেতু বহু কথা পুরানা * কহে বিপ্র জদ্যপি প্রভু জানা॥

রঘুনাথ ব্রাহ্মণদের উপর কৃপা করে সেখানে কিছুদিন থাকলেন। ভক্তিভরে ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে বহু পুরাণকথা শুনলেন প্রভু, যদিও তিনি সে-সবই জানতেন।

অহল্যা-উদ্ধার

তব মুনি সাদর কহা বুঝাঈ * চরিত এক প্রভু দেখিঅ জাঈ।
ধনুষজগ্য স্থনি রঘুকুল নাথা * হরষি চলে মুনিবর কে সাথা॥

তখন মুনি সাদরে বুঝিয়ে বললেন, প্রভু, গিয়ে আর-এক চরিত্র দেখুন। ধনুর্যজ্ঞ শুনে রঘুকুলনাথ সানন্দে মুনিবরের সঙ্গে চললেন।

আশ্রম এক দীখ মহা মাহীঁ * খগ মৃগ জীব জন্তু তহঁ নাহীঁ।
পূছা মুনিহি সিলা প্রভু দেখী * সকল কথা মুনি কহা বিসেষী॥

পথে এক আশ্রম দেখা গেল। সেখানে পশুপাখি কিছুই ছিল না। প্রভু শিলা দেখে মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুনি বিস্তারিতভাবে সব কথা বললেন।

দো॰ গৌতম নারী শ্রাপ বস, উপল দেহ ধরি ধীর।
চরণ কমল রজ চাহতি, কৃপা করহু রঘুবীর॥২১৪

গৌতমঋষির পত্নী অভিশপ্ত হয়ে পাথরে পরিণত হয়েছেন। এই শিলা আপনার চরণপদ্মের ধূলি চায়। হে রঘুবীর, কৃপা করুন।

ছন্দ৹ পরসত পদ পাবন সোক নসাবন প্রগট ভঈ তপপুঞ্জ সহী।
দেখত রঘুনায়ক জন সুখদায়ক সনমুখ হোই কর জোরি রহী॥
অতি প্রেম অধীরা পুলক সরীরা মুখ নহিঁ আবই বচন কহী।
অতিসয় বড় ভাগী চরনন্হি লাগী জুগল নয়ন জলধার বহী॥

শ্রীরামের পবিত্র এবং দুঃখহারী চরণের স্পর্শমাত্রই তপস্যার প্রতিমূর্তি অহল্যা প্রকটিত হলেন। ভক্তজনের সুখদায়ক রামচন্দ্রকে দেখেই তাঁর সম্মুখে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। গভীর ভক্তিতে তিনি অধীর হলেন, তাঁর দেহ পুলকিত হল, মুখে কোন কথা সরল না, এই অবস্থায় অত্যন্ত ভাগ্যবতী অহল্যা তাঁর চরণে পতিত হলেন, দু-নয়নে অশ্রুধারা বইল।

ধীরজু মন কীন্হা প্রভু কহুঁ চীন্হা রঘুপতি কৃপাঁ ভগতি পাঈ।
অতি নির্মল বানীঁ অস্তুতি ঠানী গ্যানগম্য জয় রঘুরাঈ॥
মৈঁ নারী অপাবন প্রভু জগ পাবন রাবন রিপু জন সুখদাঈ।
রাজীব বিলোচন ভব ভয়মোচন পাহি পাহি সরনহিঁ আঈ॥

তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং প্রভুকে চিনলেন। রঘুপতির কৃপায় অন্তরে ভক্তি পেলেন তিনি। সুনির্মল বাণীতে স্তুতি করলেন—হে জ্ঞানলভ্য রঘুপতি, আপনার জয় হোক। আমি অপবিত্র নারী, হে জগৎপাবন, রাবণরিপু, ভক্তজনের সুখদাতা, পদ্মলোচন ভবভয়-মোচন প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার শরণ নিচ্ছি।

মুনি শ্রাপ জো দীন্হা অতি ভল কীন্হা পরম অনুগ্রহ মৈঁ মানা।
দেখেউঁ ভরি লোচন হরি ভব মোচন ইহই লাভ সঙ্কর জানা॥
বিনতী প্রভু মোরী মৈঁ মতি ভোরী নাথ ন মাগউঁ বর আনা।
পদ কমল পরাগা রস অনুরাগা মম মন মধুপ করৈ পানা॥

মুনি যে শাপ দিয়েছিলেন, খুব ভালোই করেছিলেন, এ আমি পরম অনুগ্রহ বলে মনে করেছি। ভবমোচন হরিকে নয়ন ভরে দেখলাম, শিবও, পরম লাভ বলে মনে করেন। হে আমার প্রভু, আমি সরলমতি, আমি বর চাই না, শুধু এই মিনতি, তোমার চরণধূলির রসকে আমার মন ভ্রমরের-মতো পান করুক।

জেহি পদ সুর সরিতা পরম পুনীতা প্রগট ভঈ সিব সীস ধরী।
সোঈ পদ পঙ্কজ জেহি পূজত অজ মম সির ধরেউ কৃপাল হরী॥
এহি ভাঁতি সিধারী গৌতম নারী বার বার হরি চরন পরী।
জো অতি মন ভাবা সো বরু পাবা গৈ পতিলোক অনন্দ ভরী॥

যে-চরণ থেকে পরমপবিত্র গঙ্গার উদ্ভব হয়েছে, যাঁকে শিব মাথায় ধারণ করেছিলেন, যে চরণপঙ্কজকে ব্রহ্মা স্বয়ং বন্দনা করেন, হে কৃপালু হরি, সেই চরণকে আপনি আমার মাথায় রাখুন। এই ভাবে স্তুতি করে অহল্যা বারবার প্রভুর চরণে পতিত হয়ে, মনোবাঞ্ছিত বরদান পেয়ে আনন্দমগ্ন হয়ে পতিলোকে চলে গেলেন।

দো॰ অস প্রভু দীনবন্ধু হরি, কারন রহিত দয়াল।
তুলসিদাস সঠ তেহি ভজু, ছাড়ি কপট জঞ্জাল॥ ২১৫

দীনবন্ধু হরি অকারণেই দয়ালু। তাই হে মূর্খ তুলসীদাস, কপট জঞ্জাল ছেড়ে তাঁর ভজনা করো।

চৌ॰ চলে রাম লছিমন মুনি সঙ্গা * গএ জহাঁ জগ পাবনি গঙ্গা।
গাধিসূনু সব কথা সুনাঈ * জেহি প্রকার সুর সরি মহি আঈ॥

রাম ও লক্ষ্মণ মুনির সঙ্গে চলতে লাগলেন, যেখানে জগৎপাবনী গঙ্গা সেখানে গেলেন। গাধিসুত বিশ্বামিত্র যেভাবে সুরসরিৎ গঙ্গা মর্ত্যে এসেছেন সে-সব কথা তাঁদের শোনালেন।

তব প্রভু রিষিহ্ন সমেত নহাএ * বিবিধ দান মহিদেবহ্নি পাএ।
হরষি চলে মুনি বৃন্দ সহায়া * বেগি বিদেহ নগর নিঅরায়া॥

তারপর প্রভু ঋষির সঙ্গে স্নান করলেন, ব্রাহ্মণেরা বিবিধ দান পেলেন। মুনিবৃন্দের সঙ্গে তিনি সানন্দে চললেন, শিগ্‌গিরই পৌঁছলেন বিদেহনগরে।

বিদেহনগর বর্ণনা

পুর রম্যতা রাম জব দেখী * হরষে অনুজ সমেত বিসেষী।
বাপীঁ কূপ সরিত সর নানা * সলিল সুধাসম মনি সোপানা॥

রাম ও লক্ষ্মণ নগরের সৌন্দর্য দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। (সেখানে ছিল) বাপী, কূপ, নদী, নানারকম সরোবর যার জল অমৃতের মতো আর যার সোপান মণিখচিত।

গুঞ্জত মঞ্জু মত্ত রস ভৃঙ্গা * কূজত কল বহুবরন বিহঙ্গা।
বরণ বরণ বিকসে বনজাতা * ত্রিবিধ সমীর সদা সুখদাতা॥

পুষ্পরসে মত্ত ভ্রমর গুঞ্জন করছে, নানারঙের পাখি কূজন করছে, নানারঙের পদ্ম ফুটেছে। তিন রকমের সুখকর পবন সেখানে প্রবাহিত (শীতল, ধীর ও সুরভি)।

দো॰ সুমন বাটিকা বাগ বন, বিপুল বিহঙ্গ নিবাস।
ফূলত ফলত সুপল্লবত, সোহত পুর চহুঁ পাস॥ ২১৬

পুষ্পবাটিকা, উদ্যান ও বনে অসংখ্য পাখির বাসা। ফুলে ফলে পল্লবে চারদিকে অনুপম শোভা।

চৌ॰ বনই ন বরনত নগর নিকাঈ * জহাঁ জাই মন তহঁই লোভাঈ।
চারু বজারু বিচিত্র অঁবারী * মনিময় বিধি জনু স্বকর সঁবারী॥

সে নগরের শোভা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, যেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই মন মুগ্ধ হয়। সুন্দর বাজার, বিচিত্র মণিময় সব সৌধ। মনে হয় ব্রহ্মা যেন তা নিজের হাতে তৈরি করেছেন।

ধনিক বনিক বর ধনদ সমানা * বৈঠে সকল বস্তু লৈ নানা।
চৌহট সুন্দর গলীঁ সুহাঈ * সন্তত রহহিঁ সুগন্ধ সিঁচাঈ॥

কুবেরের মতো ধনী বণিক নানারকম পসরা নিয়ে বসেছে। চৌমাথাগুলো সুন্দর, সুন্দর বীথী-পথ। সর্বদা সেখানে সুগন্ধ সেচিত হচ্ছে।

মঙ্গলময় মন্দির সব কেরেঁ * চিত্রিত জনু রতিনাথ চিতেরেঁ।
পুর নর নারি সুভগ সুচি সন্তা * ধরমসীল গ্যানী গুনবন্তা॥

সকলের গৃহ মঙ্গলময়, মনোহর, যেন রতিপতি স্বয়ং সেগুলো চিত্রিত করেছেন। নরনারী সকলেই, সুন্দর, পবিত্র, সৎ, ধার্মিক, জ্ঞানী ও গুণী।

অতি অনূপ জহঁ জনক নিবাসূ * বিথকহিঁ বিবুধ বিলোকি বিলাসূ।
হোত চকিত চিত কোট বিলোকী * সকল ভুবন সোভা জনু রোকী॥

যেখানে জনকের নিবাস তা অতি মনোরম, দেবতারাও তার ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত হন, প্রাসাদ দেখে চমকে ওঠেন। সমস্ত ভুবনের সৌন্দর্য তা পরাজিত করে।

দো॰ ধবল ধাম মনি পুরট পট, সুঘটিত নানা ভাঁতি।
সিয় নিবাস সুন্দর সদন, সোভা কিমি কহি জাতি॥ ২১৭

শ্বেত প্রাসাদ, তাতে নানারকম মণিময় পট। সীতার আবাসটি সৌন্দর্যের আধার, তার শোভা কি করে বর্ণনা করা যাবে?

চৌ॰ সুভগ দ্বার সব কুলিস কপাটা * ভূপ ভীর নট মাগধ ভাটা।
বনী বিসাল বাজি গজ সালা * হয় গয় রথ সঙ্কুল সব কালা ॥

সুন্দর দ্বারে বজ্র-দৃঢ় কপাট আঁটা। রাজা, নট, মাগধ এবং ভাটের ভিড় লেগে আছে। বড়ো বড়ো অশ্বশালা, ও গজশালা, যা বহু অশ্ব, গজ ও রথে পূর্ণ।

সূর সচিব সেনপ বহুতেরে * নৃপগৃহ সরিস সদন সব কেরে।
পুর বাহের সর সরিত সমীপা * উতরে জহঁ তহঁ বিপুল মহীসা ॥

বহু বীর, মন্ত্রী ও সেনাপতি। রাজবাড়ির মতোই এঁদের সবার বাড়ি। নগরের বাহিরে সরোবর ও নদীর কাছে বড়ো বড়ো রাজারা এসে বাস করেন।

দেখি অনূপ এক অঁবরাঈ * সব সুপাস সব ভাঁতি সুহাঈ।
কৌসিক কহেউ মোর মনু মানা * ইহাঁ রহিঅ রঘুবীর সুজানা ॥

সব দিক দিয়ে সুবিধাজনক এবং সুন্দর এক অনুপম আম্র কানন দেখে বিশ্বামিত্র বললেন, রঘুবর আমার ইচ্ছা, এখানেই থাকা যাক।

ভলেহিঁ নাথ কহি কৃপানিকেতা * উতরে তহঁ মুনিবৃন্দ সমেতা।
বিশ্বামিত্র মহামুনি আএ * সমাচার মিথিলাপতি পাএ ॥

তাই ভালো, হে নাথ—একথা বলে কৃপানিলয় রাম মুনিবৃন্দকে নিয়ে ঐখানেই নামলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র এসেছেন মিথিলাপতি এ সংবাদ পেলেন।

দো॰ সঙ্গ সচিব সুচি ভূরি ভট, ভূসুর বর গুর গ্যাতি।
চলে মিলন মুনিনায়কহি, মুদিত রাউ এহি ভাঁতি ॥ ২১৮

সঙ্গে প্রাজ্ঞ সচিব, বহু সৈন্য, ব্রাহ্মণ, পূজনীয় গুরু এবং জ্ঞাতি নিয়ে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মহর্ষির সঙ্গে মিলিত হতে এলেন।

চৌ॰ কীন্হ প্রনামু চরন ধরি মাথা * দীন্হি অসীস মুদিত মুনিনাথা।
বিপ্রবৃন্দ সব সাদর বন্দে * জানি ভাগ্য বড় রাউ অনন্দে ॥

চরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন রাজা। মুনিপতি আশীর্বাদ দিলেন। বিপ্রদের সাদরে বন্দনা করলেন রাজা, এঁদের আগমনকে সৌভাগ্য মনে করে আনন্দিত হলেন তিনি।

কুসল প্রস্ন কহি বারহিঁ বারা * বিশ্বামিত্র নৃপহি বৈঠারা।
তেহি অবসর আএ দোউ ভাঈ * গএ রহে দেখন ফুলবাঈ ॥

বারবার কুশল প্রশ্ন করে বিশ্বমিত্র রাজাকে বসালেন। ইতিমধ্যে দুই-ভাই সেখানে এলেন, ওঁরা পুষ্পবাটিকা দেখতে গিয়েছিলেন।

স্যাম গৌর মৃদু বয়স কিসোরা * লোচন সুখদ বিশ্ব চিত চোরা।
উঠে সকল জব রঘুপতি আএ * বিস্বামিত্র নিকট বৈঠাএ ॥

একজন শ্যামবর্ণ, একজন গৌরবর্ণ, বয়সে কিশোর, দুজনেই নয়নলোভন এবং চিত্তহারী। রঘুপতি যখন এলেন সকলেই উঠলেন, বিশ্বামিত্র তাঁকে কাছে বসালেন।

ভয় সব সুখী দেখি দোউ ভ্রাতা * বারি বিলোচন পুলকিত গাতা।
মূরতি মধুর মনোহর দেখী * ভয়উ বিদেহু বিদেহু বিসেষী ॥

দুই ভাইকে দেখে সবাই সুখী হলেন, (আনন্দে) তাঁদের চোখে এল জল, দেহ হল রোমাঞ্চিত। মধুর মনোহর মূর্তি দেখে বিদেহপতি দেহবোধ বিস্মৃত হলেন।

দো৹ প্রেম মগন মনু জানি নৃপু, করি বিবেকু ধরি ধীর।
বোলেউ মুনিপদ নাই সিরু, গদগদ গিরা গভীর ॥ ২১৯

নিজের মন প্রেমময় জেনে, রাজা ক্রমে বিবেকের আশ্রয়ে ধৈর্য ধারণ করলেন। মুনির চরণে প্রণাম জানিয়ে তিনি গদগদ গম্ভীর বচনে বললেন—

চৌ৹ কহহু নাথ সুন্দর দোউ বালক * মুনিকুল তিলক কি নৃপকুল পালক।
ব্রহ্ম জো নিগম নেতি কহি গাবা * উভয় বেষ ধরি কী সোই আবা ॥

হে নাথ, বলুন এই দুই সুন্দর বালক মুনিকুলের তিলক না রাজকুলপালক, ব্রহ্ম যাঁকে নিগমে নেতি নেতি করে গেয়েছেন তিনিই কি উভয়ের বেশ ধরে এসেছেন ?

সহজ বিরাগরূপ মনু মোরা * থকিত হোত জিমি চন্দ চকোরা।
তাতে প্রভু পুছউঁ সতি ভাউ * কহহু নাথ জনি করহু দুরাউ ॥

চাঁদকে দেখে চকোর যেমন স্তম্ভিত হয় আমার মন স্বভাববিরাগী হলেও এঁদের দেখে তেমনি স্তম্ভিত হয়েছে। হে প্রভু, আমি তাই খোলা মনে জিজ্ঞাসা করছি, হে নাথ, আপনি গোপন করবেন না, (বলুন এঁরা দুজন কে)।

ইন্হহি বিলোকত অতি অনুরাগা * বরবস ব্রহ্মসুখহি মন ত্যাগা।
কহ মুনি বিহসি কহেহু নৃপ নীকা * বচন তুম্হার ন হোই অলীকা ॥

এঁদের দিকে তাকালে মন অনুরাগে রঞ্জিত হয়, এক প্রবল আকর্ষণে ব্রহ্মসুখও ত্যাগ করে। মুনি হেসে বললেন, রাজন্, আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার কথা মিথ্যা হবার নয়।

য়ে প্রিয় সবহি জহাঁ লগি প্রানী * মন মুসুকাহিঁ রামু সুনি বানী।
রঘুকুল মনি দসরথ কে জাএ * মম হিত লাগি নরেস পঠাএ ॥

পৃথিবীতে এরা সকলেরই প্রিয়।—রাম একথা শুনে মনে মনে হাসলেন। রঘুকুলমণি দশরথের পুত্র এঁরা। আমার উপকারের জন্তে রাজা এঁদের পাঠিয়েছেন।

দো॰ রামু লখনু দোউ বন্ধুবর, রূপ সীল বল ধাম।
মখ রাখেউ সবু সাখি জগু, জিতে অসুর সংগ্রাম ॥২২০

এঁরা রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই সহোদর—রূপ, চরিত্র ও বলের আধার। সকলে সাক্ষী, এঁরা সংগ্রামে অসুরকে জয় করে যজ্ঞ রক্ষা করেছেন।

চৌ॰ মুনি তব চরন দেখি কহ রাউ * কহি ন সকউঁ নিজ পুন্য প্রভাউ।
সুন্দর স্যাম গৌর দোউ ভ্রাতা * আনঁদহূ কে আনঁদ দাতা ॥

রাজা বললেন, হে মুনি, আপনার চরণ দর্শন করে আমার যে পুণ্যের প্রভাব অনুভব করলাম তা বলে বোঝানো যাবে না। সুন্দর শ্যাম ও গৌরবর্ণ এই দুই ভাই আনন্দকেও আনন্দ দিতে পারে।

ইন্হ কৈ প্রীতি পরস্পর পাবনি * কহি ন জাই মন ভাব সুহাবনি।
সুনহু নাথ কহ মুদিত বিদেহূ * ব্রহ্ম জীব ইব সহজ সনেহূ ॥

এঁদের পরস্পরের মধ্যে যে পবিত্র প্রীতি তা বর্ণনাতীত, তা মনের ভাবকে প্রসন্ন করে তোলে। আনন্দিত বিদেহপতি বললেন, হে নাথ, এঁদের পরস্পরের মধ্যে সহজাত স্নেহ যেন ব্রহ্ম ও জীবের মতো।

পুনি পুনি প্রভুহি চিতব নরনাহু * পুলক গাত উর অধিক উছাহু।
মুনিহি প্রসংসি নাই পদ সীসু * চলেউ লবাই নগর অবনীসু।

বারবার তিনি প্রভুকে দেখতে লাগলেন, অত্যন্ত উচ্ছ্বাসে দেহ রোমাঞ্চিত হল। মুনিকে প্রশংসা করে, চরণে মাথা নত করে রাজা তাঁদের নগরের ভিতরে নিয়ে চললেন।

সুন্দর সদনু সুখদ সব কালা * তহাঁ বাসু লৈ দীন্হ ভুআলা।
করি পূজা সব বিধি সেবকাঈ * গয়উ রাউ গৃহ বিদা করাঈ ॥

সব ঋতুতে সুখপ্রদ সুন্দর ভবনে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন রাজা। আর সবরকমে সেবা করে, প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে তিনি গৃহে এলেন।

দো॰ রিষয় সঙ্গ রঘুবংস মনি, করি ভোজনু বিশ্রামু।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতা সহিত, দিবসু রহা ভরি জামু ॥২২১

রঘুবংশমণি রামচন্দ্র ঋষিদের সঙ্গে আহার সেরে যখন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন তখন এক প্রহর মতো দিন অবশিষ্ট ছিল।

রামলক্ষ্মণের জনকপুরী দর্শন

লখন হৃদয়ঁ লালসা বিসেষী ॰ জাই জনকপুর আইঅ দেখী।
প্রভু ভয় বহুরি মুনিহি সকুচাহীঁ ॰ প্রগট ন কহহিঁ মনহিঁ মুসুকাহীঁ ॥

লক্ষ্মণের মনে ইচ্ছে হল যে জনকপুর দেখে আসবেন। কিন্তু প্রভুর ভয় আর মুনিদের কাছে সংকোচে বলতে পারেন নি, মনে মনেই হাসলেন।

রাম অনুজ মন কী গতি জানী ॰ ভগত বছলতা হিয়ঁ হুলসানী।
পরম বিনীত সকুচি মুসুকাঈ ॰ বোলে গুর অনুসাসন পাঈ ॥

রাম লক্ষ্মণের মনের কথা জানলেন, হৃদয় ভক্তবৎসলতায় উচ্ছলিত হল। তখন অত্যন্ত বিনয়ে সঙ্কুচিত হয়ে হাসলেন এবং গুরুর অনুশাসন পেয়ে বললেন—

নাথ লখনু পুর দেখন চহহীঁ ॰ প্রভু সকোচ ভর প্রগট ন কহহীঁ।
জৌঁ রাউর আয়সু মৈঁ পাবৌঁ ॰ নগর দেখাই তুরত লৈ আবৌঁ ॥

হে নাথ, লক্ষ্মণ জনকপুর দেখতে চায়, কিন্তু আপনার কাছে লজ্জা আর ভয়ে মুখে বলছে না। যদি আপনি আজ্ঞা করেন আমি তাকে নগর দেখিয়ে শিগ্‌গিরই ফিরে আসব।

সুনি মুনীসু কহ বচন সপ্রীতী ॰ কাস ন রাম তুম্হ রাখহু নীতী।
ধরম সেতু পালক তুম্হ তাতা ॰ প্রেম বিবস সেবক সুখ দাতা ॥

একথা শুনে মুনি সস্নেহে বললেন, হে রাম, তুমি, সুনীতি রক্ষা করবে না এ কি হয়? হে তাত! তুমি ধর্মসেতুর পালক, তুমি স্নেহে বিগলিত, তুমি যে সেবকের সুখদাতা।

দো॰ জাই দেখি আবহু নগরু, সুখ নিধান দোউ ভাই।
করহু সুফল সব কে নয়ন, সুন্দর বদন দেখাই ॥২২২

সুখের নিধান দুই ভাই নগর দেখে এসো। তোমাদের সুন্দর মুখ দেখিয়ে সকলের নয়ন সফল করো।

মুনি পদ কমল বন্দি দোউ ভ্রাতা ॰ চলে লোক লোচন সুখদাতা।
বালক বৃন্দ দেখি অতি সোভা ॰ লগে সঙ্গ লোচন মনু লোভা ॥

লোকলোচনের সুখকর দুই ভাই মুনিচরণ বন্দনা করে চললেন। ছেলেরা নয়ন-মনোমুগ্ধকর সেই শোভা দেখতে তাঁদের সঙ্গ নিল।

পীত বসন পরিকর কটি ভাথা * চারু চাপ সর সোহত হাথা।
তন অনুহরত সুচন্দন খোরী * স্যামল গৌর মনোহর জোরী ॥

পরনে পীতাম্বর, কোমরে তূণীর, হাতে সুন্দর ধনুর্বাণ, শরীর অনুকূল চন্দনে চর্চিত—শ্যামল ও গৌর এই জুটি সকলের মন হরণ করল।

কেহরি কন্ধর বাহু বিসালা * উর অতি রুচির নাগমনি মালা।
সুভগ সোন সরসীরুহ লোচন * বদন ময়ঙ্ক তাপত্রয় মোচন ॥

কাঁধ সিংহের মতো, বাহু দুইটি বিশাল, বক্ষ থেকে লম্বিত হয়েছে গজমুক্তার মালা। সুন্দর রক্তপদ্মের মতো চোখ ও চাঁদের মতো মুখ ত্রি-তাপ দুঃখ দূর করে।

কানন্হি কনক ফূল ছবি দেহীঁ * চিতবত চিতহি চোরি জনু লেহীঁ।
চিতবনি চারু ভৃকুটি বর বাঁকী * তিলক রেখ সোভা জনু চাঁকী ॥

কানে সোনার ফুল শোভা পাচ্ছে, দেখামাত্রই তা মন হরণ করে। সুন্দর চাহনি, বাঁকা ভুরু, তিলকশোভা যেন বিদ্যুতের মতো দেখাচ্ছে।

দো॰ রুচির চৌতনীঁ সুভগ সির, মেচক কুঞ্চিত কেস।
নখ সিখ সুন্দর বন্ধু দোউ, সোভা সকল সুদেস ॥২২৩

সুন্দর মাথায় চৌকোণ তাজ, কুঞ্চিত কালো চুল, দুই ভাইয়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত সর্ব অঙ্গ সুন্দর।

চৌ॰ দেখন নগরু ভূপসুত আএ * সমাচার পুরবাসিন্হ পাএ।
ধাএ ধাম কাম সব ত্যাগী * মনহুঁ রঙ্ক নিধি লূটন লাগী ॥

নগর দেখতে এলেন রাজপুত্রেরা, পুরবাসীরা সংবাদ পেল। ঘর আর কাজ সব ছেড়ে তারা ছুটে এল। মনে হল যেন কাঙালের মধ্যে ধন বিলি করা হচ্ছে।

রামলক্ষ্মণকে দেখে মহিলাদের জল্পনাকল্পনা

নিরখি সহজ সুন্দর দোউ ভাঈ * হোহিঁ সুখী লোচন ফল পাঈ
জুবতীঁ ভবন ঝরোখন্হি লাগীঁ * নিরখহিঁ রাম রূপ অনুরাগীঁ ॥

সহজসুন্দর দু-ভাইকে দেখে সকলে সুখী হল, চোখ থাকার ফল পেল তারা। যুবতিরা গবাক্ষপথে হয়ে সানুরাগে রামচন্দ্রের রূপ দেখতে লাগল।

কহহিঁ পরস্পর বচন সপ্রীতী * সখি ইন্হ কোটি কাম ছবি জীতী।
সুর নর অসুর নাগ মুনি মাহীঁ * সোভা অসি কহুঁ সুনি অতি নাহীঁ॥

পরস্পর তারা সপ্রেমে বলতে লাগল, সখী, ইনি কোটি কামদেবের সৌন্দর্যকে জয় করেছেন। সুর, নর, অসুর, নাগ ও মুনির মধ্যে কেউ এমন সৌন্দর্য দেখে নি!

বিষ্ণু চারি ভুজ বিধি মুখ চারী * বিকট বেষ মুখ পঞ্চ পুরারী।
অপর দেউ অস কোউ ন আহী * য়হ ছবি সখী পটতরিঅ জাহী॥

বিষ্ণুর চারটি বাহু, ব্রহ্মার চারটি মুখ, মহেশ্বরের বিকট বেশ, এবং পাঁচটি মুখ। সখী, এমন দেবতা সংসারে কে আছেন যাঁর সঙ্গে এঁর উপমা দেওয়া যায়?

দো॰ বয় কিসোর সুষমা সদন, স্যাম গৌর সুখ ধাম।
অঙ্গ অঙ্গ পর বারিঅহিঁ, কোটি কোটি সত কাম॥২২৪

বয়সে কিশোর, শোভার আধার, শ্যাম ও গৌর বর্ণ, সুখের আশ্রয় এদের অঙ্গে অঙ্গে কোটি কোটি কামদেব নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন।

কহহু সখী অস কো তনুধারী * জো ন মোহ য়হ রূপ নিহারী।
কোউ সপ্রেম বোলী মৃদু বানী * জো মৈঁ সুনা সো সুনহু সয়ানী॥

সখী, বলো, এমন দেহধারী কে আছে যে এই রূপ দর্শন করে মোহিত হবে না? আর-এক সখী সপ্রেমে মৃদু বাণীতে বলল—হে চতুরা সখী! আমি যা শুনেছি তা শোনো।

এ দোউ দসরথকে ঢোটা * বাল মরালন্হি কে কল জোটা।
মুনি কৌসিক মখ কে রখবারে * জিন্হ রন অজির নিসাচর মারে॥

এ দুজন মহারাজ দশরথের পুত্র। ছোটো রাজহাঁসের মতো এদের জুটি। এঁরা বিশ্বামিত্র-মুনির যজ্ঞ রক্ষা করেছেন, আর রণাঙ্গনে রাক্ষস মেরেছেন।

স্যাম গাত কল কঞ্জ বিলোচন * জো মারীচ সুভুজ মদু মোচন।
কৌসল্যা সুত সো সুখ খানী * নামু রামু ধনু সায়ক পানী॥

যাঁর শরীর শ্যামবর্ণ, সুন্দর পদ্মের মতো যাঁর নয়ন, যিনি মারীচ আর সুবাহুর অহংকারকে চূর্ণ করেছেন, যিনি ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে আছেন এবং যিনি সুখের খনি কৌশল্যার পুত্র, তাঁর নাম রাম।

গৌর কিসোর বেষু বর কাছেঁ * কর সর চাপ রাম কে পাছেঁ।

লছিমনু নামু রাম লঘু ভ্রাতা * সুনু সখি তাসু সুমিত্রা মাতা ॥

এই গৌর বর্ণের কিশোর যিনি সুন্দর বেশ ধারণ করে ধনুর্বাণ নিয়ে রামের পিছনে পিছনে আছেন তাঁর নাম লক্ষ্মণ, তিনি রামের ছোটো ভাই। হে সখী, শোনো, তাঁর মা হলেন সুমিত্রা।

দো॰ বিপ্রকাজু করি বন্ধু দোউ, মগ মুনি বধূ উধারি।

আএ দেখন চাপ মখ, সুনি হরষীঁ সব নারি ॥২২৫

এই দুই ভাই বিপ্রকাজ সিদ্ধ করে, পথে গৌতমপত্নী অহল্যার উদ্ধার সাধন করে ধনুর্যজ্ঞ দেখতে এসেছেন। একথা শুনে সব স্ত্রীলোক প্রসন্ন হল।

দেখি রাম ছবি কোউ এক কহঈ * জোগু জান কিহি য়হ বরু অহঈ।

জৌঁ সখি ইন্হহি দেখ নরনাহূ * পন পরিহরি হঠি করই বিবাহূ ॥

রামের সৌন্দর্য দেখে একজন বলল, জানকীর যোগ্য বর তো ইনিই। সখী, যদি এঁকে রাজা দেখেন তাহলে পণ ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ তাঁর বিবাহের আয়োজন করবেন।

কোউ কহ এ ভূপতি পহিচানে * মুনি সমেত সাদর সনমানে।

সখি পরন্তু পনু রাউ ন তজঈ * বিধি বস হঠি অবিবেকহি ভজঈ ॥

কেউ বলল, এঁকে রাজা আগে থেকেই চেনেন, তাই মুনিদের সঙ্গে সাদরে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সখী, রাজা প্রতিজ্ঞা তো ত্যাগ করবেন না, ভাগ্যবশে তিনি হয়তো অবিবেকেরই আশ্রয় নেবেন (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন না)।

কোউ কহ জৌঁ ভল অহই বিধাতা * সব কহঁ সুনিঅ উচিত ফলদাতা।

তৌ জানকিহি মিলিহি বরু এহূ * নাহিন আলি ইহাঁ সন্দেহূ ॥

কেউ বলল, সখী! সবাই বলে, শোনা যায় বিধাতা উচিত ফল দান করেন। যদি বিধাতা সত্যি অনুকূলই হন তাহলে জানকী এই বরকেই পাবে, সখী, এতে কোন সন্দেহ নাই।

জৌঁ বিধি বস অস বনৈ সঁজোগূ * তৌ কৃত কৃত্য হোই সব লোগূ।

সখি হমরেঁ আরতি অতি তাতেঁ * কবহুঁক এ আবহিঁ এহি নাতেঁ ॥

যদি ভাগ্যবশে এরকম সুযোগই আসে তাহলে সকলে কৃতকৃত্য হবে। সখী, এই ভেবে

দো॰ নাহিঁ ত হম কহুঁ সুনহু সখি, ইহ্ন কর দরসনু দূরি।
যহ সঙ্ঘটু তব হোই জব, পুণ্য পুরাকৃত ভূরি ॥২২৬

তা না হলে, শোনো সখী, এঁর দর্শন আমাদের কাছে দুর্লভ হবে, যদি পূর্বকৃত প্রভূত পুণ্যের উদয় হয় তবেই এই সংযোগ (বিবাহ) ঘটবে।

বোলী অপর কহেহু সখি নীকা * এহিঁ বিআহ অতিহিত সবহী কা।
কোউ কহ সঙ্করে চাপ কঠোরা * এ স্যামল মৃদুগাত কিসোরা ॥

আর একজন বলল, সখী, ঠিকই বলেছ, এ বিবাহ সকলেরই অত্যন্ত মঙ্গলকর হবে। কেউ বলল, হরধনু কঠিন, আর ইনি হলেন কোমলাঙ্গ কিশোর।

সবু অসমঞ্জস অহই সয়ানী * যহ সুনি অপর কহই মৃদু বানী।
সখি ইহ্ন কহঁ কোউ কোউ অস কহহীঁ * বড় প্রভাউ দেখত লঘু অহহীঁ ॥

সব কিছুতেই অসামঞ্জস্য দেখছি, সখী। এ শুনে আর-একজন কোমল বাণীতে বলল, এঁর সম্বন্ধে কেউ কেউ এমন বলেন, দেখতে ছোটো হলেও শক্তিতে ইনি বড়ো।

পরসি জাসু পদ পঙ্কজ ধূরী * তরী অহল্যা কৃত অঘ ভূরী।
সো কি রহিহি বিনু সিবধনু তোরেঁ * যহ প্রতীতি পরিহরিঅ ন ভোরেঁ ॥

যাঁর পাদপদ্মের ধূলির স্পর্শে ঘোর পাপ দূর হয়ে অহল্যা উদ্ধার পেলেন তিনি কি হরধনু না ভেঙে পারেন ? এ বিশ্বাস ভুলেও ত্যাগ করা যায় না।

জেহিঁ বিরঞ্চি রচি সীয় সঁবারী * তেহিঁ স্যামল বরু রচেউ বিচারী ॥
তাসু বচন সুনি সব হরষানীঁ * ঐসেই হোউ কহহিঁ মৃদু বানীঁ ॥

যে ব্রহ্মা সযত্নে সীতাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই এই শ্যামবর্ণ বরকে ভেবেচিন্তেই নির্মাণ করেছেন। তার কথা শুনে সকলে আনন্দিত হল। মৃদু বচনে বলল, তাই যেন হয়।

দো॰ হিয়ঁ হরষহিঁ বরষহিঁ সুমন, সুমুখি সুলোচনি বৃন্দ।
জাহিঁ জহাঁ জহঁ বন্ধু দোউ, তহঁ তহঁ পরমানন্দ ॥২২৭

মনে মনে খুশি হয়ে সেই সুমুখী সুলোচনার দল পুষ্পবর্ষণ করতে লাগল। দুই-ভাই যেখানে যেখানে যান সেখানেই পরম আনন্দ ছেয়ে যায়।

যজ্ঞভূমিবর্ণনা

চৌ॰ পুর পূরব দিসি গে দোউ ভাঈ * জহঁ ধনুমখ হিত ভূমি বনাঈ।
অতি বিস্তার চারু গচ ঢারী * বিমল বেদিকা রুচির সঁবারী ॥

দুই ভাই নগরের পূব দিকে গেলেন যেখানে ধনুর্যজ্ঞের ভূমি রচিত হয়েছিল। সুন্দর প্রশস্ত অঙ্গনে পবিত্র ও মনোহর বেদী নির্মিত হয়েছিল।

চহুঁ দিসি কঞ্চন মঞ্চ বিসালা * রচে জহাঁ বৈঠহি মহিপালা।
তেহি পাছেঁ সমীপ চহুঁপাসা * অপর মঞ্চ মণ্ডলী বিলাসা ॥

চারদিকে বিশাল কাঞ্চনমঞ্চ নির্মিত হয়েছে, সেখানে বসবেন রাজারা। তার পিছনে কাছেই চারপাশে আর-এক মঞ্চ বৃত্তাকারে বানানো হয়েছে।

কছুক ঊঁচি সব ভাঁতি সুহাঈ * বৈঠহিঁ নগর লোগ জহঁ জাঈ ॥
তিন্হ কে নিকট বিসাল সুহাএ * ধবল ধাম বহুবরন বনাএ ॥
জহঁ বৈঠেঁ দেখহিঁ সব নারী * জথাজোগু নিজ কুল অনুহারী।
পুর বালক কহি কহি মৃদু বচনা * সাদর প্রভুহিঁ দেখাবহিঁ রচনা ॥

সব দিক দিয়ে সুন্দর কিছুটা উঁচু এই মঞ্চে বসবেন নাগরিকেরা। তারই কাছে বিশাল সুন্দর এক বহু রঙের গৃহ নির্মিত হয়েছে যেখানে যথাযোগ্য বংশ অনুসারে মহিলারা বসে দেখবেন। পুরবালকের মৃদুবচনে এসব কথা বলে এই নির্মিতি সাদরে প্রভুকে দেখাল।

দো॰ সব সিসু এহি মিস প্রেমবস, পরসি মনোহর গাত।
তন পুলকহিঁ অতি হরষু হিয়ঁ, দেখি দেখি দোউ ভ্রাত ॥২২৮

সব শিশু এই ছুতোয় গভীর ভালবাসায় তাঁর সুন্দর দেহ ছুঁয়ে রোমাঞ্চিত হল। দুই ভাইকে দেখে দেখে তাদের আনন্দ আর ধরে না।

সিসু সব রাম প্রেমবস জানে * প্রীতি সমেত নিকেত বখানে।
নিজ নিজ রুচি সব লেহিঁ বোলাঈ * সহিত সনেহ জাহিঁ দোউ ভাঈ ॥

সমস্ত শিশু তাঁর অনুরক্ত এ কথা বুঝে রামচন্দ্র সানুরাগে যজ্ঞভূমির প্রশংসা করতে লাগলেন। শিশুরা নিজেদের খুশিমতো তাকে আর দু-ভাই সস্নেহে তাদের সঙ্গে যান।

রাম দেখাবহিঁ অনুজহি রচনা * কহি মৃদু মধুর মনোহর বচনা।
লব নিমেষ মহুঁ ভুবন নিকায়া * রচই জাসু অনুসাসন মায়া ॥

যাঁর আজ্ঞায় মায়া নিমেষের মধ্যে বহু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন সেই রামচন্দ্র মৃদুমধুর মনোজ্ঞ বচনে অনুজকে যজ্ঞভূমির রচনা দেখাতে লাগলেন।

ভগতি হেতু সোই দীনদয়ালা * চিতবত চকিত ধনুষ মখসালা।
কৌতুক দেখি চলে গুরু পাহীঁ * জানি বিলম্বু ত্রাস মন মাহীঁ ॥

ভক্তের মঙ্গলের জন্যে সেই দীনদয়াল সেই ধনুর্যজ্ঞশালা সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে দেখলেন, তারপর দেরি হয়ে গিয়েছে মনে করে সভয়ে গুরুর কাছে ফিরে গেলেন।

জাসু ত্রাস ডর কহুঁ ডর হোঈ * ভজন প্রভাউ দেখাবত সোঈ।
কহি বাতেঁ মৃদু মধুর সুহাঈ * কিএ বিদা বালক বরি আঈ ॥

যাঁর ভয়ে ভয়ও ভয় পায়, তিনি ভজনের প্রভাব দেখালেন। (অর্থাৎ ভক্তজনের ভজনের জন্যে ভয়ের অভিনয় করলেন)। মৃদুমধুর সুন্দর কথায় বালকদের বিদায় করলেন।

দো॰ সভয় সপ্রেম বিনীত অতি, সকুচ সহিত দোউ ভাই।
গুর পদ পঙ্কজ নাই সির, বৈঠে আয়সু পাই ॥২২৯

ভয় ও ভক্তি নিয়ে বিনীত হয়ে অত্যন্ত সংকোচে দুই ভাই গুরুর পদপঙ্কজে মাথা নত করে, তাঁর আজ্ঞা পেয়ে বসলেন।

নিসি প্রবেস মুনি আয়সু দীহ্না * সবহীঁ সন্ধ্যা বন্দনু কীহ্না।
কহত কথা ইতিহাস পুরানী * রুচির রজনি জুগ জাম সিরানী ॥

সন্ধ্যা হতেই মুনি আজ্ঞা দিলেন। সকলে সন্ধ্যাবন্দনা করল। পুরনো ইতিহাসের মধুর কথা বলতে বলতে রাত দুই প্রহর হয়ে গেল।

মুনিবর সয়ন কীহ্নি তব জাঈ * লগে চরন চাপন দোউ ভাঈ।
জিহ্ন কে চরন সরোরুহ লাগী * করত বিবিধ জপ জোগ বিরাগী ॥

তখন মুনিবর গিয়ে শয়ন করলেন, দুই ভাই তাঁর চরণ সেবা করতে লাগলেন, যাঁদের চরণপদ্মের জন্যে বিরাগী পুরুষও অনেক জপ ও যজ্ঞ করেন।

তেই দোউ বন্ধু প্রেম জনু জীতে * গুর পদ কমল পলোটত প্রীতে।
বার বার মুনি অগ্যা দীহ্নী * রঘুবর জাই সয়ন তব কীহ্নী ॥

সেই দুই ভাই যেন ভক্তিবিজিত হয়ে সপ্রেমে গুরুর চরণকমলের সেবা করতে লাগলেন। বার বার মুনি আজ্ঞা দিলেন, তখন রঘুবর গিয়ে শয়ন করলেন।

চাপত চরন লখনু উর লাএঁ * সভয় সপ্রেম পরম সচু পাএঁ।
পুনি পুনি প্রভু কহ সোবহু তাতা * পৌঢ়ে ধরি উর পদ জলজাতা ॥

লক্ষ্মণ সভয়ে ও সপ্রেমে পরমানন্দ অনুভব করতে করতে রামচরণ বুকে নিয়ে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। প্রভু বারবার আদেশ দিলেন, শুয়ে পড়, ভাই। তখন প্রভুর চরণ-কমল হৃদয়ে ধারণ করে লক্ষ্মণ শুলেন।

দো॰ উঠে লখনু নিসি বিগত সুনি, অরুন সিখা ধুনি কান।
গুর তেঁ পহিলেহিঁ জগতপতি, জাগে রামু সুজান ॥২৩০

মোরগের ডাক শুনে ভোর হল জেনে লক্ষ্মণ উঠে পড়লেন। মহর্ষির আগেই জগৎপতি সজ্জন রাম জাগলেন।

সকল সৌচ করি জাই নহাএ * নিত্য নিবাহি মুনিহি সির নাএ।
সময় জানি গুর আয়সু পাঈ * লেন প্রসূন চলে দোউ ভাঈ ॥

শৌচকর্ম সেরে, গিয়ে স্নান করলেন। তারপর নিত্যকর্ম সেরে গুরুকে প্রণাম করলেন। গুরুর আজ্ঞা পেয়ে ফুল আনতে চললেন।

পুষ্পবাটিকাভ্রমণ ও সীতাকে দর্শন

ভূপ বাগু বর দেখেউ জাঈ * জহঁ বসন্ত রিতু রহী লোভাঈ।
লাগে বিটপ মনোহর নানা * বরন বরন বর বেলি বিতানা ॥

উনি গিয়ে রাজার সুন্দর উদ্যান দেখলেন, যেখানে তখন মনোমুগ্ধকর বসন্ত ঋতু। সুন্দর সুন্দর গাছ আর রং-বেরঙের লতামণ্ডপ ছেয়ে দিল উদ্যানটি।

নব পল্লব ফল সুমন সুহাএ * নিজ সম্পতি সুর রূখ লজাএ।
চাতক কোকিল কীর চকোরা * কূজত বিহগ নটত কল মোরা ॥

গাছে সুন্দর নতুন পাতা, ফল আর ফুল যা নিজসম্পদে কল্পবৃক্ষকেও লজ্জিত করেন। পাপিয়া, কোকিল, তোতা ও চকোর পাখি কূজন করছিল, ময়ূর নাচছিল।

মধ্য বাগ সরু সোহ সুহারা * মনি সোপান বিচিত্র বনারা।
বিমল সলিলু সরসিজ বহুরঙ্গা * জল খগ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গা ॥

উদ্যানের মধ্যে মণিখচিত সোপানযুক্ত সুন্দর সরোবর ছিল। তার নির্মল জলে বহুবর্ণ পদ্ম ফুটেছিল, জলপাখিরা কূজন করছিল, আর ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল।

দো০ বাগু তড়াগু বিলোকি প্রভু, হরষে বন্ধু সমেত।
পরম রম্য আরামু য়হু, জো রামহি সুখ দেত ॥২৩১

উদ্যান ও তড়াগ দেখে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রসন্ন হলেন। এই উদ্যান পরম রমণীয়, যা রামচন্দ্রকে আনন্দ দিয়েছিল।

চৌ০ চহুঁ দিসি চিতই পুঁছি মালীগন * লগে লেন দল ফুল মুদিত মন।
তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ * গিরিজা পূজন জননি পঠাঈ ॥

চারদিকে দেখে মালীদের জিজ্ঞাসা করে প্রসন্ন মনে তাঁরা পত্রপুষ্প আহরণ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সীতা সেখানে এলেন। পার্বতীকে পুজো করার জন্তে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন জননী।

সঙ্গ সখীং সব সুভগ সয়ানীং * গাবহিং গীত মনোহর বানীং।
সর সমীপ গিরিজা গৃহ সোহা * বরনি ন জাই দেখি মনু মোহা ॥

সীতার সঙ্গে ভাগ্যবতী চতুরা সখীরা মনোহর বাণীতে গান করছিল। সরোবরের কাছেই পার্বতীর মন্দির শোভা পাচ্ছিল, যার সৌন্দর্য বর্ণাতীত, যা দেখলেই মন মুগ্ধ হয়।

মজ্জনু করি সর সখিন্হ সমেতা * গঈ মুদিত মন গৌরি নিকেতা।
পূজা কীন্হি অধিক অনুরাগা * নিজ অনুরূপ সুভগ বরু মাগা।

সখীদের নিয়ে সরোবরে স্নান করে সীতা আনন্দিত মনে পার্বতীর মন্দিরে গেলেন। গভীর অনুরাগ নিয়ে পূজা করলেন। নিজের যোগ্য সুন্দর বর চাইলেন।

এক সখী সিয় সঙ্গু বিহাঈ * গঈ রহী দেখন ফুলবাঈ।
তেহিং দোউ বন্ধু বিলোকে জাঈ * প্রেম বিবস সীতা পহিং আঈ ॥

একজন সখী সীতার সঙ্গ ছেড়ে পুষ্পবাটিকা দেখতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দুই-ভাইকে দেখে প্রেমে বিহ্বল হয়ে সীতার কাছে এল।

দো০ তাসু দসা দেখী সখিন্হ, পুলক গাত জলু নৈন।
কহু কারনু নিজ হরষ কর, পূছহিং সব মৃদু বৈন ॥২৩২

সখীরা তার দশা দেখলেন—দেহ রোমাঞ্চিত, চোখে জল। সকলে কোমল বচনে জিজ্ঞেস করল, তোমার এই আনন্দের কারণ কী বল তো।

দেখন বাগু কুঅঁর দুই আএ * বয় কিসোর সব ভাঁতি সুহাএ।
স্যাম গৌর কিমি কহৌং বখানী * গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বানী।

সখী বলল, উদ্যান দেখতে দুই কুমার এসেছেন, বয়সে কিশোর, আর সর্বাঙ্গ সুন্দর। একজন শ্যামবর্ণ আর-একজন গৌরবর্ণ, কেমন করে বর্ণনা দেব? বাণীর নয়ন নেই, নয়নের বাণী নেই।

সুনি হরষীঁ সব সখীং সয়ানী * সিয় হিয়ঁ অতি উতকণ্ঠা জানী।
এক কহই নৃপসুত তেই আলী * সুনে জে মুনি সঁগ আএ কালী॥
জিন্হ নিজ রূপ মোহনী ডারী * কীন্হে স্ববস নগর নর নারী।
বরনত ছবি জহঁ তহঁ সব লোগূ * অবসি দেখিঅহিঁ দেখন জোগূ॥

একথা শুনে চতুরা সখীরা আনন্দিত হল। এব্যাপারে সীতার হৃদয়ে উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে একজন সখী বলল, সখী, যাঁরা কাল মুনির সঙ্গে এসেছেন এই রাজকুমার-দুজন তাঁরাই, যাঁরা নিজের রূপের মোহিনী মায়ায় সমস্ত নগরের নরনারীকে বশ করেছেন। যেখানে সেখানে লোকে তাঁদের রূপের বর্ণনা করছে। যা দেখার যোগ্য তা অবশ্যই দেখতে হবে।

তাসু বচন অতি সিয়হি সোহানে * দরস লাগি লোচন অকুলানে।
চলী অগ্র করি প্রিয় সখি সোঈ * প্রীতি পুরাতন লখই ন কোঈ।

তার কথা সীতার খুব ভালো লাগল, দর্শনের জন্যে আকুল হল তাঁর নয়ন। সেই প্রিয়সখীকে সামনে রেখে তিনি চললেন। পুরাতন প্রেম কেউ জানতেই পারল না।

দো॰ সুমিরি সীয় নারদ বচন, উপজী প্রীতি পুনীত।
চকিত বিলোকতি সকল দিসি, জনু সিসু মৃগী সভীত॥২৩৩

নারদের কথা স্মরণ করে সীতার হৃদয়ে পবিত্র প্রেম জন্মাল। চারদিকে তিনি চকিত হয়ে তাকালেন যেন তিনি ভীত মৃগশিশু।

কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর ধুনি সুনি * কহত লখন সন রামু হৃদয়ঁ গুনি।
মানহুঁ মদন দুন্দুভী দীন্হী * মনসা বিস্ব বিজয় কহঁ কীন্হী॥

সীতার কাঁকন, কিঙ্কিণী আর নূপুরের ধ্বনি শুনে রাম মনে মনে বিচার করে লক্ষ্মণকে বললেন, মনে হচ্ছে পৃথিবী জয় করবার জন্যে কামদেব যেন দুন্দুভি বাজিয়েছেন।

অস কহি ফিরি চিতএ তেহি ওরা * সিয় মুখ সসি ভএ নয়ন চকোরা।
ভএ বিলোচন চারু অচঞ্চল * মনহুঁ সকুচি নিমি তজে দিগঞ্চল॥

একথা বলে ফিরে সেই দিকে তাকালেন, সীতার মুখ যেন চাঁদ হল আর রামের নয়ন

চকোর। সেই সুন্দর চোখ পলকহীন হয়ে রইল, মনে হল নিমি যেন সঙ্কোচে পলক-তল ত্যাগ করলেন।

[জনকের বড়োভাই নিমি। চোখের পলকের উপর তাঁর বাস, প্রিয়পাত্রের সঙ্গে কন্যার মিলন দেখা অনুচিত মনে করে তিনি নিজের আবাস ছেড়ে চলে গেলেন। অর্থাৎ রাম-সীতা দুজনে দুজনের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন]

দেখি সীয় সোভা সুখু পাবা * হৃদয়ঁ সরাহত বচনু ন আবা।
জনু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাঈ * বিরচি বিস্ব কহঁ প্রগটি দেখাঈ॥

সীতার রূপ দেখে রাম সুখ পেলেন। মনে মনেই তাঁর স্তুতি গাইলেন, মুখে কথা এল না। ব্রহ্মা যেন নিজের সমস্ত নিপুণতা উজাড় করে সীতার মূর্তি গড়ে দেখালেন।

সুন্দরতা কহুঁ সুন্দর করঈ * ছবিগৃহঁ দীপসিখা জনু বরঈ।
সব উপমা কবি রহে জুঠারী * কেহিঁ পটতরৌঁ বিদেহ কুমারী॥

সীতার রূপ যেন সৌন্দর্যকেই সুন্দর করে, তিনি যেন রূপের ঘরে দীপশিখার মতো। সব উপমাই তো কবিরা উচ্ছিষ্ট করে রেখেছেন, বিদেহকুমারীকে আমি কিভাবে উপমিত করব?

দো॰ সিয় সোভা হিয়ঁ বরনি প্রভু, আপনি দসা বিচারি।
বোলে সুচি মন অনুজ সন, বচন সময় অনুহারি॥২৩৪

মনে মনে সীতার রূপের প্রশংসা করে এবং নিজের অবস্থা বিচার করে শুচিমনা রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সময়োচিত কথা বললেন—

চৌ॰ তাত জনকতনয়া য়হ সোঈ * ধনুষজগ্য জেহি কারন হোঈ।
পূজন গৌরি সখীঁ লৈ আঈ * করত প্রকাসু ফিরই ফুলবাঈঁ॥

ভাই, এই সেই জনকতনয়া, যাঁর জন্যে ধনুর্যজ্ঞ হচ্ছে। পার্বতীর পুজো দিতে সখীদের নিয়ে এসেছেন এবং পুষ্পবাটিকাকে প্রকাশিত করে রয়েছেন।

জাসু বিলোকি অলৌকিক সোভা * সহজ পুনীত মোর মনু ছোভা।
সো সবু কারন জান বিধাতা * ফরকহিঁ সুভদ অঙ্গ সুনু ভ্রাতা॥

যাঁর অলৌকিক শোভা দেখে স্বভাবত পবিত্র আমার মন সংক্ষুব্ধ হয়েছে, সেসব কারণ বিধাতা জানেন, কিন্তু ভাই, শোনো আমার শুভদ (দক্ষিণ) অঙ্গ স্পন্দিত হচ্ছে।

রঘুবংসিন্হ কর সহজ সুভাউ * মনু কুপংথ পগু ধরই ন কাউ।
মোহি অতিসয় প্রতীতি মন কেরী * জেহিঁ সপনেহুঁ পরনারি ন হেরী॥

রঘুবংশীয়দের এইটিই সহজ স্বভাব কেউ কুপথে পা বাড়ান না। আমার মনে এ দৃঢ়-বিশ্বাস যে স্বপ্নেও পরনারী দেখব না।

জিন্‌হ কৈ লহহিঁ ন রিপু রন পীঠী * নহিঁ পাবহিঁ পরতিয় মনু ডীঠী।
মংগন লহহিঁ ন জিন্‌হ কৈ নাহীঁ * তে নরবর থোরে জগ মাহীঁ ॥

যিনি রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, যাঁর মন ও দৃষ্টি কখনও পরস্ত্রী আকর্ষণ করে না, প্রার্থী যাঁর কাছে 'না' শুনতে পায় না, এমন মানুষ জগতে অল্পই আছে।

দো০ করত বতকহী অনুজ সন, মন সিয় রূপ লোভান।
মুখ সরোজ মকরন্দ ছবি, করই মধুপ ইব পান ॥২৩৫

কথা তো লক্ষ্মণের সঙ্গে বলছিলেন কিন্তু মন সীতার লোভনীয় রূপে মগ্ন ছিল। তাঁর মুখপঙ্কজের মধুচ্ছবি তিনি ভ্রমরের মতো পান করছেন।

চিতবতি চকিত চহূঁ দিসি সীতা * কহঁ গএ নৃপকিসোর মনু চিন্তা।
জহঁ বিলোক মৃগ সাবক নৈনী * জনু তহঁ বরিস কমল সিত শ্রেনী ॥

সীতা চকিত হয়ে চারদিক দেখছেন, ভাবছেন, রাজকিশোর কোথায় গেলেন। মৃগশিশু-লোচনা যেদিকেই চাইলেন সেইখানেই যেন শ্বেতকমলের বর্ষণ হল।

লতা ওট তব সখিন্‌হ লখাএ * স্যামল গৌর কিসোর সুহাএ।
দেখি রূপ লোচন ললচানে * হরষে জনু নিজ নিধি পহিচানে ॥

তখন সখীরা লতার আড়ালে শ্যামল ও গৌরবর্ণ সুন্দর কিশোরদের দেখল। তাঁদের রূপ দেখে সীতার নয়ন লুব্ধ হল, আনন্দে যেন নিজের সম্পদকে চিনতে পারলেন।

থকে নয়ন রঘুপতি ছবি দেখেঁ * পলকন্হিহূঁ পরিহরীঁ নিমেষেঁ।
অধিক সনেহঁ দেহ ভৈ ভোরী * সরদ সসিহি জনু চিতব চকোরী ॥

রঘুপতির রূপ দেখে সীতার নয়ন স্তব্ধ হল, পলকমাত্র পড়ল না। গভীর অনুরাগে দেহ বিহ্বল হল, যেন চকোরী শারদ শশীকে দেখতে থাকল।

লোচন মগ রামহি উর আনী * দীন্হে পলক কপাট সয়ানী।
জব সিয় সখিন্‌হ প্রেমবস জানী * কহি ন সকহিঁ কছু মন সকুচানী ॥

চোখের পথ থেকে রামকে হৃদয়ে এনে চতুরা সীতা যেন পলকের কপাট বন্ধ করে দিলেন। সখীরা যখন তাঁকে প্রেমবিহ্বল জানল, তখন তিনি মনে মনে লজ্জিত হলেন কিন্তু মুখ-ফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

দো০ লতা ভবন তেঁ প্রগট ভে, তেহি অবসর দোউ ভাই।
নিকসে জনু জুগ বিমল বিধু, জলদ পটল বিলগাই ॥২৩৬

ঐ সময়েই দুই ভাই লতাকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এলেন, যেন দুইটি নির্মল চাঁদ মেঘের স্তর ভেদ করে প্রকাশিত হল।

সোভা সীবঁ সুভগ দোউ বীরা * নীল পীত জলজাত সরীরা।
মোর পঙ্খ সির সোহত নীকে * গুচ্ছে বিচ বিচ কুসুম কলী কে ॥

সুন্দর দু-ভাই সৌন্দর্যের (শেষ) সীমা। একজনের শরীর নীলপদ্মের মতো, আর একজনের পীতপদ্মের মতো। মাথায় ময়ূরপুচ্ছ শোভিত, তার মাঝে মাঝে কুসুম-কলির গুচ্ছ।

ভাল তিলক শ্রমবিন্দু সুহাএ * শ্রবন সুভগ ভূষন ছবি ছাএ।
বিকট ভৃকুটি কচ ঘূঘররারে * নব সরোজ লোচন রতনারে ॥

কপালে তিলক, এবং ঘর্মবিন্দু শোভিত, কানের সুন্দর ভূষণের সুষমা, বাঁকা ভুরু এবং কেশ কুঞ্চিত, নব কমলের মতো অরুণ নয়ন।

চারু চিবুক নাসিকা কপোলা * হাস বিলাস লেত মনু মোলা।
মুখছবি কহি ন জাই মোহি পাহীঁ * জো বিলোকি বহু কাম লজাহীঁ ॥

সুন্দর চিবুক, নাসা ও কপোল, হাস্যবিলাস মনকে কিনে নেয়, মুখের শোভা বর্ণনা করে বোঝানো যায় না, যা দেখে বহু কামদেব লজ্জা পান।

উর মনি মাল কম্বু কল গীবা * কাম কলভ কার ভুজ বল সীবাঁ।
সুমন সমেত বাম কর দোনা * সাবঁর কুঅঁর সখী সুঠি লোনা ॥

সখী, তাঁর বুকে মণিমালা, শঙ্খের মতো সুন্দর গ্রীবা, কামদেবের গজশাবকের শুঁড়ের মতো বাহু যা শক্তির শেষ সীমা। বাঁ হাতে ফুলে-ভরা সাজি। ঐ শ্যামবর্ণ কুমার তো অনিন্দ্য সুন্দর।

দো০ কেহরি কটি পট পীত ধর, সুষমা সীল নিধান।
দেখি ভানুকুলভূষনহি, বিসরা সখিন্হ অপান ॥২৩৭

যিনি সিংহের মতো কটিতে পীতাম্বর ধারণ করেছেন, যিনি শোভা ও শীলের আধার, সেই সূর্যকুলভূষণকে দেখে সখীরা নিজেদের বিস্মৃত হল।

চৌ॰ ধরি ধীরজু এক আলি সয়ানী * সীতা সন বোলী গহি পানী।
বহুরি গৌরি কর ধ্যান করেহূ * ভূপকিশোর দেখি কিন লেহূ ॥

ধৈর্য ধারণ করে এক চতুরা সখী হাত ধরে সীতাকে বলল, পার্বতীর ধ্যান তো করবেই, এই রাজকিশোরকে একবার দেখে যাও না কেন ?

সকুচি সীয় তব নয়ন উঘারে * সনমুখ দোউ রঘুসিংঘ নিহারে।
নখ সিখ দেখি রাম কৈ সোভা * সুমিরি পিতাপনু মনু অতি ছোভা ॥

তখন সীতা চোখ খুললেন, সম্মুখে দুই রঘুসিংহকে দেখলেন। নখ থেকে মাথা পর্যন্ত রামের রূপ দেখে এবং পিতার পণ স্মরণ করে মনে মনে অত্যন্ত চঞ্চল হলেন।

পরবস সখিন্হ লখী জব সীতা * ভয়উ গহরু সব কহহিঁ সভীতা।
পুনি আউব এহি বেরিআঁ কালী * অস কহি মন বিহসী এক আলী ॥

সখীরা যখন সীতাকে বিহ্বল দেখল তখন সবাই সভয়ে বলল, দেরি হয়ে গেল। কাল আবার এখানে এসো।—এই বলে এক সখী মনে মনে হাসল।

গূঢ় গিরা সুনি সিয় সকুচানী * ভয়উ বিলম্বু মাতু ভয় মানী।
ধরি বড়ি ধীর রামু উর আনে * ফিরী অপনপউ পিতু বস জানে ॥

রহস্যবাণী শুনে সীতা লজ্জিত হলেন, দেরি হয়ে গেল বলে মায়ের ভয়ে ভীত হলেন। বহু ধৈর্যে রামকে হৃদয়ে ধারণ করলেন এবং নিজেকে পিতার অধীন জেনে ফিরে চললেন।

দো॰ দেখন মিস মৃগ বিহগ তরু, ফিরই বহোরি বহোরি।
নিরখি নিরখি রঘুবীর ছবি, বাঢ়ই প্রীতি ন থোরি ॥২৩৮

পশুপাখি আর গাছ দেখার ছলে বার বার ফিরে তাকালেন এবং রঘুবীরের রূপ দেখে দেখে তাঁর প্রেম গভীরতর হল।

চৌ॰ জানি কঠিন সিবচাপ বিসূরতি * চলী রাখি উর স্যামল মূরতি।
প্রভু জব জাত জানকী জানী * সুখ সনেহ সোভা গুন খানী ॥
পরম প্রেমময় মৃদু মসি কীন্হী * চারু চিত্ত ভীতীঁ লিখি লীন্হী।
গঈ ভবানী ভবন বহোরী * বন্দি চরন বোলী কর জোরী ॥

হরধনু কঠিন জেনে ব্যথিত হয়ে হৃদয়ে সেই শ্যামল মূর্তি রেখে সীতা চললেন। প্রভু যখন সুখ, স্নেহ, শোভা ও গুণের আধার জানকী যাচ্ছেন জানলেন, তখন পরম প্রেমরূপ

মনীতে হৃদয়ের পটে তাঁর সুন্দর মূর্তি চিত্রিত করে নিলেন। সীতা পার্বতীর মন্দিরে গেলেন এবং চরণে প্রণত হয়ে হাত জোড় করে বললেন—

সীতার পার্বতীবন্দনা

জয় জয় গিরিবররাজ কিসোরী * জয় মহেস মুখ চন্দ চকোরী।
জয় গজ বদন ষড়ানন মাতা * জগত জননি দামিনি দ্যুতি গাতা ॥

হে গিরিরাজকন্যা, তোমার জয় হোক, হে শিবমুখচন্দ্রের চকোরী, তোমার জয় হোক, হে গজানন ও ষড়ানন জননী তোমার জয় হোক, হে জগজ্জননী, বিদ্যুদ্বর্ণদেহা তোমার জয় হোক।

নহিঁ তব আদি মধ্য অবসানা * অমিত প্রভাউ বেদু নহিঁ জানা।
ভব ভব বিভব পরাভব কারিনি * বিশ্ব বিমোহনি স্ববস বিহারিনি ॥

তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। বেদও তোমার মহিমা জানেন না, তুমি সংসারের উদ্ভব, পালন ও সংহারের কর্ত্রী, তুমি বিশ্ববিমোহিনী ও ইচ্ছাবিহারিণী।

দো॰ পতিদেবতা সুতীয় মহুঁ, মাতু প্রথম তব রেখ।
মহিমা অমিত ন সকহিঁ কহি, সহস সারদা সেষ ॥২৩৯

হে মাতা, পতিকে যাঁরা দেবতা বলে জানেন সেই শ্রেষ্ঠ স্ত্রীদের মধ্যে তোমার নামই সর্বপ্রথমে। সহস্র সারদা ও শেষ নাগও তোমার অমিত মহিমা বর্ণনা করতে পারেন না।

সেবত তোহি সুলভ ফল চারী * বরদায়নী পুরারি পিআরী।
দেবি পূজি পদ কমল তুম্হারে * সুর নর মুনি সব হোহিঁ সুখারে ॥

হে বরদা, হে হরপ্রিয়া, তোমার সেবায় চারটি ফল (ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ) সুলভ হয়; হে দেবী, তোমার চরণপদ্ম পূজা করে সুর-নর-মুনি সকলেই সুখী হন।

মোর মনোরথু জানহু নীকেঁ * বসহু সদা উর পুর সবহী কেঁ।
কীন্হেউঁ প্রগট ন কারন তেহী * অস কহি চরন গহে বৈদেহীঁ ॥

তুমি সর্বদা সকলের হৃদয়পুরে বাস কর, আমার মনোবাসনা তুমি ভালোই জান; এই জন্যেই আমি তা প্রকাশ করি নি। এই বলে বৈদেহী উমার চরণ গ্রহণ করলেন।

বিনয় প্রেম বস ভঈ ভবানী * খসী মাল মূরতি মুসুকানী।
সাদর সিয়ঁ প্রসাদু সির ধরেউ * বোলী গৌরি হরষু হিয়ঁ ভরেউ॥

পার্বতী সীতার বিনয় ও প্রেমের বশীভূতা হলেন, তাঁর মালা খসে পড়ল আর মূর্তিতে স্মিত হাস্য দেখা গেল, সাদরে সীতা প্রসাদ মাথায় ধারণ করলেন। আনন্দে হৃদয় ভরে গেল পার্বতীর। তিনি বললেন—

সুনুসিয় সত্য অসীস হমারী * পূজিহি মন কামনা তুম্হারী।
নারদ বচন সদা সুচি সাচা * সো বরু মিলিহি জাহিঁ মনু রাচা॥

সীতা, আমার অব্যর্থ আশীর্বাদ শোনো, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। নারদের কথা সর্বদা শুচি ও সত্য, সেই বরই তুমি পাবে যাতে তোমার মন অনুরক্ত।

ছন্দ॰ মনু জাহিঁ রাচেউ মিলিহি সো বরু সহজ সুন্দর সাঁবরো।
করুনা নিধান সুজান সীলু সনেহু জানত রাবরো॥
এহি ভাঁতি গৌরি অসীস সুনি সিয় সহিত হিয়ঁ হরষীঁ অলী।
তুলসী ভবানিহি পূজি পুনি পুনি মুদিত মন মন্দির চলী॥

যাঁর প্রতি তুমি অনুরক্ত হয়েছ সেই শ্যামসুন্দর বরই পাবে তুমি, কারণ তিনি করুণা-নিধান এবং সর্বজ্ঞ, তোমার শীল ও স্নেহ তিনি ভালোই জানেন। এই ভাবে পার্বতীর আশীর্বাদ শুনে সখীদের নিয়ে সীতা আনন্দিতা হলেন, এবং হে তুলসী, বারবার ভবানীকে পূজা করে পুলকিত মনে গৃহে গেলেন।

সো॰ জানি গৌরি অনুকূল, সিয় হিয় হরষু ন জাই কহি।
মঞ্জুল মঙ্গল মূল, বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥২৯

পার্বতীকে অনুকূল জেনে সীতার যে কী আনন্দ হল তা বর্ণনা করা যায় না, সুন্দর শুভের মূল বাম অঙ্গ স্পন্দিত হতে লাগল।

হৃদয়ঁ সরাহত সীয় লোনাঈ * গুর সমীপ গবনে দোউ ভাঈ।
রাম কহা সবু কৌসিক পাহীঁ * সরল সুভাউ ছুঅত ছল নাহীঁ॥

মনে মনে সীতার রূপের প্রশংসা করতে করতে দু-ভাই গুরুর কাছে গেলেন। রাম বিশ্বামিত্র মুনির কাছে সব বললেন, কারণ তিনি সরলস্বভাবের মানুষ, ছলনা তাঁকে স্পর্শও করেনি।

সুমন পাই মুনি পূজা কীন্হী * পুনি অসীস দুহু ভাইন্হ দীন্হী।
সুফল মনোরথ হোহুঁ তুম্হারে * রামু লখনু সুনি ভএ সুখারে॥

ফুল পেয়ে মুনি পূজা করলেন, তারপর দু-ভাইকে আশীর্বাদ করলেন—তোমাদের মনোবাসনা সিদ্ধ হোক, রামলক্ষ্মণ একথা শুনে সুখী হলেন।

করি ভোজনু মুনিবর বিগ্যানী * লগে কহন কছু কথা পুরানী।
বিগত দিবসু গুরু আয়সু পাঈ * সন্ধ্যা করন চলে দোউ ভাঈ ॥

আহার সেরে প্রজ্ঞাবান মুনিবর কিছু পুরনো কথা বলতে লাগলেন। দিন অবসান হল, গুরুর আজ্ঞা পেয়ে দু-ভাই সন্ধ্যা করতে গেলেন।

প্রাচী দিসি সসি ভয়উ সুহাবা * সিয় মুখ সরিস দেখি সুখু পাবা।
বহুরি বিচারু কীন্হ মন মাহীঁ * সীয় বদন সম হিমকর নাহীঁ ॥

পুব দিকে সুন্দর চন্দ্রের উদয় হল, সীতার মুখের মতো সেই চন্দ্র দেখে সুখ পেলেন। মনে মনে অনেক চিন্তা করলেন, চাঁদ সীতার মুখের মতো নয়।

দো০ জনমু সিন্ধু পুনি বন্ধু বিষু, দিন মলীন সকলঙ্ক।
সিয় মুখ সমতা পাব কিমি, চন্দু বাপুরো রঙ্ক ॥২৪০

জন্ম সিন্ধুতে, স্বজন হল বিষ, দিনে মলিন আর কলঙ্কিত—এই দীন চাঁদ কেমন করে সীতামুখের সমতা পাবে?

ঘটই বঢ়ই বিরহিনি দুখদাঈ * গ্রসই রাহু নিজ সন্ধিহি পাঈ।
কোক সোকপ্রদ পঙ্কজ দ্রোহী * অবগুন বহুত চন্দ্রমা তোহী ॥

নিয়ত বাড়ে কমে, বিরহীদের দুঃখ দেয়, রাহু নিজের সন্ধির মধ্যে পেয়ে একে গ্রাস করে নেয়। চক্রবাকের দুঃখপ্রদ এবং পদ্মের শত্রু, হে চন্দ্রমা, তোমার বহু দোষ।

বৈদেহী মুখ পটতর দীন্হে * হোই দোষু বড় অনুচিত কীন্হে।
সিয় মুখ ছবি বিধু ব্যাজ বখানী * গুর পহিঁ চলে নিসা বড়ি জানী।

সীতার মুখকে যদি তোমার সঙ্গে উপমা দেওয়া যায়, তাহলে অনুচিত কিছু করার দোষ হবে। এইভাবে চাঁদের ছুতোয় সীতার বর্ণনা করে, অনেক রাত হল জেনে তাঁরা দুজন গুরুর কাছে গেলেন।

করি মুনি চরণ সরোজ প্রনামা * আয়সু পাই কীন্হ বিশ্রামা।
বিগত নিসা রঘুনায়ক জাগে * বন্ধু বিলোকি কহন অস লাগে ॥

মুনির চরণপদ্মে প্রণাম করে, আজ্ঞা পেয়ে বিশ্রাম করলেন। রাত ভোর হলে রামচন্দ্র জেগে উঠলেন এবং ভাইকে দেখে বলতে লাগলেন—

উয়উ অরুন অবলোকহু তাতা * পঙ্কজ কোক লোক সুখদাতা।
বোলে লখনু জোরি জুগ পানী * প্রভু প্রভাউ সূচক মৃদু বানী॥

হে তাত! অরুণোদয় হয়েছে, যা কমল, চক্রবাক ও সংসারের পক্ষে সুখদায়ক। একথা শুনে লক্ষ্মণ হাত জোড় করে প্রভুর প্রভাবসূচক বাণী বললেন।

দো॰ অরুনোদয় সকুচে কুমুদ, উড়গন জোতি মলীন।
জিমি তুম্হার আগমন সুনি, ভএ নৃপতি বলহীন ॥২৪১

অরুণোদয়ে কুমুদ সঙ্কুচিত হয়, তারাদের জ্যোতি ম্লান হয়, যেমন তোমার আগমনবার্তা শুনে রাজারা বলহীন হয়ে পড়েছেন।

নৃপ সব নখত করহিঁ উজিআরী * টারি ন সকহিঁ চাপ তম ভারী।
কমল কোক মধুবার খগ নানা * হরষে সকল নিসা অরসানা॥

রাজারা সব নক্ষত্র, তাঁরা আলো দেন ঠিকই, কিন্তু ঘন অন্ধকার দূর করতে পারেন না। কমল চক্রবাক, ভ্রমর ও নানারকম সব পাখি রাতের শেষে আনন্দিত হয়।

ঐসেহিঁ প্রভু সব ভগত তুম্হারে * হোইহহিঁ টূটেঁ ধনুষ সুখারে।
উয়উ ভানু বিনু শ্রম তম নাসা * দুরে নখত জগ তেজু প্রকাসা॥

তেমনি, হে প্রভু, তোমার সব ভক্তরাও ধনুক ভাঙলে সুখী হবে। সূর্য উদিত হতেই বিনা শ্রমে অন্ধকার নাশ হল, তারারা লুকোল, তেজ প্রকাশিত হল।

রবি নিজ উদয় ব্যাজ রঘুরায়া * প্রভু প্রতাপু সব নৃপন্হ দিখায়া।
তব ভুজ বল মহিমা উদঘাটী * প্রগটী ধনু বিঘটন পরিপাটী॥

হে নাথ, সূর্য নিজের উদয়-ছলে তোমার প্রতাপ সমস্ত রাজাকে দেখালেন। তোমার বাহুবলের মহিমা উদ্‌ঘাটিত করার জন্যেই এই ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন হল।

বন্ধু বচন সুনি প্রভু মুসুকানে * হোই সুচি সহজ পুনীত নহানে।
নিত্যক্রিয়া করি গুরুপহিঁ আএ * চরন সরোজ সুভগ সির নাএ॥

ভাইয়ের কথা শুনে প্রভু মৃদু হাসলেন, স্নান করে শুচি হলেন যিনি স্বভাব-শুচি। নিত্যক্রিয়া সেরে গুরুর কাছে এলেন এবং তাঁর সুন্দর পাদপদ্মে প্রণত হলেন।

সতানন্দু তব জনক বোলাএ * কৌসিক মুনি পহিঁ তুরত পঠাএ।
জনক বিনয় তিন্হ আই সুনাঈ * হরষে বোলি লিএ দোউ ভাঈ॥

তখন বিদেহরাজ জনক শতানন্দকে ডেকে অবিলম্বে বিশ্বামিত্রমুনির কাছে পাঠালেন। জনকের নিবেদন তাঁকে শুনিয়ে দু-ভাইকে আহ্বান জানালেন।

দো॰ সতানন্দ পদ বন্দি প্রভু, বৈঠে গুর পহিঁ জাই।
চলহু তাত মুনি কহেউ তব পঠবা জনক বোলাই ॥ ২৪২

শতানন্দকে প্রণাম করে প্রভু গুরুর কাছে গিয়ে বসলেন। মুনি বললেন, তাত চলো, জনক তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

চৌ সীয় স্বয়ম্বরু দেখিঅ জাঈ * ঈসু কাহি ধোঁ দেই বড়াঈ।
লখন কহা জস ভাজনু সোঈ * নাথ কৃপা তব জাপর হোঈ ॥

সীতাস্বয়ম্বরে দেখতে হবে ঈশ্বর কাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেন। লক্ষ্মণ বললেন, তিনি-ই যশোভাজন হবেন, হে নাথ, তুমি যাঁকে কৃপা করবে।

হরষে মুনি সব সুনি বর বানী * দীন্হি অসীস সবহিঁ সুখু মানী।
পুনি মুনিবৃন্দ সমেত কৃপালা * দেখন চলে ধনুষমখ সালা ॥

সব মুনি সুন্দর বাণী শুনে আনন্দিত হলেন, সকলকে সানন্দে আশীর্বাদ দিলেন, তারপর সেই করুণাময় মুনিবৃন্দের সঙ্গে ধনুর্যজ্ঞশালা দেখতে চললেন।

রঙ্গভূমি আএ দোউ ভাঈ * অসি সুধি সব পুরবাসিন্হ পাঈ।
চলে সকল গৃহ কাজ বিসারী * বাল জুবান জরঠ নর নারী ॥

দু-ভাই রঙ্গভূমিতে এসেছেন এ সংবাদ সব পুরবাসীরা পেল। ঘরের কাজ ভুলে বালক, যুবক, বৃদ্ধ নরনারী—সবাই চলে এল।

দেখী জনক ভীর ভৈ ভারী * সুচি সেবক সব লিএ হঁকারী।
তুরত সকল লোগন্হ পহিঁ জাহু * আসন উচিত দেহু সব কাহু ॥

জনক দেখলেন প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে, তখন চতুর সেবকদের ডেকে নিয়ে বললেন, অবিলম্বে সব লোকদের কাছে যাও, তাঁদের যথাযোগ্য আসনে বসাও।

দো॰ কহি মৃদু বচন বিনীত তিন্হ, বৈঠারে নর নারি।
উত্তম মধ্যম নীচ লঘু, নিজ নিজ থল অনুহারি ॥ ২৪৩

তারা বিনীত ও মধুর বচনে উত্তম, মধ্যম, নীচ, লঘু সবাইকে যথাযোগ্য আসনে বসালেন।

রাজকুমারগণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ

রাজকুঁঅর তেহি অবসর আএ * মনহুঁ মনোহরতা তন ছাএ।
গুন সাগর নাগর বর বীরা * সুন্দর স্যামল গৌর সরীরা ॥

সেই সময়ে রাজকুমারেরা সেখানে এলেন, সৌন্দর্য যেন মূর্তিমান হয়ে তাঁদের দেহ আশ্রয় করেছিল। তাঁরা গুণের সাগর, সুবুদ্ধি এবং বীরশ্রেষ্ঠ, একজনের দেহ সুন্দর শ্যামবর্ণ আর-একজনের গৌরবর্ণ।

রাজ সমাজ বিরাজত রূরে * উড়গন মহুঁ জনু জুগ বিধু পূরে।
জিন্হ কেঁ রহী ভাবনা জৈসী * প্রভু মূরতি তিন্হ দেখী তৈসী ॥

তারাদের মধ্যে যেমন চাঁদ শোভা পায় রাজসমাজে তাঁরা তেমনি শোভা পেলেন। যাঁদের মনে যেমন ভাবনা, প্রভুকে তাঁরা সেই মূর্তিতেই দেখলেন।

দেখহিঁ রূপ মহা রনধীরা * মনহুঁ বীর রসু ধরেঁ সরীরা।
ডরে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী * মনহুঁ ভয়ানক মূরতি ভারী ॥

সংগ্রামে স্থিতধী বীর রাজারা সে রূপ দেখলেন, মনে হল বীররস যেন শরীর ধারণ করেছে। কুটিল রাজারা সে রূপ দেখে ভয় পেলেন, তাঁদের মনে হল এ বড়ো ভয়ানক মূর্তি।

রহে অসুর ছল ছোনিপ বেষা * তিন্হ প্রভু প্রগট কালসম দেখা।
পুরবাসিন্হ দেখে দোউ ভাঈ * নরভূষন লোচন সুখদাঈ ॥

যে-অসুরেরা রাজার কপট বেশ ধারণ করেছিল তারা প্রভুকে মহাকালের মতো দেখল। পুরবাসীরা দু-ভাইকে দেখল, এঁরা যেন চোখজুড়নো নরভূষণ।

দো৹ নারি বিলোকহিঁ হরষি হিয়ঁ, নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
জনু সোহত সিঙ্গার ধরি, মূরতি পরম অনূপ ॥ ২৪৪

নারীরা হৃদয়ে উল্লসিত হয়ে যার যার রুচি অনুসারে তাঁকে দেখছিল। মনে হচ্ছিল শৃঙ্গাররসই যেন পরম অনুপম রূপ ধরে শোভা পাচ্ছে।

বিদুষন্হ প্রভু বিরাটময় দীসা * বহু মুখ কর পগ লোচন সীসা।
জনক জাতি অবলোকহিঁ কৈসেঁ * সজন সগে প্রিয় লাগহিঁ জৈসেঁ ॥

পণ্ডিতেরা প্রভুকে বিরাট রূপে দেখলেন যাঁর বহু মুখ, হাত, পা, চোখ আর মাথা। জনকের স্বজনেরা কীভাবে দেখলেন? স্বজনেরা প্রিয়জনকে যেমন করে দেখে তেমনি করে।

সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রানী * সিসু, সম প্রীতি ন জাতি বখানী।
জোগিহ্ন পরম তত্ত্বময় ভাসা * সান্ত সুদ্ধ সহজ প্রকাসা ॥

বিদেহরাজের সঙ্গে মহিষীরা তাঁকে পুত্রের মতো দেখলেন, যাঁদের প্রীতি বর্ণনা করা যায় না। যোগীরা তাঁকে দেখলেন শান্ত শুদ্ধ এক রসের মূর্তিতে আর স্বভাবত প্রকাশিত পরমতত্ত্ব রূপে।

হরি ভগতন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা * ইষ্টদেব ইব সব সুখ দাতা।
রামহি চিতব ভায় জেহি সীয়া * সো সনেহু সুখু নহিঁ কথনীয়া।

হরিভক্তদের চোখে দু-ভাইকে ইষ্টদেবের মতো সর্বসুখদাতা বলে মনে হল। আর সীতা রামচন্দ্রকে যে ভাব নিয়ে দেখছিলেন, সেই স্নেহ আর সুখ বর্ণনাতীত।

উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ * কবন প্রকার কহৈ কবি কোউ।
এহি বিধি রহা জাহি জস ভাউ * তেহিঁ তস দেখেউ কোসলরাউ ॥

তিনি তা হৃদয়ে অনুভব করছিলেন, কিন্তু বলতে পারছিলেন না। কোন কবি কেমন করে তা প্রকাশ করবে? যাঁর যে ভাব তিনি রামচন্দ্রকে সেই ভাবেই দেখলেন।

দো॰ রাজত রাজ সমাজ মহুঁ, কোসলরাজ কিসোর।
সুন্দর স্যামল গৌর তন, বিস্ব বিলোচন চোর ॥ ২৪৫

শ্যামবর্ণ আর গৌরবর্ণ যাঁদের দেহ যাঁরা সংসারের নয়ন হরণ করেন অযোধ্যাপতির সেই কুমার দুজন রাজসভায় বিরাজিত।

চৌ॰ সহজ মনোহর মূরতি দোউ * কোটিকাম উপমা লঘু সোউ।
সরদ চন্দ নিন্দক মুখ নীকে * নীরজ নয়ন ভাবতে জী কে।

দুজনের মূর্তিই স্বভাবমনোহর, কোটি কামদেবের উপমাও তার কাছে লঘু, সুন্দর মুখ শরতের চন্দ্রকেও লজ্জা দেয়, পদ্মনেত্র মনকে মুগ্ধ করে।

চিতবনি চারু মার মনু হরনী * ভাবতি হৃদয় জাসু নহিঁ বরনী।
কল কপোল শ্রুতি কুণ্ডল লোলা * চিবুক অধর সুন্দর মৃদু বোলা ॥

সুন্দর চাহনি কামদেবের গর্ব খর্ব করে তা হৃদয়কে মুগ্ধ করে, কিন্তু তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। সুন্দর গালের উপর কুণ্ডল দুলছে, সুন্দর চিবুক আর ঠোঁট, আর মধুর বাণী।

কুমুদবন্ধু কর নিন্দক হাঁসা * ভৃকুটী বিকট মনোহর নাসা।
ভাল বিসাল তিলক ঝলকাহীঁ * কচ বিলোকি অলি অবলি লজাহীঁ ॥

চন্দ্রকিরণকেও লজ্জা দেওয়া হাসি, বাঁকা ভুরু, মনোহর নাক ও প্রশস্ত কপাল। তিলক শোভা পাচ্ছে, চুল দেখে ভ্রমরদল লজ্জা পাচ্ছে।

পীত চৌতনীঁ সিরন্হি সুহাঈঁ * কুসুম কলীঁ বিচ বীচ বনাঈঁ।

রেখেঁ রুচির কম্বু কল গীবাঁ * জনু ত্রিভুবন সুষমা কী সীবাঁ ॥

হলুদে চৌকোণ তাজ মাথায় শোভা পাচ্ছে, তার মাঝে মাঝে ফুলের কোরক, শঙ্খের মতো সুন্দর গ্রীবা, যেন ত্রিভুবনসৌন্দর্যের শেষ সীমা।

দো॰ কুঞ্জর মনি কণ্ঠা কলিত, উরন্হি তুলসিকা মাল।

বৃষভ কন্ধ কেহরি ঠবনি, বল নিধি বাহু বিসাল। ২৪৬

বুকে গজমুক্তার কণ্ঠী, আর তুলসীর মালা শোভিত। বৃষের মতো উন্নত কাঁধ, সিংহের মতো গতি আর বলের আধার দীর্ঘ বাহু।

চৌ॰ কটি তূনীর পীত পট বাঁধেঁ * কর সর ধনুষ বাম বর কাঁধেঁ।

পীত জগ্য উপবীত সুহাএ * নখ সিখ মঞ্জু মহাছবি ছাএ ॥

কোমরে তূণীর আর পীতাম্বর বাঁধা, হাতে বাণ, কাঁধে ধনুক আর হলুদে যজ্ঞের উপবীত। নখ থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গে মহাসৌন্দর্য ছেয়ে আছে।

দেখি লোগ সব ভএ সুখারে * একটক লোচন চলত ন তারে।

হরষে জনকু দেখি দোউ ভাঈ * মুনি পদ কমল গহে তব জাঈ ॥

এঁদের দেখে সকলে সুখী হল। চোখের পলক পড়ছে না তাদের, চোখের তারাও নিশ্চল। রাজা জনক দু-ভাইকে দেখে প্রসন্ন হলেন। তারপর গিয়ে মুনির পাদপদ্মে প্রণত হলেন।

করি বিনতী নিজ কথা সুনাঈ * রঙ্গ অবনি সব মুনিহি দেখাঈ।

জহঁ জহঁ জাহিঁ কুঅর বর দোউ * তহঁ তহঁ চকিত চিতব সবু কোউ ॥

সবিনয়ে নিজের কথা শোনালেন, মুনিকে যজ্ঞভূমির সমস্ত নির্মিতি দেখালেন। যেখানে যেখানে দুই রাজকুমার যাচ্ছেন, সেখানেই সবাই চকিত দৃষ্টি দিচ্ছেন।

নিজ নিজ রুখ রামহি সবু দেখা * কোউ ন জান কছু মরমু বিসেষা।

ভলি রচনা মুনি নৃপ সন কহেউ * রাজাঁ মুদিত মহাসুখ লহেউ ॥

নিজেদের দিকে মুখ করেই সবাই রামকে প্রত্যক্ষ করলেন, কেউ এর বিশেষ তাৎপর্য বুঝলেন না। মুনি রাজাকে বললেন, যজ্ঞভূমির রচনা খুব সুন্দর। এ কথা শুনে রাজা আনন্দিত হলেন এবং মহাসুখ লাভ করলেন।

দো॰ সব মঞ্চন্হ তেঁ মঞ্চু এক, সুন্দর বিসদ বিসাল।
মুনি সমেত দোউ বন্ধু তহঁ, বৈঠারে মহিপাল ॥ ২৪৭

সব মঞ্চের মধ্যে একটি মঞ্চ সুন্দর উজ্জ্বল আর বিশাল ছিল। রাজা তারই উপর মহর্ষি এবং দু-ভাইকে বসালেন।

চৌ॰ প্রভুহি দেখি সব নৃপ হিয়ঁ হারে * জনু রাকেস উদয় ভএঁ তারে।
অসি প্রতীতি সব কে মন মাহীঁ * রাম চাপ তোরব সক নাহীঁ ॥

প্রভুকে দেখে সব রাজা মনে মনে নিরাশ হয়ে গেলেন, যেমন চন্দ্রোদয় হলে তারারা ম্লান হয়ে যায়। সকলের মনেই এ বিশ্বাস হল যে রামচন্দ্র ধনুক ভাঙতে সমর্থ হবেন।

বিনু ভঞ্জেহুঁ ভব ধনুষু বিসালা * মেলিহি সীয় রাম উর মালা।
অস বিচারি গবনহু ঘর ভাঈ * জসু প্রতাপু বলু তেজু গবাঁঈ ॥

শিবের এই বিশাল ধনু না ভাঙলেও সীতা রামের গলাতেই মালা দেবেন একথা ভেবে যশ, প্রতাপ আর তেজ তুচ্ছ মনে করে (অনেকে) নিজের নিজের আবাসে চলে গেলেন।

বিহসে অপর ভূপ সুনি বানী * জে অবিবেক অন্ধ অভিমানী।
তোরেহুঁ ধনুষু ব্যাহু অবগাহা * বিনু তোরেঁ কো কুঅঁরি বিআহা ॥

এ দেখে যে-সব রাজা অজ্ঞান ও অহংকারী ছিলেন তাঁরা হেসে বললেন, ধনুক ভাঙলেও, বিবাহ হওয়া কঠিন। আর ধনুক না ভাঙতে পারলে রাজকুমারীকে বিবাহ করতে পারবেন কে?

এক বার কালউ কিন হোউ * সিয় হিত সমর জিতব হম সোউ।
য়হ সুনি অবর মহিপ মুসুকানে * ধরমসীল হরিভগত সয়ানে ॥

একবার, তা সে আগামীকাল হলেও ক্ষতি নেই, সীতাকে পাবার জন্যে একে যুদ্ধে পরাজিত করো। একথা শুনে অন্য ধর্মশীল, হরিভক্ত চতুর রাজারা হাসতে লাগলেন।

সো॰ সীয় বিআহবি রাম, গরব দূরি করি নৃপন্হ কে।
জীতি কো সক সংগ্রাম, দসরথ কে রন বাঁকুরে ॥ ৩০

রাজাদের গর্ব দূর করে রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করবেন। রণনিপুণ দশরথপুত্রদের সংগ্রামে কে পরাজিত করতে পারবে?

চৌ॰ ব্যর্থ মরহু জনি গাল বজাঈ * মন মোদকন্হি কি ভূখ বুতাঈ।
সিখ হমারি সুনি পরম পুনীতা * জগদম্বা জানহু জিয়ঁ সীতা ॥

বৃথা গর্ব কোরো না, মনে মনে মিঠাই খেলে কি খিদে মেটে? আমাদের পবিত্র শিক্ষণীয় কথা শুনে সীতাকে জগন্মাতা বলে জানো।

জগত পিতা রঘুপতিহি বিচারী * ভরি লোচন ছবি লেহু নিহারী।
সুন্দর সুখদ সকল গুন রাসী * এ দোউ বন্ধু সম্ভু উর বাসী॥

আর রামচন্দ্রকে জগৎপিতা জেনে নয়ন ভরে তার রূপ দেখে নাও। সুন্দর সুখদ এবং সর্বগুণরাশি এ দুই ভাই শিবের হৃদয়ে বাস করেন।

সুধা সমুদ্র সমীপ বিহাঈ * মৃগজলু নিরখি মরহু কত ধাঈ।
করহু জাই জা কহুঁ জোই ভাবা * হম তৌ আজু জনম ফলু পাবা॥

পাশেই সুধার সাগর, তা ফেলে মৃগতৃষ্ণিকা দেখে কেন ছুটছ? যার যা ভালো লাগে তাই করো। আমরা তো আজ জন্মগ্রহণের ফল পেয়েছি।

অস কহি ভলে ভূপ অনুরাগে * রূপ অনূপ বিলোকন লাগে।
দেখহিঁ সুর নভ চঢ়ে বিমানা * বরষহিঁ সুমন করহিঁ কল গানা॥

ভালো রাজারা সানুরাগে একথা বলে সেই অপরূপ রূপ দেখতে লাগলেন, দেবতারাও আকাশে বিমানে আরোহণ করে দেখতে লাগলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে মধুর গান করতে লাগলেন।

দো॰ জানি সুঅবসরু সীয় তব, পঠঈ জনক বোলাই।
চতুর সখীঁ সুন্দর সকল, সাদর চলীঁ লবাই॥ ২৪৮

তারপর রাজা শুভ মুহূর্ত দেখে সীতাকে ডেকে পাঠালেন। সুন্দর ও চতুর সখীরা সব সাদরে সীতাকে নিয়ে এল।

সিয় সোভা নহিঁ জাই বখানী * জগদম্বিকারূপ গুন খানী।
উপমা সকল মোহি লঘু লাগীঁ * প্রাকৃত নারি অঙ্গ অনুরাগীঁ॥

সীতার রূপ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, জগন্মাতা রূপ ও গুণের আধার। আমার কাছে সব উপমা অত্যন্ত লঘু মনে হয়, কারণ সে সব সাধারণ নারী-দেহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সিয় বরনিঅ তেই উপমা দেঈ * কুকবি কহাই অজসু কো লেঈ।
জৌ পটতরিঅ তীয় সম সীয়া * জগ অসি জুবতি কহাঁ কমনীয়া॥

সীতার বর্ণনায় সেই সব উপমা প্রয়োগ করে কুকবি বলে চিহ্নিত হবার অপযশ কে নেবে? যদি কোন নারীর সঙ্গেই তাঁকে উপমিত করা যায়, তেমন কমনীয় যুবতীই বা সংসারে কোথায়?

গিরা মুখর তন অরধ ভবানী * রতি অতি দুখিত অতনু পতি জানী।
বিষ বারুনী ব ; প্রিয় জেহী * কহিঅ রমাসম কিমি বৈদেহী ॥

সরস্বতী মুখরা (বহু ভাষিণী), ভবানী অর্ধাঙ্গিনী, পতি অঙ্গহীন বলে রতি অত্যন্ত দুঃখিতা, বিষ ও বারুণী যাঁর সহোদর সেই লক্ষ্মীর সঙ্গেই বা বৈদেহীর উপমা দেওয়া যাবে কেমন করে ?

জৌ ছবি সুধা পয়োনিধি হোঈ * পরম রূপময় কচ্ছপু সোঈ।
সোভা রজু মন্দরু সিঙ্গারু * মথৈ পানি পঙ্কজ নিজ মারু ॥

দো॰ এহি বিধি উপজৈ লচ্ছি জব, সুন্দরতা সুখ মূল।
তদপি সকোচ সমেত কবি, কহহিঁ সীয় সমতূল ॥ ২৪৯

যদি লাবণ্য সুধাসমুদ্র হয়, দিব্যরূপ কচ্ছপ হয়, শোভা হয় রজ্জু, শৃঙ্গাররস হয় মন্দারপর্বত আর নিজে হাতে সেই সুধাসমুদ্র মন্থন করেন কামদেব, এভাবে সৌন্দর্য আর সুখের মূল লক্ষ্মী উদ্ভূত হলেও কবি সীতাকে সঙ্কোচের সঙ্গেই লক্ষ্মীর সমান বলতে পারবেন।

চলীঁ সঙ্গ লৈ সখীঁ সয়ানী * গাবত গীত মনোহর বানী।
সোহ নবল তনু সুন্দর সারী * জগত জননি অতুলতি ছবি ভারী ॥

চতুরা সখীরা সীতাকে সঙ্গে নিয়ে মনোহর বাণীতে সুরেলা গান গাইতে গাইতে চলল। কোমল অঙ্গে সুন্দর শাড়িতে জগন্মাতার রূপ ছিল অতুলনীয়।

ভূষন সকল সুদেস সুহাএ * অঙ্গ অঙ্গ রচি সখিন্হ বনাএ।
রঙ্গ ভূমি জব সিয় পগু ধারী * দেখি রূপ মোহে নর নারী ॥

সব অলঙ্কার অঙ্গে শোভিত, সখীরাই সেসব পরিয়ে তাঁর অঙ্গসজ্জা করেছিল। সীতা যখন রঙ্গভূমিতে পা রাখলেন তখন তাঁর রূপ দেখে নরনারী মোহিত হল।

হরষি সুরন্হ দুন্দুভীঁ বজাঈঁ * বরষি প্রসূন অপছরা গাঈঁ।
পানি সরোজ সোহ জয়মালা * অবচট চিতএ সকল ভুআলা ॥

দেবতারাও আনন্দিত হয়ে দুন্দুভি বাজালেন, পুষ্প বর্ষণ করে অপ্সরারাও গাইতে লাগলেন। তাঁর করকমলে জপমালা শোভিত ছিল। তিনি সমস্ত রাজাকে পলকে দেখে নিলেন।

সীয় চকিত চিত রামহি চাহা * ভএ মোহবস সব নরনাহা।
মুনি সমীপ দেখে দোউ ভাঈ * লগে ললকি লোচন নিধি পাঈ ॥

সীতা বিস্মিতচিত্তে রামকে দেখতে লাগলেন, সব রাজা মোহের বশীভূত হলেন। মুনির সামনে দু-ভাইকে দেখলেন, প্রার্থিত সম্পদ পেয়ে তাঁর নয়ন স্থির হল।

দো০ গুরুজন লাজ সমাজু বড়, দেখি সীয় সকুচানি।
লাগি বিলোকন সখিন্হ তন, রঘুবীরহি উর আনি॥ ২৫০

গুরুজনের লজ্জায় এবং বড়ো সমাজ দেখে সীতা সঙ্কুচিত হলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করে তিনি সখীদের দিকে তাকাতে লাগলেন।

রাম রূপু অরু সিয় ছবি দেখেঁ * নর নারিন্হ পরিহরীঁ নিমেষেঁ।
সোচহিঁ সকল কহত সকু চাহীঁ * বিধি সন বিনয় করহিঁ মন মাহীঁ॥

রাম আর সীতার রূপ দেখে নরনারীর পলক পড়ল না। সকলেই ভাবলেন কিন্তু বলতে সঙ্কোচ করলেন। মনে মনেই বিধাতার কাছে মিনতি করলেন—

হরু বিধি বেগি জনক জড়তাঈ * মতি হমারি অসি দেহি সুহাঈ।
বিনু বিচার পনু তজি নরনাহু * সীয় রাম কর করৈ বিবাহু॥

হে বিধাতা! তুমি অবিলম্বে জনকের জিদ দূর করো। এঁকে আমাদের মতো সাধারণ বুদ্ধি দাও। বিচারবিবেচনা না করেই রাজা প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করে সীতাকে রামের সঙ্গে বিবাহ দিন।

জগ ভল কহিহি ভাব সব কাহু * হঠ কীন্হে অন্তহুঁ উর দাহু।
এহিঁ লালসাঁ মগন সব লোগূ * বরু সাঁবরো জানকী জোগূ॥

সংসার তাঁকে ভালো বলবে কারণ তা সবার ভালো লাগবে। জিদ করলে মনে দুঃখ পাবেন পরে। শ্যামলাঙ্গের বরই জানকীর যোগ্য এই বাসনাতেই সবাই মগ্ন।

তব বন্দীজন জনক বোলাএ * বিরিদাবলী কহত চলি আএ।
কহ নৃপু জাই কহহু পন মোরা * চলে ভাট হিয়ঁ হরষু ন থোরা॥

তারপর জনক বন্দীদের ডাকলেন, তারা পূর্বপুরুষদের যশোগান গাইতে গাইতে এল। রাজা বললেন, গিয়ে সবাইকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলো। বন্দীরা প্রসন্ন হয়ে চলল।

দো০ বোলে বন্দী বচন বর, সুনহু সকল মহিপাল।
পন বিদেহ কর কহহিঁ হম, ভুজা উঠাই বিশাল॥ ২৫১

বন্দীরা মধুর বচনে বলল, হে রাজকুল, সকলে শুনুন। বিদেহরাজের প্রতিজ্ঞার কথা আমরা ঊর্ধ্বে বাহু তুলে ঘোষণা করছি।

নৃপ ভুজবল বিধু সিবধনু রাহূ * গরুঅ কঠোর বিদিত সব কাহূ।
রাবনু বানু মহাভট ভারে * দেখি সরাসন গবঁহিঁ সিধারে ॥

রাজাদের ভুজবলরূপ চন্দ্রমার রাহু হল হরধনু যা অত্যন্ত কঠিন ও দুর্বহ। রাবণের মতো মহাযোদ্ধাও সেই ধনুক দেখে নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছে।

সোই পুরারি কোদণ্ডু কঠোরা * রাজ সমাজ আজু জোই তোরা।
ত্রিভুবন জয় সমেত বৈদেহী * বিনহিঁ বিচার বরই হঠি তেহী ॥

এই রাজসমাজে ত্রিপুরারির সেই কঠিন ধনুক যিনি আজ ভাঙতে পারবেন ত্রিভুবন জয়ের সঙ্গে বৈদেহী বিনা বিচারে সেই মুহূর্তে তাঁকে বরণ করবেন।

সুনি পন সকল ভূপ অভিলাষে * ভটমানী অতিসয় মন মাখে।
পরিকর বাঁধি উঠে অকুলাঈ * চলে ইষ্টদেবন্হ সির নাঈ ॥

পণ শুনে সমস্ত রাজারা অভিলাষী হলেন, যাঁরা অহঙ্কারী তাঁরা ক্ষুব্ধ হলেন এবং কোমর বেঁধে বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তমকি তাকি তকি সিবধনু ধরহীঁ * উঠইন কোটি ভাঁতি বলু করহীঁ।
জিন্হ কে কছু বিচারু মন মাহীঁ * চাপ সমীপ মহীপ ন জাহীঁ ॥

হরধনু দেখে নানা ভঙ্গীতে তা ধরলেন, কোটি কোটি কৌশলে বলপ্রয়োগ করেও তা উঠাতে পারলেন না। যে-রাজাদের মনে কিছু বিচারবোধ ছিল তাঁরা ধনুকের ধারেকাছেই গেলেন না।

দো॰ তমকি ধরহিঁ ধনু মূঢ় নৃপ, উঠই ন চলহিঁ লজাই।
মনহুঁ পাই ভট বাহু বলু, অধিকু অধিকু গরুআই ॥২৫২

মূর্খ রাজারা দেমাক নিয়ে ধনুক ধরতে গেলেন, যখন তা উঠল না তখন লজ্জা পেয়ে চলে গেলেন। মনে হল বীরের বল পেয়ে ধনুক যেন আরও ভারী হয়ে উঠল।

ভূপ সহস দস একহি বারা * লগে উঠাবন টরই ন টারা।
ডগই ন সম্ভু সরা সনু কৈসেঁ * কামী বচন সতী মনু জৈসেঁ ॥

দশ হাজার রাজা একবারেই ধনুক উঠাতে লাগলেন, কিন্তু নড়াতেও পারলেন না। কামী পুরুষের কথায় পতিব্রতা স্ত্রীর মন যেমন টলে না শিবের ঐ ধনুকও তেমনি টলল না।

সব নৃপ ভএ জোগু উপহাসী * জৈসেঁ বিনু বিরাগ সন্ন্যাসী।
কীরতি বিজয় বীরতা ভারী * চলে চাপ কর বরবস হারী ॥

সব রাজা হাস্যাস্পদ হলেন, বৈরাগ্যহীন সন্ন্যাসীরা যেমন হন। তাঁরা ঐ ধনুকের হাতে যশ, বিজয় এবং বীরত্ব সব খুইয়ে চলে গেলেন।

শ্রীহত ভএ হারি হিয় রাজা * বৈঠে নিজ নিজ জাই সমাজা।
নৃপন্হ বিলোকি জনকু অকুলানে * বোলে বচন রোষ জনু সানে॥

রাজারা মনে মনে হার মেনে শ্রীহীন হয়ে পড়লেন আর নিজের নিজের সমাজে গিয়ে বসলেন। ঐ রাজাদের অসফল হতে দেখে জনক বিচলিত বোধ করে এমন কথা বললেন, যেন তা ক্রোধে পূর্ণ।

দীপ দীপকে ভূপতি নানা * আএ সুনি হম জো পনু ঠানা।
দেব দনুজ ধরি মনুজ সরীরা * বিপুল বীর আএ রনধীরা॥

আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা শুনে দ্বীপদ্বীপান্তর থেকে অনেক রাজা এসেছেন। দেবতা ও দানবও মানুষের শরীর ধারণ করে এসেছেন, এবং বহু রণনিপুণ বীরও এসেছেন।

দো॰ কুঅঁরি মনোহর বিজয় বড়ি, কীরতি অতি কমনীয়।
পাবনিহার বিরঞ্চি জনু, রচেউ ন ধনু দমনীয়॥ ২৫৩

মনে হয় ব্রহ্মা এমন কাউকে সৃষ্টি করেন নি যিনি ধনুক ভেঙে সুন্দরী রাজকন্যা, মহাবিজয় এবং মহাকীর্তি লাভ করতে পারেন।

চৌ॰ কহহু কাহি যহু লাভু ন ভাবা * কাহুঁ ন সঙ্কর চাপ চঢ়াবা।
রহউ চঢ়াউব তোরব ভাঈ * তিলু ভরি ভূমি ন সকে ছড়াঈ॥

বলুন, এই লাভ কার ঈপ্সিত নয়? কেউ শিবের ধনুকে বাণ যোজনা করতে পারলেন না। আরে ভাই, ভাঙা তো দূরের কথা, মাটি থেকে এক চুল নড়াতেও পারলেন না?

অব জনি কোউ মাখৈ ভট মানী * বীর বিহীন মহী মৈঁ জানী।
তজহু আস নিজ নিজ গৃহ জাহূ * লিখা ন বিধি বৈদেহি বিবাহূ॥

এখন কেউ নিজেকে যোদ্ধা মনে করে এ কথায় ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি জানলাম পৃথিবী বীরশূন্য হয়েছে। তাই আশা ত্যাগ করে আপনারা যাঁর যাঁর আসনে ফিরে যান। ব্রহ্মা জানকীর ভাগ্যে বিবাহ লেখেন নি।

সুকৃতু জাই জৌঁ পনু পরিহরউঁ * কুঅঁরি কুআরি রহউ কা করউঁ।
জৌঁ জনতেউঁ বিনু ভট ভুবি ভাঈ * তৌ পনু করি হোতেউঁ ন হঁসাঈ॥

যদি পণ ত্যাগ করি তাহলে পুণ্য ক্ষয় হবে। কন্যা কুমারীই থাক, কী করব? যদি জানতাম পৃথিবীতে কোন বীর নেই, তা হলে এই পণ করে আমি হাস্যাস্পদ হতাম না।

জনক বচন সুনি সব নর নারী * দেখি জানকিহি ভএ দুখারী।
মাখে লখনু কুটিল ভই ভৌহেঁ * রদপট ফরকত নয়ন রিসৌহেঁ ॥

জনকের কথা শুনে সব নরনারী জানকীকে দেখে দুঃখিত হলেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁর ভ্রূতে বক্রতা এল, ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন তিনি, তাঁর চোখ হল রক্তবর্ণ।

দো• কহি ন সকাত রঘুবীর ডর, লগে বচন জনু বান।
নাই রাম পদ কমল সিরু, বোলে গিরা প্রমান ॥২৫৪

রঘুবীরের ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না কিন্তু জনকের কথা তাঁকে তীরের মতো বিঁধল। রামের চরণপদ্মে প্রণাম জানিয়ে তিনি যথোচিত বচনে বললেন—

রঘুবংসিন্হ মহুঁ জহঁ কোউ হোঈ * তেহিঁ সমাজ অস কহই ন কোঈ।
কহী জনক জসি অনুচিত বানী * বিদ্যমান রঘুকুল মনি জানী ॥

রঘুবংশীয়দের মধ্যে যেখানে কেউ থাকেন, সেই সমাজে, জনক যা বললেন এমন অনুচিত কথা কেউ বলেন না, বিশেষ করে রঘুকুলমণি রামচন্দ্র যেখানে স্বয়ং বসে আছেন।

সুনহু ভানুকুল পঙ্কজ ভানূ * কহউঁ সুভাউ ন কছু অভিমানূ।
জৌ তুম্হারি অনুসাসন পাবৌঁ * কন্দুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাবৌঁ ॥
কাচে ঘট জিমি ডারৌঁ ফোরী * সকউঁ মেরু মূলক জিমি তোরী।
তব প্রতাপ মহিমা ভগবানা * কো বাপুরো পিনাক পুরানা ॥

হে সূর্যবংশপঙ্কজপ্রিয় সূর্য! আমি ভালো মনেই বলছি, অহঙ্কার করে নয়, যদি তোমার আদেশ পাই, ক্রীড়াকন্দুকের মতো সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে উঠিয়ে নেব এবং কাঁচা মাটির ঘড়ার মতো ফাটিয়ে ফেলব এবং সুমেরু পর্বতের মূলের মতো ভেঙে ফেলব। হে ভগবান! তোমার প্রতাপে এ সবই সম্ভব, ছার পুরনো ধনুকটার কথা আর কী বলব?

নাথ জানি অস আয়সু হোউ * কৌতুকু করৌঁ বিলোকিঅ সোউ।
কমল নাল জিমি চাপ চঢ়াবৌ * জোজন সত প্রমান লৈ ধাবৌঁ ॥

হে নাথ! একথা জেনে যদি আদেশ দাও তা হলে কিছু কৌতুক করি দেখ। পদ্মমৃণালের মতো এই ধনুকে বাণ যোজনা করে শত যোজন পথ দৌড়ে যাব।

দো॰ তোরৌঁ ছত্রক দণ্ড জিমি, তব প্রতাপ বল নাথ।
জোঁ ন করোঁ প্রভু পদ সপথ, কর ন ধরোঁ ধনু মাথ॥ ২৫৫

হে নাথ! তোমার বলে ছত্রকফুলের দণ্ডের মতো এই ধনুককে ভেঙে ফেলব। যদি তা না করি তা হলে তোমার চরণ স্পর্শ করে শপথ করছি, এ ধনুক ছোঁবই না।

চৌ॰ লখন সকোপ বচন জে বোলে * ডগমগানি মহি দিগ্‌গজ ডোলে।
সকল লোগ সব ভূপ ডেরানে * সিয় হিয়ঁ হরষু জনকু সকুচানে॥

যখন লক্ষ্মণ সক্রোধে একথা বললেন তখন পৃথিবী দুলতে লাগল, আর সমস্ত দিগ্‌গজ কাঁপতে লাগল। সমস্ত লোক এবং রাজারা ভয় পেলেন। সীতা প্রসন্ন হলেন, এবং জনক লজ্জিত হলেন।

গুর রঘুপতি সব মুনি মন মাহীঁ * মুদিত ভএ পুনি পুনি পুলকাহীঁ।
সয়নহিঁ রঘুপতি লখনু নেবারে * প্রেম সমেত নিকট বৈঠারে॥

গুরু বিশ্বামিত্র, রাম এবং অন্যান্য মুনিরা মনে মনে আনন্দিত হলেন এবং বার বার রোমাঞ্চিত হতে লাগলেন। রাম ইঙ্গিতে লক্ষ্মণকে মানা করলেন, সস্নেহে কাছে বসালেন।

বিস্বামিত্র সময় সুভ জানী * বোলে অতি সনেহময় বানী।
উঠহু রাম ভঞ্জহু ভব চাপা * মেটহু তাত জনক পরিতাপা॥

বিশ্বামিত্র শুভ মুহূর্ত জেনে প্রেমপূর্ণ বচনে বললেন—হে রাম! ওঠো, শিবের ধনুক ভাঙো, এবং জনকের দুঃখ দূর করো।

সুনি গুরু বচন চরন সিরু নাবা * হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা।
ঠাঢ়ে ভএ উঠি সহজ সুভাএঁ * ঠবনি জুবা মৃগরাজু লজাএঁ॥

গুরুর কথা শুনে রাম চরণে প্রণত হলেন। তাঁর মনে আনন্দ বা বিষাদ কিছুই হল না। তিনি দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গীতে তরুণ সিংহকেও লজ্জিত করলেন।

দো॰ উদিত উদয় গিরি মঞ্চ পর, রঘুবর বালপতঙ্গ।
বিকসে সন্ত সরোজ সব, হরষে লোচন ভৃঙ্গ॥ ২৫৬

উদয়গিরিমঞ্চে বালসূর্যরূপ রামচন্দ্রের উদয় হতেই সজ্জনরূপ পদ্ম প্রস্ফুটিত হল আর লোচনরূপ ভ্রমর প্রসন্ন হল।

নৃপন্হ কেরি আসা নিসি নাসী * বচন নখত অবলী ন প্রকাসী।
মানী মহিপ কুমুদ সকুচানে * কপটী ভূপ উলূক লুকানে॥

রাজাদের আশারজনীর নাশ হল, তাঁদের দুর্বচনরূপ নক্ষত্রের প্রকাশ আর রইল না। অহঙ্কারী রাজারা কুমুদের মতো সঙ্কুচিত হলেন আর কপট বেশধারী উল্লুকের মতো লুকোলেন।

ভএ বিসোক কোক মুনি দেবা * বরিসহিঁ সুমন জনাবহিঁ সেবা।
গুর পদ বন্দি সহিত অনুরাগা * রাম মুনিন্হ সন আয়সু মাগা ॥

চক্রবাকরূপ মুনি আর দেবতারা শোকরহিত হলেন আর পুষ্প বর্ষণ হতে লাগল, তা যেন সেবার মনোভাব জানালো। গুরুপদ বন্দনা করে সানুরাগে রাম মুনিদের কাছে আদেশ চাইলেন।

সহজহিঁ চলে সকল জগ স্বামী * মত্ত মঞ্জু বর কুঞ্জর গামী।
চলত রাম সব পুর নর নারী * পুলক পূরি তন ভএ সুখারী ॥

সমস্ত জগতের স্বামী সুন্দর মত্তগজের ভঙ্গীতে সহজভাবে চললেন, সমস্ত নগরের নরনারীর দেহ রোমাঞ্চিত হল, সুখী হল তারা।

বন্দি পিতর সুর সুকৃত সঁভারে * জৌঁ কছু পুণ্য প্রভাউ হমারে।
তৌ সিবধনু মৃনাল কী নাঈঁ * তোরহুঁ রামু গনেস গোসাঈঁ ॥

তিনি পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের বন্দনা করে নিজের সুকৃতকে স্মরণ করলেন—যদি আমার পুণ্যের কিছু প্রভাব থাকে তাহলে, হে গণেশ দেব! আমি রাম হরধনু পদ্মনালের মতো ভেঙে ফেলব।

দো॰ রামহি প্রেম সমেত লখি, সখিন্হ সমীপ বোলাই।
সীতা মাতু সনেহ বস, বচন কহই বিলখাই ॥২৫৭

রামকে সাদরে দেখে সখীদের কাছে ডেকে সীতাজননী সস্নেহে বললেন—

চৌ॰ সখি সব কৌতুকু দেখনিহারে * জেউ কহাবত হিতূ হমারে।
কোউ ন বুঝাই কহই গুর পাহীঁ * এ বালক অসি হঠ ভলি নাহীঁ ॥

হে সখী! আমাদের হিতকামী বলে যাদের জানি তাঁরা দেখছি কৌতুক দেখছেন, তাদের মধ্যে কেউ গুরুকে বুঝিয়ে বলছেন না যে এ বালকমাত্র, এরকম হঠকারিতা তার পক্ষে ভালো নয়।

রাবন বান ছুআ নহিঁ চাপা * হারে সকল ভূপ করি দাপা।
সো ধনু রাজকুঅঁর কর দেহীঁ * বাল মরাল কি মন্দর লেহীঁ ॥

রাবণ এবং বাণাসুর যে ধনুক স্পর্শই করেন নি আর সমস্ত রাজা যেখানে বলপ্রয়োগ করেও হার মেনেছেন সেই ধনুক এই রাজকুমারের হাতে দিচ্ছেন। হংস শাবক কি মন্দারপর্বত উঠাতে পারে?

ভূপ সয়ানপ সকল সিরানী * সখি বিধি গতি কছু জাতি ন জানী।
বোলী চতুর সখী মৃদু বানী * তেজবন্ত লঘু গনিঅ ন রানী॥

রাজার বুদ্ধি দেখি লোপ পেতে বসেছে। সখী, নিয়তির গতি কিছু বোঝা যায় না। সখী মধুর বচনে বলল, রানী তেজস্বীদের লঘু করে ভাবা ঠিক নয়।

কহঁ কুম্ভজ কহঁ সিন্ধু অপারা * সোষেউ সুজসু সকল সংসারা।
রবি মণ্ডল দেখত লঘু লাগা * উদয়ঁ তাসু ত্রিভুবন তম ভাগা॥

কোথায় অগস্ত্য মুনি আর কোথায় অপার সমুদ্র। তিনি কিনা তা শোষণ করলেন, সমস্ত সংসারে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ল। সূর্যমণ্ডল দেখতে ছোট কিন্তু উদয় হলে তাতে ত্রিভুবনের অন্ধকার দূর হয়।

দো॰ মন্ত্র পরম লঘু জাসু বস, বিধি হরি হর সুর সর্ব।
মহামত্ত গজরাজ কহুঁ, বস কর অঙ্কুস খর্ব॥ ২৫৮

মন্ত্র তো খুবই ছোট কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি সব দেবতাই তো তার বশ। মত্ত হস্তীকেও সামান্য অঙ্কুশ বশে আনে।

কাম কুসুম ধনু সায়ক লীন্হে * সকল ভুবন অপনেঁ বস কীন্হেঁ।
দেবি তজিঅ সংসউ অস জানী * ভঞ্জব ধনুষু রাম সুনু রানী॥

কামদেব পুষ্পবাণ নিয়ে সমস্ত ভুবনকে বশে রেখেছেন। হে দেবী! একথা জেনে, সংশয় ত্যাগ করো। শোনো রানী, এ ধনুক রামই ভাঙবে।

সখী বচন সুনি ভৈ পরতীতী * মিটা বিষাদু বঢ়ী অতি প্রীতী।
তব রামহি বিলোকি বৈদেহী * সভয় হৃদয়ঁ বিনবতি জেহি তেহী॥

সখীর কথা শুনে তাঁর প্রত্যয় হল, বিষাদ দূর হল, প্রসন্ন হলেন তিনি। ঐ সময় রামকে দেখে সীতা সভয়ে যাকে মনে হল সেই দেবতাকেই মিনতি করতে লাগলেন।

মনহীঁ মন মনাব অকুলানী * হোহু প্রসন্ন মহেস ভবানী।
করহু সফল আপনি সেবকাঈ * করি হিতু হরহু চাপ গরুআঈ॥

তিনি বিচলিত হয়ে মনে মনে বললেন—হে মহেশ্বর, হে ভবানী, তোমাদের সেবিকার মনোবাসনা পূর্ণ করো। দয়া করে ধনুকের ভার লাঘব করো।

গননায়ক বরদায়ক দেবা * আজু লগেঁ কীন্হিউঁ তুঅ সেবা।
বার বার বিনতী সুনি মোরী * করহু চাপ গুরুতা অতি থোরী ॥

হে বরদাতা গণেশ! আজ অবধি তোমার সেবা করেছি, বারবার আমার মিনতি শুনে ধনুকের ভার কমিয়ে দাও।

দো০ দেখি দেখি রঘুবীর তন, সুর মনাব ধরি ধীর।
ভরে বিলোচন প্রেম জল, পুলকাবলী সরীর ॥২৫৭

রঘুবীরের দেহ দেখে ধৈর্যধারণ করে দেবতাদের প্রসন্ন করতে লাগলেন। প্রেমাশ্রুতে চোখ ভরে গেল, শরীর হল রোমাঞ্চিত।

নীকেঁ নিরখি নয়ন ভরি সোভা * পিতু পনু সুমিরি বহুরি মনু ছোভা।
অহহ তাত দারুনি হঠ ঠানী * সমুঝত নহিঁ কছু লাভু ন হানী ॥

ভালো করে চেয়ে চেয়ে তাঁর রূপ দেখলেন কিন্তু পিতার পণ স্মরণ করে বিক্ষুব্ধ হল মন। হায়, পিতা কী কঠিন জিদ ধরেছেন! লাভ বা ক্ষতি কিছুই তিনি বুঝে দেখেন নি।

সচিব সভয় সিখ দেই ন কোঈ * বুধ সমাজ বড় অনুচিত হোঈ।
কহঁ ধনু কুলিসহু চাহি কঠোরা * কহঁ স্যামল মৃদুগাত কিসোরা ॥

সচিবেরাও ভয়ে কোন পরামর্শ দেন নি, পণ্ডিতসমাজেও তাঁর এই পণ সমর্থন করাটা অনুচিত হয়েছে। কোথায় বজ্রকঠিন এই ধনুক আর কোথায় শ্যামল কোমলদেহ কিশোর!

বিধি কেহি ভাঁতি ধরৌঁ উর ধীরা * সিরস সুমন কন বেধিঅ হীরা।
সকল সভা কৈ মতি ভৈ ভোরী * অব মোহি সম্ভু চাপ গতি তোরী ॥

হে বিধাতা! হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করব কেমন করে? মাথার ফুলে হীরা কেমন করে বিদ্ধ করা যাবে, সমস্ত সভার বুদ্ধিই যেন বিবশ। এখন, হে হরধনু, আমি তোমারই শরণ নিলাম।

নিজ জড়তা লোগন্হ পর ডারী * হোহি হরুঅ রঘুপতিহি নিহারী।
অতি পরিতাপ সীয় মন মাহীঁ * লব নিমেষ জুগ সয় সম জাহীঁ ॥

(হে ধনু!) তুমি নিজের কঠোরতা লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে রামের দিকে তাকিয়ে হালকা হও। সীতার মনে অত্যন্ত দুঃখ, এক নিমেষ যেন তাঁর কাছে এক যুগের সমান।

দো॰ প্রভুহি চিতই পুনি চিতর মহি, রাজত লোচন লোল।
খেলত মনসিজ মীন জুগ, জনু বিধু মণ্ডল ডোল ॥২৬০

রামের দিকে তাকিয়ে আবার পৃথিবীর দিকে তাকালেন সীতা। তাঁর চোখ এমন সুন্দর দেখালো যেন চন্দ্রমণ্ডলরূপ ডোলের (দোহার গোল পাত্রের) মধ্যে কামদেবের দুই মাছ খেলা করছে—

গিরা অলিনি মুখ পঙ্কজ রোকী * প্রগট ন লাজ নিসা অবলোকী।
লোচন জলু রহ লোচন কোনা * জৈসেঁ পরম কৃপন কর সোনা ॥

সীতার মুখকমল লজ্জা রজনীকে দেখে বাণীভ্রমরকে রুদ্ধ করেছে। চোখের জল চোখের কোণেই রয়ে গেল, কৃপণের সোনার মতো।

সকুচী ব্যাকুলতা বড়ি জানী * ধরি ধীরজু প্রতীতি উর আনী।
তন মন বচন মোর পনু সাচা * রঘুপতি পদ সরোজ চিতু রাচা ॥
তৌ ভগবানু সকল উর বাসী * করিহি মোহি রঘুপতি কৈ দাসী।
জেহি কেঁ জেহি পর সত্য সনেহূ * সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহূ ॥

নিজের এই ব্যাকুলতার জন্যে তিনি সংকোচ বোধ করলেন, এই প্রত্যয় হৃদয়ে এনে ধৈর্য ধারণ করলেন যে যদি কায়মনোবাক্যে আমার পণ সত্য হয়, যদি রঘুপতির চরণপদ্মে আমার মন লগ্ন হয়, তবে সকলের হৃদয়বাসী ভগবান আমাকে রঘুপতির দাসী করবেন। যার যাতে যথার্থ প্রেম সে তাকে পাবেই এতে সন্দেহ নাই।

প্রভু তন চিতই প্রেম তন ঠানা * কৃপানিধান রাম সবু জানা।
সিয়হি বিলোকি তকেউ ধনু কৈসেঁ * চিতর গরুরু লঘু ব্যালহি জৈসেঁ ॥

প্রভুর দিকে তাকিয়ে প্রেমের পণ নিলেন। কৃপানিধান রাম সব জানলেন। সীতার দিকে তাকিয়ে ধনুকের দিকে কেমন করে তাকালেন? গরুড় ছোট সাপের দিকে যেমন করে তাকায়।

দো॰ লখন লখেউ রঘুবংশমনি, তাকেউ হর কোদণ্ডু।
পুলকি গাত বোলে বচন, চরন চাপি ব্রহ্মাণ্ডু ॥ ২৬১

লক্ষ্মণ দেখলেন রঘুবংশমণি হরধনুর দিকে তাকালেন। তাঁর (লক্ষ্মণের) দেহ রোমাঞ্চিত হল, চরণে পৃথিবীকে দাবিয়ে রেখে তিনি বললেন—

দিসিকুঞ্জরহু কমঠ অহি কোলা * ধরহু ধরনি ধরি ধীর ন ডোলা।
রামু চহহিঁ সঙ্কর ধনু তোরা * হোহু সজগ সুনি আয়সু মোরা ॥

হে দিগ্‌গজ, কচ্ছপ, শেষনাগ, বরাহ, তোমরা ধৈর্য ধরে ধরণীকে এমনভাবে ধারণ করো যেন না দোলে। রামচন্দ্র হরধনু ভাঙতে চান। তোমরা আমার আদেশ শুনে সজাগ হও।

চাপ সমীপ রামু জব আএ * নর নারিন্হ সুর সুকৃত মনাএ।
সব কর সংসউ অরু অগ্যানূ * মন্দ মহীপন্হ কর অভিমানূ॥
ভৃগুপতি কেরি গরব গরুআঈ * সুর মুনিবরন্হ কেরি কদরাঈ।
সিয় কর সোচু জনক পছিতাবা * রানিন্হ কর দারুন দুখ দাবা॥
সম্ভুচাপ বড় বোহিতু পাঈ * চঢ়ে জাই সব সঙ্গু বনাঈ।
রাম বাহুবল সিন্ধু অপারূ * চহত পারু নহিঁ কোউ কড়হারূ॥

রাম যখন ধনুকের সামনে এলেন, নরনারীরা, দেবতা ও সুকৃতকে প্রসন্ন করতে লাগল। সকলের সংশয় আর অজ্ঞান, মন্দ রাজাদের অভিমান, ভৃগুপতির গর্বভাব, দেবতা ও মুনিদের ব্যাকুলতা, সীতার চিন্তা, জনকের অনুতাপ, রানীদের দারুণ দুঃখ—এসব হরধনুরূপ জলযান পেয়ে সকলে মিলে এক সঙ্গে গিয়ে তাতে চড়ল। তারা রামের বাহুবলরূপ অপার সমুদ্রের পারে যেতে চায়, কিন্তু কোন মাঝিমাল্লা নাই।

দো॰ রাম বিলোকে লোগ সব, চিত্র লিখে সে দেখি।
চিতঈ সীয় কৃপায়তন, জানী বিকল বিসেষি॥ ২৬২

রাম সব লোকের দিকে চেয়ে দেখলেন তাঁরা যেন চিত্রার্পিতের মতো স্থির। সীতার দিকে চেয়ে কৃপানিধান জানলেন তিনি বিশেষভাবে বিবশ।

দেখী বিপুল বিকল বৈদেহী * নিমিষ বিহাত কলপ সম তেহী।
তৃষিত বারি বিনু জো তনু ত্যাগা * মুএ করই কা সুধা তড়াগা॥

বৈদেহীকে অত্যন্ত বিহ্বল অবস্থায় দেখলেন, তাঁর এক নিমেষ যেন এক কল্পের মতো কাটছিল, তৃষ্ণার্ত জল বিনা প্রাণ ত্যাগ করলে, তারপর আর অমৃতের সরোবর দিয়ে সে কী করবে?

কা বরষা সব কৃষী সুখানেঁ * সময় চুকেঁ পুনি কা পছিতানেঁ।
অস জিয়ঁ জানি জানকী দেখী * প্রভু পুলকে লখি প্রীতি বিসেষী॥

ক্ষেত শুকিয়ে গেলে বর্ষায় আর কী লাভ? সময় পার হয়ে গেলে অনুশোচনা করে কী হবে? এ কথা মনে করে সীতাকে দেখলেন। প্রভু তাঁর গভীর প্রেম লক্ষ্য করে প্রীত হলেন।

গুরহি প্রনামু মনহিঁ মন কীন্হা * অতি লাঘবঁ উঠাই ধনু লীন্হা।
দমকেউ দামিনি জিমি জব লয়উ * পুনি নভ ধনু মণ্ডল সম ভয়উ ॥

গুরুকে মনে মনে প্রণাম করে অনায়াসে ধনুক তুলে ধরলেন। ধনুক যখন তুললেন তখন তা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল, তারপর তা আকাশে মণ্ডলের মতো হল।

লেত চঢ়াবত খৈঁচত গাঢ়েঁ * কাহুঁ ন লখা দেখ সবু ঠাঢ়েঁ।
তেহি ছন রাম মধ্য ধনু তোরা * ভরে ভুবন ধুনি ঘোর কঠোরা ॥

ধনুকটা নিতে, তুলে ধরতে, দৃঢ়তা নিয়ে আকর্ষণ করতে কেউ দেখল না, শুধু দেখল রাম দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ মুহূর্তে রাম ধনুক ভেঙে ফেললেন, তার প্রচণ্ড ধ্বনি ভুবন ব্যাপ্ত করল।

ছন্দ॰ ভরে ভুবন ঘোর কঠোর রব রবি বাজি তজি মারগু চলে।
চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি অহি কোল কূরুম কলমলে ॥
সুর অসুর মুনি কর কান দীন্হেঁ সকল বিকল বিচারহীঁ।
কোদণ্ড খণ্ডেউ রাম তুলসী জয়তি বচন উচারহীঁ ॥

সারা পৃথিবী ঘোর কঠোর ধ্বনিতে ভরে গেল, সূর্যের ঘোড়া পথ ছেড়ে চলতে লাগল, দিগ্‌গজেরা বৃংহণ ধ্বনি তুলল, পৃথিবী দুলতে লাগল, শেষনাগ, কচ্ছপ এবং বরাহ কাঁপতে লাগল, দেবতা, অসুর আর মুনিরা কানে হাত দিয়ে অধীর হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন, তুলসীদাস বলছেন, যখন প্রভু ধনুক ভেঙে ফেললেন তখন সকলে জয়ধ্বনি তুলল।

সো॰ সঙ্কর চাপু জহাজু, সাগরু রঘুবর বাহুবল।
বূড় সো সকল সমাজু, চঢ়া জো প্রথমহিঁ মোহ বস ॥৩১

শিবের ধনুক হল জাহাজ আর রামের বাহুবল হল সমুদ্র। ধনুক ভেঙে যাওয়ায় যারা মোহবশে আগে ঐ জাহাজে চড়েছিলেন তারা সকলে ডুবে গেল।

চৌ॰ প্রভু দোউ চাপ খণ্ড মহি ডারে * দেখি লোগ সব ভএ সুখারে।
কৌসিকরূপ পয়োনিধি পাবন * প্রেম বারি অবগাহ সুহাবন ॥

প্রভু ধনুকের দুটি খণ্ড মাটিতে ফেলে দিলেন, দেখে সবাই সুখী হল। বিশ্বামিত্ররূপ পবিত্র সমুদ্র প্রেমরূপ অথৈ জলে পূর্ণ।

রামরূপ রাকেসু নিহারী * বঢ়ত বীচি পুলকাবলি ভারী।
বাজে নভ গহ গহে নিসানা * দেববধূ নাচহিঁ করি গানা ॥

রামরূপ চন্দ্রকে দেখে পুলকরূপ তরঙ্গ উদ্বেলিত হল। আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল, দেবাঙ্গনারা গান গেয়ে গেয়ে নাচতে লাগলেন।

ব্রহ্মাদিক সুর সিদ্ধ মুনীসা * প্রভুহি প্রসংসহিঁ দেহিঁ অসীসা।
বরিসহিঁ সুমন রঙ্গ বহু মালা * গাবহিঁ কিন্নর গীত রসালা ॥

ব্রহ্মাদি দেবতা এবং সিদ্ধ মুনীশ্বরেরা প্রভুকে প্রশংসা করে আশিস্ দিলেন, এবং বহু রঙের পুষ্পমালা বর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্নরেরা মধুর গান গাইতে লাগল।

রহী ভুবন ভরি জয় জয় বানী * ধনুষ ভঙ্গ ধুনি জাত ন জানী।
মুদিত কহহিঁ জহঁ তহঁ নর নারী * ভঞ্জেউ রাম সম্ভু ধনু ভারী ॥

পৃথিবী জয়ধ্বনিতে ছেয়ে গেল, যার জন্যে ধনুকভাঙার ধ্বনি বোঝা গেল না। আনন্দিত হয়ে নরনারীরা যেখানে-সেখানে বলতে লাগল—রাম গুরুভার হরধনু ভঙ্গ করছেন।

দো॰ বন্দী মাগধ সূতগন, বিরুদ বদহিঁ মতিধীর।
করহিঁ নিছাবরি লোগ সব, হয় গয় ধন মনি চীর ॥ ২৬৩

বুদ্ধিমান ভাট, মাগধ এবং সূতেরা কীর্তি বর্ণনা করতে লাগল, সবাই ঘোড়া, হাতি, ধন, মণি ও পরিচ্ছদ উৎসর্গ করতে লাগল।

ঝাঁঝি মৃদঙ্গ সঙ্খ সহনাঈ * ভেরি ঢোল দুন্দুভী সুহাঈ।
বাজহিঁ বহু বাজনে সুহাএ * জহঁ তহঁ জুবতিন্হ মঙ্গল গাএ ॥

সুন্দর ঝাঁঝ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ সানাই, ভেরী, ঢোল, ও দুন্দুভি বাজতে লাগল, যেখানে সেখানে যুবতীরা মঙ্গল গাইতে লাগল।

সখিন্হ সহিত হরষী অতি রানী * সূখত ধান পরা জনু পানী।
জনক লহেউ সুখু সোচু বিহাঈ * পৈরত থকেঁ থাহ জনু পাঈ ॥

সখীদের সঙ্গে রানী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, শুষ্ক ধানে যেন জল পড়ল। রাজা জনক শোক ত্যাগ করে এমন সুখ পেলেন যেন সাঁতারে ক্লান্ত কেউ থৈ পেল।

শ্রীহত ভএ ভূপ ধনু টূটে * জৈসেঁ দিবস দীপ ছবি ছূটে।
সীয় সুখহি বরনিঅ কেহি ভাঁতী * জনু চাতকী পাই জলু স্বাতী ॥

ধনুর্ভঙ্গ হলে রাজারা শ্রীহীন হলেন, দিনের বেলায় প্রদীপের শোভা যেমন থাকে না তেমনি। সীতার সুখ কেমন করে বর্ণনা করা যাবে? যেন চাতকী স্বাতীনক্ষত্রের জল পেল।

রামহি লখন্নু বিলোকত কৈসেঁ * সসিহি চকোর কিসোরকু জৈসেঁ।

সতানন্দ তব আয়সু দীন্হা * সীতাঁ গমনু রাম পহিঁ কীন্হা॥

রাম লক্ষ্মণকে কেমন করে দেখলেন? চাঁদ চকোরশিশুকে যেমন করে দেখে। শতানন্দ এবারে আজ্ঞা দিলেন, সীতা রামের কাছে চললেন।

দো॰ সঙ্গ সখী সুন্দর চতুর, গাবহিঁ মঙ্গলচার।

গবনী বাল মরাল গতি, সুষমা অঙ্গ অপার॥ ২৬৪

সঙ্গে সুন্দর সখীরা মঙ্গলগান গাইতে গাইতে গেল। সীতা বাল-রাজহংসীর গতিতে চললেন। তাঁর অঙ্গে অঙ্গে অপার লাবণ্য।

সখিন্হ মধ্য সিয় সোহতি কৈসেঁ * ছবিগন মধ্য মহাছবি জৈসেঁ।

কর সরোজ জয়মাল সুহাঈ * বিশ্ব বিজয় সোভা জেহিঁ ছাঈ॥

সখীদের মধ্যে সীতা কেমন শোভা পেলেন? সৌন্দর্যের মধ্যে মহাসৌন্দর্য যেভাবে শোভা পায়। করকমলে ছিল সুন্দর জয়মাল্য, যাতে ছিল বিশ্ববিজয়ের সৌন্দর্য।

তন সকোচু মন পরম উছাহূ * গূঢ় প্রেমু লখি পরই ন কাহু।

জাই সমীপ রাম ছবি দেখী * রহি জনু কুঅঁরি চিত্র অবরেখী॥

দেহে লজ্জা, মনে পরম উচ্ছ্বাস, এই গূঢ় প্রেমের রহস্য কেউ জানতে পারে না। কাছে গিয়ে রামের রূপ দেখে রাজকুমারী যেন চিত্রার্পিত হয়ে রইলেন।

চতুর সখীঁ লখি কহা বুঝাঈ * পহিরাবহু জয়মাল সুহাঈ।

সুনত জুগল কর মাল উঠাঈ * প্রেম বিবস পহিরাই ন জাঈ॥

চতুরা সখী তা দেখে বুঝিয়ে বলল, সুন্দর জয়মাল্য পরিয়ে দাও। শুনেই দুই হাতে মালা তুলেও প্রেমবিহ্বলতায় তা পরাতে পারলেন না সীতা।

সোহত জনু জুগ জলজ সনালা * সসিহি সভীত দেত জয়মালা।

গাবহিঁ ছবি অবলোকি সহেলী * সিয়ঁ জয়মাল রাম উর মেলী॥

মনে হল মৃণাল সমেত দুই পদ্ম যেন সঙ্কুচিত হয়ে চন্দ্রমাকে জয়মাল্য দিচ্ছে। এ সৌন্দর্য দেখে সখীরা গাইতে লাগল। তখন সীতা রামের গলায় জয়মাল্য পরালেন।

সো॰ রঘুবর উর জয়মাল, দেখি দেব বরিসহিঁ সুমন।

সকুচে সকল ভুআল, জনু বিলোকি রবি কুমুদগন। ৩২

রঘুবরের বক্ষে জয়মাল্য দেখে দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করলেন। সমস্ত রাজারা সঙ্কুচিত হলেন, সূর্যকে দেখে কুমুদেরা যেমন হয় তেমনি।

চৌ॰ পুর অরু ব্যোম বাজনে বাজে ॰ খল ভএ মলিন সাধু সব রাজে।
সুর কিন্নর নর নাগ মুনীসা ॰ জয় জয় জয় কহি দেহিঁ অসীসা ॥

নগর আর আকাশে বাদ্য বাজতে লাগল। খলেরা মলিন হল আর সাধুরা প্রসন্ন হলেন। দেবতা, কিন্নর, নর, নাগ এবং মুনীশ্বরেরা 'জয় জয়' বলে আশীর্বাদ দিলেন।

নাচহিঁ গাবহিঁ বিবুধ বধূটীঁ ॰ বার বার কুসুমাঞ্জলি ছুটীঁ।
জহঁ তহঁ বিপ্র বেদ ধুনি করহীঁ ॰ বন্দী বিরিদাবলি উচ্চরহীঁ ॥

দেবতাদের বধূরা নাচতে এবং গাইতে লাগলেন, বারবার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করতে লাগলেন তাঁরা। যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করতে লাগলেন। বন্দীরা বংশের যশোগান করতে লাগল।

মহি পাতাল নাক জসু ব্যাপা ॰ রাম বরী সিয় ভঞ্জেউ চাপা।
করহিঁ আরতী পুর নর নারী ॰ দেহিঁ নিছাবরি বিত্ত বিসারী ॥

রাম ধনুক ভেঙে সীতাকে বরণ করেছেন একথা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে ছড়িয়ে পড়ল। নগরের নরনারীরা আরতি করতে লাগল, প্রচুর সম্পদ তারা উৎসর্গ করেছিল।

সোহতি সীয় রাম কৈ জোরী ॰ ছবি সিঙ্গারু মনহুঁ এক ঠৌরী।
সখীঁ কহহিঁ প্রভু পদ গহু সীতা ॰ করতি ন চরন পরস অতি ভীতা ॥

রামসীতার জুটি শোভা পাচ্ছে, সৌন্দর্য আর শৃঙ্গার যেন একত্র হয়েছে। সখীরা বলল, সীতা, প্রভুর চরণ স্পর্শ করো। কিন্তু সীতা অত্যন্ত ভীত হয়ে চরণ স্পর্শ করলেন না।

দো॰ গৌতম তিয় গতি সুরতি করি, নহিঁ পরসতি পগ পানি।
মন বিহসে রঘুবংসমনি, প্রীতি অলৌকিক জানি ॥ ২৬৫

গৌতমঋষির স্ত্রী অহল্যার গতি স্মরণ করে হাত দিয়ে পা স্পর্শ করছেন না। রঘুবংশমণি রাম এই অলৌকিক প্রেম উপলব্ধি করে মনে মনে হাসলেন।

তব সিয় দেখি ভূপ অভিলাষে ॰ কূর কপূত মূঢ় মন মাখে।
উঠি উঠি পহিরি সনাহ অভাগে ॰ জহঁ তহঁ গাল বজাবন লাগে ॥

তখন সীতাকে দেখে রাজারা প্রলুব্ধ হল। ক্রূর, কুপুত্র ও মূর্খেরা মনে মনে ঈর্ষা করতে লাগল। উঠে উঠে অভাগারা বর্মাদি পরিধান করল। আর যেখানে সেখানে যেয়াক দেখিয়ে বেড়াতে লাগল।

লেহু ছড়াই সীয় কহ কোউ * ধরি বাঁধহু নৃপ বালক দোউ।
তোরেঁ ধনুষু চাড় নহিঁ সরঈ * জীবত হমহি কুঁঅরি কো বরঈ ॥

কেউ বলল, সীতাকে ছিনিয়ে নাও, আর দুই রাজকুমারকে ধরে বাঁধো। ধনুক ভাঙলেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে না, আমরা বেঁচে থাকতে রাজকুমারকে কে বিবাহ করে ?

জৌঁ বিদেহু কছু করৈ সহাঈ * জীতহু সমর সহিত দোউ ভাঈ।
সাধু ভূপ বোলে সুনি বানী * রাজসমাজহি লাজ লজানী ॥

যদি জনকরাজা কিছু সহায়তা করেন তাহলে দুই ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করো। একথা শুনে ভালো রাজারা বললেন, রাজসমাজে তো লজ্জাকেও লজ্জা দেওয়া হয়েছে।

বলু প্রতাপু বীরতা বড়াঈ * নাক পিনাকহি সঙ্গ সিধাঈ।
সোই সূরতা কি অব কহু পাঈ * অসি বুধি তৌ বিধি মুহঁ মসি লাঈ ॥

বল, প্রতাপ, বীরত্ব, বড়াই আর মর্যাদা এসব ধনুকের সঙ্গেই চলে গিয়েছে। সেই বীরত্ব আর এখন কোথায় পাওয়া যাবে ? এমন বুদ্ধি তোমাদের, কিন্তু বিধাতা তো তোমাদের মুখে মসী লেপন করেছেন।

দো॰ দেখহু রামহি নয়ন ভরি, তজি ইরিষা মদু কোহু।
লখন রোষু পাবকু প্রবল, জানি সলভ জনি হোহু ॥ ২৬৬

শত্রুতা, গর্ব আর ক্রোধ ত্যাগ করে রামচন্দ্রকে দেখে নাও। লক্ষ্মণের ক্রোধকে প্রচণ্ড অগ্নিতে রূপায়িত করে নিজেরা পতঙ্গ হোয়ো না।

চৌ॰ বৈনতেয় বলি জিমি চহ কাগূ * জিমি সসু চহৈ নাগ অরি ভাগূ।
জিমি চহ কুসল অকারন কোহী * সব সম্পদা চহৈ সিবদ্রোহী ॥
লোভী লোলুপ কল কীরতি চহঈ * অকলঙ্কতা কি কামী লহঈ।
হরি পদ বিমুখ পরম গতি চাহা * তস তুম্হার লালচু নরনাহা ॥

গরুড়ের বলি যেমন কাক চায়, সিংহের ভাগ যেমন খরগোশ চায়, অকারণে ক্রুদ্ধ যেমন কুশল চায়, শিবদ্রোহী যেমন সমস্ত সম্পদ চায়, লোভী ও লোলুপ যেমন কীর্তি চায়, কামী যেমন নিষ্কলঙ্কতা চায়, হরিপদবিমুখ যেমন পরমগতি চায়, হে রাজবৃন্দ, তোমাদের লালসাও তেমনি (অপ্রাপ্য পেতে চায়)।

কোলাহলু সুনি সীয় সকানী * সখীঁ লবাই গঈঁ জহঁ রানী।
রামু সুভায় চলে গুরু পাহীঁ * সিয় সনেহু বরনত মন মাহীঁ ॥

কোলাহল শুনে সীতা ভীত হলেন, সখীরা তাঁকে রানীর কাছে নিয়ে গেল। মনে মনে সীতাপ্রেমের গুণগান করতে করতে রাম সরল মনে গুরুর কাছে গেলেন।

রানিন্হ সহিত সোচবস সীয়া • অব ধৌঁ বিধিহি কাহ করনীয়া।
ভূপ বচন সুনি ইত উত তকহীঁ • লখনু রাম ডর বোলি ন সকহীঁ ॥

রানীদের সঙ্গে সীতা চিন্তায় পড়ে গেলেন—কী জানি বিধি এখন কী করবেন। লক্ষ্মণ রাজাদের কথা শুনে এদিকে ওদিকে তাকালেন কিন্তু রামের ভয়ে কোন কথা বলতে পারলেন না।

দো৽ অরুন নয়ন ভৃকুটী কুটিল, চিতবত নৃপন্হ সকোপ।
মনহুঁ মত্ত গজগন নিরখি, সিংঘকিসোরহি চোপ ॥ ২৬৭

তাঁর ভ্রূ কুটিল এবং চোখ রক্তবর্ণ হল, সক্রোধে রাজাদের দিকে তাকালেন। যেন মত্ত হাতির দলকে দেখে সিংহশাবকদের উত্তেজনা হল।

পরশুরামের আগমন

খরভরু দেখি বিকল পুর নারীঁ • সব মিলি দেহিঁ মহীপন্হ গারীঁ।
তেহিঁ অবসর সুনি সিব ধনু ভঙ্গা • আয়উ ভৃগুকুল কমল পতঙ্গা ॥

গোলমাল দেখে পুরনারীরা ব্যাকুল হলেন। সকলে মিলে রাজাদের গাল দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হরধনু ভঙ্গের সংবাদ শুনে ভৃগুকুলকমলের সূর্য পরশুরাম এলেন।

দেখি মহীপ সকল সকুচানে • বাজ ঝপট জনু লবা লুকানে।
গৌরি সরীর ভূতি ভল ভ্রাজা • ভাল বিসাল ত্রিপুংড বিরাজা ॥

তাঁকে দেখে রাজারা সকলে সঙ্কুচিত হলেন, বাজপাখির আক্রমণে যেমন তিতির পাখি লুকোয় তেমনি। গৌরবর্ণ শরীরে বিভূতি শোভিত, বিশাল ললাট ত্রিপুণ্ড্রবিরাজিত।

সীস জটা সসিবদনু সুহাৱা • রিসবস কছুক অরুন হোই আৱা।
ভৃকুটী কুটিল নয়ন রিস রাতে • সহজহুঁ চিতবত মনহুঁ রিসাতে ॥

মাথায় জটা, সুন্দর মুখখানি ক্রোধে কিছুটা রক্তবর্ণ। কুটিল ভ্রূকুটি নয়ন ক্রোধরক্তিম, সহজভাবেই তাকাচ্ছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে অন্তর ক্রোধে পূর্ণ।

বৃষভ কংধ উর বাহু বিসালা • চারু জনেউ মাল মৃগছালা।
কটি মুনিবসন তূন দুই বাঁধেং • ধনু সর কর কুঠারু কল কাঁধেং ॥

বৃষের মতো কাঁধ, বক্ষ ও বাহু বিশাল, সুন্দর উপবীত এবং মালা, পরনে মৃগচর্ম, কোমরে বল্কল ও দুটি তূণ, হাতে ধনুর্বাণ, আর কাঁধে সুন্দর কুঠার।

দো॰ সান্ত বেষু করনী কঠিন, বরনি ন জাই সরূপ।
ধরি মুনিতনু জনু বীর রসু, আয়উ জহঁ সব ভূপ ॥ ২৬৮

শান্ত বেশ কিন্তু কর্ম ক্রূর, তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। যেখানে সব রাজারা সেখানে বীররস যেন মুনিতনু ধারণ করে এসেছে।

দেখত ভৃগুপতি বেষু করালা * উঠে সকল ভয় বিকল ভুআলা।
পিতু সমেত কহি কহি নিজ নামা * লগে করন সব দঁড় প্রনামা ॥

ভৃগুপতির করাল বেশ দেখতে দেখতে রাজারা সকলে বিহ্বল হয়ে উঠলেন এবং পিতার নাম সমেত নিজেদের নাম বলে বলে প্রণাম করতে লাগলেন।

জেহি সুভায় চিতবহিঁ হিতু জানী * সো জান-ই জনু আই খুটানী।
জনক বহোরি আই সিরু নাবা * সীয় বোলাই প্রনামু করাবা ॥

হিতকামী মনে করে যার দিকে সহজ চোখে তাকান তাঁর মনে হয় যেন আয়ু এইখানেই শেষ। জনকরাজা এসে প্রণাম করলেন এবং সীতাকে ডেকে এনে প্রণাম করালেন।

আসিষ দীন্হি সখীঁ হরষানীঁ * নিজ সমাজ লৈ গঈঁ সয়ানীঁ।
বিস্বামিত্র মিলে পুনি আঈ * পদ সরোজ মেলে দোউ ভাঈ ॥

পরশুরাম আশীর্বাদ দিলেন। চতুরা সখীরা আনন্দিত হল এবং নিজেদের মধ্যে সখীকে নিয়ে গেল। তারপর বিশ্বামিত্র এসে সাক্ষাৎ করলেন, দুই ভাইকে তাঁর চরণপদ্মে প্রণাম করালেন।

রাম লখনু দসরথকে ঢোটা * দীন্হি অসীস দেখি ভল জোটা।
রামহি চিতই রহে থকি লোচন * রূপ অপার মার মদ মোচন ॥

এই রামলক্ষ্মণ দশরথের পুত্র, তাঁদের সুন্দর জুটি দেখে আশীর্বাদ দিলেন। কামদেবের গর্বনাশী রামের রূপ দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন।

দো॰ বহুরি বিলোকি বিদেহ সন, কহহু কাহ অতি ভীর।
পূঁছত জানি অজান জিমি, ব্যাপেউ কোপু সরীর ॥২৬৯

তারপর রাজা জনকের দিকে তাকিয়ে বললেন—বলো এই ভিড় কেন? জেনেও না-জানার ভাণ করে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে শরীর ক্রোধে ভরে এল।

চৌ॰ সমাচার কহি জনক সুনাএ • জেহি কারন মহীপ সব আএ।
সুনত বচন ফিরি অনত নিহারে • দেখে চাপ খণ্ড মহি ডারে॥

তখন জনক সব বৃত্তান্ত শোনালেন ; রাজারা কেন একত্র হয়েছেন তা বললেন। তাঁর কথা শুনে অন্যদিকে তাকাতেই দেখলেন মাটিতে ধনুকের দু-খণ্ড পড়ে আছে।

অতি রিস বোলে বচন কঠোরা • কহু জড় জনক ধনুষ কৈ তোরা।
বেগি দেখাউ মূঢ় ন ত আজু • উলটউঁ মহি জহঁ লহি তব রাজু॥

অত্যন্ত ক্রোধে কঠোর বচনে বললেন—বলো, মূর্খ জনক, ধনুক ভাঙল কে? রে মূর্খ, যদি এক্ষুনি না দেখাও তাহলে আজই যে পর্যন্ত তোমার রাজ্য তার সবটাই উল্টে দেব।

অতি ডরু উতরু দেত নৃপু নাহীঁ • কুটিল ভূপ হরষে মন মাহীঁ।
সুর মুনি নাগ নগর নর নারী • সোচহিঁ সকল ত্রাস উর ভারী॥

অত্যন্ত ভয়ে রাজা উত্তর দিলেন না। কুটিল রাজারা মনে মনে খুশী হলেন। দেবতা, মুনি, নাগ, ও নগরবাসী নরনারীরা ভয়ত্রস্ত মনে ভাবতে লাগলেন।

মন পছিতাতি সীয় মহতারী • বিধি অব সঁবরী বাত বিগারী।
ভৃগুপতি কর সুভাউ সুনি সীতা • অরধ নিমেষ কলপ সম বীতা॥

সীতার জননী মনে মনে অনুশোচনা করতে লাগলেন - বিধাতা যা সম্পন্ন হল তা ভণ্ডুল করে দিলেন। সীতা পরশুরামের স্বভাব শুনে অর্ধনিমেষকেও কল্প বলে ভাবতে লাগলেন।

দো॰ সভয় বিলোকে লোগ সব জানি জানকী ভীরু।
হৃদয়ঁ ন হরষু বিষাদু কছু বোলে শ্রীরঘুবীরু॥ ২৭০

সকলকে ভয়ার্ত দেখে এবং জানকীকে ভীরু দেখে হর্ষ এবং বিষাদশূন্য মনে শ্রীরঘুবীর বললেন—

নাথ সম্ভুধনু ভঞ্জনিহারা • হোইহি কেউ এক দাস তুম্হারা।
আয়সু কাহ কহিঅ কিন মোহী • সুনি রিসাই বোলে মুনি কোহী॥

হে নাথ! হরধনু যে ভেঙেছে সে আপনারই কোন দাস হবে। আপনার কী আজ্ঞা আমাকে বলছেন না কেন? মুনি সক্রোধে বললেন—

সেবকু সো জো করৈ সেবকাঈ • অরি করনী করি করিঅ লরাঈ।
সুনহু রাম জেহিঁ সিবধনু তোরা • সহসবাহু সম সো রিপু মোরা॥

সেবক সে-ই যে দাসত্ব করে, যে শত্রুর কাজ করে তার সঙ্গে তো যুদ্ধ করতে হয়। শোনো রাম, হরধনু যে ভেঙেছে সে ইন্দ্রের মতোই আমার শত্রু।

সো বিলগাউ বিহাই সমাজা * ন ত মারে জৈহহিঁ সব রাজা।
সুনি মুনি বচন লখন মুসুকানে * বোলে পরসুধরহি অপমানে ॥

সে এই রাজসমাজ থেকে পৃথক্ হয়ে আসুক, তা না হলে সমস্ত রাজা মারা পড়বে। মুনির কথা শুনে লক্ষ্মণ হাসলেন এবং পরশুরামকে অপমান করে বললেন—

বহু ধনুহীঁ তোরীঁ লরিকাঈঁ * কবহুঁ ন অসিরিস কীন্হি গোসাঈঁ।
এহি ধনু পর মমতা কেহি হেতূ * সুনি রিসাই কহ ভৃগুকুলকেতূ ॥

শৈশবে আমি বহু ধনুক ভেঙেছি, হে গোঁসাই, আপনি তো তখন কখনও এমন ক্রুদ্ধ হন নি, এই ধনুকের উপরে আপনার এত মমতা কেন? একথা শুনে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

দো॰ রে নৃপ বালক কাল বস, বোলত তোহি ন সঁভার।
ধনুহী সম ত্রিপুরারি ধনু, বিদিত সকল সংসার ॥ ২৭১

হে রাজপুত্র, কালবশে তুমি সংযত হয়ে কথা বলছ না। ত্রিভুবনে বিদিত ত্রিপুরারির ধনু কি সাধারণ ধনুকের মতো?

চৌ॰ লখন কহা হঁসি হমরেঁ জানা * সুনহু দেব সব ধনুষ সমানা।
কা ছতি লাভু জূন ধনু তোরেঁ * দেখা রাম নয়ন কে ভোরেঁ ॥

লক্ষ্মণ হেসে বললেন, হে দেব! আমার জ্ঞানে তো এই বলে যে সব ধনুকই সমান। পুরনো ধনুক ভাঙাতে লাভলোকসানের কথা ওঠে কেন? রাম তো নতুনই মনে করে ছিলেন ধনুকটিকে।

ছুঅত টূট রঘুপতিহু ন দোসূ * মুনি বিনু কাজ করিঅ কত রোসূ।
বোলে চিতই পরসু কী ওরা * রে সঠ সুনেহি সুভাউ ন মোরা ॥

ছুঁতেই তা ভেঙে গেল, এতে রামচন্দ্রের দোষ নেই। হে মুনি, অনর্থক কেন ক্রুদ্ধ হচ্ছেন? পরশুরাম কুঠারের দিকে চেয়ে বললেন, হে শঠ, তুমি আমার স্বভাবের কথা শোন নি।

বালকু বোলি বধউঁ নহিঁ তোহী * কেবল মুনি জড় জানহি মোহী।
বাল ব্রহ্মচারী অতি কোহী * বিস্ব বিদিত ছত্রিয়কুল দ্রোহী ॥

বালক বলে আমি তোমাকে বধ করছি না। হে মূর্খ, তুমি আমাকে মুনি বলেই জেনেছ। আমি বালব্রহ্মচারী এবং কোপনস্বভাব, জগতে ক্ষত্রিয়কুলের আমি প্রখ্যাত শত্রু।

ভুজবল ভূমি ভূপ বিনু কীন্হী ◆ বিপুল বার মহিদেবন্হ দীন্হী।
সহসবাহু ভুজ ছেদনিহারা ◆ পরসু বিলোকু মহীপকুমারা॥

রাজকুমার! ভুজবলে আমি পৃথিবীকে নৃপতিহীন করে বহুবার ব্রাহ্মণদের দিয়েছি। সহস্র বাহু ইন্দ্রের বাহুচ্ছেদে দক্ষ এই কুঠারটিকে দেখো।

দো॰ মাতু পিতহি জনি সোচবস, করসি মহীসকিসোর।
গর্ভন্হ কে অর্ভক দলন, পরসু মোর অতি ঘোর॥ ২৭২

হে রাজকিশোর! মাতাপিতাকে যেন বৃথা শোকে ফেলো না। আমার এই অতি নিষ্ঠুর কুঠার গর্ভস্থ শিশুকেও নিধন করে।

চৌ॰ বিহসি লখনু বোলে মৃদু বানী ◆ অহো মুনীসু মহা ভটমানী।
পুনি পুনি মোহি দেখাব কুঠারূ ◆ চহত উড়াবন ফূঁকি পহারূ॥

লক্ষ্মণ হেসে মৃদু বচনে বললেন, হে মুনীশ্বর! আপনি তো নিজেকে মহাবীর বলে ভাবেন। বারবার আমাকে কুঠার দেখাচ্ছেন। আপনি ফুঁ দিয়ে পাহাড় ওড়াতে চান।

ইহাঁ কুম্হড় বতিয়া কোউ নাহীঁ ◆ জে তরজনী দেখি মরি জাহীঁ।
দেখি কুঠারু সরাসন বানা ◆ মৈঁ কছু কহা সহিত অভিমানা॥

এখানে কাচা ফল এমন কিছু নাই যা তর্জনী দেখালেই শুকিয়ে যাবে। ঐ কুঠার আর ধনুর্বাণ দেখেই আমি সগর্বে কিছু বলেছি।

ভৃগুসুত সমুঝি জনেউ বিলোকী ◆ জো কছু কহহু সহউঁ রিস রোকী।
সুর মহিসুর হরিজন অরু গাঈ ◆ হমরেঁ কুল ইন্হ পর ন সুরাঈ॥

উপবীত দেখে ভৃগুবংশী ব্রাহ্মণ মনে করে যা আপনি বলেছেন ক্রোধ দমন করে তা সহ্য করেছি। দেবতা, ব্রাহ্মণ, হরিভক্ত এবং গাভীর উপরে আমাদের বংশে বীরত্ব দেখানো হয় না।

বধেঁ পাপু অপকীরতি হারেঁ ◆ মারতহূঁ পা পরিঅ তুম্হারেঁ।
কোটি কুলিস সম বচনু তুম্হারা ◆ ব্যর্থ ধরহু ধনু বান কুঠারা॥

এদের হত্যায় পাপ এবং পরাজয়ে অপকীর্তি। মারলেও আপনার পায়েই পড়ব। কোটি বজ্রের মতো আপনার কথা। আপনি ধনুর্বাণ আর কুঠার বৃথাই ধারণ করেছেন

দো॰ জো বিলোকি অনুচিত কহেউঁ, ছমহু মহামুনি ধীর।
সুনি সরোষ ভৃগুবংসমনি, বোলে গিরা গভীর॥ ২৭৩

হে মহামুনি, এগুলো (অস্ত্রগুলো) দেখে যদি অনুচিত কিছু বলে থাকি ক্ষমা করবেন। এ কথা শুনে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে গম্ভীর বাণীতে বললেন—

চৌ॰ কৌসিক সুনহু মন্দ যহু বালকু * কুটিল কালবস নিজ কুল ঘালকু।
ভানু বংস রাকেস কলঙ্কূ * নিপট নিরঙ্কুস অবুধ অসঙ্কূ॥

হে বিশ্বামিত্র, শোনো, এই বালক কুবুদ্ধি এবং কুটিল। কালবশে নিজের কুলের ধ্বংস নিজেই বয়ে আনছে দেখছি। এ সূর্যবংশরূপ পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক, অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী, মূর্খ এবং নির্ভীক।

কাল কবলু হোইহি ছন মাহীঁ * কহউঁ পুকারি খোরি মোহি নাহীঁ।
তুম্হ হটকহু জৌঁ চহহু উবারা * কহি প্রতাপু বলু রোষু হমারা॥

মুহূর্তেই এ কালের গ্রাসে যাবে। একথা আমি ঘোষণা করে বলছি, আমাকে দোষ দিও না। যে একে বাঁচাতে চায় সে আমার প্রতাপ, বল এবং ক্রোধের কথা বলে একে মানা করুক।

লখন কহেউ মুনি সুজসু তুম্হারা * তুম্হহি অছত কো বরনৈ পারা।
অপনে মুঁহ তুম্হ আপনি করনী * বার অনেক ভাঁতি বহু বরনী॥

লক্ষ্মণ বললেন, হে মুনি, আপনার সুযশ আপনি থাকতে আর কে বর্ণনা করতে পারে, আপনি নিজের মুখে তো আপনার বহু কর্মের বহু রকমে বর্ণনা দিলেন।

নহিঁ সন্তোষু ত পুনি কছু কহহূ * জনি রিস রোকি দুসহ দুখ সহহূ।
বীরব্রতী তুম্হ ধীর অছোভা * গারী দেত ন পাবহু সোভা॥

এতে যদি আপনার সন্তোষ না হয়ে থাকে আরও বলুন। ক্রোধ দমন করে অসহ্য দুঃখ সহ্য করবেন না। আপনার বীরব্রত, আপনি ধৈর্যবান্ আর ক্ষোভশূন্য। গাল দেওয়া আপনার শোভা পায় না।

দো॰ সূর সমর করনী করহিঁ, কহি ন জনাবহিঁ আপু।
বিদ্যমান রন পাই রিপু, কায়র কথহিঁ প্রতাপু॥ ২৭৪

বীর যুদ্ধক্ষেত্রেই নিজের বীরত্ব দেখায়। নিজের কথা নিজে জানায় না। যুদ্ধে নিজের শত্রুকে পেয়ে কাপুরুষই বৃথা বাক্য ব্যয় করে।

চৌ॰ তুম্হতৌ কালু হাঁক জনু লাবা ॥ বার বার মোহি লাগি বোলাবা।
সুনত লখন কে বচন কঠোরা ॥ পরসু সুধারি ধরেউ কর ঘোরা ॥

আপনি যেন কালকে চিৎকার করেই আমার জন্যে ডাকছেন। লক্ষ্মণের কঠোর কথা শুনেই পরশুরাম নিজের ভয়ঙ্কর কুঠার ঠিক করে ধরলেন।

অব জনি দেই দোসু মোহি লোগূ ॥ কটুবাদী বালকু বধ জোগূ।
বাল বিলোকি বহুত মৈঁ বাঁচা ॥ অব য়হু মরনিহার ভা সাঁচা ॥

বললেন, এখন লোকে যেন আমাকে দোষ না দেয়। কটুভাষী এই বালক বধ্য। বালক মনে করে আমি একে অনেক বাঁচিয়েছি, এখন কিন্তু এ সত্যি সত্যি মরতে চলছে।

কৌসিক কহা ছমিঅ অপরাধূ ॥ বাল দোষ গুন গনহিঁ ন সাধূ।
খর কুঠার মৈঁ অকরুন কোহী ॥ আগেঁ অপরাধী গুরুদ্রোহী।
উতর দেত ছোড়উঁ বিনু মারেঁ ॥ কেবল কৌসিক সীল তুম্হারেঁ।
ন ত এহি কাটি কুঠার কঠোরেঁ ॥ গুরহি উরিন হোতেউঁ শ্রম থোরেঁ ॥

বিশ্বামিত্র বললেন, এর অপরাধ ক্ষমা করুন। সজ্জনেরা বালকের দোষগুণ দেখেন না। পরশুরাম বলতে লাগলেন—হে কুঠার! আমি অকরুণক্রোধী, আর এ অপরাধী গুরুদ্রোহী আমার সামনে মুখে মুখে কথা বলছে, একে না মেরে ছেড়ে দিচ্ছি। হে বিশ্বামিত্র, সে কেবল তোমার ব্যবহারের কল্যাণেই। তা না হলে একে কুঠারে কেটে অল্প শ্রমেই গুরুর ঋণ শোধ করা যেত।

দো॰ গাধিসূনু কহ হৃদয়ঁ হঁসি, মুনিহি হরিঅরই সূঝ।
অয়ময় খাঁড় ন ঊখময়, অজহুঁ ন বূঝ অবূঝ ॥ ২৭৫

বিশ্বামিত্র মনে মনে হেসে বলতে লাগলেন, মুনির বোধশক্তি দেখি খুবই ক্ষীণ। এ লোহার খাঁড়া, ইক্ষুরও নয়। আজও এ অবুঝ বুঝলেন না।

চৌ॰ কহেউ লখন মুনি সীলু তুম্হারা ॥ কো নহিঁ জান বিদিত সংসারা।
মাতা পিতহি উরিন ভএ নীকেঁ ॥ গুর রিনু রহা সোচু বড় জীকেঁ ॥

লক্ষ্মণ বললেন, হে মুনি, আপনার স্বভাব কে না জানে? সে তো সংসারে প্রসিদ্ধ। মাতাপিতার ঋণ ভালো করেই শোধ করেছেন, এখন গুরুর কাছে যে ঋণ তার জন্যেই মনে বড়ো চিন্তা।

সো জনু হমরেহি মাথে কাঢ়া * দিন চলি গএ ব্যাজ বড় বাঢ়া।
অব আনিঅ ব্যৱহরিআ বোলী * তুরত দেউ মৈঁ থৈলী খোলী ॥

সে ঋণ শোধের জন্যে এই আমার মাথা। বহুদিন গত হল, অনেক সুদ জমা হয়েছে। এখন কোন হিসাববিদ্‌কে ডাকুন, তা হলে আমি থলি খুলে দি।

সুনি কটুবচন কুঠার সুধারা * হায় হায় সব সভা পুকারা।
ভৃগুবর পরসু দেখাবহু মোহী * বিপ্র বিচারি বচউ নৃপদ্রোহী ॥

কটুবচন শুনে মুনি কুঠার হাতে ধরলেন। সভা হায় হায় করে উঠল। লক্ষ্মণ বললেন, হে পরশুরাম। আপনি কুঠার দেখাচ্ছেন? হে রাজদ্রোহী, ব্রাহ্মণ বলেই আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি।

মিলে ন কবহুঁ সুভট রন গাঢ়ে * দ্বিজ দেৱতা ঘরহি কে বাঢ়ে।
অনুচিত কহি সব লোগ পুকারে * রঘুপতি সয়নহিঁ লখনু নেৱারে ॥

কখনও রণাঙ্গনে প্রকৃত বীরের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয় নি। হে দ্বিজদেব, আপনি ঘরেই বড়ো হলেন। শুনে সকলেই বললেন, এ কথা বলা উচিত হয় নি। রামচন্দ্র ইঙ্গিতে লক্ষ্মণকে নিবারণ করলেন।

দো॰ লখন উত্তর আহুতি সরিস, ভৃগুবর কোপু কৃসানু।
বঢ়ত দেখি জল সম বচন, বোলে রঘুকুল ভানু ॥ ২৭৬

লক্ষ্মণের উত্তর আহুতির মতো আর ভৃগুবরের কোপ অগ্নির মতো বাড়তে দেখে রঘুকুল-ভানু জলসেচনের মতো বচনে বললেন—

নাথ করহু বালক পর ছোহূ * সূধ দূধমুখ করিঅ ন কোহূ।
জৌঁ পৈ প্রভু প্রভাউ কছু জানা * তৌ কি বরাবরি করত অয়ানা ॥

হে নাথ, বালকের উপর দয়া করুন। এই সরল আর দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপরে ক্রুদ্ধ হবেন না। যদি এ আপনার প্রভাব কিছুটাও জানত তাহলে এই অজ্ঞান কি আপনার সঙ্গে সমানে তর্ক করত?

জৌঁ লরিকা কছু অচগরি করহীঁ * গুর পিতু মাতু মোদ মন ভরহীঁ।
করিঅ কৃপা সিসু সেৱক জানী * তুম্হ সম সীল ধীর মুনি গ্যানী ॥

যদি বালক কোন দুরন্তপনা করে তাহলে গুরু, পিতা ও মাতার মন আনন্দে পূর্ণ হয়। শিশুসেবক জেনে একে কৃপা করুন, কারণ আপনি সমদর্শী, শীলবান, ধীর এবং জ্ঞানী মহর্ষি।

রাম বচন সুনি কছুক জুড়ানে * কহি কছু লখনু বহুরি মুসুকানে।
হঁসত দেখি নখ সিখ রিস ব্যাপী * রাম তোর ভ্রাতা বড় পাপী ॥

রামের কথা শুনে তিনি কিছু শান্ত হতেই কী যেন বলে লক্ষ্মণ আবার হাসল। হাসতে দেখে পরশুরামের ক্রোধ আপাদমস্তক ছড়িয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমার সহোদর মহাপাপী।

গৌর সরীর স্যাম মন মাহীঁ * কাল কূট মুখ পয়মুখ নাহীঁ।
সহজ টেঢ় অনুহরই ন তোহী * নীচু মীচু সম দেখ ন মোহী ॥

এর শরীরের বর্ণ শুভ্র কিন্তু মনে বড় কৃষ্ণতা, এ বিষ-মুখ, দুগ্ধ-মুখ নয়। এ স্বভাবকুটিল, তোমার স্বভাবের সঙ্গে এর মিল নেই। এই নীচ আমাকে মৃত্যুর মতো দেখছে না।

দো॰ লখন কহেউ হঁসি সুনহু মুনি, ক্রোধু পাপ কর মূল।
জেহি বস জন অনুচিত করহিঁ, চরহিঁ বিস্ব প্রতিকূল ॥ ২৭৭

লক্ষ্মণ হেসে বললেন, হে মুনি, শুনুন, ক্রোধ পাপের মূল যার বলে মানুষ অনুচিত কাজ করে, সংসারের প্রতিকূল আচরণ করে।

চৌ॰ মৈঁ তুম্হার অনুচর মুনিরায়া * পরিহরি কোপু করিঅ অব দায়া।
টুট চাপ নহিঁ জুরি হি রিসানে * বৈঠিঅ হোইহিঁ পায় পিরানে ॥

হে মুনিরাজ। আমি আপনার সেবক। ক্রোধ দূর করে আমার উপর সদয় হোন। ভাঙা ধনুক তো ক্রুদ্ধ হলে জুড়ে যাবে না। আপনি আসন গ্রহণ করুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার পা ব্যথা করছে।

জৌঁ অতি প্রিয় তৌ করিঅ উপাঈ * জোরিঅ কোউ বড় গুনী বোলাঈ।
বোলত লখনহিঁ জনকু ডেরাহীঁ * মষ্ট করহু অনুচিত ভল নাহীঁ ॥

যদি এই ধনুক আপনার অত্যন্ত প্রিয় হয় তাহলে উপায় করুন, কোন গুণী কারিগর ডেকে জুড়ে নিন। লক্ষ্মণের কথা শুনে জনক ভীত হয়ে বললেন, চুপ করো, অনুচিত কথা বলা ঠিক নয়।

থর থর কাঁপহিঁ পুর নর নারী * ছোট কুমার খোট বড় ভারী।
ভৃগুপতি সুনি সুনি নিরভয় বানী * রিস তন জরই হোই বল হানী ॥

নগরের নরনারী থরথর্ করে কাঁপতে লাগল, আর বলল, 'ছোট রাজকুমার খুব দুরন্ত।' পরশুরামের শরীর লক্ষ্মণের নির্ভীক কথায় ক্রোধে জ্বলছিল আর উনি অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন।

বোলে রামহি দেই নিহোরা * বচউঁ বিচারি বন্ধু লঘু তোরা।
মন্নু মলীন তন্নু সুন্দর কৈসেঁ * বিষ রস ভরা কনক ঘটু জৈসেঁ ॥

রামকে সাধুবাদ দিয়ে বললেন, তোমার ছোটো ভাই বলে ওকে বাঁচালাম। বিষরসে ভরা সোনার ঘট যেমন এও তেমনি—এর মন মলিন কিন্তু দেহ সুন্দর।

দো॰ সুনি লছিমন বিহসে বহুরি, নয়ন তরেরে রাম।
গুরু সমীপ গবনে সকুচি, পরিহরি বানী বাম ॥ ২৭৮

শুনে লক্ষ্মণ আবার হাসলেন, রাম কটাক্ষ করলেন। লক্ষ্মণ লজ্জিত হয়ে বাঁকা কথা ছেড়ে গুরুর কাছে গেলেন।

চৌ॰ অতি বিনীত মৃদু সীতল বানী * বোলে রামু জোরি জুগ পানী।
সুনহু নাথ তুম্হ সহজ সুজানা * বালক বচন্নু করিঅ নহিঁ কানা ॥

রাম দুহাত জোড় করে অতি বিনীত মৃদুশীতল বচনে বললেন, হে নাথ, শুনুন। আপনি স্বভাবসুজন। বালকের কথা কানে নেবেন না।

বররৈ বালকু একু সুভাউ * ইন্হহি ন সন্ত বিদূসহিঁ কাউ।
তেহিঁ নাহীঁ কছু কাজ বিগারা * অপরাধী মৈ নাথ তুম্হারা ॥

বোলতা আর বালকের স্বভাব একই রকম। সজ্জনেরা কেউ এদের দোষ ধরেন না। এ আপনার কোন ক্ষতি করে নি। হে নাথ, আমিই আপনার কাছে অপরাধী।

কৃপা কোপু বধু বঁধব গোসাঈঁ * মো পর করিঅ দাস কী নাঈঁ।
কহিঅ বেগি জেহি বিধি রিস জাঈ * মুনিনায়ক সোই করৌঁ উপাঈ ॥

হে নাথ, কৃপা-কোপ-বধ বা বন্ধন যা করবার দাস মনে করে আমার উপর করুন। কী করলে অচিরে আপনার ক্রোধ দূর হবে বলুন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি তাই করব।

কহ মুনি রাম জাই রিস কৈসেঁ * অজহুঁ অনুজ তব চিতব অনৈসেঁ।
এহি কেঁ কণ্ঠ কুঠারু ন দীন্হা * তৌ মৈঁ কাহ কোপু করি কীন্হা ॥

মুনি বললেন, রাম ক্রোধ যাবে কিসে? এখনও তোমার অনুজ বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে! এর কণ্ঠে যদি কুঠারাঘাত না করি, তাহলে শুধু ক্রোধ করেই বা কী হবে?

দো॰ গর্ভ স্রবহিঁ অবনিপ রবনি, সুনি কুঠার গতি ঘোর।
পরসু অছত দেখউঁ জিঅত, বৈরী ভূপকিসোর ॥ ২৭৯

যে কুঠারের ভয়ঙ্কর গতির কথা শুনে রাজমহিষীদের গর্ভপাত হয়। সেই কুঠার থাকতেও আমি বৈরী রাজকুমারকে জ্যান্ত দেখছি।

বহই ন হাথু দহই রিস ছাতী ॥ ভা কুঠারু কুণ্ঠিত নৃপঘাতী
ভয়উ বাম বিধি ফিরেউ সুভাউ ॥ মোরে হৃদয়ঁ কৃপা কসি কাউ ॥

হাত চলছে না ক্রোধে বুক জ্বলছে। রাজঘাতক কুঠারটিও কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। বিধি বাম, তাই আমার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, তা না হলে আমার হৃদয়ে কারো উপর দয়া হয় কেমন করে?

আজু দয়া দুখু দুসহ সহাবা ॥ সুনি সৌমিত্রি বিহসি সিরু নাবা।
বাউ কৃপা মূরতি অনুকূলা ॥ বোলত বচন ঝরত জনু ফূলা ॥

আজ দয়া অসহ্য দুঃখ সহ্য করাচ্ছে। একথা শুনেই লক্ষ্মণ হেসে মাথা নত করে বললেন, নাথ! আপনার কৃপারূপ বায়ু আপনার মূর্তির অনুকূল, কথা বলছেন, মনে হচ্ছে যেন ফুল ঝরছে।

জৌঁপৈ কৃপা জরিহিঁ মুনি গাতা ॥ ক্রোধ ভএ তনু রাখ বিধাতা।
দেখু জনক হঠি বালক এহূ ॥ কীন্হ চহত জড় জমপুর গেহূ ॥

হে মহর্ষি। কৃপা করলে আপনার শরীর জ্বলে, ক্রোধ হলে বিধাতাই শরীরকে রক্ষা করবেন। একথা শুনে পরশুরাম বললেন, দেখ এই বালক জিদ ধরে যমালয়ে ঘর বাঁধতে চায়।

বেগি করহু কিন আঁখিন্হ ওটা ॥ দেখত ছোট খোট নৃপ ঢোটা।
বিহসে লখনু কহা মন মাহীঁ ॥ মূদেঁ আঁখি কতহুঁ কোউ নাহীঁ ॥

একে এক্ষুণি চোখের সামনে থেকে সরাও, দেখতে ছোট বটে কিন্তু এ রাজকুমার দুষ্ট। একথা শুনে লক্ষ্মণ হেসে বললেন, চোখ বুজলে তো কেউ কোথাও নেই।

দো॰ পরসুরামু তব রাম প্রতি, বোলে উর অতি ক্রোধু।
সম্ভু সরাসনু তোরি সঠ, করসি হমার প্রবোধু ॥ ২৮০

তখন পরশুরাম সক্রোধে রামকে বললেন, রে শঠ! হরধনু ভেঙে আমাকে জ্ঞান বিতরণ করছ?

বন্ধু কহই কটু সম্মত তোরেঁ ॥ তূ ছল বিনয় করসি কর জোরে।
করু পরিতোষু মোর সংগ্রামা ॥ নাহিঁ ত ছাড় কহাউব রামা ॥

তোমার ভাই তোমারই পরামর্শে কটু কথা বলছে আর তুমি ছল করে হাত জোড় করে মিনতি করছ। যুদ্ধে আমাকে সন্তুষ্ট করো, আর না হলে রামনাম পরিত্যাগ করো।

ছলু তজি করহি সমরু সিবদ্রোহী * বন্ধু সহিত ন ত মারউঁ তোহী।
ভৃগুপতি বকহিঁ কুঠার উঠাএঁ * মন মুসুকাহিঁ রামু সির নাএঁ ॥

হে শিবদ্রোহী! ছল পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, নাহলে ভাইয়ের সঙ্গে তোমাকেও বধ করব। পরশুরাম কুঠার তুলে একথা বলছিলেন, আর রাম মাথা নত করে মনে মনে হাসছিলেন।

গুনহ লখন কর হম পর রোষু * কতহুঁ সুধাইহু তে বড় দোষু।
টেঢ় জানি সব বন্দই কাহূ * বক্র চন্দ্রমহি গ্রসই ন রাহূ ॥

দোষ করল লক্ষ্মণ আর রাগ করছেন আমার উপরে। কখনও কখনও সরলতাতেও দোষ হয়। বক্র হলে তাকেই সবাই ভজনা করে, বাঁকা চাঁদকে রাহুও গ্রাস করে না।

রাম কহেউ রিস তজিঅ মুনীসা * কর কুঠারু আগেঁ যহ সীসা।
জেহিঁ রিস জাই করিঅ সোই স্বামী * মোহি জানিঅ আপন অনুগামী ॥

রাম বললেন, হে মুনীশ্বর ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আপনার হাতে কুঠার আর এই আমার মাথা। যাতে আপনার ক্রোধ দূর হয়, হে স্বামিন্ তাই করুন, আমাকে আপনারই অনুগামী জানবেন।

দো০ প্রভুহি সেবকহি সমরু কস, তজহু বিপ্রবর রোসু।
বেষু বিলোকেঁ কহেসি কছু, বালকহূ নহিঁ দোসু ॥ ২৮১

প্রভু আর সেবকের যুদ্ধ সে কি সম্ভব? হে বিপ্রবর আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন। (ক্ষত্রিয়ের) বেশ দেখে এই বালক কিছু বলেছে, এর দোষ নেই।

চৌ০ দেখি কুঠার বান ধনু ধারী * ভৈ লরিকহি রিস বীরু বিচারী।
নামু জান পৈ তুম্হহি ন চীন্হা * বংস সুভায়ঁ উতরু তেহিঁ দীন্হা ॥

আপনাকে কুঠার আর ধনুর্বাণ নিয়ে দেখে বীর ভেবে এ বালকের ক্রোধ হয়েছে। আপনার নাম ও জানে কিন্তু পরিচয় তো নেই। এইজন্যে বংশসুলভ উত্তর দিয়েছে।

জৌঁ তুম্হ ঔতেহু মুনি কী নাঈঁ * পদ রজ সিরসিসু ধরত গোসাঈঁ।
ছমহু চুক অনজানত কেরী * চহিঅ বিপ্র উর কৃপা ঘনেরী ॥

হে নাথ! আপনি মুনিবেশে এলে এ বালক আপনার চরণধূলি মাথায় নিত। অজ্ঞানের ত্রুটি মার্জনা করুন। ব্রাহ্মণের হৃদয়ে তো নিবিড় করুণা থাকার কথা।

হমহি তুম্হহি সরিবরি কসি নাথা • কহহু ন কহাঁ চরন কহঁ মাথা।
রাম মাত্র লঘু নাম হমারা • পরসু সহিত বড় নাম তোহারা ॥

হে নাথ, আপনার আর আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা কোথায়? কোথায় পা আর কোথায় মাথা? কোথায় তুচ্ছ আমার রাম নাম, আর কোথায় আপনার পরশুযুক্ত সেই মহান্ নাম!

দেব এক গুনু ধনুষ হমারে • নব গুন পরম পুনীত তুম্হারে।
সব প্রকার হম তুম্হ সন হারে • ছমহু বিপ্র অপরাধ হমারে ॥

হে দেব, আমার তো এক ধনুকই গুণ আর আপনার পরম পবিত্র নবগুণ। সবদিক দিয়ে আমি আপনার কাছে পরাজিত, হে বিপ্র, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

দো॰ বার বার মুনি বিপ্রবর, কহা রাম সন রাম।
বোলে ভৃগুপতি সরুষ হসি, তহূঁ বন্ধু সম বাম ॥২৮২

রাম বার বার পরশুরামকে 'মুনি' আর 'বিপ্রবর' বলে সম্বোধন করলেন কিন্তু ভৃগুপতি ক্রোধমিশ্রিত হাসি হেসে বললেন, তুমি তোমার ভাইয়ের মতোই প্রতিকূল।

চৌ॰ নিপটহিঁ দ্বিজ করি জানহি মোহী • মৈঁ জস বিপ্র সুনাবউঁ তোহী।
চাপ স্রুবা সর আহুতি জানূ • কোপু মোর অতি ঘোর কৃসানূ ॥

তুমি আমাকে শুধু ব্রাহ্মণ বলে জেনেছ, আমি কেমন ব্রাহ্মণ তা তোমাকে শোনাচ্ছি। ধনুককে স্রুব, বাণকে আহুতি এবং আমার ক্রোধকে প্রবল অগ্নি জেনো।

সমিধি সেন চতুরঙ্গ সুহাঈ • মহা মহীপ ভএ পসু আঈ।
মৈঁ এহিঁ পরসু কাটি বলি দীন্হে • সমর জগ্য জপ কোটিন্হ কীন্হে ॥

সমিধ্, হল সুন্দর চতুরঙ্গ দল, আর মহা মহীপতিরা হলেন পশু। আমি এই পরশুতে কেটে কোটি বলি দিয়েছি। আমি কোটি কোটি যুদ্ধ, যজ্ঞ ও জপ করেছি।

মোর প্রভাউ বিদিত নহিঁ তোরে • বোলসি নিদরি বিপ্র কে ভোরে।
ভঞ্জেউ চাপু দাপু বড় বাঢ়া • অহমিতি মনহুঁ জীতি জগু ঠাঢ়া ॥

আমার স্বভাব তোমার ঠিক জানা নাই? এই জন্যে ব্রাহ্মণ বলে সম্ভাষণটাকে আমি কোন গুরুত্ব না দিয়ে কথা বলছি। ধনুক ভাঙায় তোমার অহংকার বড়ো বেড়েছে। তুমি ভাবছ—আমি কী না হয়েছি। যেন সমস্ত ভুবনকে জয় করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ।

রাম কহা মুনি কহহু বিচারী ॥ রিস অতি বড়ি লঘু চুক হমারী ।
ছুঅতহিঁ টূট পিনাক পুরানা ॥ মৈঁ কেহি হেতু করোঁ অভিমানা ॥

রাম বললেন, হে মুনি, বিচার করে বলবেন। আপনার ক্রোধ প্রচণ্ড কিন্তু আমার ভুল অত্যন্ত সামান্য। হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্রই পুরনো ধনুক ভেঙে গেল। আমি কোন্ কারণে গর্ব করব ?

দো॰ জৌঁ হম নিদরহিঁ বিপ্রবদি, সত্য সুনহু ভৃগুনাথ ।
তৌ অস কো জগ সুভটু জেহি, ভয় বস নাবহিঁ মাথ ॥ ২৮৩

হে ভৃগুনাথ, আমি যদি ব্রাহ্মণ বলে অনাদরই করে থাকি তাহলে সত্যি বলুন, এ জগতে এমন বীর কে আছে যার কাছে আমি মাথা নত করব ?

চৌ॰ দেব দনুজ ভূপতি ভট নানা ॥ সমবল অধিক হোউ বলবানা ।
জৌঁ রন হমহি পচারৈ কোউ ॥ লরহিঁ সুখেন কালু কিন হোউ ॥

দেবতা দানব রাজা আর অগণিত যোদ্ধা—এ যুদ্ধে আমার সমান অথবা আমার চেয়ে বড়ো হোক, যদি সে রণে আমাকে আহ্বান করে, তা আগামী কালই হোক না কেন, আমি তার সঙ্গে সানন্দে যুদ্ধ করব।

ছত্রিয় তনু ধরি সমর সকানা ॥ কুল কলঙ্কু তেহিঁ পাবঁর আনা ।
কহউঁ সুভাউ ন কুলহি প্রসংসী ॥ কালহু ডরহিঁ ন রন রঘুবংসী ॥

ক্ষত্রিয়শরীর ধারণ করে যে যুদ্ধে ভয় পায় সেই পামর কুলে কলঙ্ক আনে। আমি সত্যি বলছি. এটা কুলের প্রশংসা নয়, কোন কালেও রাঘবেরা সংগ্রামকে ভয় পায় না।

বিপ্রবংস কৈ অসি প্রভুতাঈ ॥ অভয় হোই জো তুম্হহি ডেরাঈ ।
সুনি মৃদু গূঢ় বচন রঘুপতি কে ॥ উঘরে পটল পরসুধর মতি কে ॥

বিপ্রবংশের এমনি প্রভুত্ব যে আপনাকে ভয় করে সে অভয় হয়। রামের এই কোমল ও গূঢ় কথা শুনে পরশুরামের বুদ্ধির কপাট খুলে গেল।

রাম রমাপতি কর ধনু লেহু ॥ খৈঁচহু মিটৈ মোর সন্দেহু ।
দেত চাপু আপুহিঁ চলি গয়উ ॥ পরসুরাম মন বিসময় ভয়উ ॥

বললেন, হে রাম, হে রমাপতি, হাতে এই ধনুক নাও। আর এতে টান দাও, তাহলে আমার সন্দেহ মিটবে। ধনুক দিতে গেলেন তিনি কিন্তু সে ধনুক আপনা থেকেই (রামের হাতে) চলে গেল। পরশুরামের মনে বিস্ময় জাগল।

দো॰ জানা রাম প্রভাউ তব, পুলক প্রফুল্লিত গাত।
জোরি পানি বোলে বচন, হৃদয় ন প্রেমু অমাত ॥২৮৪

তখন পরশুরাম রামের প্রতাপ জানলেন, দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হল। হৃদয়ে প্রেম আর ধরে না। করজোড়ে বললেন—

চৌ॰ জয় রঘুবংস বনজ বন ভানূ ॥ গহন দনুজ কুল দহন কৃসানূ।
জয় সুর বিপ্র ধেনু হিতকারী ॥ জয় মদ মোহ কোহ ভ্রম হারী ॥

হে রঘুবংশরূপ কমলবনের সূর্য, হে দানবকুলরূপ গহন বনের দাবাগ্নি, হে দেবতা, বিপ্র ও ধেনুর হিতকারী, তোমার জয় হোক। হে মদ, মোহ, ক্রোধ ও ভ্রমহারী তোমার জয় হোক।

বিনয় সীল করুনা গুন সাগর ॥ জয়তি বচন রচনা অতি নাগর।
সেবক সুখদ সুভগ সব অঙ্গা ॥ জয় সরীর ছবি কোটি অনঙ্গা ॥

হে বিনয়, শীল ও করুণাগুণের সাগর, হে বচনরচনাচতুর, তোমার জয় হোক। হে সেবকসুখদ, হে সর্বাঙ্গমনোহর, হে কোটি কামদেব বন্দিত দেহ, তোমার জয় হোক।

করৌঁ কাহ মুখ এক প্রসংসা ॥ জয় মহেস মন মানস হংসা।
অনুচিত বহুত কহেউঁ অগ্যাতা ॥ ছমহু ছমামন্দির দোউ ভ্রাতা ॥

এক মুখে আমি তোমার কী প্রশংসা করব? হে শিবের মানসরোবরের হংস। তোমার জয় হোক। না জেনে আমি অনেক অনুচিত কথা বলেছি। হে ক্ষমামন্দির দুই সহোদর, ক্ষমা করো।

কহি জয় জয় জয় রঘুকুল কেতূ ॥ ভৃগুপতি গএ বনহি তপ হেতূ।
অপভয়ঁ কুটিল মহীপ ডেরানে ॥ জহঁ তহঁ কায়র গবঁহিঁ পরানে ॥

রঘুবংশের পতাকারূপ রাম, তোমার জয় হোক।—বারবার এই জয়ধ্বনি তুলে পরশুরাম তপস্যার জন্যে বনে চলে গেলেন। তখন নিজেদের অনুচিত ব্যবহারে ভীত হয়ে কুটিল রাজারা যেখানে পারল পালিয়ে গেল।

দো॰ দেবন্হ দীন্হীঁ দুন্দুভীঁ, প্রভু পর বরষহিঁ ফুল।
হরষে পুর নর নারি সব, মিটী মোহময় সূল ॥২৮৫

দেবতারা দুন্দুভি ধ্বনি করলেন, প্রভুর উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন। নগরের নরনারীরা আনন্দিত হলেন। মোহময় দুঃখ দূর হল।

জনক দূতের অযোধ্যায় আগমন

অতি গহগহে বাজনে বাজে * সবহিঁ মনোহর মঙ্গল সাজে।
জূথ জূথ মিলি সুমুখি সুনয়নীঁ * করহিঁ গান কল কোকিল বয়নীঁ ॥

আনন্দ বাদ্য বাজতে লাগল, সবাই মঙ্গল সাজে সাজল। সুমুখী সুনয়নী এবং কোকিল-কণ্ঠী নারীরা দলে দলে মিলিত হয়ে গান গাইতে লাগল।

সুখু বিদেহ কর বরনি ন জাঈ * জন্মদরিদ্র মনহুঁ নিধি পাঈ।
বিগত ত্রাস ভই সীয় সুখারী * জনু বিধু উদয়ঁ চকোর কুমারী ॥

রাজা জনকের আনন্দ বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। জন্মদরিদ্র যেন গুপ্তধন পেল। সীতার ভয় দূর হল, সুখী হলেন তিনি, চন্দ্রোদয়ে চকোরী যেমন সুখী হয়।

জনক কীন্হ কৌসিকহি প্রনামা * প্রভু প্রসাদ ধনু ভঞ্জেউ রামা।
মোহি কৃতকৃত্য কীন্হ দুহুঁ ভাঈ * অব জো উচিত সো কহিঅ গোসাঈঁ।

জনক বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে বললেন, আপনার অনুগ্রহেই রাম ধনুর্ভঙ্গ করেছে। দুই ভাই আমাকে কৃতকৃত্য করেছে। এখন যা করা উচিত, হে গোসাই, তার আদেশ দিন।

কহ মুনি সুনু নর নাথ প্রবীনা * রহা বিবাহু চাপ আধীনা।
টূটতহীঁ ধনু ভয়উ বিবাহূ * সুর নরনাগ বিদিত সব কাহূ ॥

মুনি বললেন, হে প্রবীণ ভূপতি, শোনো। বিবাহ তো ধনুকসাপেক্ষ ছিল। ধনুক ভাঙতেই সে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। দেবতা, নর, নাগ সবাই একথা জেনেছেন।

দো॰ তদপি জাই তুম্হ করহু অব, জথা বংস ব্যবহারু।
বূঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ গুর বেদ, বিদিত আচারু ॥২০৬

তবু তুমি এখন গিয়ে তোমার কুলাচার পালন করো। ব্রাহ্মণ, বিপ্র, কুলবৃদ্ধ গুরুকে জিজ্ঞাসা করে বেদবিহিত অনুষ্ঠান করো।

চৌ॰ দূত অবধপুর পঠবহু জাঈ * আনহিঁ নৃপ দশরথহি বোলাঈ।
মুদিত রাউ কহি ভলেহিঁ কৃপালা * পঠএ দূত বোলি তেহি কালা ॥

গিয়ে অযোধ্যায় দূত পাঠাও। রাজা দশরথকে ডেকে আনো। প্রসন্ন হয়ে রাজা বললেন, হে কৃপালু, ভালো কথা স্মরণ করিয়েছেন। এ কথা বলে তৎক্ষণাৎ দূত পাঠালেন।

বহুরি মহাজন সকল বোলাএ * আই সবহি সাদর সির নাএ।
হাট বাট মন্দির সুরবাসা * নগরু সঁবারহু চারিহুঁ পাসা ॥

তারপর সব মহাজনদের ডেকে আনলেন, তারা এসে সাদরে প্রণাম করল। রাজা বললেন, হাট বাট দেবালয় নগরকে চারিদিকে সাজিয়ে ফেলো।

হরষি চলে নিজ নিজ গৃহ আএ • পুনি পরিচারক বোলি পঠাএ।
রচহু বিচিত্র বিতান বনাঈ • সির ধরি বচন চলে সচু পাঈ ॥

আনন্দিত হয়ে তারা যার যার বাড়িতে গেল। রাজা এবারে পরিচারকদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমারা বিচিত্র মণ্ডপ বানাও। রাজাজ্ঞা মাথায় নিয়ে তারা চলে গেল।

পঠএ বোলি গুনী তিন্হ নানা • জে বিতান বিধি কুসল সুজানা।
বিধিহি বন্দি তিন্হ কীন্হ অরম্ভা • বিরচে কনক কদলি কে খম্ভা ॥

যারা মণ্ডপ বানাতে দক্ষ তিনি সেই শিল্পীদের ডেকে আনলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বন্দনা করে আরম্ভ করলেন, সোনা দিয়ে কলাগাছের মতো করে কনকস্তম্ভ নির্মাণ করলেন।

দো০ হরিত মনিন্হ কে পত্র ফল, পদুমরাগ কে ফুল।
রচনা দেখি বিচিত্র অতি, মনু বিরঞ্চি কর ভূল ॥ ২৮৭

হরিদ্বর্ণ মণির (পান্নার) পাতা আর ফল এবং পদ্মরাগমণির ফুল তৈরি হল। এই অতি বিচিত্র রচনা দেখে ব্রহ্মাও তাকে সত্যি বলে ভুল করলেন।

চৌ০ বেনু হরিত মনিময় সব কীন্হে • সরল সপরব পরহিঁ নহিঁ চীন্হে।
কনক কলিত অহিবেলি বনাঈ • লখি নহি পরই সপরন সুহাঈ ॥

মরকতমণি দিয়ে বাঁশ বানালেন, কোন্‌টা সরল আর কোন্‌টা পর্বযুক্ত, দেখে চিনতেই পারা যায় না। (মনে হয় সত্যিকারের বাঁশ)। সোনা দিয়ে বানালেন পাতাশুদ্ধ এমন নাগলতা যা কৃত্রিম বলে বোঝাই যায় না।

তেহি কে রচি পচি বন্ধ বনাএ • বিচ বিচ মুকুতা দাম সুহাএ।
মানিক মরকত কুলিস পিরোজা • চীর কোরি পচি রচে সরোজা ॥

তাই দিয়ে জাল বানালেন, মাঝে মাঝে মুক্তোর ঝালর শোভা পেল। মানিক, মরকত হীরা, পিরোজা এই সব কেটেকুটে মিলিয়ে মিশিয়ে পদ্ম বানালেন।

কিএ ভৃঙ্গ বহুরঙ্গ বিহঙ্গা • গুঞ্জহিঁ কূজহিঁ পবন প্রসঙ্গা।
সুর প্রতিমা খম্ভন গঢ়ি কাঢ়ীঁ • মঙ্গল দ্রব্য লিএঁ সব ঠাঢ়ীঁ ॥

গড়লেন ভ্রমর আর বহুবর্ণ বিহঙ্গ, বাতাসের সংস্পর্শে এলে তারা গুঞ্জন আর কূজন করে। স্তম্ভের মাথায় গড়া দেবমূর্তি। মাঙ্গলিক নিয়ে যেন সব দাঁড়িয়ে আছে।

চৌকেঁ ভাঁতি অনেক পুরাঈঁ * সিন্ধুর মনিময় সহজ সুহাঈ ॥

সহজ সুন্দর নানারকম মণিময় চত্বরে গজমুক্তা পুরে দেওয়া হল।

দো॰ সৌরভ পল্লব সুভগ সুঠি, কিএ নীলমনি কোরি।
হেম বৌর মরকত ঘররি, সঙ্গত পাটময় ডোরি ॥ ২৮৮

নীলমণি খোদাই করে সুন্দর আম্রপল্লব করলেন, সোনার মুকুল, মরকতমণির ফল গড়লেন। রেশমি ডোর ঝিল্‌মিল্ করতে লাগল।

চৌ॰ রচে রুচির বর বন্দনিরারে * মনহুঁ মনোভর ফন্দ সঁরারে।
মঙ্গল কলস অনেক বনাএ * ধ্বজ পতাক পট চমর সুহাএ ॥

তোরণে সুন্দর মাল্যরচনা করেছিলেন, মনে হল সেগুলো যেন কামদেবের পাতা ফাঁদ। মঙ্গল কলস, ধ্বজ, পতাকা, পট ইত্যাদি অনেক বানানো হল।

দীপ মনোহর মনিময় নানা * জাই ন বরনি বিচিত্র বিতানা।
জেহিঁ মণ্ডপ দুলহিনি বৈদেহী * সো বরনৈ অসি মতি কবি কেহী ॥

সুন্দর সুন্দর মণিময় দীপ রচিত হল। বিচিত্র মণ্ডপের শোভা বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। যে-মণ্ডপে বধূ বৈদেহী বসবেন তার বর্ণনা করবেন এমন মতি কোন্ কবির হবে ?

দূলহু রামু রূপ গুন সাগর * সো বিতানু তিহুঁ লোক উজাগর।
জনক ভবন কৈ সোভা জৈসী * গৃহ গৃহ প্রতি পুর দেখিঅ তৈসী ॥

রূপগুণের সাগর বর শ্রীরামচন্দ্র যেখানে, সেখানে সে-মণ্ডপ ত্রিভুবনকে আলোকিত করবে। জনকের গৃহের শোভা যেমন, নগরের প্রতি গৃহের শোভাও তেমনি।

জেহিঁ তেরহুতি তেহি সময় নিহারী * তেহি লঘু লগহিঁ ভুবন দস চারী।
জো সম্পদা নীচ গৃহ সোহা * সো বিলোকি সুরনায়ক মোহা ॥

যে সেই সময়ে জনকনগর ত্রিহুত দেখেছে চতুর্দশভুবনও তার চোখে লাগবে না। দীনের গৃহেও সেদিন যে সম্পদ ও শোভা ছিল তা দেখে সুরনায়ক ইন্দ্রও মুগ্ধ হবেন।

দো॰ বসই নগর জেহিঁ লচ্ছি করি, কপট নারি বরবেষু।
তেহি পুর কৈ সোভা কহত, সকুচহিঁ সারদ সেষু ॥২৮৯

যে নগরে কপট নারীবেশ ধারণ করে স্বয়ং লক্ষ্মী বাস করেন সেই নগরের শোভা বর্ণনা করতে সরস্বতী এবং শেষনাগও লজ্জা পাবে।

চৌ॰ পহুঁচে রাম পুর পাবন ॰ হরষে নগর বিলোকি সুহাবন।
ভূপ দ্বার তিন্হ খবরি জনাঈ ॰ দসরথ নৃপ সুনি লিএ বোলাঈ॥

দূত পবিত্র অযোধ্যায় পৌঁছে সুন্দর নগরী দেখে আনন্দিত হলেন। তিনি রাজদ্বারে খবর দিলেন। শুনেই দশরথ তাঁকে ডেকে নিলেন।

করি প্রনামু তিন্হ পাতী দীন্হী ॰ মুদিত মহীপ আপু উঠি লীন্হী।
বারি বিলোচন বাঁচত পাতী ॰ পুলক গাত আঈ ভরি ছাতী॥

প্রণাম করে তিনি পত্র দিলেন। আনন্দিত রাজা নিজেই উঠে এসে তা নিলেন। পত্র পড়তে পড়তে তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু বইল। দেহ রোমাঞ্চিত হল, বুক ভরে গেল তৃপ্তিতে।

রামু লখনু উর কর বর চীঠী ॰ রহিগএ কহত ন খাটী মীঠী।
পুনি ধরি ধীর পত্রিকা বাঁচী ॰ হরষী সভা বাত সুনি সাঁচী॥

হৃদয়ে রামলক্ষ্মণ, হাতে সেই প্রিয় পত্র, এই ভাবেই তিনি রয়ে গেলেন, মুখে কথা সরল না। তারপর ধৈর্য ধরে পত্র পড়লেন। সভা সেসব কথা শুনে আনন্দিত হল।

খেলত রহে তহাঁ সুধি পাঈ ॰ আএ ভরতু সহিত হিত ভাঈ।
পূছত অতি সনেহঁ সকুচাঈ ॰ তাত কহাঁ তেঁ পাতী আঈ॥

ভরত ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিলেন। খবর পেয়ে সেখানে এলেন। অতিস্নেহে সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতা, পত্র এল কোথা থেকে?

দো॰ কুসল প্রানপ্রিয় বন্ধু দোউ, অহহিঁ কহহু কেহিঁ দেস।
সুনি সনেহ সানে বচন, বাচী বহুরি নরেস॥২৯০

আমাদের প্রাণপ্রিয় দুই ভাই এ সময় কোন্ দেশে আছেন? এই স্নেহসিক্ত কথা শুনে রাজা আবার চিঠি পড়ে শোনালেন।

চৌ॰ সুনি পাতী পুলকে দোউ ভ্রাতা ॰ অধিক সনেহু সমাত ন গাতা।
প্রীতি পুনীতি ভরত কৈ দেখী ॰ সকল সভাঁ সুখু লহেউ বিসেষী।

(পত্রের বক্তব্য) শুনে দু-ভাই আনন্দিত হলেন। অত্যধিক স্নেহ দেহে যেন ধরছিল না। ভরতের পবিত্র প্রীতি দেখে সভার সকলে বিশেষ আনন্দ লাভ করল।

তব নৃপ দূত নিকট বৈঠারে ॰ মধুর মনোহর বচন উচারে।
ভৈআ কহহু কুসল দোউ বারে ॰ তুম্হ নীকেঁ নিজ নয়ন নিহারে॥

তখন রাজা দূতকে কাছে বসিয়ে মধুর মনোহর বচনে বললেন, ভাই, দুজনের কুশলসংবাদ দাও, তুমি তো নিজের চোখে দেখেছ তাদের।

শ্যামল গৌর ধরেঁ ধনু ভাথা * বয় কিসোর কৌসিক মুনি সাথা।
পহিচানহু তুম্হ কহহু সুভাউ * প্রেম বিবস পুনি পুনি কহ রাউ॥

একজন শ্যামবর্ণ আর আর একজন গৌরবর্ণ, তাদের হাতে ধনুক, বয়সে কিশোর, তারা আছে বিশ্বামিত্রমুনির সঙ্গে। যদি তাদের চেন তাদের কথা বলো, স্নেহে বিহ্বল হয়ে রাজা বারবার একথা বললেন।

জা দিন তেঁ মুনি গএ লবাঈ * তব তেঁ আজু সাঁচি সুধি পাঈ।
কহহু বিদেহ করন বিধি জানে * সুনি প্রিয় বচন দূত মুসুকানে॥

মুনি নিয়ে যাবার পর এই প্রথম সঠিক সংবাদ পেলাম। জনকরাজা তাদের কেমন করে চিনলেন বলো। রাজার প্রিয় বচন শুনে দূত মৃদু হাসল।

দো০ সুনহু মহীপতি মুকুট মনি, তুম্হ সম ধন্য ন কোউ।
রামু লখনু জিন্হ কে তনয়, বিস্ব বিভূষন দোউ॥ ২৯১

বলল, হে নৃপমুকুটমণি, শুনুন, আপনার মতো ধন্য কেউ নাই, যাঁর রামলক্ষ্মণের মতো পুত্র। এঁরা দুজনে বিশ্বের অলঙ্কার।

পূছন জোগু ন তনয় তুম্হারে * পুরুষসিংহ তিহু পুর উজিআরে।
জিন্হ কে জস প্রতাপ কে আগে * সসি মলীন রবি সীতল লাগে॥

আপনার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করে জানবার কথা নয়, তাঁরা পুরুষসিংহ, ত্রিভুবনের প্রকাশস্বরূপ। যাঁদের কথা আর প্রতাপের কাছে চাঁদকে মলিন মনে হয়, সূর্যকে শীতল মনে হয়।

তিন্হ কহঁ কহিঅ নাথ কিমি চীন্হে * দেখিঅ রবি কি দীপ কর লীন্হে।
সীয় স্বয়ম্বর ভূপ অনেকা * সমিটে সুভট এক তেঁ একা॥

হে নাথ! আপনি জিজ্ঞেস করলেন এঁদের চেনো কি? সূর্যকে কি কেউ প্রদীপ হাতে নিয়ে দেখে? সীতার স্বয়ম্বরসভায় অনেক রাজাই এসেছেন, যোদ্ধারা এক এক করে মিলিত হয়েছেন।

সম্ভু সরাসনু কাহুঁ ন টারা * হারে সকল বীর বরি আরা।
তীনি লোক মহঁ জে ভটমানী * সভ কৈ সকতি সম্ভু ধনু ভানী॥

হরধনু কেউ নড়াতে পারেন নি, সমস্ত বীর এক এক করে হেরেছেন। ত্রিভুবনে যোদ্ধা বলে যাদের গর্ব সকলের শক্তিই হরধনু চূর্ণ করেছে।

সকই উঠাই সরাসুর মেরূ • সোউ হিয়ঁ হারি গয়উ করি ফেরূ।

জেহিঁ কৌতুক সিব সৈলু উঠাবা • সোউ তেহি সভাঁ পরাভউ পাবা॥

যে সুমেরু পর্বতকে ওঠাতে পারে, সেই বাণাসুরও মনে মনে স্বীকার করে, পরিক্রমা করে ফিরে গেছে। যে খেলাচ্ছলে কৈলাসপর্বত উঠিয়েছিল, সেও সেই সভায় পরাজয় বরণ করেছে।

দো• তহাঁ রাম রঘুবংস মনি, সুনিঅ মহা মহিপাল।

ভঞ্জেউ চাপ প্রয়াস বিনু, জিমি গজ পঙ্কজ নাল॥ ২৯২

শুনুন মহারাজ! রঘুবংশমণি রাম অনায়াসে হরধনু ভাঙলেন, হাতি যেমন পদ্মের নাল ভাঙে তেমনি করে।

চৌ• সুনি সরোষ ভৃগুনায়কু আএ • বহুত ভাঁতি তিন্হ আঁখি দেখাএ।

দেখি রাম বলু নিজ ধনু দীন্হা • করি বহু বিনয় গবনু বন কীন্হা॥

শুনে সক্রোধে ভৃগুনায়ক পরশুরাম এসেছিলেন। নানাভাবে তিনি চোখ রাঙিয়েছিলেন। রামের বল পরীক্ষা করতে নিজের ধনুকটিও তাঁকে দিলেন। শেষে বহু বিনয় করে তিনি বনে প্রস্থান করলেন।

রাজন রামু অতুলবল জৈসেঁ • তেজ নিধান লখনু পুনি তৈসেঁ।

কম্পহিঁ ভূপ বিলোকত জাকেঁ • জিমি গজ হরি কিসোর কে তাকেঁ॥

হে রাজন্! রাম যেমন অমিত বলশালী, তেজনিধান লক্ষ্মণও তেমনি। যাঁকে দেখে রাজারা এমনভাবে কাঁপেন, হাতি সিংহের শাবক দেখে যেমন কাঁপে।

দেব দেখি তব বালক দোউ • অব ন আঁখি তর আবত কোউ।

দূত বচন রচনা প্রিয় লাগী • প্রেম প্রতাপ বীররস পাগী॥

হে দেব! আপনার দুই রাজকুমারকে দেখবার পর এখন আমার দৃষ্টিতে কেউ আর বড়ো নেই। দূতের বচনচাতুর্য সকলের ভালো লাগল যা প্রেম আর বীররসে পূর্ণ ছিল।

সভা সমেত রাউ অনুরাগে • দূতন্হ দেন নিছাবরি লাগে।

কহি অনীতি তে মূদহিঁ কানা • ধরমু বিচারি সবহিঁ সুখমানা॥

সভাসদ্‌সহ রাজা প্রীত হলেন। দূতের উদ্দেশে সবাই উপহার বর্ষণ করতে লাগল। 'এ অন্যায়' একথা বলে কান বন্ধ করল দূত। দূত ধর্মসম্মত আচরণই করেছে এজন্যে সবাই আনন্দিত হলেন।

দো॰ তব উঠি বসিষ্ঠ কহুঁ, দীহ্ন পত্রিকা জাই।
কথা সুনাঈ গুরহি সব, সাদর দূত বোলাই ॥ ২৯৩

তখন রাজা উঠে বশিষ্ঠকে পত্র দিলেন গিয়ে। সাদরে দূতকে ডেকে গুরুকে সব কথা শোনালেন।

চৌ॰ সুনি বোলে গুর অতি সুখ পাঈ * পুন্য পুরুষ কহুঁ মহিসুখ ছাঈ।
জিমি সরিতা সাগর মহুঁ জাহীঁ * জদ্যপি তাহি কামনা নাহীঁ ॥

সব শুনে গুরু বললেন, খুব আনন্দ পেলাম। যাঁরা পুণ্যপুরুষ পৃথিবীতে তাঁদের সুখ ছেয়ে থাকে। যেমন নদী সাগরে গিয়ে পড়ে যদিও সাগর তা কামনা করে না।

তিমি সুখ সম্পতি বিনহিঁ বোলাএঁ * ধরমসীল পহিঁ জাহিঁ সুভাএঁ
তুহ্ম গুর বিপ্রধেনু সুর সেবী * তসি পুনীত কোসল্যা দেবী ॥

তেমনি সুখ বা সম্পদ না চাইলেও ধর্মশীলের কাছে তা যাবেই। তুমি গুরু বিপ্র ধেনু এবং দেবতাদের সেবা করেছ, পবিত্র মহিষী কৌশল্যাও ঠিক সেই রকমই।

সুকৃতী তুহ্ম সমান জগ মাহীঁ * ভয়উ ন হৈ কোউ হোনেউ নাহীঁ।
তুহ্ম তে অধিক পুন্য বড় কাকেঁ * রাজন রাম সরিস সুত জাকেঁ ॥

তোমার মতো পুণ্যকৃৎ জগতে আর কেউ নেই, হবেও না। হে রাজন্, তোমার থেকে কার পুণ্য বেশি, যাঁর রামের মতো পুত্র ?

বীর বিনীত ধরম ব্রতধারী * গুন সাগর বর বালক চারী।
তুহ্ম কহুঁ সর্বকাল কল্যানা * সজহু বরাত বজাই নিসানা ॥

তুমি বীর বিনীত ধর্মব্রতচারী এবং গুণসাগর চারটি পুত্রের জনক। সর্বকালে তোমার কল্যাণ। বরযাত্রী সাজাও, মঙ্গলবাদ্য বাজাও।

দো॰ চলহু বেগি সুনি গুর বচন, ভলেহিঁ নাথ সিরু নাই।
ভূপতি গবনে ভবন তব, দূতহ্ন বাসু দেবাই ॥২৯৪

গুরুর কথা শুনে 'নাথ, আপনি ঠিক বলেছেন' একথা বলে দশরথ সবেগে চললেন এবং দূতকে তাঁর আবাস দেখিয়ে রাজা নিজের ভবনে গেলেন।

চৌ॰ রাজা সব রনিবাস বোলাঈ ॰ জনক পত্রিকা বাচি সুনাঈ।
সুনি সন্দেসু সকল হরষানা ॰ অপর কথা সব ভূপ বখানী॥

রাজা অন্তঃপুরের সকলকে ডেকে জনকের পত্র পড়ে শোনালেন। মুনির বার্তা শুনে সকলেই আনন্দিত হলেন। অন্যান্য কথা রাজা সবিস্তারে বললেন।

প্রেম প্রফুল্লিত রাজহিঁ রানী ॰ মনহুঁ সিখিনি সুনি বারিদ বানী।
মুদিত অসীস দেহিঁ গুর নারীঁ ॰ অতি আনন্দ মগন মহতারীঁ॥

রানীরা প্রেমপ্রফুল্ল হয়ে এমন শোভা পেলেন যেন ময়ূরী মেঘের গর্জন শুনে মত্ত হয়ে গেল। গুরুপত্নীরা প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। মায়েরা অত্যন্ত আনন্দে মগ্ন হলেন।

লেহিঁ পরস্পর অতি প্রিয় পাতী ॰ হৃদয়ঁ লগাই জুড়াবহিঁ ছাতী।
রাম লখন কৈকীরতি করনী ॰ বারহিঁ বার ভূপবর বরনী॥

সেই অতি প্রিয় পত্রটি হৃদয়ে স্পর্শ করে বুক জুড়োতে লাগলেন তাঁরা। মহারাজ পরপর রামলক্ষ্মণের কীর্তি এবং কৃতির বর্ণনা করলেন।

মুনি প্রসাদু কহি দ্বার সিধাএ ॰ রানিন্হ তব মহিদেব বুলাএ।
দিএ দান আনন্দ সমেতা ॰ চলে বিপ্রবর আসিষ দেতা॥

এ সব মুনিরই কৃপা—এই বলে তিনি বাহিরে চলে গেলেন। রানীরা ব্রাহ্মণদের ডেকে সানন্দে দান দিলেন তাঁদের। ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

সো॰ জাচক লিএ হঁকারি, দীন্হি নিছাবরি কোটি বিধি।
চিরু জীবহুঁ সুত চারি, চক্রবর্তি দসরথ কে॥ ৩৩

চৌ॰ কহত চলে পহিরেঁ পট নানা ॰ হরষি হনে গহগহে নিসানা।
সমাচার সব লোগন্হ পাএ ॰ লাগে ঘর ঘর হোন বধাএ॥

যাচকদের ডেকে অজস্র রকমের জিনিস বিলিয়ে দিলেন। রাজ চক্রবর্তী দশরথের চারটি পুত্র দীর্ঘজীবী হোন—এ কথা বলতে বলতে নানারকম পরিচ্ছদ পরে সানন্দে আনন্দবাদ্য বাজাতে লাগলেন। সবাই এ সংবাদ পেল। ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক উৎসব হতে লাগল।

ভুবন চারি দস ভরা উছাহু ॰ জনকসুতা রঘুবীর বিআহু।
সুনি সুভ কথা লোগ অনুরাগে ॰ মগ গৃহগলীঁ সঁবারন লাগে॥

জানকীর সঙ্গে শ্রীরামের বিবাহ উপলক্ষ্যে চতুর্দশ লোকে উৎসাহ ছেয়ে গেল। এই মঙ্গল-বার্তা শুনে লোকেরা সানুরাগে পথ, গৃহ ও গলি সাজাতে লাগল।

জদ্যপি অবধ সদৈব সুহাবনি ॥ রাম পুরী মঙ্গলময় পাবনি।
তদপি প্রীতি কৈ প্রীতি সুহাঈ ॥ মঙ্গল রচনা রচনা বনাঈ॥

যদিও শ্রীরামের নগরী মঙ্গলময়, পবিত্র অযোধ্যা সব সময়েই সুন্দর, তবু আনন্দকেই আনন্দ দেবার জন্যে মঙ্গলরচনা রচিত হল।

ধ্বজ পতাক পট চামর চারু ॥ ছাবা পরম বিচিত্র বজারু।
কনক কলস তোরন মনি জালা ॥ হরদ দূব দধি অচ্ছত মালা।

সুন্দর ধ্বজা, পতাকা আর সুন্দর চামরে পরম বিচিত্র সাজে সাজল পণ্যবীথী। স্বর্ণকলস, তোরণ, মণির ঝালর, হরিদ্রা, দূর্বা, দই, খই আর মালা (শোভা পেল)।

দো॰ মঙ্গলময় নিজ নিজ ভবন, লোগন্হ রচে বনাই।
বীথীং সীঁচীং চতুরসম, চৌকেঁ চারু পুরাই ॥ ২৯৫

সবাই যার যার গৃহ এসব মঙ্গল-উপচারে সাজালো। চন্দন, কেশর, কস্তুরী আর কর্পূর দিয়ে তৈরী গন্ধরসে পথ-সেচন করা হল, দুয়ারে আলপনা শোভা পেল।

চৌ॰ জহঁ তহঁ জূথ জূথ মিলি ভামিনি ॥ সজি নব সপ্ত সকল দুতি দামিনি।
বিধুবদনী মৃগ সাবক লোচনি ॥ নিজ সরূপ রতি মানু বিমোচনি ॥
গাবহিঁ মঙ্গল মঞ্জুল বানীঁ ॥ সুনি কল রব কলকণ্ঠি লজানীঁ।
ভূপ ভবন কিমি জাই বখানা ॥ বিশ্ব বিমোহন রচেউ বিতানা ॥

যাদের কান্তি বিদ্যুতের মতো, মুখ চাঁদের মতো, চোখ মৃগশাবকের মতো, এবং রূপে যারা পতির গর্ব মোচন করে এমন সুন্দরীরা মঞ্জুবাণীতে মঙ্গল গান গাইতে লাগল। তাদের স্বর শুনে কোকিল লজ্জা পেল। রাজভবনের বর্ণনা আর কেমন করে দেব? বিশ্ববিমোহন মণ্ডপ রচিত হল সেখানে।

মঙ্গল দ্রব্য মনোহর নানা ॥ রাজত বাজত বিপুল নিসানা।
কতহুঁ বিরিদ বন্দী উচ্চরহীঁ ॥ কতহুঁ বেদ ধুনি ভূসুর করহীঁ ॥

সেখানে নানারকম মনোহর মঙ্গলদ্রব্য শোভিত ছিল, বহু বাদ্য বাজানো হচ্ছিল। কোথাও বন্দীরা বংশবিবরণ শোনাচ্ছিল, কোথাও ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করছিলেন।

গাবহিঁ সুন্দরি মঙ্গল গীতা ॥ লৈ লৈ নামু রামু অরু সীতা।
বহুত উছাহু ভবনু অতি থোরা ॥ মানহুঁ উমগি চলা চহু ওরা ॥

সুন্দরীরা রাম আর সীতার নাম নিয়ে নিয়ে গান করছিল। এত উল্লাস সেখানে ছিল যে রাজভবন বড়ো হলেও মনে হচ্ছিল এই উল্লাস যেন উপচে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

দো॰ সোভা দসরথ ভবন কই, কো কবি বরনৈ পার।
জহাঁ সকল সুর সীস মনি, রাম লীন্হ অবতার ॥ ২৯৬

যেখানে দেবতাদের শিরোমণি অবতার গ্রহণ করেছেন সেই দশরথ-ভবনের শোভা কোন্ কবি বর্ণনা করতে পারবে?

চৌ॰ ভূপ ভরত পুনি লিএ বোলাঈ • হয় গয় স্যন্দন সাজহু জাঈ।
চলহু বেগি রঘুবীর বরাতা • সুনত পুলক পূরে দোউ ভ্রাতা ॥

রাজা ভরতকে ডেকে বললেন, ঘোড়া, হাতি, রথ সব সাজাও গিয়ে, অবিলম্বে রামের বিয়ে দিতে চলো। শুনে দু-ভাইয়ের আনন্দ আর ধরে না।

ভরত সকল সাহনী বোলাএ • আয়সু দীন্হ মুদিত উঠি ধাএ।
রচি রুচি জীন তুরগ তিন্হ সাজে • বরন বরন বর বাজি বিরাজে ॥

ভরত সেনাপতিদের ডেকে আজ্ঞা দিলেন। তারা খুশি হয়ে উঠে দৌড়ে এল। তারা ঘোড়ায় সুন্দর জিন দিয়ে প্রস্তুত হল, নানা রঙের সুন্দর ঘোড়া শোভা পেল।

সুভগ সকল সুঠি চঞ্চল করনী • অয় ইব জরত ধরত পগ ধরনী।
নানা জাতি ন জাহিঁ বখানে • নিদরি পবনু জনু চহত উড়ানে।

সমস্ত ঘোড়াই সুন্দর এবং দ্রুতগামী, মাটির উপর তারা এমনভাবে পা রাখছিল যে মনে হচ্ছিল তারা যেন তপ্ত লোহার উপর তাদের পা ফেলছে। নানা জাতের ঘোড়া সেখানে, যার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। হাওয়াকে অনাদর করে যেন উড়তে চাচ্ছে তারা।

তিন্হ সব ছয়ল ভএ অসবারা • ভরত সরিস বয় রাজকুমারা।
সব সুন্দর সব ভূষনধারী • কর সর চাপ তূন কটি ভারী ॥

সেইসব ঘোড়ার উপরে সওয়ার হল ভরতের সমবয়সী রাজকুমারেরা, সবাই সুন্দর ও সুসজ্জিত, হাতে ধনুর্বাণ, কোমরে ভারী তূণ।

দো॰ ছরে ছবীলে ছয়ল সব, সূর সুজান নবীন।
জুগ পদচর অসবার প্রতি, জে অসিকলা প্রবীন ॥ ২৯৭

তারা সবাই বাছাবাছা, সুন্দর, বীর, সুদক্ষ ও নবীন। তাদের সঙ্গে দুজন করে পদাতিক সৈন্য, তারা অসিচালনায় নিপুণ।

চৌ॰ বাঁধে বিরদ বীর রন গাঢ়ে * নিকসি ভএ পুর বাহের ঠাঢ়ে।
ফেরহিঁ চতুর তুরগ গতি নানা * হরষহিঁ সুনি সুনি পনর নিসানা॥

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রণচতুর বীরেরা বেরিয়ে এসে নগরের বাহিরে এসে দাঁড়াল। তারা নানারকম গতিতে ঘোড়া চালাতে লাগল এবং পটহবাদ্য শুনে আনন্দিত হল।

রথ সারথিন্হ বিচিত্র বনাএ * ধ্বজ পতাক মনি ভূষন লাএ।
চবঁর চারু কিঙ্কিনি ধুনি করহীঁ * ভানু জান সোভা অপহরহীঁ॥

সারথিরা ধ্বজা, পতাকা এবং মণিভূষণে রথ সাজিয়ে এনেছে। সুন্দর চামর কিঙ্কিণীর ধ্বনি তুলছে, এসব রথ যেন সূর্যরথের সুষমা অপহরণ করেছে।

সাবঁ করন অগনিত হয় হোতে * তে তিন্হ রথন্হ সারথিন্হ জোতে।
সুন্দর সকল অলঙ্কৃত সোহে * জিন্হহি বিলোকত মুনি মন মোহে॥

কান কালো এমন অসংখ্য ঘোড়া এনে সারথিরা রথে জুড়ে দিল। সে-সব ঘোড়া সুন্দর ও অলঙ্কৃত, তাদের দেখে মুনিমনও মোহিত হয়।

জে জল চলহিঁ থলহিঁ কী নাঈঁ * টাপ ন বুড় বেগ অধিকাঈঁ।
অস্ত্র সস্ত্র সবু সাজু বনাঈ * রথী সারথিন্হ লিএ বোলাঈঁ॥

তারা স্থলে যেমন চলে জলেও তেমনি চলে, তাদের এত বেগ যে জলে তাদের খুর ডোবে না। অস্ত্রশস্ত্র সব সাজিয়ে সারথিরা রথীদের ডেকে আনল।

দো॰ চঢ়ি চঢ়ি রথ বাহের নগর, লাগী জুরন বরাত।
হোত সগুন সুন্দর সব হ, জো জেহি কারজ জাত॥ ২৯৮

রথে চড়ে বরযাত্রীরা নগরের বাহিরে একত্র হতে লাগল। যে যে-কাজে যাচ্ছে তাতেই সুলক্ষণ দেখা গেল।

কলিত করিবরন্হি পরীঁ অঁবারীঁ * কহি ন জাহিঁ জেহি ভাঁতি সঁবারীঁ।
চলে মত্ত গজ ঘন্ট বিরাজী * মনহুঁ সুভগ সাবন ঘন রাজী॥

সুন্দর হাতির উপরে ঝালরদেওয়া হাওদা, কী সুন্দর সে সজ্জা তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। ঘণ্টাপরা মত্ত হাতি চলেছে, মনে হয় সুন্দর শ্রাবণ যেন মেঘমালা পরে সেজেছে।

বাহন অপর অনেক বিধানা * সিবিকা সুভগ সুখাসন জানা।
তিন্হ চঢ়ি চলে বিপ্রবর বৃন্দা * জনু তনু ধরেঁ সকল শ্রুতি ছন্দা॥

অন্য অনেক রকম বাহন ছিল, সুন্দর আরামপ্রদ শিবিকা (পাল্কি) ছিল। তাতে চড়ে চললেন ব্রাহ্মণবৃন্দ; মনে হল বেদের সমস্ত ছন্দ যেন দেহ ধারণ করেছে।

মাগধ সূত বন্দি গুন গায়ক • চলে জান চঢ়ি জো জেহি লায়ক।
বেসর উঁট বৃষভ বহু জাতী • চলে বস্তু ভরি অগনিত ভাঁতী॥

গুণগায়ক মাগধ, সূত, চারণ, এঁরা যথাযোগ্য যানে আরোহণ করলেন। অশ্বতর, উট, ষাঁড় ইত্যাদি অনেক রকম পশু নানা রকম জিনিস বয়ে চলতে লাগল।

কোটিন্হ কাঁবরি চলে কহারা • বিবিধ বস্তু কো বরনৈ পারা।
চলে সকল সেবক সমুদাঈ • নিজ নিজ সাধু সমাজু বনাঈ।

কোটি কাহার চলল বাঁক বয়ে নিয়ে। নানারকম জিনিসের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত সেবক লোকেজনে যার যার সমাজের সঙ্গে চলল।

দো০ সব কেঁ উর নির্ভর হরষু পূরিত পুলক সরীর।
কবহিঁ দেখিবে নয়ন ভরি রামু লখনু দোউ বীর॥ ২২৯

সকলের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ আর দেহ পুলকিত। সকলের ইচ্ছা রামলক্ষ্মণ দু-ভাইকে কবে চোখ ভরে দেখব।

গরজহিঁ গজ ঘণ্টা ধুনি ঘোরা • রথ রব বাজি হিংস চহুঁ ওরা।
নিদরি ঘনহি ঘুর্মরহিঁ নিসানা • নিজ পরাই কছু সুনিঅ ন কানা॥

হাতি গর্জন করছে, ঘোর ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে, রথঘর্ঘর শোনা যাচ্ছে, চারদিক হ্রেষারবে পূর্ণ মেঘকে অনাদর করে দুন্দুভি বাজছে, নিজের হোক পরের হোক, কারো কথাই কানে শোনা যাচ্ছে না।

চৌ০ মহাভীর ভূপতি কে দ্বারেঁ • রজ হোই জাই পষান পবারেঁ।
চঢ়ী অটারিন্হ দেখহিঁ নারীঁ • লিএ আরতী মঙ্গল থারীঁ॥

রাজার দুয়ারে প্রচণ্ড ভিড়; পাথর পড়লেও যেন গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে। প্রাসাদচূড়ায় উঠে আরতির জন্যে মাঙ্গলিক থালা নিয়ে মেয়েরা প্রাসাদচূড়ায় উঠে দেখছে।

গাবহিঁ গীত মনোহর নানা • অতি আনন্দু ন জাই বখানা।
তব সুমন্ত্র দুই স্যন্দন সাজী • জোতে রবি হয় নিন্দক বাজী॥

তারা নানারকম মনোরম গান করছে। তাদের আনন্দের আতিশয্য বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। তখন সুমন্ত্র দুই রথ সাজিয়ে দুটি ঘোড়া জুড়লেন যারা সূর্যের ঘোড়াকেও গতিবেগে পরাস্ত করে।

দোউ রথ রুচির ভূপ পহিঁ আনে * নহিঁ সারদ পহিঁ জাহিঁ বখানে।
রাজ সমাজু এক রথ সাজা * দূসর তেজ পুঞ্জ অতি ভ্রাজা॥

রমণীয় দুটি রথ রাজার কাছে আনা হল। সারদাও তাঁর বর্ণনা দিতে পারবেন না। একটি রথের সজ্জা রাজোচিত, অপরিটি তেজঃপুঞ্জে শোভিত।

দো॰ তেহিঁ রথ রুচির বসিষ্ঠ কহুঁ, হরষি চঢ়াঈ নরেসু।
আপু চঢ়েউ স্যন্দন সুমিরি, হর গুর গৌরি গনেসু॥ ৩০০

সেই রম্য রথে বশিষ্ঠকে সানন্দে বসালেন রাজা, আর নিজে হর, গুরু, গৌরী ও গণেশকে স্মরণ করে অপরটিতে উঠলেন।

চৌ॰ সহিত বসিষ্ঠ সোহ নৃপ কৈসেঁ * সুর গুর সঙ্গ পুরন্দর জৈসেঁ।
করি কুল রীতি বেদ বিধি রাউ * দেখি সবহি সব ভাঁতি বনাউ॥
সুমিরি রামু গুর আয়সু পাঈ * চলে মহীপতি সংখ বজাঈ।
হরষে বিবুধ বিলোকি বরাতা * বরষহিঁ সুমন সুমঙ্গল দাতা॥

বশিষ্ঠের সঙ্গে রাজা কেমন শোভা পেলেন? দেবগুরুর সঙ্গে ইন্দ্র যেমন শোভা পান তেমনি। বেদবিধি অনুসারে রাজা কুলরীতি পালন করে সকলকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত দেখে রামকে স্মরণ করলেন এবং গুরুর আজ্ঞা পেয়ে রাজা শঙ্খ বাজিয়ে যাত্রা করলেন। মঙ্গলদাতা দেবতারা সহর্ষে বরানুগমন দেখে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন।

ভয়উ কোলাহল হয় গয় গাজে * ব্যোম বরাত বাজনে বাজে।
সুর নর নারী সুমঙ্গল গাঈঁ * সরস রাগ বাজহিঁ সহনাঈঁ॥

ঘোড়া ও হাতির ডাকে কোলাহল সৃষ্টি হচ্ছিল, আকাশেও বরানুগমনের বাজনা বাজছিল। দেবতা ও দেবাঙ্গনারা মঙ্গল গান করছিলেন, সানাইয়ে সরস রাগ বাজছিল।

ঘণ্ট ঘণ্টি ধুনি বরনি ন জাহীঁ * সরৈ করহিঁ পাইক ফহরাহীঁ।
করহিঁ বিদূষক কৌতুক নানা * হাস কুসল কল গান সুজানা॥

ঘণ্টার ছোটো বড়ো নানা ধ্বনি বর্ণনা করা যায় না। সেবক হাতে পতাকা উড়িয়ে যাচ্ছিল। হাস্যকুশল ও সঙ্গীতনিপুণ বিদূষক নানাকৌতুক করছিল।

দো॰ তুরগ নচাবহিঁ কুঁঅর বর, অকনি মৃদঙ্গ নিসান।
নাগর নট চিতবহিঁ চকিত, ডগহিঁ ন তাল বঁধান॥ ৩০১

সুন্দর রাজকুমার মৃদঙ্গ ও নাকাড়ার ধ্বনি শুনে তারই তালে তালে ঘোড়াদের নাচাতে লাগলেন। মোটেই তাল কাটছিল না। চতুর নট অবাক হয়ে তা দেখছিল।

চৌ॰ বনইন বরনত বনী বরাতা ॥ হোহিঁ সগুন সুন্দর সুভদাতা।

চারা চাষু বাম দিসি লেঈ ॥ মনহুঁ সকল মঙ্গল কহি দেঈ ॥

বরযাত্রাগমন বর্ণনার অতীত। সমস্ত লক্ষণ শুভসূচক দেখা গেল। বাঁ দিকে নীলকণ্ঠ পাখি শস্য খুঁটে খেল। এতে যেন সমস্ত মঙ্গল সূচিত হল।

দাহিন কাগ সুখেত সুহাবা ॥ নকুল দরসু সব কাহুঁ পাবা।

সানুকূল বহ ত্রিবিধ বয়ারী ॥ সঘট সবাল আব বর নারী ॥

ডান দিকে কাক ক্ষেতের মধ্যে শোভা পাচ্ছে, সবাই বেজী দেখতে পাচ্ছে, তিনরকম অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, কলস-কাঁখে এবং শিশু-কোলে কুলনারীদের দেখা যাচ্ছে।

লোবা ফিরি ফিরি দরসু দেখাবা ॥ সুরভী সনমুখ সিসুহি পিআবা।

মৃগমালা ফিরি দাহিনি আঈ ॥ মঙ্গল গন জনু দীহ্নি দেখাঈ ॥

শৃগাল ফিরে ফিরে দেখা দিচ্ছে, সম্মুখে সুরভি ধেনু বসে তার বৎসকে স্তন্যপান করাচ্ছে। হরিণের দল বাঁ-দিক থেকে ফিরে ডান দিকে আসছে। এক ঝাঁক মঙ্গল যেন এক সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

ছেমকরী কাহ ছেম বিসেষী ॥ স্যামা বাম সুতরু পর দেখী।

সনমুখ আয়উ দধি অরু মীনা ॥ কর পুস্তক দুই বিপ্র প্রবীনা ॥

শঙ্খচিল আজ বিশেষ কল্যাণ সূচিত করছে। সুন্দর গাছের উপরে বাঁদিকে শ্যামাপাখি দেখা যাচ্ছে। সম্মুখে পড়ল দই আর মাছ এবং বই হাতে দুই প্রবীণ ব্রাহ্মণ।

দো॰ মঙ্গলময় কল্যানময়, অভিমত ফল দাতার।

জনু সব সাচে হোন হিত, ভএ সগুন একবার ॥ ৩০২

মঙ্গলময়, কল্যাণময় এবং অভিমত ফলপ্রদ সমস্ত লক্ষণ যেন 'সত্য হব' বলে এক সঙ্গে হয়েছে।

চৌ॰ মঙ্গল সগুন সুভগ সব তাকেঁ ॥ সগুন ব্রহ্ম সুন্দর সুত জাকেঁ।

রাম সরিস বরু দুলহিনি সীতা ॥ সমধী দসরথু জনকু পুনীতা ॥

সুনি অস ব্যাহু সগুন সব নাচে ॥ অব কীহ্নে বিরঞ্চি হম সাঁচে।

এহি বিধি কীহ্ন বরাত পয়ানা ॥ হয় গয় গাজহিঁ হনে নিসানা ॥

মঙ্গলময় লক্ষণ তাঁরই তো স্বাভাবিক যাঁর সুন্দর পুত্র সগুণ ব্রহ্ম। রামের মতো বর এবং সীতার মতো বধূ আর দশরথ ও জনকের মতো পবিত্র বৈবাহিক যে বিবাহে সেই বিবাহের বার্তা শুনে সব লক্ষণ নাচতে লাগল—আজ ব্রহ্মা আমাদের সত্য করে দিয়েছেন। তাই এমন করে বরযাত্রীরা চলেছে, হ্রেষা ও বৃংহণধ্বনি উঠছে, দুন্দুভি বাজছে।

আবত জানি ভানুকুল কেতূ * সরিতন্হি জনক বধাএ সেতূ।

বীচ বীচ বর বাস বনাএ * সুর পুর সরিস সম্পদা ছাএ॥

সূর্যকুলকেতু দশরথ আসছে জেনে জনক নদীর উপর সেতু গড়ে দিলেন। মাঝে মাঝে সুন্দর আবাসগৃহ নির্মাণ করলেন, সেখানে স্বর্গের মতো সম্পদ ছেয়ে গেল।

অসন সয়ন বর বসন সুহাএ * পাবহিঁ সব নিজ নিজ মন ভাএ।

নিত নূতন সুখ লখি অনুকূলে * সকল বরাতিন্হ মন্দির ভূলে॥

সকলে মনের মতো অশন বসন এবং সুন্দর শয্যা পেলেন। নিত্য নূতন আরাম আর সুখ পেয়ে সমস্ত বরযাত্রী নিজেদের গৃহ ভুলে গেলেন।

দো০ আবত জানি বরাত বর, সুনি গহ গহে নিসান।

সজি গজ রথ পদচর তুরগ, লেন চলে অগবান॥ ৩০৩

বরযাত্রীরা আসছেন জেনে দুন্দুভিধ্বনি করা হল। গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ-সেনা নিয়ে প্রত্যুদ্গমনকারীরা চললেন।

চৌ০ কনক কলস ভরি কোপর থারা * ভাজন ললিত অনেক প্রকারা।

ভরে সুধাসম সব পকবানে * নানা ভাঁতি ন জাহিঁ বখানে॥

সোনার কলস, থালা, বাটি ইত্যাদি অনেক রকমের সুন্দর পাত্রে নানারকম অমৃতকল্প পকান্ন এল, যা বর্ণনা করা অসম্ভব।

ফল অনেক বর বস্তু সুহাঈঁ * হরষি ভেঁট হিত ভূপ পঠাঈঁ।

ভূষন বসন মহামনি নানা * খগ মৃগ হয় গয় বহুবিধি জানা॥

রাজা আনন্দে নানারকম ফল আর সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার পাঠিয়েছিলেন—অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, নানারকম মহামূল্য মণি, এবং পাখি, হরিণ, হাতি ঘোড়া ইত্যাদি বহুরকমের বাহন।

মঙ্গল সগুন সুগন্ধ সুহাএ * বহুত ভাঁতি মহিপাল পঠাএ।

দধি চিউরা উপহার অপারা * ভরি ভরি কাঁবরি চলে কহারা॥

রাজা বহুরকম মাঙ্গলিক ও শুভফলসূচক সুগন্ধ দ্রব্য পাঠিয়েছিলেন। দই, চিঁড়া এবং অন্যান্য অনেক মঙ্গলদ্রব্য ভারে নিয়ে কাহাররা চলল।

বরযাত্রীদের জনকপুরে আগমন

অগবানন্হ জব দীখি বরাতা • উর আনন্দু পুলক ভর গাতা।
দেখি বনাব সহিত অগবানা • মুদিত বরাতিন্হ হনে নিসানা ॥

প্রত্যুদ্গমনকারীরা বরযাত্রী দেখে আনন্দে রোমাঞ্চিত হল। তাদের উপচার নিয়ে আসতে দেখে আনন্দিত বরযাত্রীরা দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন।

দো॰ হরষি পরসপর মিলন হিত, কছুক চলে বগমেল।
জনু আনন্দ সমুদ্র দুই, মিলত বিহাই সুবেল ॥ ৩০৪

আনন্দে পরস্পর মেলার জন্যে কিছু লোক পঙ্‌ক্তি বেঁধে চলল, মনে হল যেন দুটি সমুদ্র আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পরস্পর মিলিত হতে চলেছে।

চৌ॰ বরষি সুমন সুর সুন্দরি গাবহিঁ • মুদিত দেব দুন্দুভীঁ বজাবহিঁ।
বস্তু সকল রাখীঁ নৃপ আগেঁ • বিনয় কীন্হি তিন্হ অতি অনুরাগেঁ ॥

পুষ্পবৃষ্টি করে সুরাঙ্গনারা গাইতে লাগলেন, আনন্দিত দেবতারা দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। তাঁরা রাজা দশরথের সামনে সমস্ত সামগ্রী রেখে অত্যন্ত অনুরাগে মিনতি জানালেন।

প্রেম সমেত রায় সবু লীন্হা • ভৈ বকসীস জাচকন্হি দীন্হা।
করি পূজা মান্যতা বড়াই • জনবাসে কহুঁ চলে লবাই ॥

রাজা প্রীতিপূর্ণ অন্তরে সব গ্রহণ করলেন, যাচকদের উপঢৌকন দিলেন। প্রত্যুদ্গমন-কারীরা সকলকে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে বাসাবাড়িতে নিয়ে গেল।

বসন বিচিত্র পাঁবড়ে পরহীঁ • দেখি ধনদু ধন মদু পরিহরহীঁ।
অতি সুন্দর দীন্হেউ জনবাসা • জহঁ সব কহুঁ সব ভাঁতি সুপাসা ॥

পথে বিচিত্র বসন পাতা হয়েছে যা দেখে কুবেরের ধনগর্ব দূর হয়। বরযাত্রীদের অতি সুন্দর বাসাবাড়ি দেওয়া হল, সেখানে সবরকমের সুখসুবিধা ছিল।

জানী সিয়ঁ বরাত পুর আঈ • কছু নিজ মহিমা প্রগটি জনাঈ।
হৃদয়ঁ সুমিরি সব সিদ্ধি বোলাঈঁ • ভূপ পহুনঈ করন পঠাঈঁ ॥

বরযাত্রীরা নগরে এসেছেন জেনে সীতা নিজের কিছু মহিমা প্রকাশ করলেন। মনে মনে স্মরণ করে সিদ্ধিদের আহ্বান করে রাজা দশরথের সেবার জন্যে তাদের পাঠালেন।

দো॰ সিধি সব সিয় আয়সু অকনি, গঈঁ জহাঁ জনবাস।
লিএঁ সম্পদা সকল সুখ, সুরপুর ভোগ বিলাস ॥ ৩০৫

সিদ্ধিরা সব সীতার আদেশ পেয়ে স্বর্গের সমস্ত সুখসম্পদ ও ভোগবিলাস নিয়ে বরযাত্রীদের আবাসে গেলেন।

চৌ॰ নিজ নিজ বাস বিলোকি বরাতী * সুর সুখ সকল সুলভ সব ভাঁতী।
বিভব ভেদ কছু কোউ ন জানা * সকল জনক কর করহিঁ বখানা।

বরযাত্রীরা তাঁদের আবাসে স্বর্গের সমস্ত সুখ একত্র দেখলেন। এ-বিভবের কী কারণ না বুঝে সকলে জনকের প্রশংসা করলেন।

সিয় মহিমা রঘুনায়ক জানী * হরষে হৃদয়ঁ হেতু পহিচানী।
পিতু আগমনু সুনত দোউ ভাঈ * হৃদয়ঁ ন অতি অনন্দু অমাঈ॥

সীতার মহিমা রামচন্দ্র জানলেন। এই বিভবের আসল কারণ জেনে আনন্দিত হলেন। পিতা এসেছেন শুনে দু-ভাইয়ের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না।

সকুচন্হ কহি ন সকত গুরু পাহীঁ * পিতু দরসন লালচু মন মাহীঁ।
বিস্বামিত্র বিনয় বড়ি দেখী * উপজা উর সন্তোষু বিসেষী॥

পিতাকে দেখবার বাসনা মনে নিয়েও সঙ্কোচে গুরুর কাছে কিছু বলতে পারলেন না। বিশ্বামিত্র দু-ভাইয়ের এই বিনয় দেখে হৃদয়ে বিশেষ সন্তোষ লাভ করলেন।

হরষি বন্ধু দোউ হৃদয় লগাএ * পুলক অঙ্গ অম্বক জল ছাএ।
চলে জহাঁ দসরথু জনবাসে * মনহুঁ সরোবর তকেউ পিআসে॥

আনন্দে দু-জনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, পুলকে আনন্দাশ্রুতে দেহ সিক্ত হল। যেখানে দশরথকে আবাস দেওয়া হয়েছিল সেখানে চললেন, মনে হল সরোবর যেন তৃষ্ণার্তকে লক্ষ্য করে চলেছে।

দো॰ ভূপ বিলোকে জবহিঁ মুনি, আবত সুতন্হ সমেত।
উঠে হরষি সুখসিন্ধু মহুঁ, চলে থাহ সী লেত॥ ৩০৬

রাজা দুই পুত্রকে মুনির সঙ্গে আসতে দেখে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, যেন সুখের সমুদ্রের থৈ দেখে নিলেন।

চৌ॰ মুনিহি দণ্ডবত কীন্হ মহীসা * বার বার পদ রজ ধরি সীসা।
কৌসিক রাউ লিএ উর লাঈ * কহি অসীস পূছী কুসলাঈ॥

মুনিকে রাজা প্রণাম করলেন, বার বার তাঁর চরণধূলি মাথায় নিলেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আশীর্বাদ করে কুশল প্রশ্ন করলেন।

পুনি দণ্ডবত করত দোউ ভাঈ ॥ দেখি নৃপতি উর সুখু ন সমাঈ।
সুত হিয়ঁ লাই দুসহ দুখ মেটে ॥ মৃতক সরীর প্রান জনু ভেঁটে ॥

দুই ভাই যখন তাঁকে প্রণাম করলেন তখন তাঁদের দেখে রাজার আনন্দ ধরে না। পুত্রদের বুকে নিয়ে দুঃসহ দুঃখ দূর করলেন, মৃতের শরীরে যেন প্রাণ ফিরে এল।

পুনি বসিষ্ঠ পদ সির তিন্হ নাএ ॥ প্রেম মুদিত মুনিবর উর লাএ।
বিপ্র বৃন্দ বন্দে দুহুঁ ভাঈঁ ॥ মন ভাবতী অসীসেঁ পাঈঁ ॥

এবারে তাঁরা দুজন বশিষ্ঠকে প্রণাম করলেন, স্নেহ-প্রফুল্ল মুনি তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দু-ভাই ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে মনের মতো আশীর্বাদ পেলেন।

ভরত সহানুজ কীন্হ প্রনামা ॥ লিএ উঠাই লাই উর রামা।
হরষে লখন দেখি দোউ ভ্রাতা ॥ মিলে প্রেম পরিপূরিত গাতা ॥

অনুজ শত্রুঘ্নকে নিয়ে ভরত প্রণাম করলেন, রাম তাঁদের বুকে তুলে নিলেন। লক্ষ্মণ দু-ভাইকে দেখে আনন্দিত হলেন, স্নেহে পুলকিত দেহে তাঁরা মিলিত হলেন।

দো॰ পুরজন পরিজন জাতিজন, জাচক মন্ত্রী মীত।
মিলে জথাবিধি সবহি প্রভু, পরম কৃপাল বিনীত ॥ ৩০৭

পুরবাসী, পরিজন, জ্ঞাতি, মন্ত্রী এঁদের সবার সঙ্গে করুণাময় রাম পরম বিনয়ে মিলিত হলেন।

চৌ॰ রামহি দেখি বরাত জুড়ানী ॥ প্রীতি কী রীতি ন জাতি বখানী।
নৃপ সমীপ সোহহিঁ সুত চারী ॥ জনু ধন ধরমাদিক তনুধারী ॥

রামকে দেখে বরযাত্রীরা পরিতৃপ্ত হলেন। প্রেমপ্রীতির রীতি ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। রাজার সামনে চার পুত্রকে দেখে মনে হল, ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ যেন দেহধারণ করেছে।

সুতন্হ সমেত দসরথহি দেখী ॥ মুদিত নগর নর নারি বিসেষী।
সুমন বরিসি সুর হনহিঁ নিসানা ॥ নাকনটীঁ নাচহিঁ করি গানা ॥

পুত্রসহ দশরথকে দেখে নগরের নরনারী বিশেষভাবে আনন্দিত হল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন, স্বর্গের নটীরা গান গাইতে গাইতে নাচতে লাগল।

সতানন্দ অরু বিপ্র সচিব গন ॥ মাগধ সূত বিদুষ বন্দীজন।
সহিত বরাত রাউ সনমানা ॥ আয়সু মাগি ফিরে অগবানা ॥

শতানন্দ, ব্রাহ্মণ, সচিব, মাগধ, সূত, বন্দী প্রমুখ প্রত্যুদ্গমনকারীরা বরযাত্রীসহ রাজাকে সম্মান জানিয়ে আজ্ঞা নিয়ে ফিরে গেলেন।

প্রথম বরাত লগন তেঁ আঈ * তাতেঁ পুর প্রমোদু অধিকাঈ।
ব্রহ্মানন্দু লোগ সব লহহীঁ * বঢ়হুঁ দিবস নিসি বিধি সন কহহীঁ ॥

বরযাত্রীরা লগ্নের আগেই এসেছিলেন, এই জন্যে জনকনগরে খুব আনন্দ হল। সকলে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করলেন এবং ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন যেন দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়।

দো০ রামু সীয় সোভা অবধি, সুকৃত অবধি দোউ রাজ।
জহঁ তহঁ পুরজন কহহিঁ অস, মিলি নর নারি সমাজ ॥ ৩০৮

রাম আর সীতা তো সৌন্দর্যের শেষ সীমা আর দুই রাজা হলেন পুণ্যের শেষ সীমা। জনকপুরের নরনারীর দল মিলিত হয়ে যেখানে সেখানে এই কথাই বলে বেড়াতে লাগলেন।

চৌ০ জনক সুকৃত মূরতি বৈদেহী * দসরথ সুকৃত রামু ধরে দেহী।
ইন্হ সম কাহুঁ ন সিব অবরাধে * কাহুঁ ন ইন্হ সমান ফল লাধে ॥

জনকের পুণ্য যেন সীতার মূর্তি ধরে এসেছে আর দশরথের পুণ্য যেন রামরূপ ধরে এসেছে। এঁদের মতো (একনিষ্ঠভাবে) কেউ শিবের উপাসনা করে নি, তাঁদের মতো ফল লাভও কারো হয় নি।

ইন্হ সম কোউ ন ভয়উ জগ মাহীঁ * হৈ নহিঁ কতহূঁ হোনেউ নাহীঁ।
হম সব সকল সুকৃত কৈ রাসী * ভএ জগ জনমি জনকপুর বাসী ॥

এঁদের মতো জগতে কেউ নেই, কেউ হয় নি, হবেও না। আমরা সবাই পুণ্যরাশি যারা জগতে জন্ম নিয়ে জনকপুরের অধিবাসী হয়েছি।

জিন্হ জানকী রাম ছবি দেখী * কো সুকৃতী হম সরিস বিসেষী।
পুনি দেখব রঘুবীর বিআহূ * লেব ভলী বিধি লোচন লাহূ ॥

আমরা যারা জানকী আর রামের রূপ দেখেছি তাদের মতো বিশেষ পুণ্যবান আর কে? আমরা রামের বিবাহ দেখব, আমরা ভালো করেই চোখ থাকার ফল পাব।

কহহিঁ পরসপর কোকিলবয়নীঁ * এহি বিআহঁ বড় লাভু সুনয়নীঁ।
বড়েঁ ভাগ বিধি বাত বনাঈ * নয়ন অতিথি হোইহহিঁ দোউ ভাঈ ॥

কোকিলকণ্ঠী স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলতে লাগলেন, সুনয়নী, এই বিবাহে খুব লাভ হবে। ভাগ্যবশে বিধাতাই এ বিবাহ ঘটিয়েছেন। এই দু-ভাই আমাদের নয়নের অতিথি হবেন।

দো০ বারহিঁ বার সনেহ বস, জনক বোলাউব সীয়।
লেন আইহহিঁ বন্ধু দোউ, কোটি কাম কমনীয়॥ ৩০৯

রাজা জনক স্নেহের টানে বারবার সীতাকে আনবেন। তখন কোটি কামদেবের মতো কমনীয় এই দুই ভাই তাঁকে নিয়ে যেতে আসবেন।

চৌ০ বিবিধ ভাঁতি হোইহি পহুনাঈ ॥ প্রিয় ন কাহি অস সাসুর মাঈ।
তব তব রাম লখনহি নিহারী ॥ হোইহহিঁ সব পুর লোগ সুখারী॥

তখন আসাযাওয়ার মধ্যে দিয়ে নানাভাবে দুই ঘরে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হবে, এমন শ্বশুরের ঘর কার না ভাল লেগে থাকে? সেই সময়ে রামলক্ষ্মণকে দেখে সমস্ত পুরবাসীরা সুখী হবেন।

সখি জস রাম লখন কর জোটা ॥ তৈসেই ভূপ সঙ্গ দুই ঢোটা।
স্যাম গৌর সব অঙ্গ সুহাএ ॥ তে সব কহহিঁ দেখি জে আএ॥

সখী, রামলক্ষ্মণ যেমন এক জুটি তেমনি আর দুই কুমার রাজার সঙ্গে আছেন—একজন শ্যামবর্ণ আর একজন গৌরবর্ণ। তাঁরাও সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁদের যারা দেখে এসেছেন তাঁরা সবাই একথা বলাবলি করেছেন।

কহা এক মৈঁ আজু নিহারে ॥ জনু বিরঞ্চি নিজ হাথ সঁবারে।
ভরতু রামহী কী অনুহারী ॥ সহসা লখি ন সকহিঁ নর নারী॥

একজন সখী বলল, আমি আজই দেখেছি। এঁরা এত সুন্দর যে মনে হয় ব্রহ্মা যেন নিজে হাতে এঁদের গড়েছেন। ভরত রামের মতো দেখতে, নরনারী ওঁদের দেখে সহজে চিনতে পারবে না।

লখনু সত্রু সূদনু একরূপা ॥ নখ সিখ তে সব অঙ্গ অনূপা।
মন ভাবহিঁ মুখ বরনি ন জাহীঁ ॥ উপমা কহুঁ ত্রিভুবন কোউ নাহীঁ॥

লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন এক রকম, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গই অতুলনীয়, মনে তো ভালো লাগে কিন্তু মুখে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। তাঁদের উপমা ত্রিভুবনে নেই।

ছন্দ০ উপমা ন কোউ কহ দাস তুলসী কতহুঁ কবি কোবিদ কহৈঁ।
বল বিনয় বিদ্যা সীল সোভা সিন্ধু ইন্হ সে এই অহৈঁ॥
পুর নারি সকল পসারি অঞ্চল বিধিহি বচন সুনাবহীঁ।
ব্যাহিঅহুঁ চারিউ ভাই এহিঁ পুর হম সুমঙ্গল গাবহীঁ॥

তুলসী দাস বলেন এঁদের বর্ণনার উপযোগী কোন উপমাই নেই। কবিপণ্ডিতেরাও তাই বলেন। এঁরা বল, বিনয়, বিদ্যা, শীল ও শোভার সমুদ্র। এঁদের উপমা এঁরাই। পুরনারীরা আঁচল বিছিয়ে প্রার্থনা করে—এই চার ভাইয়ের এই নগরেই বিবাহ হোক, আমরা মঙ্গলগান গাই।

সো॰ কহহিঁ পরস্পর নারি, বারি বিলোচন পুলক তন।
সখি সবু করব পুরারি, পুণ্য পয়োনিধি ভূপ দোউ॥ ৩৪

মেয়েরা রোমাঞ্চিত দেহে পরস্পর আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে বলল, সখী, শিব আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন কারণ দুই রাজাই যে পুণ্যের সমুদ্র।

চৌ॰ এহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ * আনঁদ উমগি উমগি উর ভরহীঁ।
জে নৃপ সীয় স্বয়ম্বর আএ * দেখি বন্ধুসব তিন্হ সুখ পাএ॥

এই ভাবে সবাই প্রার্থনা করতে লাগল। আনন্দের উচ্ছ্বাস হৃদয় ভরল তাদের। যে-সব রাজারা সীতার স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এই ভাইদের দেখে তারাও আনন্দ পেলেন।

কহত রাম জসু বিসদ বিসালা * নিজ নিজ ভবন গএ মহিপালা।
গএ বীতি কছু দিন এহি ভাঁতী * প্রমুদিত পুরজন সকল বরাতী॥

রামের বিশদ বিপুল যশ আলোচনা করতে করতে রাজারা নিজেদের ভবনে গেলেন। এইভাবে কিছুদিন কাটল, পুরজন এবং সমস্ত বরযাত্রীরা আনন্দিত হলেন।

রামসীতার বিবাহ

মঙ্গল মূল লগন দিনু আবা * হিম রিতু অগহনু মাসু সুহাবা।
গ্রহ তিথি নখতু জোগু বর বারূ * লগন সোধি বিধি কীন্হ বিচারূ॥

মঙ্গলময় বিবাহের দিনটি এল শেষে। অগ্রাণ মাস, অনুকূল শীতের সময়। বিধাতা লগ্ন শুদ্ধ করে বিশেষ বিচার করে গ্রহ, তিথি, নক্ষত্রযোগ এবং বার ঠিক করেছেন।

পঠৈ দীন্হি নারদ সন সোঈ * গনী জনক কে গনকন্হ জোঈ।
সুনী সকল লোগন্হ য়হ বাতা * কহহিঁ জোতিষী আহিঁ বিধাতা॥

নারদের হাতে তিনি লগ্নপত্রিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। জনকের জ্যোতিষীরাও একই লগ্ন ঠিক করেছিলেন। সবাই একথা শুনে বললেন, জ্যোতিষীই তো দ্বিতীয় বিধাতা।

দো॰ ধেনুধূরি বেলা বিমল, সকল সুমঙ্গল মূল।
বিপ্রন্‌হ কহেউ বিদেহ সন, জানি সগুন অনুকূল ॥ ৩১০

সমস্ত সুমঙ্গলের মূল গোধূলিবেলা এল আর অনুকূল লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। তখন ব্রাহ্মণেরা রাজা জনককে অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে বললেন।

চৌ॰ উপরোহিতহি কহেউ নরনাহা ◆ অব বিলম্ব কর কারনু কাহা।
সতানন্দ তব সচিব বোলাএ ◆ মঙ্গল সকল সাজি সব ল্যাএ ॥

জনক পুরোহিত শতানন্দকে বললেন, আর দেরি কেন? শতানন্দ সব সচিবদের ডেকে আনলেন। তাঁরা মঙ্গল-উপচার সাজিয়ে আনলেন।

সঙ্খ নিসান পনব বহু বাজে ◆ মঙ্গল কলস সগুন সুভ সাজে।
সুভগ সুআসিনি গাবহিঁ গীতা ◆ করহিঁ বেদ ধুনি বিপ্র পুনীতা ॥

শঙ্খ, দুন্দুভি এবং পটহ বাজল, শুভসূচক মঙ্গলকলস সজ্জিত হল, রূপবতী সোহাগিনীরা গান করতে লাগল, পবিত্র ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করতে লাগলেন।

লেন চলে সাদর এহি ভাঁতী ◆ গএ জহাঁ জনবাস বরাতী।
কোসলপতি কর দেখি সমাজূ ◆ অতি লঘু লাগ তিন্‌হহি সুররাজূ ॥

বরযাত্রীদের সাদরে আনবার জন্যে সকলে বাসাবাড়ির দিকে গেলেন। কোশলরাজের বৈভব দেখে ইন্দ্রের বৈভবকে তাঁদের তুচ্ছ মনে হল।

ভয়উ সময় অব ধারিঅ পাউ ◆ য়হ সুনি পরা নিসানহিঁ ঘাউ।
গুরহি পূছি করি কুল বিধি রাজা ◆ চলে সঙ্গ মুনি সাধু সমাজা ॥

তাঁরা বললেন, লগ্ন আসন্ন, আপনারা আসুন। একথা শুনে দুন্দুভি বাজালেন তাঁরা। রাজা দশরথ গুরু বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কুলাচার অনুসারে মুনি এবং সাধু-সমাজের সঙ্গে চললেন।

দো॰ ভাগ্য বিভব অবধেস কর, দেখি দেব ব্রহ্মাদি।
লগে সরাহন সহস মুখ, জানি জনম নিজ বাদি ॥ ৩১১

মহারাজ দশরথের ভাগ্য ও ঐশ্বর্য দেখে ব্রহ্মাদি দেবতা নিজেদের জন্মকে তুচ্ছ মনে করে হাজার মুখে তাঁর গুণগান করতে লাগলেন।

চৌ॰ সুরন্‌হ সুমঙ্গল অবসরু জানা ◆ বরষহিঁ সুমন বজাই নিসানা।
সিব ব্রহ্মাদিক বিবুধ বরূথা ◆ চঢ়ে বিমানন্হি নানা জূথা ॥

দেবতারা সুন্দর মঙ্গল লগ্ন জেনে দুন্দুভি বাজিয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। শিব এবং ব্রহ্মাদি দেবতারা যার যার বিমানে গিয়ে চড়লেন।

প্রেম পুলক তন হৃদয়ঁ উছাহূ * চলে বিলোকন রাম বিআহূ।
দেখি জনকপুরু সুর অনুরাগে * নিজ নিজ লোক সবহিঁ লঘু লাগে॥

প্রেমে পুলকিত হয়ে হৃদয়ে উচ্ছাস বয়ে দেবতারা সব শ্রীরামের বিবাহ দেখতে চললেন। জনকপুর দেখে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তাঁদের চোখে নিজেদের আলয়গুলো তুচ্ছ মনে হল।

চিতবহিঁ চকিত বিচিত্র বিতানা * রচনা সকল অলৌকিক নানা।
নগর নারি নর রূপ নিধানা * সুঘর সুধরম সুসীল সুজানা॥

মণ্ডপের নানারকম অদ্ভুত রচনা দেবতারা বিস্মিত হয়ে দেখলেন। নগরের নরনারীরা রূপের আধার, সুরুচি, সুধর্মা, সুশীল এবং সজ্জন।

তিন্হহি দেখি সব সুর সুরনারী * ভএ নখত জনু বিধু উজিআরী।
বিধিহি ভয়উ আচরজু বিসেষী * নিজ করনী কছু কতহুঁ ন দেখী॥

তাঁদের দেখে সব দেবদেবীর তেজ এমন হল চাঁদের আলোয় নক্ষত্রের তেজ যেমন হয়। ব্রহ্মা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, তাঁর নিজের রচনা কোথাও দেখতে পেলেন না।

দো॰ সিবঁ সমুঝাএ দেব সব, জনি আচরজ ভুলাহু।
হৃদয়ঁ বিচারহু ধীর ধরি, সিয় রঘুবীর বিআহু॥ ৩১২

শিব সব দেবতাদের বোঝালেন, বিস্ময়ে ভুলো না। ধৈর্য ধরে নিজেদের মনে মনে বিচার করে দেখো, এ যে শ্রীরাম আর সীতার বিবাহ।

চৌ॰ জিন্হ কর নামু লেত জগ মাহীঁ * সকল অমঙ্গল মূল নসাহীঁ।
করতল হোহিঁ পদারথ চারী * তেই সিয় রামু কহেউ কামারী॥

জগতে যাঁদের নাম নিলেই অমঙ্গলের মূল নষ্ট হয়, আর চারটি পরমার্থ হাতের তালুতে আসে এঁরাই সেই রাম আর সীতা।

এহি বিধি সম্ভু সুরন্হ সমুঝাবা * পুনি আগেঁ বর বসহ চলাবা।
দেবন্হ দেখে দসরথু জাতা * মহামোদ মন পুলকিত গাতা॥

এভাবে শিব দেবতাদের বোঝালেন, তারপর তাঁর বৃষভকে সম্মুখে চালালেন। দেবতারা দেখলেন মহানন্দে রোমাঞ্চিত শরীরে দশরথ চলেছেন।

সাধু সমাজ সঙ্গ মহিদেবা ॥ জনু তনু ধরেঁ করহিঁ সুখ সেবা।
সোহত সাথ সুভগ সুত চারী ॥ জনু অপবরগ সকল তনু ধারী ॥
সাধু সমাজের সঙ্গে চলেছেন ব্রাহ্মণেরা, সুখ যেন শরীর ধারণ করে সেবা করছে। এঁদের সঙ্গে সুন্দর সেই চার পুত্র, যেন মোক্ষ দেহ ধারণ করেছে।

মরকত কনক বরন বর জোরা ॥ দেখি সুরন্হ ভৈ প্রীতি ন থোরী।
পুনি রামহি বিলোকি হিয়ঁ হরষে ॥ নৃপহি সরাহি সুমন তিন্হ বরষে ॥
মরকত মণি এবং স্বর্ণের মতো এক জুটি দেখে দেবতাদের আনন্দ হল। রামকে দেখে তাঁদের হৃদয় পুলকিত হল। রাজাকে প্রশংসা করে তাঁরা পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

দো॰ রাম রূপু নখ সিখ সুভগ, বারহিঁ বার নিহারি।
পুলক গাত লোচন সজল, উমা সমেত পুরারি। ৩১৩
পা থেকে মাথা পর্যন্ত রামের অনিন্দ্য রূপ বারবার দেখে উমা সহ শিব রোমাঞ্চিত হলেন, তাঁদের চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল।

চৌ॰ কেকি কণ্ঠ দুতি স্যামল অঙ্গা ॥ তড়িত বিনিন্দক বসন সুরঙ্গা।
ব্যাহ বিভূষন বিবিধ বনাএ ॥ মঙ্গল সব সব ভাঁতি সুহাএ ॥
ময়ূরের কণ্ঠের মতো শ্যামবর্ণ শরীরে বিদ্যুৎবিনিন্দিত উজ্জ্বল রঙের বসন। মঙ্গলময় এবং সব দিক দিয়ে সুন্দর নানা বিবাহ ভূষণ নির্মিত হয়েছে।

সরদ বিমল বিধু বদনু সুহাবন ॥ নয়ন নবল রাজীব লজাবন।
সকল অলৌকিক সুন্দরতাঈ ॥ কহি ন জাই মনহীঁ মন ভাঈ ॥
শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দর মুখ, নবপদ্মকে লজ্জা দিচ্ছে নয়ন, অলৌকিক এই ব্যাপক সৌন্দর্য শুধু মনে মনেই অনুভব করা যায়, মুখে প্রকাশ করা যায় না।

বন্ধু মনোহর সোহহিঁ সঙ্গা ॥ জাত নচাবত চপল তুরঙ্গা।
রাজকুঅঁর বর বাজি দেখাবহিঁ ॥ বংস প্রসংসক বিরিদ সুনাবহিঁ
মনোহর ভাইদের সঙ্গে শোভমান চঞ্চল ঘোড়াকে নাচাতে নাচাতে চলেছেন তাঁরা, রাজকুমারেরা ঘোড়ায় নানা গতি ভঙ্গী দেখাচ্ছেন, ভাটেরা বংশগীতি গেয়ে চলেছেন।

জেহি তুরঙ্গ পর রামু বিরাজে ॥ গতি বিলোকি খগনায়কু লাজে।
কহি ন জাই সব ভাঁতি সুহাবা ॥ বাজি বেষু জনু কাম বনাবা ॥
যে ঘোড়ার উপরে রাম বিরাজ করছেন তার গতি দেখে খগরাজ (গরুড়) লজ্জা পাচ্ছেন। তার সব কিছুই এমন মনোহর যে বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। মনে হয় কামদেব যেন অশ্বরূপ ধরে এসেছেন।

ছন্দ॰ জনু বাজি বেষু বনাই মনসিজু রাম হিত অতি সোহঈ।
আপনে বয় বল রূপ গুন গতি সকল ভুবন বিমোহঈ॥
জগমগত জীনু জরাব্র জোতি সুমোতি মনি মানিক লগে।
কিঙ্কিনি ললাম লগামু ললিত বিলোকি সুর নর মুনি ঠগে॥

যেন রামহিতের জন্যে কামদেবই অতি সুন্দর বেশ বানিয়েছেন, নিজের বয়স, বল, রূপ, গুণ ও গতি দেখিয়ে সমস্ত জগৎকে বিমোহিত করছেন। ঝকমকে জিনে জড়োয়ার জ্যোতি, কত মণিমাণিক্য লাগানো। ঘুঙুরদেওয়া সুন্দর লাগাম দেখে সুর, নর ও মুনিরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হচ্ছেন।

দো॰ প্রভু মনসহিঁ লয়লীন মনু, চলত বাজি ছবি পাব।
ভূষিত উড়গন তড়িত ঘনু, জনু বর বরহি নচাব॥ ৩১৪

প্রভুর মনে মন দিয়ে চলতে চলতে ঘোড়া অপূর্ব শোভা ধারণ করছে। তারা এবং বিজলীতে সেজে মেঘ যেন সুন্দর ময়ূরকে নাচাচ্ছে।

চৌ॰ জেহিঁ বর বাজি রামু অসবারা * তেহি সারদউ ন বরনৈ পারা।
সঙ্করু রাম রূপ অনুরাগে * নয়ন পঞ্চদস অতি প্রিয় লাগে॥

যে সুন্দর ঘোড়ায় রামচন্দ্র আরোহী সারদাও তার বর্ণনা দিতে পারবেন না। শিব রামরূপ দেখে এত প্রসন্ন হলেন যে তাঁর পনেরটা চোখ অত্যন্ত প্রিয় মনে হল।

হরি হিত সহিত রামু জব জোহে * রমা সমেত রমাপতি মোহে।
নিরখি রামছবি বিধি হরষানে * আঠই নয়ন জানি পছিতানে॥

শ্রীহরি সস্নেহে রামকে দেখে লক্ষ্মীসহ মুগ্ধ হলেন। শ্রীরামের রূপ দেখে ব্রহ্মা প্রসন্ন হলেন আর নিজের (মাত্র) আটটা চোখ আছে বলে অনুশোচনা করতে লাগলেন।

সুর সেনপ উর বহুত উছাহু * বিধি তে ডেবঢ় লোচন লাহু।
রামহি চিতব সুরেস সুজানা * গৌতম শ্রাপু পরম হিত মানা॥

দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র মনে খুব আনন্দ হল, তাঁর ব্রহ্মার দেড়গুণ (ছয়) চোখ আছে বলে! রামের দিকে তাকিয়ে চতুর দেবরাজ গৌতমের শাপকে পরম হিতকর বলে মানলেন।

দেব সকল সুরপতিহি সিহাহীঁ * আজু পুরন্দর সম কোউ নাহীঁ।
মুদিত দেবগন রামহি দেখী * নৃপসমাজ দুহুঁ হরষু বিসেষী॥

দেবতারা সকলেই ইন্দ্রকে ঈর্ষা করেন, কারণ আজ পর্যন্ত (সত্যি) তাঁর মতো কেউ

নেই। দেবতারা তাই রামকে দেখে আনন্দিত হলেন। দুই রাজ্যের রাজারাই অত্যন্ত প্রীত হলেন।

ছন্দ॰ অতি হরষু রাজসমাজ দুহু দিসি দুন্দুভীঁ বাজহিঁ ঘনী।
বরষহিঁ সুমন সুর হরষি কহি জয় জয়তি জয় রঘুকুলমনী॥
এহি ভাঁতি জানি বরাত আবত বাজনে বহু বাজহীঁ।
রানী সুআসিনি বোলি পরিছনি হেতু মঙ্গল সাজহীঁ॥

বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ দুদিকের সমাজেই আনন্দের সমারোহ। দুন্দুভি বাজছে। দেবতারা খুশি হয়ে রঘুকুলমণির জয়ধ্বনি তুলে পুষ্পবর্ষণ করছেন। এইভাবে বরযাত্রীরা আসছে জেনে বহু বাদ্য বাজতে লাগল আর রানী সুহাসিনী স্ত্রীদের ডেকে শুভ বরণডালা সাজাতে লাগলেন।

দো॰ সজি আরতী অনেক বিধি, মঙ্গল সকল সঁবারি।
চলীঁ মুদিত পরিছনি করন, গজ গামিনি বর নারি॥ ৩১৫

অনেক রকম আরতি আর বরণডালা সাজিয়ে গজগামিনী সুন্দরীরা আনন্দিত হয়ে বরণ করতে গেলেন।

চৌ॰ বিধুবদনীঁ সব সব মৃগলোচনি॥ সব নিজ তন ছবি রতি মদু মোচনি।
পহিরেঁ বরন বরন বর চীরা॥ সকল বিভূষন সজেঁ সরীরা॥

মেয়েদের সবার মুখই চাঁদের মতো, চোখ হরিণের মতো। নিজেদের দেহশোভায় তাঁরা রতির গর্বকে দূর করছিল। তাদের পরনে রংবেরঙের শাড়ি, আর দেহ নানা আভরণে সজ্জিত।

সকল সুমঙ্গল অঙ্গ বনাএঁ॥ করহিঁ গান কলকণ্ঠি লজাএঁ।
কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর বাজহিঁ॥ চালি বিলোকি কাম গজ লাজহিঁ॥

সারা অঙ্গকে তারা মঙ্গলময় করে তুলেছে। কোকিলকে লজ্জা দিয়ে তারা গান করছিল। কাঁকন বাজছিল আর নূপুরের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তাদের গতিভঙ্গী দেখে কামদেবের হাতিও লজ্জা পাবে।

বাজহিঁ বাজনে বিবিধ প্রকারা॥ নভ অরু নগর সুমঙ্গলচারা।
সচী সারদা রমা ভবানী॥ জে সুরতিয় সুচি সহজ সয়ানী॥
কপট নারি বর বেষ বনাঈ॥ মিলীঁ সকল রনিবাসহিঁ জাঈ।
করহিঁ গান কল মঙ্গল বানীঁ॥ হরষ বিবস সব কাহুঁ ন জানীঁ॥

নানা রকম বাজনা বাজছে। আকাশে আর নগরের চারদিকে মঙ্গলাচার হচ্ছে। শচী, সারদা, লক্ষ্মী, পার্বতী আর স্বভাবচতুরা দেবাঙ্গনা যাঁরা শুচি ও বুদ্ধিমতী তাঁরা নারীর কপট বেশ ধারণ করে অন্তঃপুরে গেলেন। মনোহর বাণীতে তাঁরা মঙ্গলগান গাইতে লাগলেন আনন্দে সবাই বিভোর বলে কেউ টের পেল না।

ছন্দ॰ কো জান কেহি আনন্দ বস সব ব্রহ্ম বর পরিছন চলী।
কল গান মধুর নিসান বরষহিঁ সুমন সুর সোভা ভলী॥
আনন্দকন্দু বিলোকি দূলহু সকল হিয়ঁ হরষিং ভঈ
অম্ভোজ অম্বক অম্বু উমগি সুঅঙ্গ পুলকাবলি ছঈ॥

আনন্দবশে কেউ কাউকে চিনছে না, সবাই ব্রহ্ম-বর শ্রীরামচন্দ্রকে বরণ করতে চলেছেন। সুন্দর গান হচ্ছে, দুন্দুভি বাজছে, দেবতাদের পুষ্পবৃষ্টিতে শোভা সৃষ্টি হয়েছে। আনন্দ-উৎস বরকে দেখে সকলের হৃদয় আনন্দিত, কমল-নয়নে অশ্রু ঝরছে, মনোরম অঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

দো॰ জো সুখু ভা সিয় মাতু মন, দেখি রাম বর বেষু।
সো ন সকহিঁ কহি কলপ সত, সহস সারদা সেষু॥ ৩১৬

রামকে বরবেশে দেখে সীতার জননীর মনে যে সুখ হল সহস্র সারদা ও শেষনাগ শত কল্পেও, বলে শেষ করতে পারবেন না।

চৌ॰ নয়ন নীরু হটি মঙ্গল জানী॰ পরিছনি করহিঁ মুদিত মন রানী।
বেদ বিহিত অরু কুল আচারু॰ কীন্হ ভলী বিধি সব ব্যবহারু॥

মঙ্গলকাজ বলে অশ্রু মোচন করে আনন্দিত মনে রানী বরণ করতে লাগলেন। বেদের বিধি আর কুলাচার মতে তিনি সব অনুষ্ঠান করলেন।

পঞ্চ সবদ ধুনি মঙ্গল গানা॰ পট পাঁবড়ে পরহিঁ বিধি নানা।
করি আরতী অরঘু তিন্হ দীন্হা॰ রাম গমনু মণ্ডপ তব কীন্হা॥

পঞ্চশব্দ (তন্ত্রী, তাল, ঝাঁঝ, দুন্দুভি ও তূরীরব), পঞ্চধ্বনি (বেদধ্বনি, বন্দিধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি) এবং মঙ্গল গান হতে লাগল। নানারকম কাপড় বিছানো হতে লাগল। রানীরা আরতি করে অর্ঘ্য দিলেন। তখন রাম মণ্ডপে গেলেন।

দসরথু সহিত সমাজ বিরাজে॰ বিভব বিলোকি লোকপতি লাজে।
সময়ঁ সময়ঁ সুর বরষহিঁ ফুলা॰ সাঁতি পঢ়হিঁ মহিসুর অনুকূলা॥

দশরথ রাজমণ্ডলীর মধ্যে শোভমান ছিলেন। তাঁর ঐশ্বর্য দেখে লোকপতি লজ্জিত

হলেন। মাঝে মাঝে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। ব্রাহ্মণ অনুকূল শান্তিপাঠ করছিলেন।

নভ অরু নগর কোলাহল হোঈ • আপনি পর কছু সুনই ন কোঈ।
এহি বিধি রামু মণ্ডপহি আএ • অরঘু দেই আসন বৈঠাএ॥

আকাশে এবং নগরে সে কি কোলাহল! কে কার কথা শোনে! এইভাবে রাম মণ্ডপে এলেন, অর্ঘ্যদান করে তাঁকে আসনে বসানো হল।

ছন্দ• বৈঠারি আসন আরতী করি নিরখি বরু সুখু পাবহীঁ।
মনি বসন ভূষন ভূরি বারহিঁ নারি মঙ্গল গাবহী॥
ব্রহ্মাদি সুরবর বিপ্র বেষ বনাই কৌতুক দেখহীঁ।
অবলোকি রঘুকুল কমল রবি ছবি সুফল জীবন লেখহীঁ॥

আরতি করে আসনে বসিয়ে বরের মুখ দেখে আনন্দ পেল কুলবধূরা। অসংখ্য মণিময় বসনভূষণ উৎসর্গ করে তারা মঙ্গলগান গাইতে লাগল। ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশ ধরে কৌতুক দেখতে লাগলেন। রঘুকুলকমলের যিনি সূর্য স্বরূপ তাঁর রূপ দেখে সকলে জীবন ধন্য বলে মনে করলেন।

দো• নাউ বারী ভাট নট, রাম নিছাবরি পাই।
মুদিত অসীসহিঁ নাই সির, হরষু ন হৃদয়ঁ সমাই॥ ৩১৭

নাপিত, বারী (সম্প্রদায় বিশেষ), ভাট ও নট রামের দান পেয়ে আনন্দিত হয়ে মাথা নত করে মঙ্গল কামনা করতে লাগল, তাদের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না!

চৌ• মিলে জনকু দসরথু অতি প্রীতীঁ • করি বৈদিক লৌকিক সব রীতীঁ।
মিলত মহা দোউ রাজ বিরাজে • উপমা খোজি খোজি কবি লাজে॥

অত্যন্ত প্রীতি নিয়ে বৈদিক এবং লৌকিক সব রীতি অনুযায়ী জনক ও দশরথ মিলিত হলেন। দুই মহারাজের এই মিলনশোভা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি উপমা খুঁজে খুঁজে লজ্জিত হলেন।

লহী ন কতহুঁ হারি হিয়ঁ মানী • ইন্হ সম এই উপমা উর আনী।
সামধ দেখি দেব অনুরাগে • সুমন বরষি জসু গাবন লাগে॥

কোথাও যখন উপমা পেলেন না তখন কবিও হার মানলেন, মনে করলেন এঁরাই এঁদের উপমা। এই দুই বৈবাহিককে দেখে দেবতারা প্রসন্ন হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং যশোগান গাইতে লাগলেন।

জগু বিরঞ্চি উপজায়া জব তেঁ ॰ দেখে সুনে ব্যাহ বহু তব তেঁ।
সকল ভাঁতি সম সাজু সমাজূ ॰ সম সমধী দেখে হম আজু ॥

ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করার পর থেকে অনেক বিবাহ দেখেছেন এবং অনেক বিবাহের কথা শুনেছেন, কিন্তু তিনি বললেন, সবদিক দিয়ে সমান সমাজ এবং সমারোহ, এবং সমগুণান্বিত বৈবাহিক আমি আজই প্রথম দেখলাম।

দেব গিরা সুনি সুন্দর সাঁচী ॰ প্রীতি অলৌকিক দুহু দিসি মাচী।
দেত পাঁবড়ে অরঘু সুহাএ ॰ সাদর জনকু মণ্ডপহিঁ ল্যাএ ॥

দেবতাদের সুন্দর আর সত্য বাণী শুনে দুইপক্ষেই অলৌকিক প্রীতি বিস্তারিত হল। জনক চলার পথে আস্তরণ বিছিয়ে এবং অর্ঘ্যদান করে দশরথকে সাদরে মণ্ডপে আনলেন।

ছন্দ॰ মণ্ডপু বিলোকি বিচিত্র রচনাঁ রুচিরতাঁ মুনি মন হরে।
নিজ পানি জনক সুজান সব কহুঁ আনি সিঙ্ঘাসন ধরে ॥
কুল ইষ্ট সরিস বসিষ্ঠ পূজে বিনয় করি আসিষ লহী।
কৌসিকহি পূজত পরম প্রীতি কি রীতি তৌ ন পরৈ কহী ॥

মণ্ডপের অপূর্ব রচনা আর সৌন্দর্য দেখে মুনিরাও মোহিত হলেন। সজ্জন বিদেহরাজ নিজের হাতে সবার জন্যে সিংহাসন এনে রাখলেন। তারপর কুলগুরু এবং ইষ্টদেবের তুল্য বশিষ্ঠ মুনিকে সবিনয়ে বন্দনা করে আশীর্বাদ পেলেন এবং বিশ্বামিত্রকে যে পরম প্রীতিতে বন্দনা করলেন তার বর্ণনা দিতে কেউ পারবে না।

দো॰ বামদেব আদিক রিষয়, পূজে মুদিত মহীস।
দিএ দিব্য আসন সবহি, সব সন লহী অসীস ॥ ৩১৮

দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বামদেবপ্রমুখ বিশিষ্ট সজ্জনের বন্দনা করলেন, সকলকে দিব্য আসন দিয়ে সকলের আশীর্বাদ লাভ করলেন।

চৌ॰ বহুরি কীহ্নি কোসলপতি পূজা ॰ জানি ঈস সম ভাউ ন দূজা।
কীহ্নি জোরি কর বিনয় বড়াঈ ॰ কহি নিজ ভাগ্য বিভব বহুতাঈ ॥

রাজা (জনক) ঈশ্বর মনে করেই দশরথকে বন্দনা করলেন, অন্য ভাব নিয়ে নয়। নিজের ভাগ্যবিভবকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি শত মিনতি করলেন।

পূজে ভূপতি সকল বরাতী ॰ সমধী সম সাদর সব ভাঁতী।
আসন উচিত দিএ সব কাহূ ॰ কহৌঁ কাহ মুখ এক উছাহূ ॥

রাজা সমস্ত বরযাত্রীকে সব দিয়ে দিয়ে বৈবাহিকের মতোই সমাদর জানালেন, এবং যথাযোগ্য আসন দিলেন। সে উচ্ছ্বাস এক মুখে কী করে বলব ?

সকল বরাত জনক সনমানী * দান মান বিনতী বর বানী।
বিধি হরি হরু দিসিপতি দিনরাউ * জে জানহিঁ রঘুবীর প্রভাউ॥
কপট বিপ্র বর বেষ বনাএঁ * কৌতুক দেখহিঁ অতি সচু পাএঁ।
পূজে জনক দেব সম জানেঁ * দিএ সুআসন বিনু পহিচানেঁ॥

দান, মান, মিনতি এবং মধুর বচনে রাজা সমস্ত বরযাত্রীকে শ্রদ্ধা জানালেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, লোকপাল এবং সূর্য যাঁরা রামচন্দ্রের প্রভাব জানেন তাঁরা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে সানন্দে কৌতুক দেখতে লাগলেন। জনক দেবতাদের মতো মনে করে তাঁদেরও বন্দনা করলেন এবং বিনা পরিচয়েই তাঁদের উত্তম আসন দিলেন।

ছন্দ॰ পহিচান কো কেহি জান সবহি অপান সুধি ভোরী ভঈ।
আনন্দ কন্দু বিলোকি দূলহু উভয় দিসি আনন্দমঈ॥
সুর লখে রাম সুজান পূজে মানসিক আসন দএ।
অবলোকি সীলু সুভাউ প্রভু কো বিবুধ মন প্রমুদিত ভএ॥

কে কাকে চেনে জানে ? সবাই যে আপন ভোলা হয়েছে। আনন্দের উৎস বরকে দেখে দু-দিকই (বর পক্ষ ও কন্যাপক্ষ) আনন্দময় হয়েছে। সুদক্ষ রাজা দেবতাদের দেখে মনে মনেই পূজা করলেন এবং মনে মনেই আসন দিলেন। শ্রীরামের চরিত্র দেখে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

দো॰ রামচন্দ্র মুখ চন্দ্র ছবি, লোচন চারু চকোর।
করত পান সাদর সকল, প্রেম প্রমোদু ন থোর॥ ৩১৯

রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রের শোভা তাঁদের সুন্দর নয়নরূপ চকোর সাদরে পান করতে লাগল। সে প্রেম এবং সে আনন্দ অল্প নয়।

চৌ॰ সময়ু বিলোকি বসিষ্ঠ বোলাএ * সাদর সতানন্দু মুনি আএ।
বেগি কুঁঅরি অব আনহু জাঈ * চলে মুদিত মুনি আয়সু পাঈ॥

সময় হল জেনে বশিষ্ঠ শতানন্দকে ডাকলেন। উনি সশ্রদ্ধচিত্তে এলে বশিষ্ঠ বললেন, এখন অবিলম্বে রাজকুমারীকে নিয়ে আসুন।

রানী সুনি উপরোহিত বানী * প্রমুদিত সখিন্হ সমেত সয়ানী।
বিপ্র বধূ কুলবৃদ্ধ বোলাঈ * করি কুল রীতি সুমঙ্গল গাঈ॥

রানী পুরোহিতের কথা শুনে সখী-সহ আনন্দিত হলেন। কুলবৃদ্ধা এবং ব্রাহ্মণীদের ডেকে কুলরীতি অনুসরণ করে তাঁরা মঙ্গলগান গাইতে লাগলেন।

নারি বেষ জে সুর বর বামা * সকল সুভায় সুন্দরী স্যামা।
তিন্‌হহি দেখি সুখু পারহিঁ নারী * বিনু পহিচানি প্রানহু তে প্যারী ॥

নারীবেশ ধারণ করে যে দেবাঙ্গনারা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সুন্দরী ও ষোড়শী। নারীরা তাঁদের দেখে আনন্দিত হয়েছিল। বিনা পরিচয়েও তাদের চোখে ওঁরা প্রাণপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

বার বার সনমানহিঁ রানী * উমা রমা সারদ সম জানী।
সীয় সঁবারি সমাজু বনাঈ * মুদিত মণ্ডপহিঁ চলীঁ লবাঈ ।

রানী তাঁদের উমা, রমা এবং সারদার মতো মনে করে বারবার সম্মান প্রদর্শন করছিলেন। সীতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে সানন্দে তাঁকে মণ্ডপে নিয়ে চললেন তাঁরা।

ছন্দ॰ চলি ল্যাই সীতহি সখীঁ সাদর সজি সুমঙ্গল ভামিনীঁ।
নবসপ্ত সাজেঁ সুন্দরীঁ সব মত্ত কুঞ্জর গামিনীঁ ॥
কল গান সুনি মুনি ধ্যান ত্যাগহিঁ কাম কোকিল লাজহীঁ।
মঞ্জীর নূপুর কলিত কঙ্কন তাল গতি বর বাজহীঁ ॥

মত্তগজগামিনী সুন্দর সখী এবং স্ত্রীরা ষোড়শ শৃঙ্গার নিয়ে মঙ্গলসাজে সীতাকে সাজিয়ে সাদরে নিয়ে চলল। মধুর গান শুনে মুনির ধ্যানও ভেঙে যায়, কামদেবের কোকিলও লজ্জিত হয়, মঞ্জীর, নূপুর এবং সুন্দর কঙ্কণ তাল আর গতি অনুসারে বাজতে থাকে।

দো॰ সোহতি বনিতা বৃন্দ মহুঁ, সহজ সুহাবনি সীয়।
ছবি ললনা গন মধ্য জনু, সুষমা তিয় কমনীয় ॥ ৩২০

অঙ্গনাবৃন্দের মধ্যে সহজসুন্দরী সীতাকে দেখে মনে হচ্ছিল কান্তিরূপী অঙ্গনাদের দলে কান্তি এসে স্বয়ং বিরাজিতা।

চৌ॰ সিয় সুন্দরতা বরনি ন জাঈ * লঘু মতি বহুত মনোহরতাঈ।
আবত দীখি বরাতিন্‌হ সীতা * রূপ রাসি সব ভাঁতি পুনীতা ॥

সীতার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না। কারণ আমার বুদ্ধি অল্প এবং সীতার রম্যতা অধিক। বরযাত্রীরা সবরকমে পবিত্র রূপের রাশি সীতাকে আসতে দেখলেন।

সবহি মনহিঁ মন কিএ প্রনামা ● দেখি রাম ভএ পূরনকামা।
হরষে দসরথ সুতন্হ সমেতা ● কহি ন জাই উর আনঁদু জেতা ॥

সকলেই মনে মনে প্রণাম করলেন। রামচন্দ্রকে দেখে সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হল। পুত্র-সহ দশরথ প্রসন্ন হলেন। তাঁর হৃদয়ে তখন যে-আনন্দ তা বর্ণনা করে বলা যায় না।

সুর প্রনামু করি বরিসহিঁ ফূলা ● মুনি অসীস ধুনি মঙ্গল মূলা।
গান নিসান কোলাহলু ভারী ● প্রেম প্রমোদ মগন নর নারী ॥

দেবতারা প্রণাম করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। মঙ্গলের উৎস মুনিদের আশীর্বাদের ধ্বনি উঠল। সঙ্গীত ও বাদ্যের মিলিত কোলাহল হতে লাগল। নরনারীরা সবাই প্রেম আর আনন্দে মগ্ন হল।

এহি বিধি সিয় মণ্ডপহিঁ আঈ ● প্রমুদিত সাঁতি পঢ়হিঁ মুনিরাঈ।
তেহি অবসর কর বিধি ব্যবহারূ ● দুহুঁ কুলগুর সব কীন্হ অচারূ ॥

এইভাবে সীতা মণ্ডপে এলেন। মুনীশ্বর প্রসন্নভাবে স্বস্তি পাঠ করতে লাগলেন। তখন দুই কুলগুরু বেদবিধি এবং কুলাচার অনুসারে সব অনুষ্ঠান করলেন।

ছন্দ॰ আচারু করি গুর গৌরি গনপতি মুদিত বিপ্র পুজাবহীঁ।
সুর প্রগটি পূজা লেহিঁ দেহিঁ অসীস অতি সুখু পাবহীঁ ॥
মধুপর্ক মঙ্গল দ্রব্য জো জেহি সময় মুনি মন মহুঁ চহৈঁ।
ভরে কনক কোপর কলস সো তব লিএহিঁ পরিচারক রহৈঁ ॥

গুরু যথোচিত আচারে সানন্দে গৌরী, গণেশ এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। দেবতারা স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে পূজা গ্রহণ করলেন এবং আশীর্বাদ দিয়ে অত্যন্ত প্রীত হলেন। মধুপর্ক বা অন্যান্য মঙ্গলদ্রব্য যখন গুরুর মন যা চায় ঠিক তখনই সোনার পাত্র বা কলসে তা নিয়ে পরিচারকেরা দাঁড়িয়ে থাকে।

কুল রীতি প্রীতি সমেত রবি কহি দেত সবু সাদর কিয়ো।
এহি ভাঁতি দেব পুজাই সীতহিঁ সুভগ সিঙ্ঘাসনু দিয়ো ॥
সিয় রাম অবলোকনি পরস্পর প্রেমু কাহু ন লখি পরৈ।
মন বুদ্ধি বর বানী অগোচর প্রগট কবি কৈসেঁ করৈ ॥

সূর্যদেব স্বয়ং সস্নেহে কুলরীতি বলে দিলেন। তা সবাই সাদরে পালন করলেন। এইভাবে দেবপূজা করিয়ে সীতাকে সিংহাসন দিলেন মুনি। সীতা ও রামচন্দ্রের পরস্পর

বর্ণন এবং প্রেম কেউ বুঝল না। যে মন বুদ্ধি এবং বাণীর সীমানা ছাড়িয়ে তাকে কবি কেমন করে প্রকাশ করবে ?

দো॰ হোম সময় তনু ধরি অনলু, অতি সুখ আহুতি লেহিঁ।
বিপ্র বেষ ধরি বেদ সব, কহি বিবাহ বিধি দেহিঁ ॥ ৩২১

হোমের সময় অগ্নি তনু ধারণ করে অতি প্রসন্ন হয়ে আহুতি নিলেন, বিপ্রবেশ ধারণ করে চতুর্বেদসম্মত বিবাহবিধি বলে দিলেন।

চৌ জনক পাটমহিষী জগ জানী * সীয় মাতু কিমি জাই বখানী।
সুজসু সুকৃত সুখ সুন্দরতাঈ * সব সমেটি বিধি রচী বনাঈ ॥

জনকের যিনি জগৎ-খ্যাতা প্রধানা মহিষী, সেই সীতা-জননীকে কেমন করে বর্ণনা করা যাবে ? সুযশ, পুণ্য, সুখ এবং সৌন্দর্য এসব একত্র করে বিধাতা তাঁকে নির্মাণ করেছেন।

সমউ জানি মুনিবরন্হ বোলাঈঁ * সুনত সুআসিনি সাদর ল্যাঈঁ।
জনক বাম দিসি সোহ সুনয়না * হিমগিরি সঙ্গ বনী জনু ময়না ॥

সময় হলে মুনিরা তাঁকে ডাকলেন। শুনেই সোহাগিনী সখীরা তাঁকে নিয়ে এল। জনকের বাঁ-দিকে সুনয়না রানী এমন শোভা পেলেন যে দেখে মনে হল হিমালয়ের সঙ্গে মেনকা মিলিত হলেন।

কনক কলস মনি কোপর রূরে * সুচি সুগন্ধ মঙ্গল জল পূরে।
নিজ কর মুদিত রায় অরু রানী * ধরে রাম কে আগেঁ আনী ॥

পবিত্র, সুরভি এবং মঙ্গলবারিতে পূর্ণ সোনার কলস এবং মণিময় থালা রাজা আর রানী সানন্দে নিজের হাতে রামচন্দ্রের সামনে রাখলেন।

পঢ়হিঁ বেদ মুনি মঙ্গল বানী * গগন সুমন ঝরি অবসরু জানী।
বরু বিলোকি দম্পতি অনুরাগে * পায় পুনীত পখারন লাগে ॥

মুনিরা বেদের মঙ্গলবাণী পড়তে লাগলেন। সেই শুভমুহূর্তে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। বরকে দেখে দম্পতি (রাজা ও রানী) প্রীতিময় হলেন এবং পবিত্র চরণ প্রক্ষালন করতে লাগলেন।

ছন্দ॰ লাগে পখারন পায় পঙ্কজ প্রেম তন পুলকাবলী।
নভ নগর গান নিসান জয় ধুনি উমগি জনুচহুঁ দিসি চলী ॥

জে পদ সরোজ মনোজ অরি উর সর সদৈব বিরাজহীঁ।
জে সকৃত সুমিরত বিমলতা মন সকল কলি মল ভাজহীঁ॥

তাঁরা চরণ প্রক্ষালন করতে লাগলেন, আনন্দে দেহ রোমাঞ্চিত হল। আকাশে আর নগরে সঙ্গীত, বাদ্য এবং জয়ধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যে চরণপদ্ম শিবের হৃদয়সরোবরে সর্বদা বিরাজ করে এবং যা স্মরণ করলেই মন নির্মল হয় আর কলিযুগের সব পাপ দূর হয়,

জে পরসি মুনি বনিতা লহী গতি রহী জো পাতকমঈ।
মকরন্দু জিন্হকো সম্ভু সির সুচিতা অবধি সুর বরনঈ॥
করি মধুপ মন মুনি জোগিজন জে সেই অভিমত গতি লহৈঁ।
তে পদ পখারত ভাগ্যভাজনু জনকু জয় জয় সব কহৈঁ॥

যা স্পর্শ করে গৌতমপত্নী অহল্যা পরম গতি পেয়েছেন, যে চরণপদ্মের পরাগ শিব নিজের মাথায় ধারণ করেন, যাকে দেবতারা পবিত্রতার শেষ সীমা বলেন, যে চরণকমলে মুনিরা নিজেদের মনকে ভ্রমর বানিয়ে আর সেবা করে ইচ্ছানুসারে গতি লাভ করেন, অত্যন্ত ভাগ্যবান জনকরাজা সেই চরণ প্রক্ষালন করতে লাগলেন। সবাই জয়ধ্বনি করতে লাগল।

বর কুঅঁর করতল জোরি সাখোচারু দোউ কুলগুর করৈঁ।
ভয়ো পানিগহনু বিলোকি বিধি সুর মনুজ মুনি আনঁদ ভরৈঁ॥
সুখমূল দূলহু দেখি দম্পতি পুলক তন হুলস্যো হিয়ো।
করি লোক বেদ বিধানু কন্যাদানু নৃপভূষন কিয়ো॥

বরবধূর দুহাত মিলিয়ে দুই কুলগুরু শাখোচ্চার (বিবাহকালে বংশাবলীর বর্ণন) করলেন। পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হল দেখে বিধাতা, দেব, নর, ও মুনি আনন্দে মগ্ন হলেন। সুখের উৎস বরকে দেখে দম্পতির মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল, দেহ হল রোমাঞ্চিত। রাজাদের অলঙ্কার বিদেহরাজ বেদবিধি ও লোকাচার অনুযায়ী সম্প্রদান করলেন।

হিমবন্ত জিমি গিরিজা মহেসহি হরিহি শ্রীসাগর দঈ।
তিমি জনক রামহি সিয় সমরপী বিস্ব কল কীরতি নঈ॥

হিমালয় যেমন শিবের হাতে পার্বতীকে সমর্পণ করেন, সমুদ্র যেমন লক্ষ্মীকে শ্রীহরির হাতে সমর্পণ করেন, তেমনি জনক সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করে বিশ্বে নবকীর্তি লাভ করলেন।

কোঁ করৈ বিনয় বিদেহু কিয়ো বিদেহু মূরতি সাবঁরী ।
করি হোমু বিধিবত গাঁঠি জোরী হোন লাগী ভাবঁরী ॥

বিদেহ কেমন করে বিনয় করবেন ? ঐ শ্যামাঙ্গ যে তাকে বিদেহ করেছেন। হোমের পর বিধিমতো গাঁঠছড়া বেঁধে দম্পতিকে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

দো॰ জয়ধুনি বন্দী বেদ ধুনি, মঙ্গল গান নিসান।
সুনি হরষহিঁ বরষহিঁ বিবুধ, সুরতরু সুমন সুজান ॥৩২২

জয়ধ্বনি, বন্দি-ধ্বনি বেদধ্বনি, মঙ্গলগান এবং বাদ্যধ্বনি শুনে দেবতারা আনন্দিত হলেন, মহান্ কল্পতরু পুষ্প বর্ষণ করতে লাগল।

চৌ॰ কুঅঁরি কুঅঁরি কল ভাবঁরি দেহীঁ * নয়ন লাভু সব সাদর লেহীঁ।
জাই ন বরনি মনোহর জোরী * জো উপমা কছু কহৌঁ সো থোরী ॥

বরকন্যা সুন্দরভাবে প্রদক্ষিণ করছিলেন। সকলেই সাদরে চক্ষুষ্মান হওয়ার লাভটুকু গ্রহণ করছিলেন। ঐ মনোহর জুটির বর্ণনা করা যায় না। উপমা দেওয়া গেলেও তা হবে খুবই দুর্বল।

রাম সীয় সুন্দর প্রতিছাহীঁ * জগমগাত মনি খম্ভন মাহীঁ।
মনহুঁ মদন রতি ধরি বহু রূপা * দেখত রাম বিআহু অনূপা ॥

রাম আর সীতার সুন্দর প্রতিবিম্ব মণিময় স্তম্ভে শোভিত হল। মনে হল কন্দর্প ও রতি যেন বহু বেশ ধারণ করে রামের অনুপম বিবাহ দেখছেন।

দরস লালসা সকুচ ন থোরী * প্রগটত দুরত বহোরি বহোরী।
ভএ মগন সব দেখনিহারে * জনক সমান অপান বিসারে ॥

(কন্দর্প ও রতির) দেখার লোভও আছে, অথচ সঙ্কোচও কম নয়, তাই বারবার প্রকাশিত হচ্ছেন আবার লুকোচ্ছেন। যাঁরা বিবাহ দেখছেন তাঁরা তন্ময় হয়ে গেছেন, জনকের মতো নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন।

প্রমুদিত মুনিন্হ ভাঁবরী ফেরী * নেগসহিত সব রীতি নবেরীঁ।
রাম সীয় সির সেন্দুর দেহীঁ * সোভা কহি ন জাতি বিধি কেহীঁ ॥

মুনিরা সানন্দে প্রদক্ষিণ করালেন। নিয়মের সঙ্গে সব আচার পালিত হল। রাম সীতার মাথায় সিঁদুর দিলেন। সে শোভা কোন ভাবেই বর্ণনা করা যাবে না।

অরুন পরাগ জলজু ভরি নীকেঁ * সসিহি ভূষ অহি লোভ অমী কেঁ।
বহুরি বসিষ্ঠ দীহ্নি অনুশাসন * বরু দুলহিনি বৈঠে এক আসন ॥

অরুণ-পরাগ পত্রে পুরে দিয়ে অমৃতের লোভে সাপ যেন চাঁদকে অলঙ্কৃত করল। মহর্ষি আজ্ঞা দিলেন—বরবধূ একাসনে বোসো।

ছন্দ॰ বৈঠে বরাসন রামু জানকি মুদিত মন দসরথু ভএ।
তনু পুলক পুনি পুনি দেখি অপনে সুকৃত সুরতরু ফল নএ॥
ভরি ভুবন রহা উছাহু রাম বিবাহু ভা সবহীঁ কহা।
কেহি ভাঁতি বরনি সিরাত রসনা এক য়হু মঙ্গলু মহা॥

রামসীতাকে এক বরাসনে উপবিষ্ট দেখে দশরথের মন আনন্দে ভরে গেল, আর নিজের পুণ্যরূপ কল্পতরুর নূতন ফলকে দেখে বারবার তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হল। উল্লাসে ভুবন ভরে গেল, সবাই বলতে লাগল—রাম সীতার বিবাহ সুসম্পন্ন হল। তার বর্ণনা কেমন করে দেওয়া যাবে, কারণ মুখ তো একটা আর মঙ্গল অনন্ত।

তব জনক পাই বসিষ্ঠ আয়সু ব্যাহ সাজ সঁবারি কৈ।
মাণ্ডবী শ্রুতিকীরতি উরমিলা কুঁঅরি লঈঁ হঁকারি কৈ॥
কুসকেতু কন্যা প্রথম জো গুন সীল সুখ সোভাময়ী।
সব রীতি প্রীতি সমেত করি সো ব্যাহি নৃপ ভরতহি দঈ॥

তারপর জনক বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে বিবাহের মঙ্গলদ্রব্য সাজিয়ে মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি আর উর্মিলা—এই তিন কন্যাকে ডেকে আনলেন। গুণ, শীল, সুখ, ও শোভার আধার কুশধ্বজের প্রথমা কন্যাকে রাজা প্রীতিপূর্ণ মনে ভরতের সঙ্গে বিধিমতে বিবাহ দিলেন।

জানকী লঘু ভগিনী সকল সুন্দরি সিরোমনি জানি কৈ।
সো তনয় দীন্হী ব্যাহি লখনহি সকল বিধি সনমানি কৈ॥
জেহি নামু শ্রুতকীরতি সুলোচনি সুমুখি সব গুন আগরী।
সো দঈ রিপুসূদনহি ভূপতি রূপ সীল উজাগরী।

সীতার কনিষ্ঠা সহোদরাকে সমস্ত সুন্দরীদের শিরোমণি জেনে তিনি সসম্মানে লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আর যাঁর নাম শ্রুতকীর্তি, যিনি সুলোচনা, সুমুখী এবং সর্বগুণান্বিতা, যিনি রূপ ও গুণের আধারস্বরূপ তাঁর সঙ্গে শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলেন।

অনুরূপ বর দুলহিনি পরস্পর লখি সকুচি হিয়ঁ হরষহীঁ।
সব মুদিত সুন্দরতা সরাহহিঁ সুমন সুর গন বরষহীঁ॥

সুন্দরীঁ সুন্দর বরন্হ সহ সব এক মণ্ডপ রাজহীঁ।
জনু জীব উর চারিউ অবস্থা বিভুন সহিত বিরাজহীঁ॥

সমরূপ বরবধূ একে অন্যকে দেখে লজ্জিত হচ্ছেন কিন্তু মনে মনে আনন্দিত হচ্ছেন। এঁদের সৌন্দর্য দেখে সবাই সানন্দে প্রশংসা করছে, দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করছেন। সুন্দরী বধূরা সুন্দর বরের সঙ্গে একটি মণ্ডপে শোভমান, যেন জীব-জীবনের চারটি অবস্থা (জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা সুষুপ্তি অবস্থা এবং তুরী) অবস্থায় যার যার বিভূতির (বিশ্ব, তৈজস প্রাজ্ঞ, ব্রহ্ম) সঙ্গে মিলিত।

দো॰ মুদিত অবধপতি সকল সুত, বধুন্হ সমেত নিহারি।
জনু পাএ মহিপাল মনি, ক্রিয়ন্হ সহিত ফল চারি॥৩২৩

অযোধ্যাপতি দশরথ বধূসহ পুত্রদের দেখে প্রসন্ন হলেন, যেন মহীপতি ক্রিয়ার সঙ্গে চারটি ফলকে পেলেন।

চৌ॰ জসি রঘুবীর ব্যাহ বিধি বরনী * সকল কুঅঁর ব্যাহে তেহিঁ করনী।
কহি ন জাই কছু দাইজ ভূরী * রহা কনক মনি মণ্ডপ পূরী॥

রামচন্দ্রের বিবাহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঐভাবেই অন্যান্য রাজকুমারদের বিবাহ হল। যৌতুক এত বেশি যে তা বর্ণনার অতীত। সোনা বা মণিমুক্তোয় মণ্ডপ ভরে গিয়েছিল।

কম্বল বসন বিচিত্র পটোরে * ভাঁতি ভাঁতি বহু মোল ন থোরে।
গজ রথ তুরগ দাস অরু দাসী * ধেনু অলঙ্কৃত কামদুহা সী॥

নানারকমের বহুমূল্য অসংখ্য কম্বল, বসন, বিচিত্র বর্ণের কাপড় ছিল, হাতি, ছিল ঘোড়া, দাসদাসী, আর অলঙ্কারে সজ্জিত কামধেনুর মতো গাভী।

বস্তু অনেক করিঅ কিমি লেখা * কহি ন জাই জানহিঁ জিন্হ দেখা।
লোকপাল অবলোকি সিহানে * লীন্হ অবধপতি সবু সুখু মানে॥

বহু জিনিস ছিল যা গুণে গুণে শেষ করা যাবে কেমন করে? ও কথা বলে শেষ করা যাবে না। যারা দেখেছেন শুধু তারাই জানে। লোকপতি স্বয়ং এসব দেখে প্রসন্ন হলেন। দশরথ সমস্ত জিনিস সানন্দে গ্রহণ করলেন।

দীন্হ জাচকন্হি জো জেহি ভাবা * উবরা সো জনবাসেহিঁ আবা।
তব কর জোরি জনকু মৃদু বানী * বোলে সব বরাত সনমানী॥

এসব জিনিসের মধ্যে যার যা ভালো লাগল প্রাপ্তীদের দিলেন। যা অবশিষ্ট রইল তা বাসাবাড়িতে এল। তখন জনক সমস্ত বরযাত্রীদের সম্মান দেখিয়ে হাত জোড় করে মধুর বচনে বললেন—

ছন্দ॰ সনমান সকল বরাত আদর দান বিনয় বড়াই কৈ।
প্রমুদিত মহা মুনি বৃন্দ বন্দে পূজি প্রেম লড়াই কৈ॥
সিরু নাই দেব মনাই সব সন কহত কর সম্পুট কিএঁ।
সুর সাধু চাহত ভাউ সিন্ধু কি তোষ জল অঞ্জলি দিএঁ॥

সমস্ত বরযাত্রীদের আদর, দান, বিনয় ও স্তুতিতে সম্মানিত করে, সানন্দে ও সাদরে মহামুনিবৃন্দকে বন্দনা করে, দেবতাদের প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, হাত জোড় করে জনক বললেন, দেবতা ও সাধুরা ভাবই দেখেন, সিন্ধু কি এক অঞ্জলি জল পেয়ে তুষ্ট?

কর জোরি জনকু বহোরি বন্ধু সমেত কোসলরায় সোঁ॥
বোলে মনোহর বয়ন সানি সনেহ সীল সুভায় সোঁ॥
সম্বন্ধ রাজন রাররেঁ হম বড়ে অব সব বিধি ভএ।
এহি রাজ সাজ সমেত সেবক জানিবে বিনু গথ লএ॥

জনকরাজা আবার হাত জোড় করে সহোদরদের নিয়ে স্নেহপূর্ণ ও স্বভাবসুন্দর মনোহর বচনে দশরথকে বললেন, হে রাজন্! আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ করে আমি এখন সব দিক দিয়ে বড়ো হলাম। আপনি আমাকে সমস্ত রাজবৈভব সমেত বিনামূল্যের দাস বলে জানবেন।

এ দারিকা পরিচারিকা করি পালিবীঁ করুনা নঈ।
অপরাধু ছমিবো বোলি পঠএ বহুত হৌঁ ঢীট্যো কঈ॥
পুনি ভানুকুল ভূষন সকল সনমান নিধি সমধী কিএ।
কহি জাতি নহিঁ বিনতী পরস্পর প্রেম পরিপূরন হিএ॥

এই কন্যাদের আপনি দাসী মনে করে করুণা করে পালন করবেন। আমি যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি এতে আমার অত্যন্ত ধৃষ্টতা হয়েছে, আমাকে মার্জনা করবেন। তখন সূর্যকুলভূষণ সমস্ত সম্মান দিলেন বৈবাহিককে। পরস্পরের বিনয় এবং প্রেম এত গভীর যে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

বৃন্দারকা গন সুমন বরিসহিঁ রাউ জনবাসেহি চলে।
দুন্দুভী জয় ধুনি বেদ ধুনি নভ নগর কৌতূহল ভলে॥
তব সখীঁ মঙ্গল গান করত মুনীস আয়সু পাইকৈ।
দূলহ দুলহিনিন্হ সহিত সুন্দরি চলীঁ কোহবর ল্যাইকৈ॥

রাজা দশরথ বাসাবাড়িতে গেলেন। দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন, দুন্দুভি বাজতে লাগল, জয়ধ্বনি ও বেদধ্বনি হতে লাগল। আকাশে আর নগরে আনন্দময় কৌতুক-ক্রীড়া হতে লাগল। তখন বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে সখীরা গীত গাইতে গাইতে বধূর সঙ্গে বরকে নিয়ে চলল।

দো॰ পুনি পুনি রামহি চিতব সিয়, সকুচতি মনু সকুচৈন।
হরত মনোহর মীন ছবি, প্রেম পিআসে নৈন॥ ৩২৪

সীতা বারবার রামকে দেখে লজ্জিত হলেন, কিন্তু তাঁর মনে কোন সঙ্কোচ হল না। তাঁর পিপাসু নয়ন মনোহর মীনের শোভা হরণ করেছিল।

চৌ॰ স্যাম সরীরু সুভায়ঁ সুহাবন * সোভা কোটি মনোজ লজাবন।
জাবক জুত পদ কমল সুহাএ * মুনি মন মধুপ রহত জিন্হ ছাএ॥

শ্যামবর্ণ দেহ, স্বভাবতই সুন্দর, কোটি কামদেবকে তা লজ্জা দেয়। অলক্তরঞ্জিত চরণ-কমল অতি মনোহর, মুনিমনরূপ ভ্রমর নিত্য তা জুড়ে থাকে।

পীত পুনীত মনোহর ধোতী * হরতি বাল রবি দামিনি জোতী।
কল কিঙ্কিনি কটি সূত্র মনোহর * বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর॥

পবিত্র ও মনোহর পীতাম্বর বালসূর্য আর বিদ্যুতের দীপ্তির শোভা হরণ করে। কোমরে সুন্দর কিঙ্কিণী ও সূত্র, বিশাল বাহু সুন্দর ভূষণে সজ্জিত।

পীত জনেউ মহাছবি দেঈ * কর মুদ্রিকা চোরি চিতু লেঈ।
সোহত ব্যাহ সাজ সব সাজে * উর আয়ত উর ভূষন রাজে॥

পীতবর্ণ উপবীত শোভা বৃদ্ধি করেছে, হাতের অঙ্গুরী মন হরণ করে নিচ্ছে, আয়ত বক্ষে অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে। বিবাহের অপরূপ সজ্জায় তিনি সজ্জিত।

পিঅর উপরনা কাখাসোতী * দুহুঁ আঁচরন্হি লগে মনি মোতী।
নয়ন কমল কল কুণ্ডল কানা * বদনু সকল সৌন্দর্জ নিধানা॥

কাঁধে উপবীতের মতো উত্তরীয়। দুটি আঁচলায় মণিমুক্তো দুলছে। নয়ন সুন্দর পদ্মের মতো শোভমান, কানে কুণ্ডল। মুখ সমস্ত সুষমার আধার।

সুন্দর ভৃকুটি মনোহর নাসা ● ভাল তিলকু রুচিরতা নিবাসা।
সোহত মৌরু মনোহর মাথে ● মঙ্গলময় মুকুতা মনি গাথে ॥

সুন্দর ভ্রূকুটি, সুন্দর নাসা ও কপালের তিলক চারুতার আধার। মাথায় মণিমুক্তো গাঁথা মঙ্গলময় টোপর।

ছন্দ● গাথে মহামনি মৌর মঞ্জুল অঙ্গ সব চিত চোরহীঁ।
পুর নারি সুর সুন্দরীঁ বরহি বিলোকি সব তিন তোরহীঁ ॥
মনি বসন ভূষন বারি আরতি করহিঁ মঙ্গল গাবহী।
সুর সুমন বরিসহিঁ সূত মাগধ বন্দি সুজসু সুনাবহীঁ ॥

মহামণিখচিত টোপর ও রমণীয় অঙ্গ সকলের মন হরণ করেছিল। পুরনারী এবং দেবাঙ্গনারা বরকে দেখে খড়কুটো ছিঁড়ছিলেন। মণি, বসন ও ভূষণ বিতরণ করে এবং আরতি করে তাঁরা মঙ্গলগান করছিলেন। দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করছিলেন, বন্দী ও মাগধেরা যশোগাথা শোনাচ্ছিলেন।

কোহবরহিঁ আনে কুঅঁর কুঅঁরি সুআসিনিহ্ন সুখ পাই কৈ।
অতি প্রীতি লৌকিক রীতি লাগীঁ করন মঙ্গল গাই কৈ ॥
লহকৌরি গৌরি সিখাব রামহি সীয় সন সারদ কহ।
রনিবাসু হাস বিলাস রস বস জন্ম কো ফলু সব লহৈ ॥

সুহাসিনীরা বরবধূকে সানন্দে অন্তঃপুরে আনল এবং অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে মঙ্গলগান গেয়ে লৌকিক রীতি পালন করতে লাগল। পার্বতী রামকে এবং সারদা সীতাকে গ্রাস খাওয়াতে শেখালেন। রানীমহল হাস্যবিলাসরসে মগ্ন হল, সবাই জন্মফল পেতে লাগল (অর্থাৎ এই মধুর দৃশ্য দেখে নিজেদের জন্মকে সার্থক মনে করল)।

নিজ পানি মনি মহুঁ দেখি অতি মূরতি সুরূপ নিধান কী।
চালতি ন ভুজবল্লী বিলোকনি বিরহ ভয় বস জানকী ॥
কৌতুক বিনোদ প্রমোদু প্রেমু ন জাই কহি জানহিঁ অলীঁ।
বর কুঅঁরি সুন্দর সকল সখীঁ লবাই জনবাসেহি চলীঁ ॥

নিজের হাতের মণিতে রূপনিধান রামের প্রতিবিম্ব দেখে সীতা দর্শনবিয়োগের ভয়ে বাহুলতা নড়াতে চাইলেন না। ঐ সময়ের কৌতুক, আনন্দ, প্রমোদ ও প্রেম বর্ণনা করা

যাবে না, তা শুধু সখীরাই জানেন। সখীরা সব সুন্দর বরবধূকে নিয়ে বাসাবাড়িতে চলল।

তেহি সময় সুনিঅ অসীস জহঁ তহঁ নগর নভ আনঁদু মহা।
চিরু জিঅহুঁ জোরীঁ চারু চার্যো মুদিত মন সবহীঁ কহা॥
জোগীন্দ্র সিদ্ধ মুনীস দেব বিলোকি প্রভু দুন্দুভি হনী।
চলে হরষি বরষি প্রসূন নিজ নিজ লোক জয় জয় জয় ভনী॥

ঐ সময়ে আশীর্বাদের ধ্বনি সর্বত্র শোনা যাচ্ছিল। নগরে এবং আকাশে মহা আনন্দের সমারোহ ছিল। প্রসন্ন মনে সবাই বলছিল, সুন্দর এই চারটি দম্পতি চিরজীবী হোক। যোগীন্দ্র, সিদ্ধ, মুনীশ্বর এবং দেবতারা প্রভুকে দেখে দুন্দুভি বাজালেন এবং আনন্দে পুষ্পবর্ষণ করতে করতে এবং জয়ধ্বনি দিতে দিতে যাঁর যাঁর লোকে প্রস্থান করলেন।

দো০ সহিত বধূটিন্হ কুঅঁর সব, তব আএ পিতু পাস।
সোভা মঙ্গল মোদ ভরি, উমগেউ জনু জনবাস॥৩২৫

তখন বধূদের সঙ্গে কুমারেরা সব পিতার কাছে এলেন। শোভা মঙ্গল এবং আনন্দে বাসাবাড়ি যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

চৌ০ পুনি জেবনার ভঈ বহু ভাঁতী * পঠএ জনক বোলাই বরাতী।
পরত পাঁবড়ে বসন অনূপা * সুতন্হ সমেত গবন কিয়ো ভূপা॥

আবার নানারকম ভোজ্যের আয়োজন হল। জনক বরযাত্রীদের নিতে পাঠালেন। চলার পথে অনুপম বস্ত্র পাতা হল, রাজা ছেলেদের নিয়ে গেলেন।

সাদর সবকে পায় পখারে * জথাজোগু পীঢ়ন্হ বৈঠারে।
ধোএ জনক অবধপতি চরনা * সীলু সনেহু জাই নহিঁ বরনা॥

সাদরে সবার পাদপ্রক্ষালন করে যথাযোগ্য আসনে বসানো হল। জনক নিজে দশরথের চরণপ্রক্ষালন করলেন। এঁর শীল ও প্রীতি বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না।

বহুরি রাম পদ পঙ্কজ ধোএ * জে হর হৃদয় কমল মহুঁ গোএ।
তীনিউ ভাই রাম সম জানী * ধোএ চরন জনক নিজ পানী॥

আবার রামের পদপঙ্কজ প্রণাম করলেন, যা শিবের হৃদয়পদ্মে লুকনো থাকে। তিন ভাইকেই রামের মতো মনে করে জনক নিজে হাতে তাঁদের চরণ প্রক্ষালন করলেন।

আসন উচিত সবহি নৃপ দীন্হে * বোলি সূপকারী সব লীন্হে।
সাদর লগে পরন পনবারে * কনক কীল মনি পান সঁবারে ॥

সবাইকে যথাযোগ্য আসন দিলেন। পাচকদের সব ডাকিয়ে আনলেন। সাদরে সবাইকে পাতা দেওয়া হল। সোনার কাঠিতে বেঁধা মণিময় সব পাতা।

দো॰ সূপোদন সুরভী সরপি, সুন্দর স্বাদু পুনীত।
ছন মহুঁ সব কেঁ পরুসি গে, চতুর সুআর বিনীত ॥ ৩২৬

সুদক্ষ এবং বিনীত সূপকারেরা সুন্দর স্বাদু ও পবিত্র সূপোদন (সূপ ও ওদন) এবং সুরভি ঘৃত মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে পরিবেশন করে গেল।

চৌ॰ পঞ্চ কবল করি জেবন লাগে * গারি গান সুনি অতি অনুরাগে।
ভাঁতি অনেক পরে পকবানে * সুধা সরিস নহিঁ জাহিঁ বখানে ॥

পঞ্চ-গ্রাসে সবাই আহার করতে লাগলেন; বিদ্রূপসঙ্গীত শুনে সবাই আনন্দ পেলেন নানারকম পক্বান্ন পরিবেশিত হল। সবই অমৃতের মতো, যার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

পরুসন লগে সুআর সুজানা * বিঞ্জন বিবিধ নাম কো জানা।
চারি ভাঁতি ভোজন বিধি গাঈ * এক এক বিধি বরনি ন জাঈ ॥

সুদক্ষ সূপকারেরা নানা ব্যঞ্জন পরিবেশন করতে লাগল সে সবের নাম কেই বা জানে। চার রকমের ভোজনবিধির কথা বলা হয়েছে। এক এক রকমেরই এত উপকরণ যে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

ছরস রুচির বিঞ্জন বহু জাতী * এক এক রস অগনিত ভাঁতী।
জেবঁত দেহিঁ মধুর ধুনি গারী * লৈ লৈ নাম পুরুষ অরু নারী ॥

ছয় রসের সুস্বাদু বহুবিধ ব্যঞ্জন। এক এক রসের ব্যঞ্জনই অসংখ্য রকমের। আহারের সময় মেয়েরা পুরুষ আর নারীদের নাম নিয়ে নিয়ে মধুর শ্লেষাত্মক ধ্বনি দিচ্ছিল।

সময় সুহাবনি গারি বিরাজা * হঁসত রাউ সুনি সহিত সমাজা।
এহি বিধি সবহীঁ ভোজনু কীন্হা * আদর সহিত আচমনু দীন্হা ॥

সময়োপযোগী সেই গালমন্দও এমন রসালো বলে মনে হচ্ছিল যে দশরথও তাই শুনে রাজমণ্ডলীর সঙ্গে হাসতে লাগলেন। এই ভাবে সবাই ভোজন করলেন। অত্যন্ত সমাদরে আঁচানোর ব্যবস্থা করা হল।

দো॰ দেই পান পূজে জনক, দসরথু সহিত সমাজ।
জনবাসেহি গবনে মুদিত, সকল ভূপ সিরতাজ ॥ ৩২৭

জনক পান দিয়ে দশরথ এবং তাঁর সমাজবন্ধুদের সেবা করলেন। চক্রবর্তী দশরথ প্রফুল্লচিত্তে বাসাবাড়িতে রওনা হলেন।

চৌ॰ নিত নূতন মঙ্গল পুর মাহীঁ * নিমিষ সরিস দিন জামিনি জাহীঁ।
বড়ে ভোর ভূপতি মনি জাগে * জাচক গুন গন গাবন লাগে ॥

জনকপুরে নিত্যনব মঙ্গলোৎসব। দিন ও রাত যেন নিমেষে কেটে যেতে লাগল। খুব ভোরে দশরথ জাগেন, যাচক রাজার গুণাবলী গাইতে থাকে।

দেখি কুঅঁর বর বধুন্হ সমেতা * কিমি কহি জাত মোদ মন জেতা।
প্রাতক্রিয়া করি গে গুরু পাহীঁ * মহাপ্রমোদ প্রেমু মন মাহীঁ ॥

চার পুত্রকে বধূ সহ দেখে দশরথের মনে যে আনন্দ হল তার বর্ণনা কেমন করে দেওয়া যাবে? প্রাতঃকৃত্য সেরে গুরুর কাছে গেলেন তিনি। তাঁর মনে ছিল মহা আনন্দ ও প্রেম।

করি প্রনামু পূজা কর জোরী * বোলে গিরা অমিঅঁ জনু বোরী।
তুম্হরী কৃপাঁ সুনহু মুনিরাজা * ভয়উঁ আজু মৈঁ পূরনকাজা ॥

হাত জোড় করে বন্দনা করে যেন অমৃতপূর্ণ বাণীতে বললেন, মুনিরাজ, শুনুন, আপনার কৃপাতেই আমি আজ পূর্ণকাম হলাম।

অব সব বিপ্র বোলাই গোসাঈঁ * দেহু ধেনু সব ভাঁতি বনাঈঁ।
সুনি গুর করি মহিপাল বড়াঈ * পুনি পঠএ মুনি বৃন্দ বোলাই ॥

হে গোসাঁই! এখন সব ব্রাহ্মণদের ডেকে সবরকমে সাজিয়ে গো-দান করুন। এ কথা শুনে গুরু রাজাকে প্রশংসা করলেন এবং মুনিদের ডেকে পাঠালেন।

দো॰ বামদেউ অরু দেবরিষি, বাল্মীকি জাবালি।
আএ মুনিবর নিকর তব, কৌসিকাদি তপসালি ॥ ৩২৮

তখন বামদেব, নারদ, বাল্মীকি, জাবালি আর মহাতপস্বী বিশ্বামিত্রপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুনিরা এলেন।

চৌ॰ দণ্ড প্রনাম সবহি নৃপ কীন্হে * পূজি সপ্রেম বরাসন দীন্হে।
চারি লচ্ছ বর ধেনু মগাঈঁ * কামসুরভি সম সীল সুহাঈঁ ॥

রাজা সবাইকে প্রণাম করলেন এবং এবং নম্রভাবে বন্দনা করে সুন্দর আসনে বসালেন এবং কামধেনু সুরভির মতো সুন্দর সুগুণ চার লাখ গাভী একত্রিত করলেন।

সব বিধি সকল অলঙ্কৃত কীন্হী ● মুদিত মহিপ মহিদেবন্হ দীন্হী ।
করত বিনয় বহু বিধি নরনাহূ ● লহেউঁ আজু জগ জীবন লাহূ ॥

সব রকমে গাভীদের সাজিয়ে প্রসন্নমনে রাজা ঋষিদের দান করলেন। তারপর রাজা বহু বিচার করে বললেন, আজ জগতে জীবনের সার্থকতা লাভ করেছি।

পাই অসীস মহীসু অনন্দা ● লিএ বোলি পুনি জাচক বৃন্দা।
কনক বসন মনি হয় গয় স্যন্দন ● দিএ বুঝি রুচি রবিকুলনন্দন ॥

আশীর্বাদ পেয়ে রাজা প্রসন্ন হলেন। তারপর যাচকদের ডেকে সোনা, কাপড়, মণি, ঘোড়া, হাতি, রথ ইত্যাদি কে কী চায় জিজ্ঞাসা করে রাজা তাদের তাই দিলেন।

চলে পঢ়ত গাবত গুন গাথা ● জয় জয় জয় দিনকর কুল নাথা।
এহি বিধি রাম বিআহ উছাহূ ● সকই ন বরনি সহস মুখ জাহূ ॥

গুণগান করতে করতে যাচকেরা বলল, সূর্যবংশের রাজার জয় হোক। এই ভাবে রামের বিবাহ উৎসবের কথা সহস্র মুখ থাকলেও শেষনাগও বলতে পারেন না।

দো॰ বার বার কৌসিক চরন, সীসু নাই কহ রাউ।
যহ সবু সুখু মুনিরাজ তব, কৃপা কটাচ্ছ পসাউ ॥ ৩২৯

বারবার বিশ্বামিত্রের চরণে মাথা নত করে দশরথ বলতে লাগলেন—হে মুনিরাজ, এই সব সুখ আপনার কৃপাদৃষ্টি প্রভাবে।

চৌ॰ জনক সনেহু সীলু করতূতী ● নৃপু সব ভাঁতি সরাহ বিভূতী।
দিন উঠি বিদা অবধপতি মাগা ● রাখহিঁ জনকু সহিত অনুরাগা ॥

দশরথ জনকের স্নেহ, শীল, কর্ম এবং ঐশ্বর্যের প্রশংসা সবরকমে করতে লাগলেন। অযোধ্যাপতি প্রতিদিনই উঠে বিদায় নিতে চান, কিন্তু রাজা জনক সানুরাগে বাধা দেন।

নিত নূতন আদরু অধিকাঈ ● দিন প্রতি সহস ভাঁতি পহুনাঈ।
নিত নব নগর অনন্দ উছাহূ ● দসরথ গবনু সোহাই ন কাহূ ॥

নিত্য নূতন আদর বেড়েই চলে। হাজার রকমে সম্বন্ধ ওঠে ঘনিষ্ঠ হয়ে! নগরে নিত্য-নূতন আনন্দোচ্ছ্বাস। দশরথের প্রস্থান কারোই মনঃপূত ছিল না।

বহুত দিবস বীতে এহি ভাঁতী ● জনু সনেহ রজু বঁধে বরাতী।
কৌসিক সতানন্দ তব জাঈ ● কহা বিদেহ নৃপতি সমুঝাঈ ॥

বহুদিন এই ভাবে গেল। যেন স্নেহডোরে বরযাত্রীরা বাঁধা পড়লেন। তখন বিশ্বামিত্র এবং শতানন্দ গিয়ে বিদেহরাজকে বুঝিয়ে বললেন।

অব দসরথ কহঁ আয়সু দেহু * জদ্যপি ছাড়ি ন সকহু সনেহু।
ভলেহিঁ নাথ কহি সচিব বোলাএ * কহি জয় জীব সীস তিন্হ নাএ॥

যদিও প্রীতিবশে তাঁকে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না, তবু এবারে দশরথকে (প্রস্থানের) আজ্ঞা দাও। 'তাই হোক, নাথ' বলে সচিবদের ডাকলেন তিনি। 'জয় হোক' বলে তাঁরা এসে মাথা নোয়ালেন।

দো॰ অবধনাথু চাহত চলন, ভীতর করহু জনাউ।
ভএ প্রেমবস সচিব সুনি, বিপ্র সভাসদ রাউ॥ ৩৩৩॥

জনক বললেন, দশরথ যেতে চান, অন্তঃপুরে এ খবর জানাও! সংবাদ শুনে সচিব, বিপ্র, সভাসদ এবং রাজা সকলেই প্রীতিবিহ্বল হলেন।

চৌ॰ পুরবাসী সুনি চলিহি বরাতা * বূঝত বিকল পরস্পর বাতা।
সত্য গবনু সুনি সব বিলখানে * মনহুঁ সাঁঝ সরসিজ সকুচানে॥

বরযাত্রীরা চলে যাবেন শুনে পুরবাসীরা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। সত্যিই যাবেন শুনে সবাই বিষণ্ণ হল, সন্ধ্যায় পদ্ম যেন সঙ্কুচিত হল।

জহঁ জহঁ আবত বসে বরাতী * তহঁ তহঁ সিদ্ধ চলা বহু ভাঁতী।
বিবিধ ভাঁতি মেবা পকবানা * ভোজন সাজু ন জাই বখানা॥

বরযাত্রীরা আসবার সময়ে যে-সব জায়গায় থেকেছিলেন সে-সব জায়গায় নানারকম উপচার পাঠানো হল। নানারকম ফল, পক্বান্ন ইত্যাদি ভোজ্যবস্তুর বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

ভরি ভরি বসহঁ অপার কহারা * পঠঈ জনক অনেক সুআরা।
তুরগ লাখ রথ সহস পচীসা * সকল সঁবারে নখ অরু সীসা॥

জনক বহু বলদে চাপিয়ে নানা জিনিস পাঠালেন, অসংখ্য কাহারও ভারে ভারে জিনিস নিয়ে চলল, বহু পাচক পাঠালেন রাজা, আর আপাদমস্তক সাজিয়ে এক লক্ষ ঘোড়া এবং পঁচিশ হাজার রথ পাঠালেন।

মত্ত সহস দস সিন্ধুর সাজে * জিন্হহি দেখি দিসি কুঁজর লাজে।
কনক বসন মনি ভরি ভরি জানা * মহিষীঁ ধেনু বস্তু বিধি নানা॥

দশ হাজার মত্ত গজ সাজালেন যাদের দেখে দিগ্‌বারণেরাও লজ্জা পেল। সোনা, কাপড়, মণি যে কত গেল তার ইয়ত্তা নাই, আর গেল মহিষ, গাভী ইত্যাদি নানা রকম দান।

দো॰ দাইজ অমিত ন সকি অকহি, দীন্হ বিদেহঁ বহোরি।
জো অবলোকত লোকপতি, লোক সম্পদা থোরি ॥৩৩১

অপরিমিত যৌতুক দিলেন বিদেহরাজ, যা অবর্ণনীয়। তা দেখে লোকপতিও লোক-সম্পদকে তুচ্ছ বলে মনে করলেন।

চৌ॰ সবু সমাজু এহি ভাঁতি বনাঈ * জনক অবধপুর দীন্হ পঠাঈ।
চলিহি বরাত সুনত সব রানীঁ * বিকল মীনগন জনু লঘু পানীঁ ॥

যৌতুকের জিনিস এইভাবে সাজিয়ে জনক তা অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিলেন। বরযাত্রীরা চলে যাচ্ছেন শুনে রানীরা বিহ্বল হলেন, অল্প জলে মাছেরা যেমন বিকল হয়।

পুনি পুনি সীয় গোদ করি লেহীঁ * দেই অসীস সিখাবনু দেহীঁ।
হোএহু সন্তত পিয়হি পিআরী * চিরু অহিবাত অসীস হমারী ॥

বারবার সীতাকে কোলে বসিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন—চিরদিন স্বামী-সোহাগিনী হও, চির-আয়ুষ্মতী হও, এই আমাদের আশীর্বাদ।

সাসু সসুর গুর সেৱা করেহূ * পতি রুখ লখি আয়সু অনুসরেহূ।
অতি সনেহ বস সখীঁ সয়ানী * নারি ধরম সিখবহিঁ মৃদু বানী ॥

শ্বশুরশাশুড়ী এবং গুরুজনদের সেবা কোরো, স্বামীর মুখ দেখে তাঁর অভিপ্রায় বুঝে চলবে। চতুরা সখীরা অতিস্নেহে মধুর বচনে তাঁকে নারীধর্ম শিক্ষা দিল।

সাদর সকল কুঁঅরি সমুঝাঈ * রানিন্হ বার বার উর লাঈ।
বহুরি বহুরি ভেটহিঁ মহতারীঁ * কহহিঁ বিরঞ্চি রচীঁ কত নারীঁ ॥

রানীরা আদর করে সব কন্যাদের সব বুঝিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বারবার মায়েরা কাছে এসে বলতে লাগলেন, ব্রহ্মা স্ত্রীলোক সৃষ্টি করলেন কেন।

দো॰ তেহি অবসর ভাইন্হ সহিত, রামু ভানুকুল কেতু।
চলে জনক মন্দির মুদিত, বিদা করাৱন হেতু ॥৩৩২

ঐ সময়ে ভাইদের নিয়ে রঘুকুলকেতু রাম জনকভবনে গেলেন প্রসন্ন মনে বিদায় নিতে।

চৌ॰ চারিউ ভাই সুভায় সুহাএ ॥ নগর নারি নর দেখন ধাএ।

কোউ কহ চলন চহত হহিঁ আজু ॥ কীহ্ন বিদেহ বিদা কর সাজু ॥

নগরের নরনারীরা চার ভাইয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখতে দৌড়ল। কেউ বলল এঁরা আজ চলে যেতে চান, বিদেহরাজ বিদায়ের আয়োজন করেছেন।

লেহু নয়ন ভরি রূপ নিহারী ॥ প্রিয় পাহুনে ভূপ সুত চারী।

কো জানৈ কেহিঁ সুকৃত সয়ানী ॥ নয়ন অতিথি কীহ্নে বিধি আনী ॥

নয়ন ভরে রূপ দেখে নাও। প্রিয় অতিথি এই চারটি রাজকুমার। কে জানে, সখী কোন সুকৃতির ফলে বিধাতা এঁদের এনে আমাদের নয়নের অতিথি করেছেন।

মরনসীলু জিমি পাব পিউষা ॥ সুরতরু লহৈ জনমৈ কর ভূখা।

পাব নারকী হরিপদু জৈসেঁ ॥ ইহ্ন কর দরসনু হম কহ তৈসেঁ ॥

মরণশীল যদি অমৃত পায়, জন্মক্ষুধার্ত যদি কল্পতরু পায়, নরকবাসী যদি হরিপদ পায় তা হলে যেমন হয়, এঁদের দর্শনেও আমাদের তেমনি হয়েছে।

নিরখি রাম সোভা উর ধরহূ ॥ নিজ মন ফনি মূরতি মনি করহূ।

এহি বিধি সবহি নয়ন ফলু দেতা ॥ গএ কুঅঁর সব রাজ নিকেতা ॥

রামের শোভা দেখে তা হৃদয়ে ধারণ করো। নিজের মনের সাপে এঁর মূর্তির মণি ধারণ করে নাও। এইভাবে সবাইকে চোখ থাকার ফল দিতে দিতে রাজকুমারেরা রাজভবনে গেলেন।

দো॰ রূপ সিন্ধু সব বন্ধু লখি, হরষি উঠা রনিবাসু।

করহিঁ নিছাবরি আরতী, মহা মুদিত মন সাসু ॥৩০৩

রূপের সাগর সব ভাইদের দেখে রানীমহল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল। শ্বশ্রূমাতা অত্যন্ত পুলকিত মনে তাঁকে বরণ করে আরতি করলেন।

চৌ॰ দেখি রাম ছবি অতি অনুরাগীং ॥ প্রেম বিবস পুনি পুনি পদ লাগীং।

রহী ন লাজ প্রীতি উর ছাঈ ॥ সহজ সনেহু বরনি কিমি জাঈ ॥

রামের রূপ দেখে অত্যন্ত অনুরাগে ভক্তিবিহ্বল হয়ে বারবার পায়ে পড়ছিলেন তিনি। তাঁর কোন সঙ্কোচ ছিল না, প্রীতিতে হৃদয় হয়েছিল পূর্ণ। সেই স্বাভাবিক স্নেহ কেমন করে বর্ণনা করা যাবে?

ভাইহ্ন সহিত উবটি অন্হবাএ ॥ ছরস অসন অতি হেতু জেবাঁএ।

বোলে রামু সুঅবসরু জানী ॥ সীল সনেহ সকুচময় বানী ॥

ভাইদের সঙ্গে সুগন্ধ অনুলেপন মাখিয়ে তাঁকে স্নান করালেন। অত্যন্ত স্নেহে ছয় রসের ব্যঞ্জন খাওয়ালেন। অবসর বুঝে রাম শীল, স্নেহ এবং বিনয়পূর্ণ বচনে বললেন—

রাউ অবধপুর চহত সিধাএ * বিদা হোন হম ইহাঁ পঠাএ।

মাতু মুদিত মন আয়সু দেহূ * বালক জানি করব নিত নেহূ ॥

মহারাজ অযোধ্যাপুরীতে যেতে চান। বিদায় নিতে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। মা, প্রফুল্ল চিত্তে আমাদের আজ্ঞা দিন। বালক মনে করে নিত্য স্নেহ রাখবেন আমাদের উপর।

সুনত বচন বিলখেউ রনিবাসূ * বোলি ন সকহিঁ প্রেমবস সাসূ।

হৃদয়ঁ লগাই কুঅঁরি সব লীন্হী * পতিন্হ সৌঁপি বিনতী অতি কীন্হী ॥

কথা শুনে রানীমহল বিষণ্ণ হল। শ্বশ্রুমাতা ভক্তিবিহ্বল হয়ে কথা বলতে পারলেন না। কন্যাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, পতিদের হাতে সমর্পণ করে বহু মিনতি করলেন।

ছন্দ॰ করি বিনয় সিয় রামহি সমরপী জোরি কর পুনি পুনি কহৈ।

বলি জাউঁ তাত সুজান তুম্হ কহুঁ বিদিত গতি সব কী অহৈ ॥

পরিবার পুরজন মোহি রাজহি প্রানপ্রিয় সিয় জানিবী।

তুলসীস সীলু সনেহু লখি নিজ কিংকরী করি মানিবী ॥

মিনতি করে সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করে হাত জোড় করে বার বার বললেন, তাত, তোমরা সকলের গতি জানো। সীতা পরিবারের, পুরজনের, আমার এবং রাজার প্রাণপ্রিয় বলে জানবে। হে তুলসী দাসের প্রভু, শীল ও স্নেহ লক্ষ্য করে এঁকে নিজের দাসী বলে মনে কোরো।

সো॰ তুম্হ পরিপূরন কাম জান সিরোমনি ভাবপ্রিয়।

জনগুন গাহক রাম, দোষ দলন করুনায়তন ॥৩৫

হে রাম! তুমি পূর্ণকাম জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, স্নেহপ্রিয়, গুণগ্রাহী, দোষনাশী এবং করুণার আধার।

চৌ॰ অস কহি রহী চরন গহি রানী * প্রেম পঙ্ক জনু গিরা সমানী।

সুনি সনেহ সানী বর বানী * বহুবিধি রাম সাসু সনমানী ॥

এই বলে রানী চরণ ধরে রইলেন, প্রেমপঙ্কে যেন তাঁর বাণী পতিত হল (তিনি কথা বলতে পারলেন না) স্নেহপূর্ণ বাণী শুনে রাম শ্বশ্রুমাতাকে নানাভাবে শ্রদ্ধা জানালেন

রাম বিদা মাগত কর জোরী * কীন্হ প্রনামু বহোরি বহোরী।
পাই অসীস বহুরি সিরু নাঈ * ভাইন্হ সহিত চলে রঘুরাঈ॥

রাম করজোড়ে বিদায় চেয়ে বার বার প্রণাম করলেন। আশীর্বাদ পেয়ে আবার প্রণত হয়ে ভাইদের সঙ্গে চললেন রঘুনাথ।

মঞ্জু মধুর মূরতি উর আনী * ভঈ সনেহ সিথিল সব রানী।
পুনি ধীরজু ধরি কুঅঁরি হঁকারী * বার বার ভেটহিঁ মহতারীঁ॥

সুন্দর মধুর মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করে আবার রানীরা স্নেহে বিবশ হয়ে গেলেন। ধৈর্য ধরে কন্যাদের ডেকে বারবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন মায়েরা।

পহুঁচাবহিঁ ফিরি মিলহিঁ বহোরী * বঢ়ী পরস্পর প্রীতি নথোরী।
পুনি পুনি মিলত সখিন্হ বিলগাঈ * বাল বচ্ছ জিমি ধেনু লবাঈ॥

এগিয়ে দিয়েও আবার ডেকে মিলিত হন, এইভাবে পরস্পর প্রীতি বেড়েই চলল। সখীদের সরিয়ে বারবার কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হলেন, গাভী যেমন নবপ্রসূত বাছুরের কাছে যায় তেমনি করে।

দো০ প্রেমবিবস নর নারি সব, সখিন্হ সহিত রনিবাসু।
মানহুঁ কীন্হ বিদেহপুর, করুনাঁ বিরহঁ নিবাসু॥৩৩৪

অন্তঃপুরে সখীদের সঙ্গে সব নরনারীই প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়ল। মনে হল বিদেহপুরে যেন করুণা আর বিরহ এসে বাসা বাঁধল।

চৌ০ সুক সারিকা জানকী জ্যাএ * কনক পিঞ্জরন্হি রাখি পঢ়াএ।
ব্যাকুল কহহিঁ কহাঁ বৈদেহী * সুনি ধীরজু পরিহরই ন কেহী॥

যে শুক-সারীকে সীতা পুষেছিলেন এবং সোনার খাঁচায় রেখে পড়িয়েছিলেন, তারা ব্যাকুল হয়ে বলছে—সীতা কোথায়? একথা শুনে কার না ধৈর্যচ্যুতি ঘটে?

ভএ বিকল খগ মৃগ এহি ভাঁতী * মনুজ দসা কৈসেঁ কহি জাতী।
বন্ধু সমেত জনকু তব আএ * প্রেম উমগি লোচন জল ছাএ॥

এইভাবে পশুপাখী যখন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে তখন মানুষের কথা আর কেমন করে বলা যাবে? ঐ সময় ভাইদের নিয়ে জনক এলেন। স্নেহের অতিশয্যে চোখ জলে ভরে গেল।

সীয় বিলোকি ধীরতা ভাগী * রহে কহাবত পরম বিরাগী।
লীন্হি রায়ঁ উর লাই জানকী * মিটী মহা মরজাদ গ্যান কী॥

যাকে বৈরাগ্যবান বলে লোকে জানত সীতাকে দেখে তাঁরও ধৈর্য হারিয়েছে। রাজা জানকীকে হৃদয়ে ধারণ করলেন, জ্ঞানের মহত্ত্ব সীমা যেন দূর হল।

সমুঝাবহিং সব সচিব সয়ানে ॥ কীন্হ বিচারু ন অবসরু জানে।
বারহিং বার সুতা উর লাঈ ॥ সজি সুন্দর পালকীং মগাঈ ॥

চতুর মন্ত্রীরা রাজাকে বোঝাতে লাগলেন। বিচার করে দেখলেন অত্যধিক স্নেহ প্রকাশের এ ঠিক সময় নয়। বারবার কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সুন্দর সজ্জিত শিবিকা চেয়ে পাঠালেন।

দো॰ প্রেমবিবস পরিবারু সবু, জানি সুলগন নরেস।
কুঁঅর চঢ়াঈং পালকিন্হ, সুমিরে সিদ্ধি গনেস ॥৩৩৫

সমস্ত পরিবারকে প্রেমবিহ্বল দেখে এবং শুভ মুহূর্ত নির্বাচন করে সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করে কন্যাদের শিবিকায় চড়িয়ে দিলেন।

চৌ॰ বহুবিধি ভূপ সুতা সমুঝাঈ ॥ নারিধরমু কুলরীতি সিখাঈ।
দাসীং দাস দিএ বহুতেরে ॥ সুচি সেবক জে প্রিয় সিয় কেরে ॥

রাজা কন্যাদের অনেক বোঝালেন, নারীধর্ম আর কুলধর্ম শোনালেন। সীতার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত বহু দাসদাসীকে সঙ্গে দিলেন।

সীয় চলত ব্যাকুল পুরবাসী ॥ হোহিং সগুন সুভ মঙ্গল রাসী।
ভূসুর সচিব সমেত সমাজা ॥ সঙ্গ চলে পহুঁচাবন রাজা ॥

সীতা রওনা হলে পুরবাসীরা ব্যাকুল হল। শুভসূচক অনেক লক্ষণ দেখা দিল। ব্রাহ্মণ, সচিব ও পাত্রমিত্রদের নিয়ে রাজা তাঁদের পৌঁছে দিতে চললেন।

সময় বিলোকি বাজনে বাজে ॥ রথ গজ বাজি বরাতিন্হ সাজে।
দসরথ বিপ্র বোলি সব লীন্হে ॥ দান মান পরিপূরন কীন্হে ॥

সময় দেখে বাদ্য বাজাতে লাগল বাদকেরা। বরযাত্রীদের রথ গজ ও অশ্ব সজ্জিত হল। দশরথ ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে এনে দানে ও মানে সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করলেন।

চরন সরোজ ধূরি ধরি সীসা ॥ মুদিত মহীপতি পাই অসীসা।
সুমিরি গজাননু কীন্হ পয়ানা ॥ মঙ্গলমূল সগুন ভএ নানা ॥

তাঁদের (ব্রাহ্মণদের) চরণপদ্মের ধূলি মাথায় নিয়ে, আশীর্বাদ চেয়ে রাজা আনন্দিত হলেন এবং গণেশকে স্মরণ করে যাত্রা করলেন। তখন অনেক মঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখা গেল।

দো॰ সুর প্রসূন বরষহিঁ হরষি, করহিঁ অপছরা গান।
চলে অবধপতি অবধপুর, মুদিত বজাই নিসান ॥৩৩৬

দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করলেন, অপ্সরারা গান গাইতে লাগল। অযোধ্যাপতি আনন্দে দুন্দুভি বাজিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন।

চৌ॰ নৃপ করি বিনয় মহাজন ফেরে * সাদর সকল মাগনে টেরে
ভূষন বসন বাজি গজ দীহ্নে * প্রেম পোষি ঠাঢ়ে সব কীহ্নে ॥

রাজা অনুরোধ করে মহাজনদের ফেরালেন। সাদরে সমস্ত যাচকদের ডাকলেন। তাঁদের সকলকে বসন ভূষণ অশ্ব গজ দান করে সাদরে তাদের পোষকতা করলেন।

বার বার বিরিদাবলি ভাষী * ফিরে সকল রামহি উর রাখী।
বহুরি বহুরি কোসলপতি কহহীঁ * জনকু প্রেমবস ফিরৈ ন চহহীঁ ॥

তারা বারবার বংশস্তুতি করল। তারপর রামকে হৃদয়ে রেখে ফিরে গেল। বারবার দশরথ অনুরোধ করলেন কিন্তু জনক প্রীতিবশে ফিরে যেতে চাইলেন না।

পুনি কহ ভূপতি বচন সুহাএ * ফিরিঅ মহীস দূরি বড়ি আএ।
রাউ বহোরি উতরি ভএ ঠাঢ়ে * প্রেম প্রবাহ বিলোচন বাঢ়ে ॥

রাজা আবার মধুর বচনে বললেন, হে রাজেশ্বর, আপনি ফিরে যান এবারে, অনেক দূরে এসে পড়েছেন। রাজা নেমে এসে দাঁড়ালেন, প্রেমোচ্ছ্বাসে তাঁর নয়নে বইল অশ্রুধারা।

তব বিদেহ বোলে কর জোরী * বচন সনেহ সুধাঁ জনু বোরী।
করৌঁ কবন বিধি বিনয় বনাঈ * মহারাজ মোহি দীহ্নি বড়াঈ ॥

তখন বিদেহরাজ করজোড়ে যেন বচনে সুধা বর্ষণ করে বললেন, হে মহারাজ, আমি কেমন করে আপনাকে মিনতি জানাব? আপনিই আমাকে মর্যাদা দিয়েছেন।

দো॰ কোসলপতি সমধী সজন, সনমানে সব ভাঁতি।
মিলনি পরসপর বিনয় অতি, প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাতি ॥৩৩৭

কোশলরাজ বৈবাহিককে সবরকমে সম্মান জানালেন পরস্পর মিলনে অত্যন্ত বিনয় ও প্রীতি তাঁদের হৃদয়ে যেন উপচে পড়ছিল।

চৌ॰ মুনি মণ্ডলিহি জনক সিরু নাবা * আসিরবাদু সবহি সন পাবা।
সাদর পুনি ভেঁটে জামাতা * রূপ সীলগুন নিধি সব ভ্রাতা ॥

মুনিসমাজে জনক প্রণাম জানালেন। সবার কাছ থেকেই আশীর্বাদ পেলেন। এবারে সাদরে জামাতাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সব ভাই রূপ শীল আর গুণের আধার।

জোরি পঙ্করুহ পানি সুহাএ * বোলে বচন প্রেম জনু জাএ।
রাম করৌ কেহি ভাঁতি প্রসংসা * মুনি মহেস মন মানস হংসা ॥

পদ্মের মতো হাত যুক্ত করে যেন প্রেম-জাত বচনে জনক বললেন, রাম তোমার প্রশংসা আমি কেমন করে করব? তুমি মুনিদের এবং স্বয়ং মহেশ্বরের মানস সরোবরের হংস।

করহিঁ জোগ জোগী জেহি লাগী * কোহু মোহু মমতা মদু ত্যাগী।
ব্যাপকু ব্রহ্ম অলখু অবিনাসী * চিদানন্দু নিরগুন গুনরাসী ॥
মন সমেত জেহি জান ন বানী * তরকি ন সকহিঁ সকল অনুমানী।
মহিমা নিগম নেতি কহি কহঈ * জো তিহুঁ কাল একরস রহঈ ॥
দো· নয়ন বিষয় মোকহুঁ ভয়উ, সো সমস্ত সুখ মূল।
সবই লাভু জগ জীব কহঁ, ভএঁ ঈসু অনুকূল ॥ ৩৩৮

যার জন্যে যোগী ক্রোধ মোহ আর অহঙ্কার ত্যাগ করে যোগ করেন, যিনি ব্রহ্ম, যিনি সর্বব্যাপক অলক্ষ্য অবিনাশী নির্গুণ ও গুণরাশি, যিনি চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, মন সহ বাণী যাঁকে জানতে পারে না, অনুমানেই সকলে যাঁকে জানেন, তর্কে নয়, বেদ যাঁর মহিমা নেতি নেতি করে বলেছেন, তিন কালে যিনি অপরিবর্তিত, সেই সকলসুখের মূল তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছ। ঈশ্বর অনুকূল হলে জগতে সব লাভই সুলভ হয়।

চৌ· সবহিঁ ভাঁতি মোহি দীন্হি বড়াঈ * নিজ জন জানি লীন্হ অপনাঈ।
হোহিঁ সহস দস সারদ সেষা * করহিঁ কলপ কোটিক ভরি লেখা ॥
মোর ভাগ্য রাউর গুন গাথা * কহি ন সিরাহিঁ সুনহু রঘুনাথ ॥
মৈঁ কছু কহউঁ এক বল মোরে * তুম্হ রীঝহু সনেহ সুঠি থোরে ॥

তুমি আমাকে সবরকমে প্রতিষ্ঠা দিয়েছ এবং আপনজন মনে করে আমাকে আপন করে নিয়েছ। যদি দশ হাজার সারদা ও শেষ নাগ কল্পের পর কল্প ধরে লিখতে থাকেন, তবু হে রঘুনাথ, আমার ভাগ্য আর তোমার গুণের কথা বলে শেষ করে যাবে না। আমি যে কিছু বলছি তা এই বলেই বলছি যে তুমি সামান্য অকপট স্নেহে প্রসন্ন হও।

বার বার মাগউঁ কর জোরেঁ * মনু পরিহরৈ চরন জানি ভোরেঁ।
সুনি বর বচন প্রেম জনু পোষে * পূরনকাম রামু পরিতোষে ॥

বারবার হাত জোড় করে আমি শুধু এই প্রার্থনা করি যে আমার মন ভুল করেও যেন তোমার চরণ না ত্যাগ করে। এই ভাবে জনকের স্নেহপুষ্ট সুন্দর কথা শুনে রাম পরিতুষ্ট হলেন।

করি বর বিনয় সসুর সনমানে * পিতু কৌসিক বসিষ্ঠ সম জানে।
বিনতী বহুরি ভরত সন কীন্হী * মিলি সপ্রেমু পুনি আসিষ দীন্হী ॥

তিনি শ্বশুর জনককে পিতা বলে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের সমান মনে করে সম্মান জানালেন। রাজা এবারে ভরতকে মিনতি করলেন এবং সস্নেহে মিলিত হয়ে আশীর্বাদ দিলেন।

দো॰ মিলে লখন রিপুসূদনহি, দীন্হি অসীস মহীস
মিলে পরসপর প্রেমবস, ফিরি ফিরি নাবহিঁ সীস ॥ ৩৩৯

রাজা তারপর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ দিলেন। তাঁরা পরস্পর এমন প্রেমবিহ্বল হলেন যে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন।

চৌ॰ বার বার করি বিনয় বড়াঈ * রঘুপতি চলে সঙ্গ সব ভাঈ।
জনক গহে কৌসিক পদ জাঈ * চরন রেনু সির নয়নন্হ লাঈ ॥

রাম বারবার জনককে বিনয় এবং সম্মান জানিয়ে ভাইদের সঙ্গে নিয়ে চললেন। জনক বিশ্বামিত্রের চরণে প্রণত হলেন, তাঁর চরণরেণু মাথায় আর চোখে নিলেন।

সুনু মুনীস বর দরসন তোরেঁ * অগমু ন কছু প্রতীতি মন মোরেঁ।
জো সুখু সুজসু লোকপতি চহহীঁ * করত মনোরথ সকুচত অহহীঁ ॥
সো সুখু সুজসু সুলভ মোহি স্বামী * সব সিধি তব দরসন অনুগামী।
কীন্হি বিনয় পুনি পুনি সিরু নাঈ * ফিরে মহীসু আসিষা পাঈ ॥

বললেন—হে মুনীশ্বর আপনার দর্শনে আমার অগম্য কিছুই নেই। আমার মনে এই বিশ্বাস যে-সুখ এবং সুযশ লোকপতি চান এবং যার বাসনা পোষণ করতে তিনিও সঙ্কোচ বোধ করেন সেই সুখ ও সুযশও আমার সুলভ, কারণ সমস্ত সিদ্ধি আপনার দর্শনের অনুগামী। এই ভাবে বিনয় প্রকাশ করে, আবার প্রণাম করে এবং আশীর্বাদ পেয়ে রাজা ফিরলেন।

চলী বরাত নিসান বজাঈ * মুদিত ছোট বড় সব সমুদাঈ।
রামহি নিরখি গ্রাম নর নারী * পাই নয়ন ফলু হোহিঁ সুখারী ॥

দুন্দুভি বাজিয়ে বরযাত্রীরা চললেন, ছোটো বড়ো সকলেই আনন্দিত। রামকে দেখে গ্রামের নরনারীরা চক্ষুষ্মান হবার ফল লাভ করে সুখী হল।

বরযাত্রীদের আগমন ও অযোধ্যায় আনন্দোৎসব

দো০ বীচ বীচ বর বাস করি, মগ লোগন্হ সুখ দেত।
অবধ সমীপ পুনীত দিন, পহুঁচী আই জনেত ॥৩৪০

মাঝে মাঝে সুন্দর আবাসে পথের মানুষকে আনন্দ দিতে দিতে শুভদিনে বরযাত্রীরা অযোধ্যাপুরীতে পৌঁছলেন।

চৌ০ হনে নিসান পনব বর বাজে ॥ ভেরি সঙ্খ ধুনি হয় গয় গাজে।
ঝাঁঝি বিরব ডিণ্ডিমীঁ সুহাঈ ॥ সরস রাগ বাজহিঁ সহনাঈ ॥

দুন্দুভিতে আঘাত পড়ল, পট ঢোল ভেরী ও শঙ্খ বাজতে লাগল। হ্রেষা ও বৃংহণধ্বনি হতে লাগল। ঝাঁঝ, মৃদঙ্গ ও ডিণ্ডিমি এবং সেই সঙ্গে সুন্দর সরস রাগে সানাই বাজতে লাগল।

পুর জন আবত অকনি বরাতা ॥ মুদিত সকল পুলকাবলি গাতা।
নিজ নিজ সুন্দর সদন সঁবারে ॥ হাট বাট চৌহট পুর দ্বারে ॥

পুরবাসীরা বরযাত্রীরা ফিরে এসেছেন শুনে আনন্দিত হল, তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হল। যার যার বাড়ি, বাজার, চৌরাস্তা এবং পুরদ্বার সুন্দর ভাবে সাজাতে লাগল তারা।

গলীঁ সকল অরগজা সিঁচাঈঁ ॥ জহঁ তহঁ চৌকেঁ চারু পুরাঈঁ।
বনা বজারু ন জাই বখানা ॥ তোরন কেতু পতাক বিতানা ॥

সমস্ত গলিতে সুগন্ধি সেচন করা হল, সর্বত্র সুন্দর আলপনা আঁকা হল, বাজার এমনভাবে সাজানো হল যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তোরণে ছোটো ও বড়ো পতাকা দেওয়া হল এবং চাঁদোয়া টাঙানো হল।

সফল পূগফল কদলি রসালা ॥ রোপে বকুল কদম্ব তমালা।
লগে সুভগ তরু পরসত ধরনী ॥ মনিময় আলবাল কল করনী ॥

সুপারি, কলা, আম, বকুল, কদম এবং তমাল গাছ ফলযুক্ত রোপণ করা হল। ফলের ভারে গাছেরা ভূমি স্পর্শ করল, মণিময় আলবাল শোভিত হল।

দো০ বিবিধ ভাঁতি মঙ্গল কলস, গৃহ গৃহ রচে সঁবারি।
সুর ব্রহ্মাদি সিহাহিঁ সব, রঘুবর পুরী নিহারি ॥ ৩৪১

নানারকমের মঙ্গলকলস সাজিয়ে ঘরে ঘরে রাখা হল। ব্রহ্মাদি দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের নগরী দেখে প্রসন্ন হলেন।

চৌ॰ ভূপ ভবনু তেহি অবসর সোহা * রচনা দেখি মদন মনু মোহা।
মঙ্গল সগুন মনোহরতাঈ * রিধি সিধি সুখ সঁপদা সুহাঈ ॥

ঐ সময় রাজভবন এমন সুন্দর লাগছিল যে তার রচনা দেখে কামদেবের মনও মোহিত হয়ে গেল। মঙ্গল, সুলক্ষণ, সৌন্দর্য, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সম্পদ এই সব শোভমান ছিল।

জনু উছাহ সব সহজ সুহাএ * তনু ধরি ধরি দসরথ গৃহঁ ছাএ।
দেখন হেতু রাম বৈদেহী * কহহু লালসা হোহি ন কেহী ॥

মনে হল এরা সব উৎসাহ—স্বভাবসুন্দর শরীর ধারণ করে রাজা দশরথের ঘরে এসেছে। রামচন্দ্র ও সীতাকে দেখতে কার না সাধ হয়?

জূথ জূথ মিলি চলীঁ সুআসিনি * নিজ ছবি নিদরহিঁ মদন বিলাসিনি।
সকল সুমঙ্গল সজেঁ আরতী * গাবহিঁ জনু বহু বেষ ভারতী ॥

দলে দলে সুহাসিনী মহিলারা এমনভাবে চলল যে মনে হল নিজেদের রূপে রতিকে তারা অনাদর করছে। বরণসাজ সাজিয়ে তাঁরা মঙ্গলগান করছে, মনে হচ্ছে যেন দেবী বীণাপাণি বহুরকমের বেশ ধারণ করেছেন।

ভূপতি ভবন কোলাহলু হোঈ * জাই ন বরনি সমউ সুখু সোঈ।
কৌসিল্যাদি রাম মহতারীঁ * প্রেমবিবস তন দসা বিসারীঁ ॥

রাজভবনে কোলাহল হল, সে সময়ে যে কী সুখ তা ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব নয়। কৌশল্যাদি রামের মায়েরা নিজেদের ভুলে আনন্দে বিহ্বল হলেন।

দো॰ দিয়ে দান বিপ্রন্হ বিপুল, পূজি গনেস পুরারি।
প্রমুদিত পরম দরিদ্র জনু, পাই পদারথ চারি ॥৩৪২

রাজা ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করে গণেশ ও শিব পূজা করলেন। ওঁরা এমন প্রসন্ন হলেন যে মনে হল পরম দরিদ্র যেন চারটি ফল (ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ) পেয়ে গিয়েছে।

চৌ॰ মোদ প্রমোদ বিবস সব মাতা * চলহিঁ ন চরন সিথিল ভএ গাতা।
রাম দরস হিত অতি অনুরাগীঁ * পরিছনি সাজু সজন সব লাগীঁ ॥

প্রেম ও আনন্দে মায়েরা বিহ্বল হলেন। তাঁদের পা চলে না, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে গেল, রামচন্দ্রকে দেখবার আগ্রহে বরণসাজ সাজাতে লাগলেন।

বিবিধ বিধান বাজনে বাজে * মঙ্গল মুদিত সুমিত্রাঁ সাজে।
হরদ দূব দধি পল্লব ফুলা * পান পূগফল মঙ্গল মূলা ॥

অচ্ছত অঙ্কুর লোচন লাজা * মঞ্জুল মঞ্জরি তুলসি বিরাজা।
ছুহে পুরট ঘট সহজ সুহাএ * মদন সকুন জনু নীড় বনাএ ॥

নানারকম বাজনা বাজতে লাগল। আনন্দিতা সুমিত্রা মঙ্গলসজ্জা সাজালেন। হলুদ, দূর্বা, দই, পল্লব, ফুল, পান, সুপারি, খৈ, অঙ্কুর, গোরচনা, সুন্দর মঞ্জরী সমেত তুলসী— এই সব মঙ্গলদ্রব্য সাজানো হল। স্বভাবসুন্দর সাজানো সোনার ঘট দেখে মনে হচ্ছিল কামদেবের পাখি যেন বাসা বানিয়েছে।

সগুন সুগন্ধ জাহি বখানী * মঙ্গল সকল সজহিঁ সব রানী।
রচীঁ আরতীঁ বহুত বিধানা * মুদিত করহিঁ কল মঙ্গল গানা।

শুভসূচক সুগন্ধ দ্রব্যের এত প্রাচুর্য যে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। রানীরা সব মঙ্গল দ্রব্যগুলো সাজাচ্ছিলেন। নানাভাবে আরতি করে তাঁরা সানন্দে গান গাইতে লাগলেন।

দো॰ কনক থার ভরি মঙ্গলন্হি, কমল করন্হি লিএঁ মাত।
চলীঁ মুদিত পরিছনি করন, পুলক পল্লবিত গাত ॥৩৪৩

সোনার থালায় মঙ্গলসম্ভার সাজিয়ে কমলকরে তা নিয়ে মায়েরা প্রসন্নতায় রোমাঞ্চিত শরীরে বরণ করতে চললেন।

চৌ॰ ধূপ ধূম নভু মেচক ভয়উ * সাবন ঘন ঘমণ্ডু জনু ঠয়উ।
সুরতরু সুমন মাল সুর বরষহিঁ * মনহুঁ বলাক অবলি মনু করষহিঁ ॥

ধূপের ধোঁয়ায় আকাশ এমন কালো হল যে মনে হল ঘন মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। দেবতারা কল্পতরুর ফুলের মালা বর্ষণ করতে লাগলেন, মনে হল বকপঙ্‌ক্তি যেন মনকে আকর্ষণ করছে।

মঞ্জুল মনিময় বন্দনিবারে * মনহুঁ পাকরিপু চাপ সঁবারে।
প্রগটহিঁ দুরহিঁ অটন্হ পর ভামিনি * চারু চপল জনু দমকহিঁ দামিনি ॥

সুন্দর মণিময় ফুলের অলঙ্করণগুলো দেখে মনে হল তা যেন ইন্দ্রধনু। চঞ্চল স্ত্রীলোকেরা কখনও বেরিয়ে আসছিল, কখনও আড়ালে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এ যেন বিদ্যুতের চমক।

দুন্দুভি ধুনি ঘন গরজনি ঘোরা * জাচক চাতক দাদুর মোরা।
সুর সুগন্ধ সুচি বরষহিঁ বারী * সুখী সকল সসি পুর নর নারী ॥

দুন্দুভি যেন মেঘের গর্জন, যাচকেরা যেন কোকিল, ভেক এবং ময়ূর। দেবতারা আকাশ থেকে স্বচ্ছ সুগন্ধি জল বৃষ্টি করছিলেন। এতে নগরের সব নরনারী সুখী হচ্ছিল।

সময় জানি গুর আয়সু দীন্হা * পুর প্রবেসু রঘুকুলমনি কীন্হা।

সুমিরি সম্ভু গিরজা গনরাজা * মুদিত মহীপতি সহিত সমাজা॥

সময় হয়েছে বুঝে গুরু আজ্ঞা দিলেন, রঘুকুলমণি নগরে প্রবেশ করলেন। হরপার্বতী ও গণেশকে স্মরণ করে রাজা পাত্রমিত্র নিয়ে আনন্দিত হলেন।

দো॰ হোহিঁ সগুন বরষহিঁ সুমন, সুর দুন্দুভীঁ বজাই।

বিবুধ বধূ নাচহিঁ মুদিত, মঞ্জুল মঙ্গল গাই॥৩৪৪

শুভসূচক লক্ষণ দেখা গেল, দেবতারা দুন্দুভি বাজিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, আনন্দিত দেবাঙ্গনারা মধুর মঙ্গলগান গেয়ে নাচতে লাগলেন।

চৌ॰ মাগধ সূত বন্দি নট নাগর * গাবহিঁ জসু তিহু লোক উজাগর।

জয় ধুনি বিমল বেদ বর বানী * দস দিসি সুনিঅ সুমঙ্গল সানী॥

মাগধ, সূত, বন্দী ও দক্ষ নটেরা ত্রিভুবনে খ্যাত শ্রীরামচন্দ্রের যশোগান করতে লাগলেন। সুন্দর জয়ধ্বনি এবং পবিত্র মঙ্গলময় বেদধ্বনি দশ দিকে শোনা যেতে লাগল।

বিপুল বাজনে বাজন লাগে * নভ সুর নগর লোগ অনুরাগে।

বান বরাতী বরনি ন জাহীঁ * মহা মুদিত মন সুখ ন সমাহীঁ॥

বহু বাদ্য বাজতে লাগল, আকাশে দেবতারা এবং নগরবাসীরা আনন্দে মগ্ন হলেন, বরযাত্রীরা এমন সজ্জায় সজ্জিত ছিলেন যার বর্ণনা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত, তাঁদের মনে সুখ আর ধরে না।

পুরবাসীন্হ তব রায় জোহারে * দেখত রামহি ভএ সুখারে।

করহিঁ নিছাবরি মনিগন চীরা * বারি বিলোচন পুলক সরীরা॥

পুরবাসীরা রাজাকে প্রশংসা করল, রামকে দেখে সুখী হল, তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হল, চোখে দেখা দিল আনন্দাশ্রু। তারা মণিমুক্তা ও পরিচ্ছদ বিলোতে লাগল।

আরতি করহিঁ মুদিত পুরনারী * হরষহিঁ নিরখি কুঁঅরি বর চারী।

সিবিকা সুভগ ওহার উঘারী দেখি দুলহিনিন্হ হোহিঁ সুখারী॥

আনন্দিত পুরনারীরা আরতি করতে লাগল, চার কুমারকে দেখে প্রসন্ন হল, পালকির পর্দা তুলে তারা কন্যাদের দেখে সুখী হল।

দো০ এহি বিধি সবহী দেত সুখু, আএ রাজদুআর।
মুদিত মাতু পরিছনি করহিঁ, বধুন্হ সমেত কুমার ॥ ৩৪৫

এইভাবে সকলকে আনন্দ দিয়ে তাঁরা রাজদ্বারে এলেন। আনন্দিত হয়ে মায়েরা বধূসহ কুমারদের বরণ করতে লাগলেন।

চৌ০ করহিঁ আরতী বারহিঁ বারা ॥ প্রেম প্রমোদু কহৈ কো পারা।
ভূষন মনি পট নানা জাতী ॥ করহিঁ নিছাবরি অগনিত ভাঁতী ॥

বারবার আরতি করতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের স্নেহ ও আনন্দ ছিল বর্ণনাতীত। তাঁরা বহুরকমের অলঙ্কার, মণিমুক্তা ও বস্ত্র বিলোতে লাগলেন।

বধুন্হ সমেত দেখি সুত চারী ॥ পরমানন্দ মগন মহতারী।
পুনি পুনি সীয় রাম ছবি দেখী ॥ মুদিত সফল জগ জীবন লেখী ॥

বধূসহ চার ছেলেকে দেখে মায়েরা পরমানন্দে মগ্ন হলেন। বারবার রামসীতার রূপ দেখে সকলে আনন্দে জীবন সার্থক মনে করলেন।

সখীঁ সীয় মুখ পুনি পুনি চাহী ॥ গান করহিঁ নিজ সুকৃত সরাহী।
বরষহিঁ সুমন ছনহিঁ ছন দেবা ॥ নাচহিঁ গাবহিঁ লাবহিঁ সেবা ॥

সখীরা সীতার মুখের দিকে বারবার চেয়ে চেয়ে নিজেদের ভাগ্যকে ধন্য বলে মনে করে গান করতে লাগল। দেবতারা ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং নৃত্যগীত ও সেবায় রত হলেন।

দেখি মনোহর চারিউ জোরীঁ ॥ সারদ উপমা সকল ঢঢোরীঁ।
দেত ন বনহিঁ নিপট লঘু লাগীঁ ॥ একটক রহীঁ রূপ অনুরাগীঁ ॥

চারটি মনোহর জুটি দেখে সারদাও উপমা খুঁজে পেলেন না, সব উপমাই লঘু বলে মনে হল তাঁর। তিনি শুধু একদৃষ্টে চেয়ে রূপ দেখতে লাগলেন।

দো০ নিগম নীতি কুলরীতি করি, অরঘ পাঁবড়ে দেত।
বধুন্হ সহিত সুত পরিছি সব, চলীঁ লবাই নিকেত ॥ ৩৪৬

বেদবিধি ও কুলরীতি অনুসারে অর্ঘ্য ও পাদপ্রক্ষেপের বস্ত্র দিয়ে বধূদের সঙ্গে ছেলেদের বরণ করে ঘরে নিয়ে চললেন।

চৌ০ চারি সিংহাসন সহজ সুহাএ ॥ জনু মনোজ নিজ হাথ বনাএ।
তিন্হ পর কুঁঅরি কুঁঅর বৈঠারে ॥ সাদর পায় পুনীত পখারে ॥

যেন কামদেবের নিজে হাতে গড়া সহজসুন্দর চারটি সিংহাসনে কুমার ও বধূদের বসালেন এবং তাঁদের পবিত্র চরণ ধুইয়ে দিলেন।

ধূপ দীপ নৈবেদ বেদ বিধি * পূর বর দুলহিনি মঙ্গলনিধি।
বারহিঁ বার আরতী করহীঁ * ব্যজন চারু চামর সির ঢরহীঁ॥

বেদবিধিমতে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য দিয়ে মঙ্গলনিধি বরবধূদের অর্চনা করে বার বার আরতি করলেন, এবং চামর দুলিয়ে মাথায় হাওয়া করলেন।

বস্তু অনেক নিছাবরি হোহীঁ * ভরী প্রমোদ মাতু সব সোহীঁ।
পাবা পরম তত্ত্ব জনু জোগী * অমৃতু লহেউ জনু সন্তত রোগী॥
জনম রঙ্ক জনু পারস পাবা * অন্ধহি লোচন লাভু সুহাবা।
মূক বদন জনু সারদ ছাঈ * মানহুঁ সমর সূর জয় পাঈ॥

কত জিনিসই না বিতরণ করা হচ্ছিল, আনন্দিতা মায়েরা এমন শোভা পেলেন যে দেখে মনে হল যোগী যেন পরমতত্ত্ব লাভ করলেন, যেন নিত্য রোগী অমৃত লাভ করল, জন্মকাঙাল যেন পরশ পাথর পেল, অন্ধ যেন চোখ ফিরে পেল। বোবার মুখে যেন স্বয়ং সারদা এসে বসলেন, অথবা বীর যেন সময়ে জয়লাভ করলেন।

দো॰ এহি সুখ তে সত কোটি গুন, পাবহিঁ মাতু অনন্দু।
ভাইন্হ সহিত বিআহি ঘর, আএ রঘুকুলচন্দু॥ ৩৪৭

এই সুখের চেয়ে কোটি গুণ আনন্দ মায়েরা পেলেন ভাইদের বিবাহ দিয়ে রঘুকুলচন্দ্র ঘরে এলেন বলে।

লোক রীতি জননীঁ করহিঁ, বর দুলহিনি সকুচাহিঁ।
মোদু বিনোদু বিলোকি বড়, রাম মনহি মুসুকাহিঁ॥৩৪৮

মায়েরা লোকচার করতে থাকলেন, বরবধূ লজ্জাবনত হলেন, আনন্দ আর বিপুল উৎসব দেখে রামচন্দ্র মনে মনে হাসলেন।

চৌ॰ দেব পিতর পূজে বিধি নীকী * পূজীঁ সকল বাসনা জী কী।
সবহি বন্দি মাগহিঁ বরদানা * ভাইন্হ সহিত রাম কল্যানা॥

দেবতা ও পিতৃপুরুষদের ঠিক মতো পুজো করে মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। সকলকে বন্দনা করে মায়েরা এই বর চাইলেন—সহোদর সহ রামের যেন কল্যাণ হয়।

অন্তরহিত সুর আসিষ দেহীঁ * মুদিত মাতু অঞ্চল ভরি লেহীঁ।
ভূপতি বোলি বরাতী লীন্হে * জান বসন মনি ভূষন দীন্হে॥

অন্তর্হিত দেবতারা আশীর্বাদ করলেন এবং মায়েরা আঁচল ভরে তা নিলেন। রাজা বরযাত্রীদের ডাকলেন এবং তাঁদের যান, বসন, মণি ও ভূষণ দিলেন।

আয়সু পাই রাখি উর রামহি * মুদিত গএ সব নিজ নিজ ধামহি।
পুর নর নারি সকল পহিরাএ * ঘর ঘর বাজন লগে বধাএ॥

আদেশ পেয়ে রামকে হৃদয়ে রেখে আনন্দিত হয়ে সকলে স্বভবনে চলে গেলেন। পুরবাসী নরনারীদের দিলেন বস্ত্র। ঘরে ঘরে মঙ্গলবাদ্য বাজতে থাকল।

জাচক জন জাচহিঁ জোই জোঈ * প্রমুদিত রাউ দেহিঁ সোই সোঈ।
সেবক সকল বজনিআ নানা * পূরণ কিএ দান সনমানা॥

যাচকেরা যা চাইল পুলকিত রাজা তাই দিলেন। সমস্ত অনুচর এবং বাদকদের দান ও সম্মানে তুষ্ট করলেন।

দো॰ দেহিঁ অসীস জোহারি সব, গাবহিঁ গুন গন গাথ।
তব গুর ভূসুর সহিত গৃহঁ, গবনু কীন্হ নরনাথ॥ ৩৪৯

সবাই রাজাকে নতি জানিয়ে তাঁর মঙ্গল গান করতে লাগল। তখন গুরু এবং ব্রাহ্মণদের নিয়ে নরনাথ রাজভবনে গমন করলেন।

চৌ॰ জো বসিষ্ঠ অনুসাসন দীন্হী * লোক বেদ বিধি সাদর কীন্হী।
ভূসুর ভীর দেখি সব রানী * সাদর উঠীঁ ভাগ্য বড় জানী॥

বশিষ্ঠের আদেশ অনুসারে রাজা বেদবিধি এবং লোকাচার সাদরে পালন করলেন। ব্রাহ্মণের ভীড় দেখে রানীরা তাকে বড় ভাগ্য মনে করে সসম্ভ্রমে উঠলেন।

পায় পখারি সকল অন্হবাএ * পূজি ভলী বিধি ভূপ জেবাঁএ।
আদর দান প্রেম পরিতোষে * দেত অসীস চলে মন তোষে॥

রাজা পা ধুইয়ে সকলকে স্নান করালেন, এবং ভালো করে খাওয়ালেন, দানে আর প্রেমে সকলকে সন্তুষ্ট করলেন, তারপর আশীর্বাদ দিতে দিতে প্রস্থান করলেন।

বহু বিধি কীন্হি গাধিসুত পূজা * নাথ মোহি সম ধন্য ন দূজা।
কীন্হি প্রসংসা ভূপতি ভূরি * রানিন্হ সহিত লীন্হি পগ ধূরী॥

রাজা বহুভাবে বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করলেন, বললেন আমার মতো ধন্য আর কেউ নেই। রাজা তাঁর খুব স্তুতি করলেন এবং রানীদের সঙ্গে তাঁর চরণধূলি নিলেন।

ভীতর ভবন দীন্হ বর বাসু * মন জোগবত রহ নৃপু রনিবাসু।
পূজে গুর পদ কমল বহোরী * কীন্হি বিনয় উর প্রীতি ন থোরী॥

অন্তঃপুরে তাঁকে সুন্দর আবাস দিলেন যাতে প্রজা এবং রানীমহল তাঁর সেবা করতে পারেন। তারপর গুরুর চরণকমল বন্দনা করলেন এবং বিনয় প্রকাশ করলেন। রাজার অন্তরে তখন নিবিড় প্রীতিধারা।

দো০ বধুন্হ সমেত কুমার সব, রানিন্হ সহিত মহীসু।
পুনি পুনি বন্দত গুর চরন, দেত অসীস মুনীসু ॥ ৩৫০

বধূদের নিয়ে কুমারেরা এবং রানীদের নিয়ে রাজা বারবার গুরুচরণ বন্দনা করলেন, মুনীশ্বর আশীর্বাদ করলেন।

চৌ০ বিনয় কীন্হি উর অতি অনুরাগেঁ * সুত সম্পদা রাখি সব আগেঁ।
নেগু মাগি মুনিনায়ক লীন্হা * আসিরবাদু বহুত বিধি দীন্হা ॥

রাজা পুত্র ও সমস্ত সম্পদ সম্মুখে রেখে গভীর ভক্তিতে মিনতি করলেন। মুনীশ্বর তাঁর প্রাপ্য চেয়ে নিলেন এবং নানাভাবে আশীর্বাদ করলেন।

উর ধরি রামহি সীয় সমেতা * হরষি কীন্হ গুর গবনু নিকেতা।
বিপ্রবধূ সব ভূপ বোলাঈं * চৈল চারু ভূষণ পহিরাঈं ॥

জানকীর সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করে গুরু বশিষ্ঠ প্রসন্ন হয়ে নিজের আশ্রমে চলে গেলেন। বিপ্রবধূদের ডেকে রাজা তাঁদের সুন্দর বস্ত্র ও ভূষণ দান করলেন।

বহুরি বোলাই সুআসিনি লীন্হীं * রুচি বিচারি পহিরাবনি দীন্হীं।
নেগী নেগ জোগ সব লেহীं * রুচি অনুরূপ ভূপমনি দেহীं ॥

তারপর অন্য সধবাদের ডেকে নিয়ে তাঁদের মনের মতো পরিচ্ছদ দিলেন। অনুচরদের রাজা তাঁদের রুচিমতো সব জিনিস দিলেন।

প্রিয় পাহুনে পূজ্য জে জানে * ভূপতি ভলী ভাঁতি সনমানে।
দেব দেখি রঘুবীর বিবাহূ * বরষি প্রসূন প্রসংসি উছাহূ ॥

দো০ চলে নিসান বজাই সুর, নিজ নিজ পুর সুখ পাই।
কহত পরস্পর রাম জসু, প্রেম ন হৃদয়ঁ সমাই ॥৩৫১

প্রিয় স্বজন এবং পূজনীয়দের উপযুক্ত সম্মান দিলেন রাজা। দেবতারা শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ দেখে পুষ্প বৃষ্টি করে উৎসবের প্রশংসা করতে করতে এবং সানন্দে দুন্দুভি বাজাতে বাজাতে যার যার ধামে প্রস্থান করলেন। পরস্পর রামকথা আলোচনা করে তাঁদের হৃদয়ে প্রেম আর ধরে না।

চৌ• সব বিধি সবহি সমদি নরনাহূ • রহা হৃদয় ভরি পূরি উছাহূ ।
জহঁ রনিবাসু তহাঁ পগু ধারে • সহিত বহূটিন্হ কুঅঁর নিহারে ॥

সবাইকে সবরকমে সম্মানিত করলেন রাজা। তাঁর হৃদয় তাই উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হল। এবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বধূসহ কুমারদের দেখলেন।

লিএ গোদ করি মোদ সমেতা • কো কহ সকই ভয়উ সুখু জেতা ।
বধূ সপ্রেম গোদ বৈঠারীঁ • বার বার হিয়ঁ হরষি দুলারীঁ ॥

আনন্দে কোলে নিলেন তাঁদের। সেই সময়ে যে সুখ হল তাঁর তা কে বর্ণনা করতে পারবে? বধূদেরও সস্নেহে কোলে বসালেন এবং আনন্দিত হয়ে বারবার আদর করলেন।

দেখি সমাজু মুদিত রনিবাসূ • সব কেঁ উর অনন্দ কিয়ো বাসূ ।
কহেউ ভূপ জিমি ভয়উ বিবাহূ • সুনি সুনি হরষু হোত সব কাহূ ॥

ভালো ঘরে বিবাহ হয়েছে দেখে অন্তঃপুরের নারীরা প্রসন্ন হলেন, সকলের হৃদয়েই আনন্দ বাস করতে লাগল। কেমন করে বিবাহ হল রাজা তা বললেন। শুনে সকলেই খুশী হলেন।

জনক রাজ গুন সীলু বড়াঈ • প্রীতি রীতি সম্পদা সুহাঈ ।
বহুবিধি ভূপ ভাট জিমি বরনী • রানীঁ সব প্রমুদিত সুনি করনী ॥

দশরথ জনকরাজার গুণ, শীল, উদারতা, প্রীতি, আচার, সম্পদ, ইত্যাদি ভাটের মতো নানাভাবে বর্ণনা করলেন। জনকের এই গুণগাথা শুনে রানীরা সব আনন্দিত হলেন।

দো• সুতন্হ সমেত নহাই নৃপ, বোলি বিপ্র গুর গ্যাতি ।
ভোজন কীন্হ অনেক বিধি, ঘরী পঞ্চ গই রাতি ॥৩৫২

রাজা পুত্রদের নিয়ে স্নান করে, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিদের ডেকে নানারকম ভোজন করলেন। রাত হল পাঁচ প্রহর।

চৌ• মঙ্গলগান করহিঁ বর ভামিনি • ভৈ সুখমূল মনোহর জামিনি ।
অঁচই পান সব কাহূঁ পাএ • স্রগ সুগন্ধ ভূষিত ছবি ছাএ ॥

ভাগ্যবতী নারীরা মঙ্গল গান করতে লাগল। রাত সুখে সুন্দর ভাবে কাটল। আঁচিয়ে সবাই পান পেলেন, তারপর মালা ও সুগন্ধিতে শোভিত হলেন।

রামহি দেখি রজায়সু পাঈ • নিজ নিজ ভবন চলে সির নাঈ ।
প্রেমু প্রমোদু বিনোদু বড়াঈ • সমউ সমাজু মনোহরতাঈ ॥

করি ন সকহিঁ সত সারদ সেষূ * বেদ বিরঞ্চি মহেস গনেসূ।
সো মৈঁ কহৌঁ কবন বিধি বরনী * ভূমিনাগু সির ধরই কি ধরনী॥
রামচন্দ্রকে দর্শন করে, রাজার আদেশ পেয়ে, প্রণাম জানিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। সেই উৎসবের প্রেম, প্রমোদ, আনন্দ, সম্মান, সময়, সমাজ ও সৌন্দর্য সারদা, শেষনাগ বেদ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং গণেশও বলতে পারেন না আমি কেমন করে বর্ণনা করব। কেঁচো কি পৃথিবীকে শিরে ধারণ করতে পারে?

নৃপ সব ভাঁতি সবহি সনমানী * কহি মৃদু বচন বোলাঈ রানী।
বধূ লরিকনীঁ পর ঘর আঈঁ * রাখেহু নয়ন পলক কী নাঈঁ॥
রাজা সবরকমে সবাইকে সম্মানিত করে রানীদের মধুর বচনে বললেন, এই বধূরা বালিকা-মাত্র, পরের ঘর থেকে এসেছে, এদের চোখ আর পলকের মতো করে রাখবে।

দো॰ লরিকা শ্রমিত উনীদ বস, সয়ন করাবহু জাই।
অস কহি গে বিশ্রামগৃহঁ, রাম চরন চিতু লাই॥৩৫৩
ক্লান্তিতে ছেলেদের ঘুম পেয়েছে, ওদের শোবার ব্যবস্থা করো। এই বলে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে চিত্ত সমর্পণ করে বিশ্রামকক্ষে গেলেন।

চৌ॰ ভূপ বচন সুনি সহজ সুহাএ * জরিত কনক মনি পলঁগ ডসাএ।
সুভগ সুরভি পয় ফেন সমানা * কোমল কলিত সুপেতীঁ নানা॥
রাজার স্বভাবসুন্দর কথা শুনে মণিখচিত সোনার পালঙ্ক খাটিয়ে তার উপর সুন্দর দুধের ফেনার মতো চাদর বিছিয়ে দিলেন।

উপবরহন বর বরনি ন জাহীঁ * স্রগ সুগন্ধ মনিমন্দির মাহীঁ।
রতনদীপ সুঠি চারু চঁদোবা * কহত ন বনই জান জেহিঁ জোবা॥
উপাধানের বর্ণনা করা সম্ভব নয়, মণিময় কক্ষে সুগন্ধ মালা। সুন্দর রত্নদীপ আর সুন্দর চাঁদোয়ার শোভা বোঝানো যাবে না, যে দেখেছে সেই শুধু জানে।

সেজ রুচির রচি রামু উঠাএ * প্রেম সমেত পলঁগ পৌঢ়াএ।
অগ্যা পুনি পুনি ভাইন্হ দীন্হী * নিজ নিজ সেজ সয়ন তিন্হ কীন্হী॥
সুন্দরভাবে বিছানা পেতে রামকে উঠিয়ে সস্নেহে পালঙ্কে শোয়ালেন। রাম বার বার ভাইদের আদেশ দিলেন। তাঁরা যার যার বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

দেখি স্যাম মৃদু মঞ্জুল গাতা * কহহিঁ সপ্রেম বচন সব মাতা।
মারগ জাত ভয়াবনি ভারী * কেহি বিধি তাত তাড়কা মারী॥

রামের শ্যামসুন্দর কোমল শরীর দেখে মায়েরা সস্নেহে বললেন, হে তাত! পথে যেতে যেতে তুমি তাড়কারাক্ষসীকে কেমন করে বধ করলে?

দো॰ ঘোর নিসাচর বিকট ভট, সমর গনহিঁ নহিঁ কাহু।
মারে সহিত সহায় কিমি, খল মারীচ সুবাহু ॥৩৫৪

যারা ভয়ঙ্কর রাক্ষস, ভীষণ যোদ্ধা, যুদ্ধে যারা কাউকে গ্রাহ্যই করে না, দলবল সমেত সেই মারীচ আর সুবাহুকেই বা কেমন করে মারলে?

চৌ॰ মুনি প্রসাদ বলি তাত তুম্হারী * ঈস অনেক করবরেঁ টারী।
মখ রখবারী করি দুহুঁ ভাঈ * গুরু প্রসাদ সব বিদ্যা পাঈ ॥

হে তাত! বলিহারি যাই। মুনির কৃপায় এই ভাবে অনেক বিপদ কাটল, শেষে দুই ভাই যজ্ঞ রক্ষা করে গুরুর অনুগ্রহে সব বিদ্যা লাভ করল।

মুনিতিয় তরী লগত পগ ধূরী * কীরতি রহী ভুবন ভরি পূরী।
কমঠ পীঠি পবি কূট কঠোরা * নৃপ সমাজ মহুঁ সিব ধনু তোরা ॥

মুনিবধূ অহল্যা তোমার পায়ের ধূলো পেয়ে উদ্ধার পেলেন। তোমার কীর্তিতে ভুবন ভরল। কচ্ছপের পিঠ, বজ্র আর পাহাড় থেকেও কঠিন হরধনু রাজমণ্ডলীর সামনে তুমি ভেঙে দিলে!

বিস্ব বিজয় জসু জানকি পাঈ * আএ ভবন ব্যাহি সব ভাঈ।
সকল অমানুষ করম তুম্হারে * কেবল কৌসিক কৃপা সুধারে ॥

বিশ্ববিজয়ের যশ জানকীকে পেয়ে এবং অন্যান্য ভাইদের বিবাহ দিয়ে তুমি ঘরে এলে। তোমার এ সব অলৌকিক সাফল্য শুধু বিশ্বামিত্রের কৃপাতেই সম্ভব হল।

আজু সুফল জগ জনমু হমারা * দেখি তাত বিধুবদন তুম্হারা।
জে দিন গএ তুম্হহি বিনু দেখেঁ * তে বিরঞ্চি জনি পারহিঁ লেখে ॥

হে তাত, আজ তোমার মুখচন্দ্র দেখে এ জগতে আমাদের জন্ম সফল হল। তোমাকে না দেখে যে ক'টি দিন গেল, বিধাতা যেন সেই দিনগুলোকে আমাদের আয়ুর মধ্যে না ধরেন।

দো॰ রাম প্রতোষীঁ মাতু সব, কহি বিনীত বর বৈন।
সুমিরি সম্ভু গুর বিপ্র পদ, কিএ নীদবস নৈন ॥৩৫৫

রাম নম্রমধুর বচনে মায়েদের সন্তুষ্ট করলেন, তারপর শিব, গুরু এবং ব্রাহ্মণদের চরণ স্মরণ করে নিদ্রামগ্ন হলেন।

চৌ॰ নীদউ বদন সোহ সুঠি লোনা * মনহুঁ সাঁঝ সরসীরুহ সোনা।
ঘর ঘর করহিঁ জাগরন নারীঁ * দেহিঁ পরস্পর মঙ্গল গারীঁ ॥

নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁর সুন্দর মুখটি শোভা পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সন্ধ্যায় যেন রক্তকমল ফুটে আছে। রাতে ঘরে ঘরে নারীরা জেগে রইল এবং পরস্পর মঙ্গলগান করতে লাগল।

পুরী বিরাজতি রাজতি রজনী * রানীঁ কহহিঁ বিলোকহু সজনী।
সুন্দর বধুন্‌হ সাসু লৈ সোঈ * ফনিকন্‌হ জনু সিরমনি উর গোঈ ॥

রানীরা বলতে লাগলেন, সখী, দেখো কী সুন্দর নগরী, কী সুন্দর রাত্রি! বধূদের নিয়ে শাশুড়ীরা শুয়ে পড়লেন সাপিনীরা যেন তাদের মাথার মণি হৃদয়ে লুকিয়ে রাখল।

প্রাত পুনীত কাল প্রভু জাগে * অরুনচূড় বর বোলন লাগে।
বন্দি মাগধন্‌হি গুনগন গাএ * পুরজন দ্বার জোহারন আএ ॥

প্রভাতে পবিত্র মুহূর্তে প্রভু জাগলেন। লালঝুঁটি মোরগ ডাকতে লাগল। মাগধেরা বন্দনা করে গুণগান গাইতে লাগল, পুরবাসীরা প্রণাম জানাতে এল দ্বারে।

বন্দি বিপ্র সুর গুর পিতু মাতা * পাই অসীস মুদিত সব ভ্রাতা।
জননিন্‌হ সাদর বদন নিহারে * ভূপতি সঙ্গ দ্বার পগু ধারে ॥

ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু, পিতা ও মাতাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ পেয়ে ভাইয়েরা আনন্দিত হলেন, মায়েরা সস্নেহে তাঁদের মুখ দেখলেন। তারপর চার ভাই রাজার সঙ্গে দ্বারে এলেন।

দো॰ কীন্‌হি সোচ সব সহজ সুচি, সরিত পুনীত নহাই।
প্রাতক্রিয়া করি তাত পহিঁ, আএ চারিউ ভাই ॥৩৫৮

সহজশুচি ভাইয়েরা শৌচান্তে পবিত্র নদী সরযূতে স্নান করে প্রাতঃকৃত্য সেরে পিতার কাছে এলেন।

চৌ॰ ভূপ বিলোকি লিএ উর লাঈ * বৈঠে হরষি রজায়সু পাঈ।
দেখি রামু সব সভা জুড়ানী * লোচন লাভ অবধি অনুমানী ॥

রাজা তাঁদের দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পরে আজ্ঞা পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উপবেশন করলেন। রামকে দর্শন করে সমস্ত সভা শান্তি লাভ করল। সবাই মানলেন চক্ষুষ্মান হবার লাভের সীমা এই পর্যন্তই।

পুনি বসিষ্ঠু মুনি কৌসিকু আএ ॥ সুভগ আসনন্হি মুনি বৈঠাএ।
সুতন্হ সমেত পূজি পদ লাগে ॥ নিরখি রামু দোউ গুর অনুরাগে ॥

তারপর বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র মুনি এলেন। রাজা সুন্দর আসনে তাঁকে বসালেন এবং পুত্রদের নিয়ে মুনির চরণ স্পর্শ করলেন। রামকে দেখে দুই গুরু অনুরাগে মগ্ন হলেন।

কহহিঁ বসিষ্ঠু ধরম ইতিহাসা ॥ সুনহিঁ মহীস সহিত রনিবাসা।
মুনি মন অগম গাধিসুত করনী ॥ মুদিত বসিষ্ঠ বিপুল বিধি বরনী ॥

বশিষ্ঠমুনি ধর্মের ইতিহাস বলতে লাগলেন। রাজা রানীদের নিয়ে শুনতে লাগলেন। মুনিরা মনের অগম্য বিশ্বামিত্রের কর্মাবলী সানন্দে নানাভাবে বর্ণনা করলেন।

বোলে বামদেউ সব সাঁচী ॥ কীরতি কলিত লোক তিহুঁ মাচী।
সুনি আনন্দু ভয়উ সব কাহূ ॥ রাম লখন উর অধিক উছাহূ ॥

বামদেব বললেন, এ সব কথা সত্য। বিশ্বামিত্রের কীর্তি ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়েছে। এ কথা শুনে সবার আনন্দ হল। রামলক্ষ্মণের হৃদয়ে এজন্যে প্রবল উচ্ছ্বাস হল।

দো॰ মঙ্গল মোদ উছাহ নিত, জাহিঁ দিবস এহি ভাঁতি।
উমগী অবধ অনন্দ ভরি, অধিক অধিক অধিকাতি ॥৩৫৭

মঙ্গল, আনন্দ আর উৎসাহে দিন কাটতে লাগল। অযোধ্যাপুরী আনন্দে উদ্বেলিত হল, সেই আনন্দ ক্রমশ বেড়ে চলল।

চৌ॰ সুদিন সোধি কল কঙ্কন ছোরে ॥ মঙ্গল মোদ বিনোদ ন থোরে।
নিত নব সুখু সুর দেখি সিহাহীঁ ॥ অবধ জনম জাচহিঁ বিধি পাহীঁ ॥

শুভদিন বিচার করে কঙ্কণ খোলা হল। মঙ্গল, আনন্দ আর আমোদ কিন্তু কমল না। দেবতারা নিত্যনব সুখ দেখে প্রসন্ন হলেন আর ব্রহ্মা এই প্রার্থনা করলেন—অযোধ্যাতেই যেন আমার জন্ম হয়।

বিশ্বামিত্রু চলন নিত চহহীঁ ॥ রাম সপ্রেম বিনয় বস রহহীঁ।
দিন দিন সয়গুন ভূপতি ভাউ ॥ দেখি সরাহ মহামুনিরাউ ॥

বিশ্বামিত্র রোজই যেতে চান, কিন্তু রামের প্রেম ও বিনয়ের বশীভূত হয়ে থেকেই যান। দিন দিন রাজার শতগুণ ভক্তি দেখে মহামুনি রাজার প্রশংসা করলেন।

মাগত বিদা রাউ অনুরাগে ॥ সুতন্হ সমেত ঠাঢ় ভে আগে।
নাথ সকল সম্পদা তুম্হারী ॥ মৈঁ সেবকু সমেত সুত নারী ॥

অবশেষে বিশ্বামিত্র যখন বিদায় চাইলেন। তখন রাজা ভক্তিবশ হয়ে পুত্রদের নিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন—হে নাথ! এসব সম্পদ আপনারই, আর স্ত্রীপুত্রসহ আমি আপনার সেবক।

করব সদা লরিকন্হ পর ছোহূ * দরসন দেত রহব মুনি মোহূ।
অস কহি রাউ সহিত সুত রানী * পরেউ চরন মুখ আব ন বানী॥

হে মুনি! পুত্রদের উপর সর্বদাই যেন আপনার করুণা বজায় থাকে। এই বলে রাজা পুত্র ও রানীদের নিয়ে মুনির চরণে পড়লেন, তাঁর মুখে কথা সরল না।

দীন্হি অসীস বিপ্র বহু ভাঁতী * চলে ন প্রীতি রীতি কহি জাতী।
রামু সপ্রেম সঙ্গ সব ভাঈ * আয়সু পাই ফিরে পহুঁচাঈ॥

বিশ্বামিত্র নানাভাবে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন। প্রীতির রীতি বুঝিয়ে বলা কঠিন। রাম ভাইদের নিয়ে পৌঁছে দিতে গেলেন এবং আজ্ঞা পেয়ে ফিরে এলেন।

দো॰ রাম রূপু ভূপতি ভগতি, ব্যাহু উছাহু অনন্দু।
জাত সরাহত মনহিঁ মন, মুদিত গাধিকুলচন্দু॥৩৫৮

রামচন্দ্রের রূপ, রাজার ভক্তি, বিবাহোৎসবের আনন্দ মনে মনে এসবের সুখ্যাতি করে সানন্দে বিশ্বামিত্র চললেন।

চৌ॰ বামদেব রঘুকুল গুর-গ্যানী * বহুরি গাধিসুত কথা বখানী।
সুনি মুনি সুজসু মনহিঁ মন রাউ * বরনত আপন পুন্য প্রভাউ॥

বামদেব ও রঘুবংশের গুরু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা ব্যাখ্যা করে বললেন, মুনির সুযশ শুনে রাজা মনে মনে নিজের পুণ্যপ্রভাবকে প্রশংসা করলেন।

বহুরে লোগ রজায়সু ভয়উ * সুতন্হ সমেত নৃপতি গৃহঁ গয়উ।
জহঁ তহঁ রাম ব্যাহু সবু গাবা * সুজসু পুনীত লোক তিহুঁ ছাবা॥

আজ্ঞা পেয়ে সবাই ফিরলেন, তখন মহারাজ পুত্রাদি নিয়ে ভবনে গেলেন। সর্বত্র রামচন্দ্রের বিবাহের যশোগান হতে লাগল। পবিত্র সুযশ ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়ল।

আএ ব্যাহি রামু ঘর জব তেঁ * বসই অনন্দ অবধ সব তব তেঁ।
প্রভু বিবাহঁ জস ভয়উ উছাহু * সকহিঁ ন বরনি গিরা অহিনাহু॥

রামচন্দ্র যেদিন থেকে বিবাহ করে ঘরে এলেন সেদিন থেকেই অযোধ্যাপুরীতে আনন্দ অধিষ্ঠিত হল। প্রভুর (রামচন্দ্রের) বিবাহে যে আনন্দোৎসব হল তা সারদা ও শেষনাগেও বলতে পারবে না।

কবিকুল জীবনু পাবন জানী ॥ রাম সীয় জসু মঙ্গল খানী।
তেহি তে মৈঁ কছু কহা বখানী ॥ করন পুনীত হেতু নিজ বানী ॥

সমস্ত মঙ্গলের আধার রামসীতার যশ কবিকুলকে পবিত্র করে দেয় একথা জেনে এতেই আমি আমার বাণীকে পবিত্র করবার জন্যে কিছু বর্ণনা করলাম মাত্র।

ছন্দ॰ নিজ গিরা পাবনি করন কারন রাম জসু তুলসীঁ কহ্যো।
রঘুবীর চরিত অপার বারিধি পারু কবি কৌনেঁ লহ্যো ॥
উপবীত ব্যাহ উছাহ মঙ্গল সুনি জে সাদর গাবহীঁ।
বৈদেহি রাম প্রসাদ তে জন সর্বদা সুখু পাবহীঁ ॥

তুলসী দাস বলেন, নিজের বাণীকে পবিত্র করবার জন্যে আমি রামযশ বর্ণনা করলাম। রামের চরিত্র অপার সমুদ্র, কোন্ কবি তার পার পেয়েছেন? যিনি যজ্ঞোপবীত এবং বিবাহমঙ্গল সাদরে শুনে গাইবেন তিনি রামসীতার কৃপায় সর্বদা সুখ লাভ করবেন।

সো॰ সিয় রঘুবীর বিবাহু, জে সপ্রেম গাবহিঁ সুনহিঁ।
তিন্হ কহুঁ সদা উছাহু, মঙ্গলায়তন রাম জসু ॥৩৬

যিনি সপ্রেমে রামসীতার বিবাহমঙ্গল গাইবেন এবং শুনবেন তাঁর সর্বদা আনন্দ আর আনন্দ। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের যশ মঙ্গলের আধার।

ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে
প্রথমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ।

—(বালকাণ্ড সমাপ্ত)—



সকলকলিকলুষনাশন শ্রীরামচরিতমানসে প্রথম সোপান সমাপ্ত
(বালকাণ্ড সমাপ্ত)



দোহাবলী



* * * * * * * * * * * ভূমিকা * * * * * * * * * * *

উৎস:

'দীরঘ দোহা অরথ কে, আখর থোর মাহী'

—দোহা অল্প অক্ষরে মহৎ অর্থকে প্রকাশ করে। তাই মুক্তক নীতিকাব্যের যোগ্য-বাহন এই ছন্দটি। 'দোহা' কোন সংস্কৃত ছন্দ থেকে আসে নি। অপভ্রংশের নিজস্ব ছন্দ এই দোহা। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে অপভ্রংশের জন্ম ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে কোন সময়ে, যে সময়টিকে প্রাকৃত আর অপভ্রংশের সীমারেখা বলা যেতে পারে। অপভ্রংশ-ভাষাযুগের আদি কবি সরহপাদ। এই সরহপাদের দোহা থেকেই দোহার বিকাশের সূচনা।[১]

মধ্যযুগের সন্ত কবিরা দোহাকেই তাঁদের উপলব্ধিপ্রকাশের মাধ্যম করেছেন।

সাখী আঁখী জ্ঞান কী, সমুঝি দেখু মন মাহিঁ।
বিন সাখী সংসার কা, ঝগরা ছুটত নাহি॥

কবীরের এই দোহাটির অনুরণন পাচ্ছি তুলসীদাসের দোহায়:

দোহা চারু বিচারু চলু, পরিহরি বাদ বিবাদ।
সুকৃত সীঁব স্বারথ সকল, পরমারথ মরজাদ॥

অনেকে বলেন অপভ্রংশভাষায় লেখা দোহার প্রাচীনতম প্রয়োগ কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকে:

মই জাঁনিঅ মিঅলোয়নী নিসিঅর কোই হরেই।
জাবঁদু ণব তড়ি সামল ধারাহরু বরিসেই॥

(আমি ভেবেছিলাম আমার মৃগনয়নাকে কোন দৈত্য বুঝি হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি, তা নয়, নবীন বিদ্যুতে শোভিত হয়ে শ্যাম জলধর ধারাবর্ষণ করছে।)[৩]

১. অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ অবহট্‌ঠ (<অপভ্রষ্ট) নবম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাংলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তৃত এক অঞ্চল জুড়ে লোকসাহিত্যের ভাষা ছিল। অপভ্রংশের মতো অবহট্টেও বহু দোহা রচিত হয়েছে।

২. 'সাখী' দোহারই নামান্তর মাত্র। অনেকে বলেন 'সাক্ষী' থেকে 'সাখী' এসেছে। কবির হৃদয়লব্ধ অনুভূতির যা সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী।

৩. এই অপভ্রংশ গানগুলি 'বিক্রমোর্বশী'র সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় এগুলি হয়তো কালিদাসের রচিত না। কোন নাট্যপ্রযোজক হয়তো এগুলি রচনা করে থাকবেন। —মনোমোহন ঘোষ। প্রাকৃত সাহিত্য

দোহালক্ষণ :

প্রাকৃতপৈঙ্গলে[৪] দোহার লক্ষণ :—

তেহর মত্তা পঢ়ম পঅ পুণু এআরহ দেহ।
পুণু তেরহ এআরহি দোহা লক্‌খহ এহ ॥

অর্থাৎ প্রথম পাদে তেরো মাত্রা, তার পরের পাদ অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদে এগারো মাত্রা, আবার অর্থাৎ তৃতীয় পাদে তেরো এবং চতুর্থ পাদে এগারো। এই হল দোহার লক্ষণ।[৫] ছন্দোলিপি 'রামচরিতমানসের' ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতপৈঙ্গল সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতকের রচনা। কিন্তু তার অনেক আগে (নবম শতকে) বিরহাঙ্ক[৬] 'দুবহঅ' ছন্দের উল্লেখ করেছেন অপভ্রংশ ভাষায় :

তিরিণ তুরংগা নেউরবো। বিণ্যাহর কাকরাণু।
দুবহঅ পচ্ছকে ওট্টি। বহ লক্‌খনউ ণ আণু ॥

দুবহঅ আর দোহা সম্ভবতঃ একই ছন্দ। 'দুবহঅ' থেকেও 'দোহা' এসে থাকতে পারে। দুবহঅ>দুঅহঅ> দুহা বা দোহা। দোহার ব্যুৎপত্তি নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ কেউ বলেন 'হা' একটি অপভ্রংশ প্রত্যয়। সুকুমার সেনের মতে 'দ্বিপদ' শব্দের সঙ্গে 'দ্বিধা' শব্দের সংযোগে এই শব্দের সৃষ্টি।[৭] 'দোধক' থেকে দোহা এসেছে—এ মত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। 'দোধক' কথাটি দোহা শব্দেরই পরবর্তী সংস্কৃতরূপ।

৪. পিঙ্গলাচার্যের প্রাকৃতপৈঙ্গল অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত দুরকম ছন্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্রচুর অপভ্রংশ শ্লোক উল্লেখ করেছেন।

৫. 'ছন্দঃপ্রভাকর' গ্রন্থের রচয়িতা জগন্নাথ প্রসাদ 'ভানু' দোহার ২৩-র কম ভেদের নাম করেছেন : ভ্রমর, ভ্রামর, শরভ, শ্যেন, মণ্ডুক, মর্কট, করভ ইত্যাদি। গুরুলঘুর সংখ্যা ভেদেই এ-সব ভেদ পরিকল্পিত।

৬. বিরহাঙ্করচিত প্রাকৃতছন্দোবিষয়ক গ্রন্থের নাম 'বৃত্তজাতিসমুচ্চয়'। প্রাকৃত ছন্দগুলোকে তিনি মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত হিসেবে ভাগ করেছেন এবং আলোচিত ছন্দগুলির উদাহরণ তাঁর নিজেরই রচনা।

৭. দোহা শব্দটি আসিয়াছে সংস্কৃত 'দ্বিপদ (দ্বাপদ)' শব্দের সঙ্গে 'দ্বিধা (দ্বিধ)' শব্দের সংযোগে। অর্থ দুই ভাগের সমষ্টি। ঋগ্বেদে কোনও কোনও ছন্দের বিশিষ্টরূপে—যেখানে শ্লোকটি দুই অর্ধে বিভক্ত অনুরূপ অর্থে 'দ্বিপদা' (যেমন, দ্বিপদা বিরাট) ব্যবহৃত আছে। এই অর্থে অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের ছন্দগুলি সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় : দুই চরণের শ্লোক 'দোহা' এবং চারি চরণের শ্লোক 'চউপঈ' (চতুষ্পদী)।

ভারত কোষ ॥ সুকুমার সেন

'দোহা' ছন্দেই সম্ভবতঃ প্রথম অন্ত্যমিল দেখা যায়। কবিতায় অন্ত্যমিলের প্রচলন হয় তো দোহা থেকেই। এদিক থেকে কাব্যের ইতিহাসে দোহার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দোহাবলী সংকলন

তুলসীদাস রামচরিতমানস কাব্যেও প্রচুর দোহা ব্যবহার করেছেন। চৌপাঈতে কিছুটা আখ্যান বলার পর দোহা প্রয়োগ করেছেন। দোহা একটানা চৌপাঈর পর খানিকটা বৈচিত্র্য এনেছে। কখনও ঘটনার সার এতে ধরা হয়েছে অথবা ঘটনার উপর কোন আলোকপাত করা হয়েছে অথবা উপলব্ধিজনিত কোন গূঢ় ব্যঞ্জনাও এতে করা হয়েছে। 'দোহাবলী'তে রামচরিত থেকে ৯১টি দোহা গৃহীত হয়েছে। 'রামাজ্ঞাপ্রশ্নে'র ৩৬টি দোহা এবং 'বৈরাগ্যসন্দীপনী'র দুইটি দোহাও এই সংকলনে আছে। তুলসীদাসের 'সতসঈ'ও দোহাসংকলন। কিন্তু এই গ্রন্থটিকে অধিকাংশ গবেষক প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন না।

দোহাবলীর রচনাকাল

দোহাবলীতে এর রচনাকাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। তবে তুলসীদাসের শিষ্য বাবা বেণীমাধব দাস তাঁর 'গোসাঁইচরিতে' দোহাবলীর রচনাকাল ১৬৪০ সংবৎ বলে উল্লেখ করেছেন। দোহাবলীতে এমন কিছু দোহা আছে যা কবির শেষ বয়সের লেখা বলে মনে হয়। ১৬৮০ সংবতে কবি লোকান্তরিত হন। দোহাবলীতে বৈরাগ্যসন্দীপনীর দুটি দোহা আছে। বৈরাগ্যসন্দীপনীর রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৬২৬—২৭ সংবতের কাছাকাছি। তাই দোহাবলীর রচনাকাল বৈরাগ্যসন্দীপনীর রচনাকাল থেকে কবির শেষ বয়স পর্যন্ত বিস্তারিত (১৬২৬—১৬৮০ সংবৎ)। 'তুলসীদাস ঔর উনকা কাব্য' গ্রন্থে রামনরেশ ত্রিপাঠী বলেছেন দোহাবলীর রচনাকাল ১৬২০—১৬৭১ সংবৎ। তার মানে বৈরাগ্যসন্দীপনীর রচনার কিছু আগে থেকে মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই গ্রন্থের রচনাকাল ধরা যেতে পারে।

দোহাবলীর বিষয়বস্তু

দোহাবলী নিছক নীতিকবিতা নয়। এই গ্রন্থ তুলসীদাসের গভীর চিন্তার ফসল। তাঁর রামভক্তি, অধ্যাত্মচিন্তা, কল্যাণবোধ ইত্যাদি অপূর্বপ্রকাশভঙ্গীতে রূপ পেয়েছে এই দোহাগুলিতে। তাই 'দোহাবলী'কে বলা হয়েছে 'তুলসীগীতা'।

এক ভরোসা এক বল এক আস বিশ্বাস।

তুলসীদাস রামসর্বস্ব। রামকে ভালবেসেই তাঁর অন্তকে ভালবাসা :

রাম ১/২১

নাতো নাতে রাম কে রাম সনেহ্ঁ সনেহ।

রামনামের মণিদীপ তিনি ধরেছেন জিহ্বারূপ দ্বারের দেহলীতে। এই মণিদীপই তাঁর ভিতরে বাহিরে আলো ফেলবে :

রামনাম মনিদীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহুঁ জৌঁ চাহসি উজিয়ার॥

নির্গুণসগুণের ভেদ এই ভক্তের কাছে লুপ্ত।

হিয় নির্গুণ নয়নহি সগুন—

হৃদয়ে নির্গুণ আর নয়নে সগুণ। তিনি দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ভক্তকবি প্রত্যয়ে অটল :

জানে জানন জোইএ বিনু জানে কো জান—জানতে জানতেই জানা যায়, না জানতে চাইলে কে জানতে পারে ?

কুতর্ক ছাড়ো, সহজমনে দেখো, সহজেই কঠিন দেয় ধরা :

সুধে মন সুধে বচন সুধী সব করতূতি।
তুলসী সুধী সকল বিধি রঘুবর প্রেম প্রসূতি॥

ভক্ত যেন চাতক আর ঈশ্বর মেঘ। হে রামরূপ মেঘ, তুমি ঠিক সময় বর্ষিত হও বা না হও তাতে কিছু এসে যায় না। চিরচাতক তোমার আশাতেই থাকবে। কঠিন শিলাবর্ষণেও চাতক নিবৃত্ত হবে না, প্রেম যার পণ সে কি সহজে নিবৃত্ত হয় ?

বরষি পরুষ পাহন পয়দ পঙ্খ করৌ টুকটুক।
তুলসী বারি ন চাহিঐ চতুর চাতকহি চুক॥

এই একাকী প্রেম চাতকের রূপকটিতে আশ্চর্য কাব্যমাধুর্য পেয়েছে দোহাবলীতে। এই ভাবের ৩৫টি শ্লোককে পৃথক করে নিলে একটি স্বতন্ত্র কাব্য হতে পারে।

অধ্যাত্মচিন্তা ছাড়াও দোহাবলীতে আছে তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র, দেশের অত্যাচার ও অরাজকতার চিত্র--

কাল তোপচী, তুপক মহি দারু অনয় করাল।

কাল হল গোলন্দাজ, পৃথিবী হল তোপ আর ভয়ঙ্কর কুনীতি হল বারুদ—

কয়েকটিমাত্র কথায় তখনকার চিত্রটি তুলে ধরেছেন তিনি। শাসকের চেয়েও তার কর্মচারীদের অত্যাচারেই জনসাধারণ অস্থির হত। তুলসীদাস তাই বললেন—

কবহুঁক হোত কৃপাল কো কঠিন ঘোরঘন ঘাউ।

ধর্মের নামে অধর্ম দেখেও তিনি দুঃখবোধ করেছেন, বলেছেন—যার বচনে বিচারে

আচরণে শরীরে মনে আর কর্মে ছলনার ছোঁয়া লেগেছে সে এইভাবে অন্তর্যামীকে ঠকিয়ে কেমন করে সুখ পেতে পারে ?

ব্যক্তিজীবন

কবির ব্যক্তিজীবনের কিছু টুকরো কথা দোহাবলীতে পাওয়া যায়। শৈশবের দারিদ্র্য-বর্ণনা কবিতাবলীতে বিস্তারিতভাবেই আছে। দোহাবলীতেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'ঘর ঘর মাঁগে টূক'—কথাটিতে সেই দুর্গতিরই প্রতিধ্বনি।

মাগি মধুকরী খাত তে সোবত গোড পসারি।
পাপ প্রতিষ্ঠা বঢ়ি পরী তাতে বাঢী রারি॥—

যতদিন মাধুকরী করে খেত ততদিন (নিশ্চিন্তে) পা ছড়িয়ে শুত। কিন্তু এদিকে পাপময়ী প্রতিষ্ঠা বাড়ল, তাতে ঝগড়াটই বাড়ল।

এ তো কবির নিজেরই কথা। বহু দুঃখভোগের পর যখন তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়ল তখন নানা বিরোধী দলের সঙ্গে তাঁকে বাদবিতণ্ডা করতে হত। এতে মনের শান্তিও তাঁর নষ্ট হত।

মাতু পিতা জগ জায় তজ্যো, বিধিহূ ন লিখী কুছ ভলাঈ।
নীচ নিরাদর ভাজন কাদর, কূকর টূকন লাগি ললাঈ॥
— কবিতাবলী, উত্তরকাণ্ড ৫৭

গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে ভাগবতজীবনের দ্বন্দ্ব ফুটেছে এই শ্লোকটিতে :

খরিয়া খরী কপূর সব উচিত ন পিয় তিয় ত্যাগি।
কৈ খরিয়া মোহি মেলি কৈ বিমল বিবেক বিরাগ॥—

হে প্রিয়। তোমার এই ঝুলিতে যখন গোপ চন্দন কপূর ইত্যাদি জিনিস রাখছ, তখন তোমার পত্নীত্যাগ করা উচিত নয়। তাই, হয় আমাকেও এই ঝুলিতে নাও, নয় বিশুদ্ধ বৈরাগ্য অবলম্বন করো।

কাশীতে শিবভক্তরা তাঁকে উত্যক্ত করত। তাদের অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হত, এই অসহায় অবস্থাতেই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন—

বাসর ঢাসনি কে ঢকা, রজনী চহুঁ দিসি চোর।
সঙ্কর নিজ পুর রাখিঐ, চিতৈ সুলোচন কোর॥

কাশীতে একবার মারাত্মক প্লেগ দেখা দেয়। কবিও রোগাক্রান্ত হন। তাঁর

বেদনায় তাঁর বাহু অচল হতে থাকে। এই অবস্থাতেই তিনি রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন :

তুলসী তনুসর সুখ জলজ ভুজরুজ গজ বর জোর।
দলত দয়ানিধি দেখিঐ কপি কেসরি কিসোর॥

তুলসীদাস বুঝতে পারছেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে, বড়ো করুণ হয়ে বাজে এই দোহাটি—

তুলসী পাবস কে সময় ধরী কোকিলন মৌন।
অব তো দাদুর বোলিহৈ হমেঁ পূছিহৈ কৌন॥

রাজাদর্শ ও রামরাজ্য

তুলসীদাসের মতে ভালো রাজা হবেন মালী, সূর্য আর কৃষকের মতো। তিনি ফুল ফোটাবেন, আলো দান করবেন আর আহার্য তুলে দেবেন প্রজাদের হাতে :

মালী ভানু কিসানু সম নীতি নিপুন।

রামকেই তিনি শ্রেষ্ঠরাজার প্রতীক বলে মনে করেন। তাই তাঁর রাজ্যে সকলেই সুখী, পৃথিবী সেখানে কামধেনু। চতুর্বর্গ সেখানে করতলগত—সুলভ পদারথ চারী।

নীতিকথা

বহু নীতিকথার মালা গেঁথেছেন কবি। অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়পরতা, অর্ধজ্ঞান, কপটতা, কুটিলতা, মোহ, মায়া, কুসঙ্গ, অবিবেক, অধৈর্য, মূর্খতা ইত্যাদির কুফল এবং সন্তোষ, প্রীতি, সারল্য, ঔদার্য ইত্যাদি মঙ্গলময়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন কবি। সেই সঙ্গে যাত্রা বা অন্যান্য কর্মারম্ভে সুলক্ষণ ও কুলক্ষণও বেশ কয়েকটি দোহায় তিনি স্পষ্টত নির্দেশ করেছেন। এসব দোহা ফলিত জ্যোতিষে তাঁর পারদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে।

মূল সুর

নানা সুরের বিন্যাসে এই দোহাগুলির সৃষ্টি। কিন্তু মূল সুর ভগবৎপ্রেম, সেই প্রেমের সূত্রেই এই বিচ্ছিন্ন দোহাগুলি অনুস্যূত। সব ছাপিয়ে সেই আকৃতি আর প্রত্যয় :

তুলসী ঘর বন বীচহী রাম প্রেমপুর ছাই।

দোহাবলীর ভাষা

কবীরের কথায় : 'ভাষা বহতা নীর',—মুখের ভাষা বহতা নদীর মতো। সেই মুখের

ভাষাতেই তিনি দোহা রচনা করেছেন। রামচরিত থেকে তিনি যে ৯১টি দোহা নিয়েছেন সেগুলো শুধু অবধী ভাষাতেই লেখা। তাছাড়া দোহাবলীর বাকি ৪৮২টি দোহাই মূলতঃ ব্রজভাষার লেখা। ব্রজভাষার কয়েকটি লক্ষণ :

কর্মে 'কো'—

করণে সোঁ, তেঁ - লহী রাম সোঁ নামরতি,

রাম কৃপালু তেঁ, ভলো হোই সো হোই।

অপাদানে 'তেঁ'—নিকসি চিতা তেঁ অধজরতি।

সম্বন্ধে 'কো'—মহিমা রাম কো।

অধিকরণে মেঁ, মো, পৈ—আঁখিন মেঁ,

আপু ন আবৈ তাহি পৈ।

অতীতকালের ক্রিয়ায় 'ঔ' - গয়ৌ অজামিল।

বিশেষণে 'ও' কার—রাম ভয়োসো।

করনা, খানা ইত্যাদিতে করিবো, খাইবো ইত্যাদি :

—জীতি সহস সম হারিবো।

লোকভাষার বহু বাগ্বিধি (idiom) তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন :

ভাঁড় ভয়ো তজি গেহ, গনিকা কে সে পুত, ভ ভরি ভাগিহৈ ভাগ, সোবত গোড় পসারি ইত্যাদি।

কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাতে ভাষার গৌরবহানি হয় নি, যে-রকমের ভাব প্রকাশে যে-ভাষা প্রয়োজন তুলসীদাস সব সময় তাঁর অফুরন্ত শব্দভাণ্ডার থেকে তা বেছে নিয়েছেন নির্দ্বিধায়। তুলসীদাসের দোহা এজন্যে সকলের হৃদয় জয় করতে পেরেছে।

কাব্যবিচার

নীতিকথার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্যে অজস্র মুক্তক-কবিতায় নীতি-উপদেশ ছড়িয়ে আছে। তুলসীদাস যে-সুনীতির কথাই বলুন না কেন তার উৎস পূর্ববর্তী কোন সাহিত্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই সব স্বীকৃত সত্যই সন্ত কবিদের প্রকাশভঙ্গী এবং উপস্থাপনের গুণে নতুন স্বাদ বয়ে এনেছে। সুজনের গুণগান আর কুজনের নিন্দা কি নতুন কিছু? কিন্তু তুলসীদাস যখন বলেন :

নাউ কিররী তীর অসি লোহ বিলোকহু লোহ।—

(দেখো, যে লোহা নৌকায় লাগলে সবাইকে পারে পৌঁছে দেয়, আর সেতারে লাগলে

মধুর সঙ্গীত শুনিয়ে সুখ দেয় সেই লোহাই তলোয়ার আর বাণের সঙ্গ লাভ করে মানুষের প্রাণঘাতী হয়)

তখন পুরনো কথাটাই অনবদ্য উপমায় নতুন হয়ে ওঠে। দৃষ্টে, শ্রাব্যে, রমণীয় উপমানে, মুহূর্তেই মন জয় করে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে মূল প্রতিপাদ্যটিও মনের গভীরে দেয় শিকড় মেলে।

বাচনের চারুতা পরশপাথরের মতো অনেক সাধারণ লোহাকে সোনা করে দিয়েছে।

যখন শুনি, 'একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি'

তখন বেশ বুঝি এ মহত্ত্বের জয়গান। কিন্তু এ সত্যটা সত্যই থাকে তার বেশি কিছু হয়ে ওঠে না। কিন্তু তুলসীদাস যখন ঐ ভাবটি নিয়েই বলেন—'চাঁদ যদি সমস্ত তারাদের সঙ্গে নিয়ে আর ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে উদিত হয় আর সমস্ত পাহাড়ে আগুন দেওয়া হয় তা হলেও সূর্যোদয় ছাড়া রাত কখনও কাটে না।'—তখন এ সত্যটির সঙ্গে সমস্ত পাহাড়ে আগুনের চিত্রটি যুক্ত হয়ে আনে এক অপূর্ব অনুভূতি। নিরেট সত্যটা ঐ আগুনে পুড়ে যেন হয়ে ওঠে নিখাদ সোনা। নীতিকথা বলতে তুলসী আশ্চর্য দক্ষ, কিন্তু প্রীতিকথা (রামভক্তিকথা) বলতে তিনি অনন্য।

রামনাম অবলম্ব বিনু পরমারথ কী আস।
বরষত বরিদ বূঁদ গহি চাহত চঢ়ন অকাস ॥

—রামনামের অবলম্বন ছাড়াই যে পরমার্থলাভের আশা করে সে বৃষ্টিবিন্দুর ধারা অবলম্বন করে যেন আকাশে উঠতে চায়। কি আশ্চর্য উপমা! অলঙ্কার শুধু বচন-রচনাকে শোভিত করেই কর্তব্য শেষ করে নি, বক্তব্যকে গভীর উপলব্ধির গহনে নিয়ে গিয়েছে।

রটত রটত রসনা লটী তৃষা সূখি গে অঙ্গ।
তুলসী চাতক প্রেম কো নিত নূতন রুচি রঙ্গ ॥

প্রিয় মেঘের নাম জপতে জপতে চাতকের জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর পিপাসায় তার সারা অঙ্গ শুকিয়ে গিয়েছে। তুলসীদাস বলেন, তবুও চাতকের প্রেমের রং তো নিত্যনূতন আর সুন্দরই হতে থাকে।

অলঙ্কারের কোন চটক নেই এখানে, কিন্তু কানে সুধা বর্ষণ ক'রে এ একেবারে মর্মে প্রবেশ করে। প্রেমের প্রকৃতিকে আমরা বুঝলাম বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ প্রেমিকের ছবির মধ্যে দিয়ে। কানের পরিতৃপ্তি ঘটল সহজমধুর বচন বিন্যাসে। সাধারণ মানুষের সুখের কথাই যেন দোহায় এসে প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে আছে। ⁄

তুলসী-সমীক্ষক যথার্থই বলেছেন যেখানে ভাষা সাধারণ আর লৌকিক সেখানে তুলসী-

দাসের উক্তি তীরের মতো বেঁধে। দোহাবলী যদিও মুক্তক-কবিতা তবু তার রস আস্বাদনযোগ্য। সে রস ভক্তিরস। আলঙ্কারিকরা একে শান্তরসের মধ্যেই ফেলবেন। তবু, ভক্তিরস বলতে পারলেই যেন মনটা ভরে, যে ভক্তিরসের আলম্বন রাম, তাঁর গুণকর্ম উদ্দীপন, আশ্রয় ভক্তমন। অনুকূল অনুভাব ও সঞ্চারীভাবে উপচিত হয়ে রামরতি ভক্তিরসেই অভিব্যক্ত। দোহাবলীতে করুণাদি আর যে-রসই থাকুক তা ঐ ভক্তিরসকে আশ্রয় করেই উৎসারিত।

বাহুবিটপ সুখ বিহঁগ থলু লগী কুপীর কুআগি।
রাম কৃপা জল সীঁচিঐ বেগি দীন হিত লাগি॥

আমার বাহুতরু ছিল সুখপাখির নীড়। সেখানে দুষ্ট রোগের আগুন লেগেছে। হে হনুমান, অবিলম্বে এ দীনকে সারিয়ে তোলবার জন্যে রামকৃপার বারি বর্ষণ করে আগুন নেভাও।

এখানে করুণরস ভক্তিরসেই পর্যবসিত।

সহসনাম মুনি ভনিত সুনি তুলসী বল্লভ নাম।
সকুচিত হিয় হঁসি নিরখি সিয় ধরম ধুরন্ধর রাম॥

মুনির বলা রামের সহস্রনামের মধ্যে নিজের 'তুলসীবল্লভ' নামটি শুনে রাম হেসে সীতার দিকে তাকিয়ে মনে মনে সঙ্কুচিত হলেন। সামান্য শৃঙ্গারের ছোঁয়ায় ভক্তিরস যেন দ্বিগুণিত হল।

তুলসীদাসের দোহা সাহিত্যগুণে এবং বক্তব্যের গভীরতায় মুক্তক-কবিতার জগতে অজর-অমর হয়ে থাকবে।

দো হা ব লী

ধ্যান

রাম বাম দিসি জানকী লখন দাহিনী ওর।
ধ্যান সকল কল্যানময় সুরতরু তুলসী তোর ॥১

শ্রীরামের বাঁদিকে জানকী আর ডান দিকে লক্ষ্মণ—এই ধ্যান সর্বকল্যাণময়। তুলসী, এই ধ্যান তো তোমার কল্পতরু।

রাম-নাম-মহিমা

রামনাম মনিদীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহুঁ জোঁ চাহসি উজিআর ॥২

তুলসীদাস বলছেন, যদি তুমি ভিতরে ও বাহিরে প্রকাশ চাও (লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞান) জিভ-রূপ দ্বারের দেহলীতে রামনামরূপ মণিদীপ রেখে দাও।

হিঁয় নির্গুন নয়নন্হি সগুন রসনা রাম সুনাম।
মনহুঁ পুরট সম্পুট লসত তুলসী ললিত ললাম ॥৩

হৃদয়ে নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান, নয়নে সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান আর রসনায় সুন্দর রামনামের জপ করো। তুলসীদাস বলছেন, এ এমন যে মনে হয় সোনার সুন্দর কৌটোয় মনোরম রত্ন শোভিত।

সগুন ধ্যান রুচি সরস নহিঁ নির্গুন মন তে দূরি।
তুলসী সুমিরহু রামকো নাম সজীবন মূরি ॥৪

সগুণের ধ্যানে প্রীতিময় রুচি নেই, নির্গুণ মন থেকে দূরে (অর্থাৎ দুর্বোধ্য)। তুলসীদাস বলেন, এ অবস্থায় রামনাম-স্মরণরূপ সঞ্জীবনী ওষুধ সর্বদা সেবন করো।

একু ছত্রু একু মুকুটমনি সব বরননি পর জোউ
তুলসী রঘুবর নাম কে বরন বিরাজত দোউ ॥৫

তুলসীদাস বলেন, দেখো, রঘুনাথের নামের দুটি অক্ষরের একটি অক্ষর সব বর্ণের মাথার উপরে ছত্রের মতো শোভা পায় আর দ্বিতীয়টি সবার উপরে মুকুটমণির মতো শোভা পায়।

('র' রেফ্ রূপে সব বর্ণের মাথায় শোভা পায় আর 'ম' 'ং' রূপে সব বর্ণের উপরে মুকুট-মণির মতো শোভা পায়)।

নাম গরীবনিবাজ কো রাজ দেত জন জানি।
তুলসী মন পরিহরত নহি ঘুরবিনিয়া কী বানি ॥৬

তুলসীদাস বলছেন, দীনবন্ধু রামের নাম এমন যে সে-নাম যে জপ করে তিনি তাকে নিজের ভক্ত জেনে (মোক্ষরূপ) রাজ্য দান করে দেন। কিন্তু এ-মন এমন অবিশ্বাসী আর নীচ যে আস্তাকুঁড়ে পড়া দানা খুঁটে খাওয়ার উঞ্ছবৃত্তি ছাড়তে পারে না।

নাম রামকো অঙ্ক হৈ সব সাধন হৈঁ সূন।
অঙ্ক গয়েঁ কছু হাথ নহিঁ অঙ্ক রহেঁ দস গুন ॥৭

রামনাম হল অঙ্ক আর সব সাধনা হল শূন্য। অঙ্ক যদি বাদ যায় হাতে কিছুই থাকে না, অঙ্ক এলে তা দশ গুণ হয়।

মীঠো অরু কঠরতি ভরো রৌঁতাঈ অরু ছেম।
স্বারথ পরমারথ সুলভ রাম নাম কে প্রেম ॥৮

মিষ্টান্ন অথচ বাটি ভর্তি, রাজ্যাদি অধিকার অথচ তার সঙ্গে ক্ষেম, স্বার্থই রইল অথচ পরমার্থও সিদ্ধ হল—এরকম হওয়া কঠিন, কিন্তু রামচন্দ্রের প্রেমে এই পরস্পরবিরোধী বিষয়গুলো সবই সম্ভব।

রাম নাম অবলম্ব বিনু পরমারথ কী আস।
বরষত বারিদ বূঁদ গহি চাহত চঢ়ন অকাস ॥৯

রাম-নামের অবলম্বন ছাড়াই যে পরমার্থলাভের আশা করে সে বৃষ্টিবিন্দুর ধারা অবলম্বন করে যেন আকাশে উঠতে চায়।

বরষা রিতু রঘুপতি ভগতি তুলসী সালি সুদাস।
রাম নাম বর বরন জুগ সাবন ভাদর মাস ॥১০

রামভক্তি বর্ষাঋতু, উত্তম ভক্ত হল ধান। আর রামনামের মধ্যেকার দুটো সুন্দর বর্ণ ('র' আর 'ম') হল শ্রাবণ আর ভাদ্র মাস।
(এই দুই মাসে ধান যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি ভক্তিপূর্ণভাবে রামনাম জপ করলে ভক্তদের মনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রবল হবে।)

জথা ভূমি সব বীজময় নখত নিবাস অকাস।
রাম নাম সব ধরমময় জানত তুলসীদাস ॥১১

যেমন সমস্ত পৃথিবী বীজময়, সারা আকাশ নক্ষত্রময়, তেমনি রামনাম সর্বধর্মময়। তুলসীদাস এ রহস্য জানে।

লঙ্ক বিভীষন রাজ কপি পতি মারুতি খগ মীচ।

লহী রাম সোঁ নাম রতি চাহত তুলসী নীচ ॥১২

শ্রীরামের কাছ থেকে বিভীষণ পেলেন লঙ্কা, সুগ্রীব পেল রাজ্য, হনুমান পেল সেবকের প্রতিষ্ঠা আর বিহঙ্গরাজ জটায়ু পেলেন (বীরের) মৃত্যু। কিন্তু নীচ তুলসীদাস তো শ্রীরামের কাছ থেকে কেবল রামনামে অনুরাগ চায়।

জল থল নভ গতি অমিত অতি অগ জগ জীব অনেক।

তুলসী তো সে দীন কহঁ রাম নাম গতি এক ॥১৩

জগতে স্থাবর-জঙ্গম অনেক রকমের জীব আছে। কারো গতি জল, কারো স্থল, কারো আকাশ। কিন্তু হে তুলসীদাস! তোমার মতো দীনের জন্যে রামনামই একমাত্র গতি।

রসনা সাঁপিনি বদন বিল জে ন জপহিঁ হরিনাম।

তুলসী প্রেম ন রাম সোঁ তাহি বিধাতা বাম ॥১৪

তুলসীদাস বলেন, যে হরিনাম জপ করে না তার রসনা সাপিনীর মতো আর মুখ যেন গর্তের মতো। যার রামে প্রীতি নেই তার প্রতি বিধি বাম।

তুলসী রামহি আপু তেঁ সেবক কী রুচি মীঠি।

সীতাপতি সে সাহিবহি কৈসে দীজৈ পীঠি ॥১৫

তুলসীদাস বলছেন, রামচন্দ্রের কাছে নিজের রুচির চেয়েও সেবকের রুচি বেশি মধুর লাগে। সীতাপতির মতো প্রভুর কাছ থেকে কেমন করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যাবে?

হরে চরহিঁ তাপহিঁ বরে ফরেঁ পসারহিঁ হাথ।

তুলসী স্বারথ মীত সব পরমারথ রঘুনাথ ॥১৬

গাছ যখন সবুজ থাকে তখন পশুপাখি সেখানে চরে খায়, শুকিয়ে গেলে তা জ্বালিয়ে লোকে আগুন পোহায়, গাছে ফল ধরলে লোকে হাত বাড়ায়। তুলসীদাস বলেছেন, এইভাবে সংসারে তো সবাই স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই বন্ধু হয়। পারমার্থিক বন্ধু তো একমাত্র রঘুনাথ।

রাম প্রেম বিনু দূবরো রাম প্রেমহীঁ পীন।

রঘুবর কবহুঁক করহুগে তুলসিহি জ্যোঁ জল মীন ॥১৭

মাছ যেমন জল বিনা দুর্বল এবং জলের সংযোগে পুষ্ট হয়, হে রঘুবর তুমি এই তুলসী-দাসকে এমন করবে যে সে তোমার প্রেম বিনা দুর্বল হবে, আর তোমার প্রেমে হবে পুষ্ট।

রামমহিমা

তুলসী জৌ পৈ রাম সোঁ নাহিন সহজ সনেহ।
মূঁড় মুড়ায়ো বাদিহীঁ ভাঁড় ভয়ো তজি গেহ ॥১৮

তুলসীদাস বলছেন, যদি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি না জাগে তাহলে বৃথাই মাথা মুড়িয়ে সাধু হয়েছ এবং ঘর ছেড়ে ভাঁড় হয়েছ।

রামবিমুখতার কুফল

তুলসী রামহি পরিহরেঁ নিপট হানি সুন ওঝ।
সুরসরি গত সোঈ সলিল সুরা সরিস গঙ্গোঝ ॥১৯

তুলসীদাস বলছেন, হে উপাধ্যায়, শোনো রামকে ত্যাগ করলে খুবই ক্ষতি। গঙ্গার সেই জলই গঙ্গা থেকে পৃথক্ হয়ে গেলে সুরার মতো হয়ে পড়ে। (এইরকম রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা পবিত্রতাহীন হয়ে পড়ে।)

রাম দূরি মায়া বঢ়তি ঘটতি জানি মন মাঁহ।
ভূরি হোতি রবি দূরি লখি সির পর পগতর ছাঁহ ॥২০

সূর্যকে দূরে দেখে ছায়া যেমন লম্বা হয়ে যায় আর সূর্য যখন মাথার উপরে আসে তখন তা ঠিক পায়ের নিচে এসে যায়, তেমনি রাম দূরে থাকলে মায়া বাড়ে আর যখন রাম মনে বিরাজিত জানে তখন মায়া হ্রাস পায়।

বিন্ধি ন ঈন্ধন পাইয়ে সায়র জুরৈ ন নীর।
পরৈ উপাস কুবের ঘর জো বিপচ্ছ রঘুবীর ॥২১

রাম যদি প্রতিকূল হন তাহলে বিন্ধ্যাচলেও ইন্ধন জুটবে না, সাগরেও জল জুটবে না আর কুবেরের ঘরও ফাঁকা হয়ে যাবে।

বরষা কো গোবর ভয়ো কো চহৈ কো করৈ প্রীতি।
তুলসী তূ অনুভবহি অব রাম বিমুখ কী রীতি ॥২২

তুলসীদাস বলছেন, তুমি রাম-বিমুখ মানুষের অবস্থা উপলব্ধি করো। সে বর্ষার গোবর হয়ে যায় (একেবারেই অকেজো)। তাকে কে চাইবে? কে-ই বা ভালো বাসবে?

কল্যাণের সহজ উপায়

কৈ তোহি লাগহিঁ রাম প্রিয় কৈ তূ প্রভু প্রিয় হোহি।
দুই মেঁ রুচৈ জো সুগম সো কীবে তুলসী তোহি ॥২৩

হয় রাম তোমার প্রিয় মনে হতে থাকুক না হলে তুমি রামের প্রিয় হয়ে যাও। এ-দুইয়ের মধ্যে তোমার যেটা সহজ বলে মনে হয়, তুলসীদাস বলছেন, তোমার সেইটাই করা উচিত।

শ্রীরামপ্রাপ্তির সহজ উপায়

সনমুখ আবত পথিক জ্যোঁ দিএঁ দাহিনো বাম।
তৈ সোই হোত সু আপ কো ত্যোঁ হী তুলসী রাম ॥২৪

তুলসীদাস বলছেন, যে-পথিক সামনে আসছে তাকে তুমি ডান-বাঁ যে দিক ছেড়ে চলবে সেও সেইভাবে 'ডান' বা 'বাঁ' দিকে হয়ে যাবে। সেইরকম শ্রীরামকেও তুমি যেভাবে ভজনা করবে তিনিও সেইভাবে ভজনা করবেন। (তুলনীয়: যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। —গীতা)

প্রেমের জন্যে বৈরাগ্য

রাম প্রেম পথ পেখিঐ দিএঁ বিষয় তন পীঠি।
তুলসী কেঁচুরি পরিহরেঁ হোত সাঁপহূ দীঠি ॥২৫

তুলসীদাস বলছেন, বিষয়ের দিকে পিঠ ফিরালে (বিষয়ে বৈরাগ্য হলে) শ্রীরামের প্রেমের পথ চোখে পড়ে। কুণ্ডলী ছাড়লেই সাপ দেখতে পায়।

শরণাগতি

হৈ তুলসী কেঁ এক গুন অবগুন নিধি কহৈঁ লোগ।
ভলো ভরোসো রাবরো রাম রীঝিবে জোগ ॥২৬

তুলসীদাস বলছেন, যে লোকে আমাকে দোষের ভাণ্ডার বলে, কিন্তু আমার মধ্যে একটা গুণ আছে। তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ ভরোসা। হে রাম, শুধু এই জন্যেই আমার উপর তোমার প্রসন্ন হওয়া উচিত।

ভক্তির স্বরূপ

প্রীতি রামসোঁ নীতি পথ চলিয় রাগ রিস জীতি।
তুলসী সন্তন কে মতে ইহৈ ভগতি কী রীতি ॥২৭

তুলসীদাস বলছেন, শ্রীরামের উপর গভীর প্রেম স্থাপন করা এবং আসক্তি ও ক্রোধকে জয় করে নীতির পথে চলা, সন্তজনের মতে এই হল ভক্তির নীতি।

কে প্রবঞ্চিত হয় না

সত্য বচন মানস বিমল কপট রহিত করতূতি।
তুলসী রঘুবর সেবকহি সকৈ ন কলিজুগ ধূতি ।।২৮

তুলসীদাস বলছেন, যাঁর বচন সত্য, মন নির্মল এবং কর্ম কপটতাহীন, শ্রীরামের এমন ভক্তকে কলিযুগ কখনও প্রবঞ্চিত করতে (মায়ায় জড়াতে) পারে না।

তুলসীদাসের কামনা

নাতো নাতে রাম কেঁ রাম সনেহঁ সনেহু।
তুলসী মাঁগত জোরি কর জনম-জনম সিব দেহু ।।২৯

তুলসীদাস হাত জোড় করে বরদান প্রার্থনা করছেন, শিব, আমাকে জন্মজন্মান্তরে শুধু এই দাও যেন শ্রীরামের আত্মীয়তার সূত্রেই আমার কারো সঙ্গে সম্বন্ধ হয় আর তাঁরই প্রেমের সূত্রে অন্যের প্রতি আমার প্রেম জন্মায়।

পরৌঁ নরক ফল চারি সিসু মীচ ডাকিনী খাউ।
তুলসী রাম সনেহ কো জো ফল সো জরি জাউ ।।৩০

তুলসীদাস বলছেন, আমি নরকেই পড়ি আর চারটি ফলরূপ (ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ) বালককে মৃত্যুরূপ ডাকিনী খেয়েই ফেলুক, রামপ্রেমের অন্য ফলগুলোও যদি জ্বলে যায় যাক, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার প্রেম থাকবে অবিচলিত।

রামভক্তের লক্ষণ

হিত সোঁ হিত, রতি রাম সোঁ, রিপু সোঁ বৈর বিহাউ।
উদাসীন সব সোঁ সরল তুলসী সহজ সুভাউ ।। ৩১

তুলসীদাস বলছেন, রামভক্তের এমন সহজভাব হওয়া উচিত যে রামের প্রতি হবে তাঁর অনুরাগ, মিত্রের সঙ্গে হবে তাঁর মৈত্রী, শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা ত্যাগ করবে সে, কারও উপর পক্ষপাত থাকবে না তার আর সকলের সঙ্গেই হবে তার সরল ব্যবহার।

উপলব্ধি

জানে জানন জোইঐ বিনু জানে জো জান।
তুলসী য়হ সুনি সমুঝি হিয় আনু ধরে ধনু বান ॥ ৩২

জানতে জানতেই জানা যায় না জানতে চাইলে কে জানতে পারে? তুলসীদাস বলছেন, একথা শুনে আর বুঝে ধনুর্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে নিয়ে এসো।

দীনের শরণ ভিক্ষা

করমঠ কঠমলিয়া কহৈ গ্যানী গ্যান বিহীন।
তুলসী ত্রিপথ বিহাই গো রাম দুআরে দীন ॥ ৩৩

তুলসীদাস বলছেন, কর্মকাণ্ডের লোক তো আমাকে 'কাঠমলিয়া' (কাঠের মালা ধারণকারী) বলে, জ্ঞানীরা আমাকে অজ্ঞান বলে। আমি তো তিনটি মার্গই ছেড়ে দিয়ে দীন হয়ে শ্রীরামের দুয়োরে গিয়ে পড়ে আছি।

বাধক সব সব কে ভএ সাধক ভএ ন কোই।
তুলসী রাম কৃপালু তেঁ ভলো হোই সো হোই ॥৩৪

তুলসীদাস বলছেন, এ জগতে তো সবাই সবার বাধক, কেউ তো কারো সাধক নয়! কৃপালু রামচন্দ্র থেকেই যদি কিছু ভালো হয় তো হবে।

রামপ্রেমই সব

জায় কহব করতূতি বিনু জায় জোগ বিন ছেম।
তুলসী জায় উপায় সব বিনা রাম পদ প্রেম ॥ ৩৫

কর্তব্য না করে শুধু কথা বলা নিরর্থক। ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) ছাড়া যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) ব্যর্থ। তুলসীদাস বলছেন, শ্রীরামের চরণে প্রেম বিনা সব সাধনাই ব্যর্থ।

রামকরুণার মহিমা

তুলসী রাম জো আদর্যো খোটো খরো খরোই।
দীপক কাজর সির ধর্যো ধর্যো সুধর্যো ধরই ॥ ৩৬

তুলসীদাস বলছেন, যাকে রাম ভালবেসেছেন সে খারাপ হলেও ভালো, সর্বদাই ভালো। প্রদীপ যখন কাজলকে নিজের মাথায় ধারণ করেছে তখন করেইছে।

লহই ন ফূটী কৌড়িহু কো চাহৈ কেহি কাজ।
সো তুলসী মহঁগো কিয়ো রাম গরীবনিবাজ ॥ ৩৭

তুলসীদাস বলছেন, যার একটা কানা কড়িও মেলে না তাঁকে কে চায়, কেনই বা চাইবে। ঐরমক তুলসীদাসকে দীনদয়াল রাম আজ মূল্যবান করেছেন।

ঘর ঘর মাঁগে টূক পুনি ভূপতি পূজে পায়।
জে তুলসী তব রাম বিনু তে অব রাম সহায় ॥ ৩৮

তুলসীদাস বলছেন, ঘরে ঘরে আমি খুদকুঁড়ো চেয়ে বেড়াতাম, এখন রাজারা আমার চরণ সেবা করে। যে আগে রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে যে এখন রামের আশ্রয়ে।

ভজনের মহিমা

বারি মথেঁ ঘৃত হোই বরু সিকতা তে বরু তেল।
বিনু হরি ভজন ন ভব তরিঅ য়হ সিদ্ধান্ত অপেল ॥ ৩৯।

জল মথিত করলে ঘী উৎপন্ন হতে পারে, বালু পিষলে তেল উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু হরিভজন না করলে ভবসাগর পার হওয়া যাবে না এ সিদ্ধান্ত অটল।

বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গএঁ বিনু রামপদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ ॥ ৪০

সৎসঙ্গ ছাড়া ভগবানের লীলাকথা শুনতে পাওয়া যায় না, ভগবানের রহস্যময়ী কথা না শুনলে মোহ দূর হয় না আর মোহ নাশ না হলে শ্রীরামের চরণে প্রেম সুদৃঢ় হয় না।

সেই সাধু গুরু সমুঝি সিখি রাম ভগতি থিরতাই।
লরিকাঈ কো পৈরিবো তুলসী বিসরি ন জাই ॥ ৪১

প্রকৃত সাধু আর সদ্‌গুরুর সেবা করে তাঁদের কাছ থেকে রামতত্ত্ব বোঝো এবং শেখো। তাহলে রামভক্তি অচলা হবে। কারণ শৈশবে শেখা সাঁতার কেউ আর ভোলে না।

খেলত বালক ব্যাল সঁগ মেলত পাবক হাথ।
তুলসী সিসু পিতু মাতু জ্যোঁ রাখত সিয় রঘুনাথ ॥ ৪২

যেমন সাপের সঙ্গে খেলতে দেখলে এবং আগুনে হাত দিচ্ছে দেখলে শিশুকে তার বাবা-মা আগলে নেন তেমনি তুলসীদাসরূপ শিশুকে বিষয়রূপ বিষধর সাপ অথবা বিষয়রূপ অগ্নিশিখার দিকে যেতে দেখে মাতাপিতারূপ সীতাপতি রক্ষা করবেন।

রামমহিমা

তুলসী জানে শুনি সমুঝি কৃপাসিন্ধু রঘুরাজ।

মহঁগে মনি কঞ্চন কিএ সৌঁধে জগ জল নাজ ॥ ৪৩

তুলসীদাস বলছেন, আমরা (সন্ত মহাত্মাদের) কাছে শুনে এবং বুঝে একথা ভালোভাবে জেনেছি যে রঘুনাথ কৃপাসমুদ্র ; যিনি মণি আর সোনাকে মহার্ঘ করছেন, কিন্তু প্রাণ ধারণ করবার জন্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস জল আর অন্নকে জগতে সুলভ (সস্তা) করেছেন।

চারি চহত মানস অগম চনক চারি কো লাহু।

চারি পরিহরেঁ চারি কো দানি চারি চখ চাহু ॥ ৪৪

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারটি জিনিস মানুষ চায়, কিন্তু এরা মনেরও নাগালের বাহিরে, এদের পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় তো চারটি ছোলা। তাই এই চারটিকে (চতুর্বর্গ ছেড়ে এই চারটি বস্তুর দাতা শ্রীরামকে ভিতরের দুচোখ এবং বাহিরের দুচোখ (মন ও বুদ্ধি) এই চার চোখে দেখো।

রামপ্রেমপ্রাপ্তির সহজ উপায়

সূধে মন সূধে বচন সূধী সব করতূতি।

তুলসী সূধী সকল বিধি রঘুবর প্রেম প্রসূতি ॥ ৪৫

তুলসীদাস বলছেন, যার মন সরল আর কাজ সরল তার জন্তে রামের প্রতি প্রেম জন্মাবার সমস্ত ক্রিয়া ও উপায় সরল।

রামপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক

বেষ বিসদ বোলনি মধুর মন কটু করম মলীন।

তুলসী রাম ন পাইঐ ভএঁ বিষয় জল মীন ॥ ৪৬

তুলসীদাস বলছেন, বাহিরের পোশাক সাধুর মতো, আর মুখে মধুর বাণী, কিন্তু মন কঠোর এবং কর্ম মলিন—এই রকম বিষয়জলের মাছ হয়ে থাকলে রামকে পাওয়া যায় না।

রামলক্ষণ ও সীতার কৃপায় সব সম্ভব

বিনহী রিতু তরুবর ফরত সিলা দ্রবতি জল জোর।

রাম লখন সিয় করি কৃপা জব চিতবত জেহি ওর ॥ ৪৭

রাম, লক্ষণ আর সীতা কৃপা করে যেদিকে তাকান সেখানে অকালেও গাছে ফল ধরে এবং শিলা থেকেও সবেগে জল বয়ে যেতে থাকে।

প্রার্থনা

কাল করম গুন দোষ জগ জীব তিহারে হাথ।
তুলসী রঘুবর রাবরো জান্থ জানকীনাথ ॥৪৮

তুলসীদাস বলেন, হে রঘুনাথ। কাল, কর্ম, গুণ, দোষ, জগৎ জীব সব তোমার অধীন। হে রঘুনাথ, তুলসীকে তুমি নিজের করে নাও।

রোগ নিকর তন্থ জরঠপন্থ তুলসী সঙ্গ কুলোগ।
রাম কৃপা লৈ পালিঐ দীন পালিবে জোগ ॥৪৯

তুলসীদাস বলেন, আমার শরীর রোগের খনি বার্ধক্যগ্রস্ত এবং কুসঙ্গে পতিত। হে রাম, তুমি কৃপা করে আমাকে পালন করো। এ দীন সত্যিই পালনযোগ্য।

মো সম দীন ন দীন হিত তুম্হ সমান রঘুবীর।
অস বিচারি রঘুবংস মনি হরহু বিষম ভব ভীর ॥৫০

হে রঘুবীর, আমার মতো দীন তো কেউ নেই, আর তোমার মতো দীনবন্ধুও কেউ নেই। একথা বিচার করে হে রঘুবংশমণি, জন্মমরণের মহাভয় নাশ করো।

একান্ত শরণ

ভব ভুঅঙ্গ তুলসী নকুল ডসত গ্যান হরি লেত
চিত্রকূট এক ঔষধী চিতবত হোত সচেত ॥৫১

সংসাররূপ ভুজঙ্গ তুলসীরূপ নকুলকে দংশন করা মাত্র তার সমস্ত জ্ঞান হরণ করে নেয়। কিন্তু চিত্রকূট এমন এক ওষুধ যে তার দিকে তাকাতেই সে আবার জ্ঞান ফিরে পায়।

হৌঁহু কহাবত সবু কহত রাম সহত উপহাস।
সাহিব সীতানাথ সো সেবক তুলসীদাস ॥৫২

সবাই আমাকে শ্রীরামের দাস বলে, আমিও বিনা লজ্জা বা সংকোচে তা মেনে নিই। দয়ালু রাম এই উপহাস সহ্য করেন যে সীতানাথের মতো প্রভু আর তাঁর কিনা তুলসীদাসের মতো (অধম) সেবক।

রামরাজ্যমহিমা

রাম রাজ রাজত সকল ধরম নিরত নর নারি।
রাগ ন রোষ ন দোষ দুখ সুলভ পদারথ চারি ॥৫৩

রামরাজ্যে সমস্ত নরনারী যার যার ধর্মে রত হয়ে শোভা পাচ্ছে। কোথাও রাগ (আসক্তি), ক্রোধ, দোষ এবং দুঃখ নাই। ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এ চারটি পদার্থই সেখানে সুলভ।

রাম রাজ সন্তোষ সুখ ঘর বন সকল সুপাস।
তরু সুরতরু সুরধেনু মহি অভিমত ভোগ বিলাস ॥৫৪

রামরাজ্যে সবরকমের সন্তোষ আর সুখ আছে। ঘর বা বন সর্বত্রই সুবিধা। তরু কল্পতরুর মতোই আর পৃথিবী কামধেনুর মতো যে-কোন ইচ্ছা পূর্ণ করে। আর মনোবাঞ্ছিত ভোগবিলাস সবার প্রাপ্য।

কোপেঁ সোচ ন পোচ কর করিঅ নিহোর ন কাজ।
তুলসী পরমিতি প্রীতি কী রীতি রাম কেঁ রাজ ॥৫৫

তুলসীদাস বলছেন, রামরাজ্যে প্রেমের রীতি শেষ সীমায় পৌঁচেছে। তাই কেউ ক্রোধ প্রকাশ করলে কেউ সে বিষয়ে চিন্তা করে না বা কেউ তার অপকার করে না।

তুলসীবল্লভ রাম

সহসনাম মুনি ভনিত সুনি তুলসী বল্লভ নাম।
সকুচিত হিয়ঁ হঁসি নিরখি সিয় ধরম ধুরন্ধর রাম ॥৫৬

মুনির বলা সহস্রনামের মধ্যে 'তুলসী-বল্লভ' নামটি শুনে ধর্মধুরন্ধর (ধর্মভারবাহী) রাম মনে মনে হেসে সীতার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হলেন।

শ্রীরামকীর্তি

তুলসী বিলসত নখত নিসি সরদ সুধাকর সাথ।
মুকুতা ঝালরি ঝলক জনু রাম সুজসু সিসু হাথ ॥৫৭

তুলসীদাস বলছেন, শরৎপূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে রাত্রে নক্ষত্ররাজি এমন শোভা পাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল রামচন্দ্রের সুযশরূপ শিশুর হাতে মোতির ঝালর ঝলমল করছে।

রামকথার মহিমা

রাম কথা মন্দাকিনী চিত্রকূট চিত চারু।
তুলসী সুভগ সুনেহ বন সিয় রঘুবীর বিহারু ॥৫৮

তুলসীদাস বলছেন, রাম কথা হল মন্দাকিনী, সুন্দর চিত্ত হল চিত্রকূট আর স্নেহ হল সুন্দর বন যে বনে রঘুনাথ বিহার করেন।

স্যাম সুরভি পয় বিসদ অতি গুনদ করহিঁ সব পান।
গিরা গ্রাম্য সিয় রাম জস গাবহিঁ সুনহিঁ সুজান ॥৫৯

কালো রঙের গাভী হলেও তার দুধ বেশ সাদা এবং তার অনেক গুণ। (লোকে তা সাদরে পান করে) সেই রকম সীতারামের যশ গ্রাম্য ভাষায় গীত হলেও বুদ্ধিমান তা সাদরে শোনে।

রঘুপতি কীরতি কামিনী ক্যোঁ কহৈ তুলসীদাসু।
সরদ অকাস প্রকাস সসি চারু চিবুক তিল জাসু ॥৬০

রঘুপতির কীতিরূপ কামিনীর বর্ণনা তুলসীদাস কেমন করে করবে? শরৎ পূর্ণিমার আকাশে যে চাঁদ প্রকাশিত হয় তা যেন ঐ কীতিকামিনীর চিবুকের তিল।

হরি হর জস সুর নর গিরহুঁ বরনহিঁ সুকবি সমাজ।
হাঁড়ী হাটক ঘটিত চরু রাঁধেঁ স্বাদ সুনাজ ॥৬১

সুকবিরা হরি এবং হরের যশ (সংস্কৃত ভাষায় এবং কথ্য) ভাষায় বর্ণনা করেন। ভালো সবজিকে মাটির হাঁড়িতেই রাঁধা যাক আর সোনার পাত্রতেই রাঁধা যাক তা স্বাদু হবেই।

রামমহিমার অজ্ঞেয়তা

তিল পর রাখেউ সকল জগ বিদিত বিলোকত লোগ।
তুলসী মহিমা রাম কী কোন জানিবে জোগ ॥৬২

তুলসীদাস বলছেন, শ্রীরামের মহিমা সম্পূর্ণ জানবার যোগ্য কে? তিনি চোখের কালো তিলে (মণিতে) সমস্ত জগৎ রেখে দিয়েছেন। একথা সবাই জানে এবং প্রত্যক্ষ দেখতেও পায়।

ভরতমহিমা

সধন চোর মগ মুদিত মন ধনী গহী জ্যোঁ ফেঁট।
ত্যোঁ সুগ্রীব বিভীষনহি ভঈ ভরত কী ভেঁট ॥৬৩

(অপহৃত) ধন নিয়ে প্রসন্ন মনে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এমন চোরকে যদি যার ধন সে গিয়ে

ধরে ফেলে তখন তার যে অবস্থা হয় ভরতের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুগ্রীব ও বিভীষণেরও তাই হল।

(অর্থাৎ প্রেমধনে প্রকৃত ধনী ভরত। সুগ্রীব আর বিভীষণ যেন তারই ছিটেফোঁটা ধরে বেড়াচ্ছে)।

লক্ষ্মণমহিমা

ললিত লখন মূরতি মধুর সুমিরহু সহিত সনেহ।
সুখ সম্পতি কীরতি বিজয় সগুন সুমঙ্গল গেহ ॥৬৪

যিনি সুখ, সম্পদ, কীর্তি, বিজয়, সদ্‌গুণ আর সুন্দর কল্যাণের নিলয় সেই পরম মনোহর লক্ষ্মণের মধুর মূর্তি সপ্রেমে স্মরণ করো।

জটায়ুমহিমা

প্রভুহি বিলোকত গোদ গত সিয় হিত ঘায়ল নীচু।
তুলসী পাঈ গীধপতি মুকুতি মনোহর মীচু ॥৬৫

তুলসীদাস বলছেন, গৃধ্ররাজ জটায়ু ধন্য যে সীতাকে মুক্ত করতে গিয়ে আহত হয়েছিল। তার দেহ তুচ্ছ হলেও রামচন্দ্রের কোলে মাথা রেখে তাঁর মধুর মুখপদ্ম দেখতে দেখতে মনোহর মৃত্যু বরণ করে সে মুক্তি লাভ করল।

হনুমন্মহিমা

মঞ্জুল মঙ্গল মোদময় মূরতি মারুত পূত।
সকল সিদ্ধি কর কমল তল সুমিরত রঘুবর দূত ॥৬৬

শ্রীরামের দূত পবননন্দন হনুমান মনোহর মঙ্গল এবং আনন্দের মূর্তি। তাঁকে স্মরণ করলেই সমস্ত সিদ্ধি করতলগত হয়।

বাহুপীড়ার জন্যে প্রার্থনা

তুলসী তনু সর সুখ জলজ ভুজ রুজ গজ বরজোর।
দলত দয়া নিধি দেখিঐ কপি কেসরী কিসোর ॥৬৭

হে দয়ানিধি হনুমান। হে কেশরিনন্দন, দেখো তুলসীদাসের দেহরূপী সরোবরের সুখরূপ

কমলকে এই বাহুরোগরূপ হাতি সবলে নষ্ট করছে। তুমি কেশরিনন্দন, সিংহশাবক যেমন মত্ত হাতিকে পরাস্ত করে তুমিও তেমনি এই বাহুরোগরূপ হাতিকে পরাস্ত করো।

শঙ্করমহিমা

জরত সকল সুর বৃন্দ বিষম গরল জেহিঁ পান কিয়।
তেহি ন ভজসি মন মন্দ কো কৃপালু সংকর সরিস ॥৬৮

যে ভয়ঙ্কর বিষে (বিষমালায়) সমস্ত দেবতারা জ্বলছিলেন তাকেই যিনি নিজেই পান করে ফেললেন, হে মন, তুমি সেই শিবের ভজনা করছ না কেন? তাঁর মতো দয়ালু আর কে আছে?

বন্ধনের মূল অভিমান

হম হমার আচার বড় ভূরি ভার ধরি সীস।
হঠি সঠ পরবস পরত জিমি কীর কোস কৃমি কীস ॥৬৯

আমি বড়ো আর আমার আচার শ্রেষ্ঠ এই অভিমানের ভারী বোঝা মাথায় রেখে মূর্খেরা তোতা, রেশমকীট আর বাঁদরের মতো বলপ্রয়োগে অন্যের বশে আসে।
(ছড়িতে বসে ছড়ি নড়লে তা আঁকড়ে ধরে তোতা, ছড়ি টেনে তাকে ধরে ফেলে শিকারী, রেশমকীট নিজেই কোষ বানিয়ে নিজেই তার জালে জড়িয়ে মারা পড়ে, বানর হাঁড়ির মুখে হাত চালিয়ে মুঠো করে সুপারি ধরে হাত টেনে বের করতে পারে না, ফলে ধরা পড়ে।)

জীব আর দর্পণের প্রতিবিম্বের সমতা

কেহিঁ মগ প্রবিসতি জাতি কেহিঁ কহু দরপন মেঁ ছাহঁ।
তুলসী জ্যোঁ জগ জীব গতি করী জীব কে নাহঁ ॥৭০

বলো তো দর্পণের ছায়া কোন্ পথে আসে আর কোন্ পথে যায়? তুলসীদাস বলছেন, জীবের নাথ পরমাত্মা সংসারে জীবেরও একই রকম গতি নির্ধারণ করেছেন। (তারও আসাযাওয়ার পথটি দুর্জ্ঞেয়।)

ভগবন্মায়ার দুর্জ্ঞেয়তা

সুখসাগর সুখ নীঁদ বস সপনে সব করতার।
মায়া মায়ানাথ কী কো জগ জাননিহার ॥৭১

সুখসাগর পরমাত্মাই জীবরূপে সুখনিদ্রায় মগ্ন আছেন, স্বপ্নের মতো সব কাজ করছেন। মায়ানাথের এই মায়া যিনি জানেন এমন লোক জগতে কে আছে?

ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা

কহিবে কহঁ রসনা রচী সুনিবে কহঁ কিএ কান।
ধরিবে কহঁ চিত হিত সহিত পরমারথহি সুজান ॥৭২

চতুর ঈশ্বর পরমতত্ত্ব আলোচনার জন্যেই জিভ বানিয়েছেন, পরমতত্ত্ব শোনবার জন্যেই কান বানিয়েছেন এবং পরমতত্ত্ব ধ্যান করবার জন্যেই মন বানিয়েছেন।

সগুণ-নির্গুণ

গ্যান কহৈ অগ্যান বিনু তম বিনু কহৈ প্রকাস।
নিরগুন কহৈ জো সগুন বিনু সো গুরু তুলসীদাস ॥৭৩

যিনি অজ্ঞানের কথা ছাড়াই জ্ঞানের কথা বলেন, অন্ধকারকে না বুঝিয়েই প্রকাশের স্বরূপ নির্দেশ করেন এবং সগুণকে না বুঝিয়েই নির্গুণকে নিরূপণ করেন, তুলসীদাস বলছেন, তিনিই আমার গুরু।
(অর্থাৎ যাঁরা সগুণ-উপাসনা ছেড়ে নির্গুণ-উপাসনা করতে চান তাঁদের পক্ষে যথার্থ নির্গুণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা খুবই দুরূহ।)

অঙ্ক অগুন আখর সগুন সমুঝিঅ উভয় প্রকার।
খোএঁ রাখেঁ আপু ভল তুলসী চারু বিচার ॥৭৪

তুলসীদাস বলছেন, নির্গুণ ব্রহ্ম (১, ২, ৩ ইত্যাদি) অঙ্কের মতো, আর সগুণ ব্রহ্ম (এক, দুই, তিন ইত্যাদি) অক্ষরের মতো। এখন দুই রীতিকেই ভালো করে বুঝতে হবে। আর কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা রাখব তা ভালো করে বিচার করে দেখতে হবে।

অর্থজ্ঞান

পরমারথ পহিচানি মতি লসতি বিষয়ঁ লপটানি।
নিকসি চিতা তেঁ অধজরতি মানহুঁ সতী পরানি ॥৭৫

পরমার্থের পরিচয় হয়ে গেলেও বিষয়ে আসক্ত বুদ্ধিকে মনে হয় যেন চিতায় নিক্ষিপ্ত হয়ে কোন অর্থলিপ্ত সতী ছুটে পালাচ্ছে।

পূর্ণত্যাগ

খরিয়া খরী কপূর সব উচিত ন পিয় তিয় লাগি।
কৈ খরিয়া মোহি মেলি কৈ বিমল বিবেক বিরাগ ॥৭৬

হে প্রিয়, তোমার এই ঝুলিতে যখন গোপীচন্দন, কর্পূর ইত্যাদি জিনিস রাখছ তখন তোমার পত্নীত্যাগ করা উচিত নয়। তাই, হয় আমাকেও এই ঝুলিতে নাও, নয় বিশুদ্ধ জ্ঞান আর বৈরাগ্য অবলম্বন করো।

(শোনা যায় তুলসীদাস স্ত্রীর এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ ঝুলি ফেলে দিয়েছিলেন)

রামপ্রেমপুর

ঘর কীন্হেঁ ঘর জাত হৈ ঘর ছাঁড়ে ঘর জাই।
তুলসী ঘর বন বীচহীঁ রাম প্রেম পুর ছাই।৭৭

তুলসীদাস বলছেন, ঘর করলে আসল ঘর ভাঙে আর সে ঘর ছাড়লে এ ঘর ভাঙে। তাই তুমি ঘর আর বনের মধ্যে যা ছেয়ে আছে সেই রামচন্দ্রের প্রেমনগরে বাস করো।

সন্তোষ

দিএঁ পীঠি পাছে লগৈ সনমুখ হোত পরাই।
তুলসী সম্পতি ছাহ জ্যোঁ লখি দিন বৈঠি গঁবাই।৭৮

তুলসীদাস বলছেন, ধন শরীরের ছায়ার মতো। এদিকে পিঠ ফিরিয়ে চললে এ: পিছে পিছে চলবে আর সামনে হয়ে চললে দূরে সরে যাবে। এ কথা বুঝে ঘরে বসেই দিন কাটাও। (সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরে বসেই ঈশ্বরচিন্তা করো।)

বিষয়আশাই দুঃখমূল

তুলসী অদ্‌ভুত দেবতা আসা দেবী নাম।
সেয়েঁ সোক সমর্পঈ বিমুখ ভএঁ অভিরাম ।৭৯

তুলসীদাস বলছেন, আশাদেবী নামে এক অদ্ভুত দেবী আছেন। তাঁকে সেবা করলে তিনি দুঃখ দেন আর এঁর প্রতি বিমুখ হলে, সুখ দেন।

মোহমহিমা

সোঈ সেঁবর তেই সুবা সেবত সদা বসন্ত।
তুলসী মহিমা মোহ কী সুনত সরাহত সন্ত ॥৮০

সেই শিমুল সেই তোতা আর সেই সদা-সেবমান বসন্ত। (তোতা বার বার দেখেছে যে এ ফলে শাঁস নেই) তবু মোহের বশে বসন্ত ঋতু এলেই সে সর্বদা তার উপরই এসে বসছে। তুলসীদাস বলছেন, একথা শুনে সন্তজনও মোহের মহিমাকে বাহবা দেন।

শ্রীমদ বক্র ন কীহ্ন কেহি প্রভুতা বধির ন কাহি।
মৃগলোচনি কে নৈন সর কো অস লাগ ন জাহি ॥৮১

ধনগর্ব যাকে কুটিল করে নি এমন কে আছে? প্রভুত্ব যাকে বধির করে নি, এমন কে আছে? সুন্দরী নারীর নয়নবাণ যাকে বিদ্ধ করে নি এমন কে আছে?

মায়া সৈন্য

ব্যাপি রহেউ সংসার মহুঁ মায়া কটক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভ কপট পাষণ্ড ।৮২

মায়ার প্রচণ্ড সেনা সারা সংসারে ছড়িয়ে আছে। কামাদি (কাম ক্রোধ ইত্যাদি) বীর এর সেনাপতি, আর দম্ভ, কপটতা, পাষণ্ডতা এর যোদ্ধা।

তাত তীনি অতি প্রবল খল কাম ক্রোধ অরু লোভ।
মুনি বিগ্যান ধাম মন করহিঁ নিমিষ মহুঁ ছোভ ॥৮৩

হে তাত! কাম, ক্রোধ আর লোভ এই দুর্বৃত্ত তিনজন অত্যন্ত বলবান। এরা জ্ঞানের আধার মুনিদের মনেও পলক ফেলতে ফেলতেই বিক্ষোভ জন্মিয়ে দেয়।

জ্ঞানমার্গের কাঠিন্য

কহত কঠিন সমুঝত কঠিন সাধত কঠিন বিবেক।
হোই ঘুনাচ্ছর ন্যায় জৌঁ পুনি প্রত্যূহ অনেক ॥৮৪

জ্ঞান কী তা বোঝানো কঠিন, বোঝা কঠিন আর তার সাধনাও কঠিন। যদি ঘুণাক্ষর ন্যায়ে কেউ জ্ঞান পেয়েও যায় তবু তাতেও (তাকে রক্ষা করতেও) অনেক বিঘ্ন।

অনন্যতা

এক ভরোসো এক বল এক আস বিস্বাস।
এক রাম ঘন স্যাম হিত চাতক তুলসীদাস ॥৮৫

এক ভরোসা, এক বল, এক আশা আর এক বিশ্বাস। এক রামরূপ শ্যামঘনের (মেঘের) জন্যেই তুলসীদাস চাতক বনেছে।

একাঙ্গী প্রেম

জৌঁ ঘন বরষৈঁ সময় সির জৌঁ ভরি জনম উদাস।
তুলসী যা চিত চাতকহি তউ তিহারী আস ॥৮৬

তুলসীদাস বলছেন, হে রামরূপ মেঘ! তুমি ঠিক সময়ে বর্ষিত হও, বা জন্ম ভরে উদাসীন থাকো তাতে কিছু এসে যায় না, এই চিত্তরূপ চাতক তো তোমারই আশায় থাকবে।

চাতক তুলসী কে মতেঁ স্বাতিহুঁ পিঐ ন পানি।
প্রেম তৃষা বাঢ়তি ভলী ঘটেঁ ঘটৈগী আনি ॥৮৭

হে চাতক! তুলসীদাসের মতে স্বাতি নক্ষত্রে বর্ষিত জলও তুমি পান কর না। কারণ প্রেমপিপাসা বেড়ে যাওয়াই ভালো, সেই পিপাসা যদি কমে তবে প্রেমের নিষ্ঠাই যায় কমে।

রটত রটত রসনা লটী তৃষা সূখি গে অঙ্গ।
তুলসী চাতক প্রেম কো নিত নূতন রুচি রঙ্গ ॥৮৮

প্রিয় মেঘের নাম জপতে জপতে চাতকের জিভও আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে আর পিপাসায় তার সারা অঙ্গ শুকিয়ে গিয়েছে। তুলসীদাস বলছেন, তবুও চাতকের প্রেমের রং তো নিত্য নূতন আর সুন্দরই হতে থাকে।

বরষি পরুষ পাহন পয়দ পংখ করৌ টুক টুক।
তুলসী পরী ন চাহিঐ চতুর চাতকহি চুক ॥৮৯

তুলসীদাস বলছেন, মেঘ কঠিন শিলা বর্ষণ করে চাতকের পাখা টুকরো টুকরো করে দিক, তবু প্রেমের পথে চতুর চাতকের পণরক্ষায় কখনও ভুল করা উচিত নয়।

উপল বরষি গরজত তরজি ডারত কুলিস কঠোর।
চিতব কি চাতক মেঘ তজি কবহুঁ দূসরী ওর ॥৯০

মেঘ কড়্‌কড়্‌ করে গর্জন ক'রে শিলা বৃষ্টি করে আর কঠোর বজ্রপাত ঘটায়। এতেও প্রেমিক চাতক কি মেঘকে ছেড়ে অন্য কোন দিকে তাকায়?

নহিঁ জাচত নহিঁ সংগ্রহী সীস নাই নহি লেই।
ঐসে মানী মাগনেহি কো বারিদ বিন দেই ॥৯১

চাতক মুখ ফুটে চায় না, জল সংগ্রহও করে না, মাথা নিচু করেও নেয় না। এমন মানী চাতককে মেঘ ছাড়া আর কে দিতে পারে?

অনুরাগ

আপু ব্যাধ কো রূপ ধরি কুহৌ কুরঙ্গহি রাগ।
তুলসী জো মৃগ মন মুরৈ পরৈ প্রেম পট দাগ ॥৯২

রাগ (বাণের মধুর স্বর) নিজেই ব্যাধের রূপ ধরে হরিণকে প্রলুব্ধ করে মারে। তুলসীদাস বলছেন, যদি রাগ থেকে হরিণের মন ফিরে যায় তাহলে প্রেমরূপ পরিচ্ছদে দাগ লেগে যায়।

যথার্থ প্রেম

মকর উরগ দাদুর কমঠ জল জীবন জল গেহ।
তুলসী এঁকৈ মীন কো হৈ সাঁচিলো সনেহ ॥৯৩

তুলসীদাস বলছেন, কুমির, জলঢোঁড়া, ব্যাঙ আর কচ্ছপ—এদের জলই জীবন আর জলই ঘর। কিন্তু জলের সঙ্গে যথার্থ প্রেম তো শুধু মাছেরই।

ভালোজনের মানদণ্ড স্বার্থ

হিত পুনীত সব স্বারথহিঁ অরি অসুদ্ধ বিনু চাড়।
নিজ মুখ মানিক সম দসন ভূমি পরে তে হাড় ॥৯৪

যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণ সমস্ত বস্তু পবিত্র আর হিতকর মনে হয়। আর ঈপ্সিত না হলেই, তা অপবিত্র আর শত্রুতুল্য মনে হয়। যেমন, দাঁত যতক্ষণ মুখে থাকে ততক্ষণ মানিকের মতো মূল্যবান থাকে, কিন্তু ঐ দাঁতই যখন খুলে মাটিতে পড়ে তখন তাকে বলে হাড় (তখন তা হাড়ের মতোই অস্পৃশ্য)।

কপটতা

চরণ চোঁচ লোচন রঁগৌ চলৌ মরালী চাল।
ছীর নীর বিবরন সময় বক উঘরত তেহি কাল ॥৯৫

বক নিজের পা ঠোঁট, আর চোখ হাঁসের মতো রাঙিয়ে নিয়ে হাঁসের মতো করে চললেও যখন দুধ আর জলকে পৃথক করার সময় আসে তখন সে ধরা পড়ে।

কুটিলতা

মিলৈ জো সরলহি সরল হ্বৈ কুটিল ন সহজ বিহাই।
সো সহেতু জ্যোঁ বক্র গতি ব্যাল ন বিলহিঁ সমাই ॥৯৬

যে কুটিল সে কখনও তার স্বভাব ছাড়তে পারে না। সে যদি কোন সরল মনের মানুষের সঙ্গে সরল হয়ে মেশে তাহলে বুঝতে হবে যে তার অমন ভাবে চলার কোন-না-কোন কারণ আছে, যেমন, সাপ গর্তে ঢোকার সময় বক্রতা পরিহার করে।

স্বভাবের প্রাধান্য

নীচ নিচাঈ নহিঁ তজই সজ্জনহু কেঁ সঙ্গ।
তুলসী চন্দন বিটপ বসি বিনু বিষ ভএ ন ভুঅঙ্গ ॥৯৭

তুলসীদাস বলছেন, সজ্জনসঙ্গে এলেও যে নীচ সে তার নীচতাকে ত্যাগ করে না। চন্দন-গাছে বাস করেও সাপ নির্বিষ হয় নি।

মিথ্যা মাহুর সজ্জনহি খলহি গরল সম সাঁচ।
তুলসী ছুবত পরাই জ্যোঁ পারদ পাবক আঁচ ॥৯৮

সজ্জনের কাছে অসত্য বিষ আর দুষ্টের কাছে সত্যই বিষতুল্য। সজ্জন অসত্যকে এবং দুষ্ট সত্যকে ছুঁতেই, আঁচ লাগলে পারা যেমন করে উড়ে যায়, তেমনি করে পালায়।

সুকৃত ন সুকৃতী পরিহরই কপট ন কপটী নীচ।
মরত সিখাবন দেই চলে গীধরাজ মারীচ ॥৯৯

পুণ্যাত্মা পুণ্যকে আর নীচ কপট মানুষ কপটতাকে মৃত্যুর মুহূর্তেও ত্যাগ করে না। জটায়ু আর মারীচ মরতে মরতে এই কথাই শিখিয়ে গেল।

সজ্জন ও দুর্জনের ভেদ

অরসর কৌড়ী জো চুকৈ বহুরি দিএঁ কা লাখ।
দুইজ ন চন্দা দেখিঐ উদৌ কহা ভরি পাখ ॥১০০

প্রয়োজনের সময় যদি এক-কড়ি দিলেও হয় অপ্রয়োজনে একলাখ দিলেও লাভ কী? দ্বিতীয়বার চাঁদ যদি না-ই দেখা গেল, তাহলে সারা পক্ষ ধরে চন্দ্রমার বৃদ্ধি হতে থাকলেও তা দেখে কী হবে?

বস্তু ও আধার

মনি ভাজন মধু পারঈ পূরন অমী নিহারি।
কা ছাঁড়িঅ সংগ্রহিঅ কহহু বিবেক বিচারি।১০১

মদিরায় পূর্ণ মণিময় পাত্র আর অমৃতপূর্ণ মাটির পাত্র দেখে একটু বিচার বিবেচনা করে বলো এই দুয়ের মধ্যে কাকে ত্যাগ করা উচিত আর কাকে গ্রহণ করা উচিত?

প্রীতি ও শত্রুতা

উত্তম মধ্যম নীচ গতি পাহন সিকতা পানি।
প্রীতি পরিচ্ছা তিহুন কী বৈর বিতিক্রম জানি ॥১০২

প্রীতির পরীক্ষায় উত্তম, মধ্যম আর অধম—এই তিন জন যথাক্রমে পাথর, বালু আর জলের মতো হয়। কিন্তু শত্রুতা এর বিপরীত। (অর্থাৎ, উত্তম পুরুষের প্রীতি পাথরের দাগের মতো, যা মুছে যায় না; মধ্যম পুরুষের প্রীতি বালুর দাগের মতো যতক্ষণ জোরে বাতাস নেই ততক্ষণই আছে। আর অধমের প্রীতি জলে আঙুলের দাগের

মতো, যা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়। বিপরীত ক্রমে, উত্তম পুরুষের শত্রুতা জলের রেখার মতোই মুহূর্তমাত্র স্থায়ী, মধ্যম পুরুষের শত্রুতা বালুর রেখার মতোই স্বল্পক্ষণ স্থায়ী আর অধমের শত্রুতা পাথরের রেখার মতোই চিরস্থায়ী)

সঙ্গমহিমা

তুলসী ভলো সুসঙ্গ তেঁ পোচ কুসঙ্গতি সোই।
নাউ কিন্নরী তীর অসি লোহ বিলোকহু লোই ॥১০৩

তুলসীদাস বলছেন, ভালো সঙ্গে মানুষ ভালো আর খারাপ সঙ্গে খারাপ হয়ে যায়। দেখো, যে লোহা নৌকায় লাগলে সবাইকে পারে পৌঁছে দেয় আর সেতারে লাগলে মধুর সঙ্গীত শুনিয়ে সুখ দেয়, সেই লোহাই তলোয়ার আর বাণে লেগে মানুষের প্রাণঘাতী হয়।

গ্রহ ভেষজ জল পবন পট পাই কুজোগ সুজোগ।
হোহিঁ কুবস্তু সুবস্তু জগ লখহিঁ সুলচ্ছন লোগ ॥১০৪

গ্রহ, ওষধি, জল, বায়ু আর বস্ত্র—এ-সবই খারাপ আর ভালো সঙ্গ পেয়ে জগতে খারাপ আর ভালো হয়ে যায়। এই রহস্য সুলক্ষণ বুদ্ধিমান লোকই জানতে পারে।

সজ্জনদুর্জনপরীক্ষণ

নীচ নিরাবহিঁ নিরস তরু তুলসী সাঁচহিঁ উখ।
পোষত পয়দ সমান সব বিষ পিয়ূষ কে রূখ ॥১০৫

তুলসীদাস বলছেন, নীচ মানুষ শুকো গাছ ক্ষেত থেকে উপড়ে ফেলে রসালো ইক্ষুতে জলসেচন করে। কিন্তু মেঘ জল বর্ষণ করে বিষ আর অমৃত দুরকম গাছকেই সমানভাবে পোষণ করে।

গুণেরই মূল্য

নিজগুন ঘটত না নাগ নগ পরখি পরিহরত কোল।
তুলসী প্রভু ভূষন কিএ গুঞ্জা বঢ়ে ন মোল ॥১০৬

তুলসীদাস বলছেন, জংলী লোকেরা গজমুক্তা পরীক্ষা করে ছুঁড়ে ফেলে, তাতে তার গুণ কমে যায় না। শ্রীকৃষ্ণ কুঁচ অলঙ্কার রূপে ধারণ করেন, কিন্তু তাতে তার মূল্য বৃদ্ধি হয় না।

মহত্ত্ব

রাকাপতি ষোড়স উঅহিঁ তারা গন সমুদাই।
সকল গিরিন্হ দব লাইঅ বিনু রবি রাতি ন জাই ॥১০৭

চাঁদ যদি সমস্ত তারাদের সঙ্গে নিয়ে আর ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে উদিত হয় আর সমস্ত পাহাড়ে যদি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় তা হলেও সূর্যোদয় ছাড়া রাত কখনও কাটে না।

কলঙ্ক

তুলসী জে কীরতি চহহিঁ পর কী কীরতি খোই।
তিনকে মুঁহ মসি লাগিহৈঁ মিটিহি ন মরিহৈ ধোই ॥১০৮

তুলসীদাস বলছেন, যে অন্যের কীর্তি নষ্ট করে নিজের কীর্তি চায়, তার মুখে কলঙ্ক লাগবে। ধুতে ধুতে মরে গেলেও সে কলঙ্ক যাবে না।

সরলের বিপত্তি

সরল বক্র গতি পঞ্চ গ্রহ চপরি ন চিতবত কাহু।
তুলসী সূধে সূর সসি সময় বিড়ম্বিত রাহু ॥১০৯

তুলসীদাস বলছেন, সরল ও বক্র এই দুই গতিতে চলমান (মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি) এই পাঁচ গ্রহের মধ্যে কারও দিকে রাহু চোখ তুলেও তাকায় না। কিন্তু সরল-গতি সূর্য ও চাঁদকে বিশেষ সময়ে সেই রাহুই ভয় দেখায়।

দুষ্টনিন্দা

নীচ গুড়ী জোঁ্যা জানিবো সুনি লখি তুলসীদাস।
ঢীলি দিএঁ গিরি পরত মহি খৈঁচত চঢ়ত অকাস ॥১১০

তুলসীদাস বলছেন, নীচ লোকদের ভালো করে বুঝে শুনে ঘুড়ির মতো জানবে। ঘুড়ি যেমন ঢিল দিলে মাটিতে গিয়ে পড়ে আর টানলে আকাশে চড়ে (তেমনি অবজ্ঞায় নীচেরা নত হয় কিন্তু আদরে উল্টে মাথায় গিয়ে চড়ে।)

ভরদর বরসত কোস সত বচৈ জেঁ বুঁদ বরাই।
তুলসী তেউ খল বচন সর হুএ গএ ন পরাই ॥১১১

তুলসীদাস বলছেন, যে প্রবলবর্ষণে একশো ক্রোশ পথ চলেও বৃষ্টিবিন্দুতে না ভিজে ফিরতে পারে সেও দুষ্টের বচনবাণে নিহত হয়, পালাতে পারে না। (ঘন বর্ষণের জল থেকেও গা বাঁচানো যায়, কিন্তু খলনিন্দা থেকে বাঁচা দুষ্কর)

পেরত কোলহু মেলি তিল তিলী সনেহী জানি।
দেখি প্রীতি কী রীতি য়হ অব দেখিবী রিসানী ॥১১২

তেলী তিলকে স্নেহময় জেনেও তাকে ঘানিতে ফেলে পেষে। এ তো স্নেহের রীতি দেখলাম এখন ক্রোধের রীতি দেখতে হবে। (অধিক স্নেহে যদি পেষণ আসে তবে ক্রোধে না জানি কী আসবে!)

বচন বেষ ক্যোঁ জানিঐ মনমলীন নর নারি।
সূপনখা মৃগ পূতনা দসমুখ প্রমুখ বিচারি।১১৩

কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের বাহিরের বেশ আর বচন থেকে কেমন করে বোঝা যাবে যে এর মন মলিন? শূর্পনখা, মারীচ, পূতনা আর রাবণাদির উদাহরণ বিচার করো।

বচন বিচার অচার তন মন করতব ছল ছূতি।
তুলসী ক্যোঁ সুখ পাইঐ অন্তরজামিহি ধূতি॥১১৪

তুলসীদাস বলছেন, যার বচনে বিচারে, আচরণে, শরীরে, মনে আর কর্মে ছলনার ছোঁয়া লেগেছে সে এইভাবে অন্তর্যামীকে ঠকিয়ে কেমন করে সুখ পেতে পারে?

অবিবেক

দেস কাল করতা করম বচন বিচার বিহীন।
তে সুরতরু তর দারিদী সুরসরি তীর মলীন॥১১৫

যাদের দেশ, কাল, কর্তা, কর্ম আর বচনের বিচার নেই তারা কল্পতরুর নিচে থাকলেও দরিদ্র, আর গঙ্গার তীরে বাস করলেও পাপীই থেকে যায়।

হারজিত

বোল ন মোটে মারিঐ মোটী রোটী মারু।
জীতি সহস সম হারিবো জীতেঁ হারি নিহারু।১১৬

কাউকে মোটা কথায় (যা মনে কষ্ট দেয়) আঘাত দিও না বরং রুটির মোটা মার মারো

(মুখে খাবার তুলে তার সেবা করো)। এই ভাবে নিজের হারকে হাজার জিতের মতো মনে করো, আর ঐ বাক্যবাণ প্রয়োগে (গালিগালাজে) জিতলেও তাকে হার বলেই জেনো।

রোষ ন রসনা খোলিঐ বরু খোলিঅ তরবারি।
সুনত মধুর পরিনাম হিত বোলিঅ বচন বিচারি ॥১১৭

ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ খুলো না, বরং তলোয়ার খোলাও তার চেয়ে ভালো। ভেবে চিন্তে এমন কথাই বলা উচিত যা শুনতেও মধুর আর পরিণামেও হিতকর।

রক্ষাকবচ

হিয়ো ন তরুনি কটাচ্ছ সর করেউ ন কঠিন সনেহু।
তুলসী তিন কো দেহ কো জগত কবচ করি লেহু ॥১১৮

যার হৃদয় যুবতির কটাক্ষবাণে ঘায়েল হয় নি আর যার বিষয়ে কঠিন আসক্তি নেই, তুলসীদাস বলছেন, তার শরীরকে জগতে রক্ষাকবচ বানানো উচিত।

প্রশংসনীয় কে

লখই অঘানো ভূখ জ্যোঁ লখই জীতি মেঁ হারি।
তুলসী সুমতি সরাহিঐ মগ পগ ধরই বিচারি ॥১১৯

তুলসীদাস বলছেন, যে ক্ষুধার্ত হয়েও নিজেকে তৃপ্ত মনে করে আর জয়েও নিজের হার হল বলে মনে করে এই ভাবে বিচার করে যে পথ চলে সেই প্রশংসার যোগ্য।

অধৈর্য

পাত পাত কো সীঁচিবো ন করু সরগ তরু হেত।
কুটিল কটুক কর ফরৈগো তুলসী করত অচেত ॥১২০

কল্পবৃক্ষ থেকে ফল পাবার জন্যে সমস্ত পাতায় জল সেচন কোরো না। তা করলে যে ফল ফলবে তা হবে যেমন কুটিল তেমনি কটু।

প্রেম ও বিশ্বাসের ফল

অপনো ঐপন নিজ হথা তিয় পূজহিঁ নিজ ভীতি।
করই সকল মন কামনা তুলসী প্রীতি প্রতীতি॥১২১

তুলসীদাস বলছেন, স্ত্রীলোকেরা নিজের ঘরের দেয়ালে নিজের তৈরি চালহলুদের হাতছাপ দিয়ে তাকে পুজো করে এবং তাতে তাদের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এটা প্রেম ও বিশ্বাসের ফল।

শুভনক্ষত্র

শ্রুতি গুন কর গুন পু জুগ মৃগ হয় রেবতী সখাউ।
দেহি লেহি ধন ধরনি ধরু গএহুঁ ন জাইহি কাউ॥১২২

শ্রবণা নক্ষত্র থেকে তিন নক্ষত্র (শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা), হস্ত নক্ষত্র থেকে তিন নক্ষত্র (হস্ত, চিত্রা, স্বাতী), পু থেকে শুরু করে দুই নক্ষত্র (পুষ্য, পুনর্বসু) আর মৃগশিরা, অশ্বিনী, রেবতী আর অনুরাধা—এই বারোটা নক্ষত্রে ধন, জমি আর বন্ধকী কারবার করো। তা করলে ধননাশ হল বলে মনে হলেও তা কখনও হবে না।

কোন্ তিথি কখন হানিকর

রবি হর দিসি গুন রস নয়ন মুনি প্রথমাদিক বার।
তিথি সব কাজ নসাবনী হোই কুজোগ বিচার॥১২৩

দ্বাদশী, একাদশী, দশমী, তৃতীয়া, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী—এই সাত তিথি যদি যথাক্রমে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র আর শনিবারে পড়ে তা হলে এরা সমস্ত কাজ পণ্ড করবে এবং এদের কু-যোগ বলে মনে করতে হবে।

শুভ লক্ষণ

নকুল সুদরসন দরসনী ছেমকরী চক চাষ।
দস দিসি দেখত সগুন সুভ পূজহিঁ মন অভিলাষ॥১২৪

নেউল, মাছ, আয়না, শঙ্খচিল, চক্রবাক এবং নীলকণ্ঠ পাখি—এই দশটি দশদিকের যে কোন দিকে দেখলে তা শুভ লক্ষণ, তা দেখলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

সুনীতি ও রামপ্রেম

চলব নীতি মগ রাম পগ নেহ নিবাহব নীক।
তুলসী পহিরিঅ সো বসন জো ন পখারেঁ ফীক ॥১২৫

নীতির পথে চলা আর শ্রীরামের চরণে প্রেম উদ্‌যাপন করাই শ্রেয়। তুলসীদাস বলছেন, সেই কাপড়ই পরা উচিত যার রং ধুলেও উঠে যাবে না।

নিয়মের চেয়ে প্রেম বড়

বড়ি প্রতীতি গঠিবন্ধ তেঁ বড়ো জোগ তেঁ ছেম।
বড়ো সুসেবক সাঈ তেঁ বড়ো নেম তেঁ প্রেম ॥১২৬

বাহিরের গ্রন্থিবন্ধনের চেয়ে বিশ্বাস বড়ো। যোগের যে ক্ষেম বড়ো, প্রভুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ-সেবক বড়ো আর নিয়মের যে প্রেম বড়ো।

অন্ধত্ব

তুলসী স্বারথ সামুহো পরমারথ তন পীঠি।
অন্ধ কহেঁ দুখ পাইহৈঁ ডিঠিআরো কেহি ডীঠি ॥১২৭

তুলসীদাস বলছেন, যে স্বার্থের শরণ নেয় আর পরমার্থের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রাখে তাকে অন্ধ বললে তো সে মনে দুঃখ পাবে, কিন্তু কোন্ চোখের জন্যে তাকে চক্ষুষ্মান বলা যাবে?

মূর্খতা

কূপ খনত মন্দির জরত আএঁ ধারি ববূর।
বরহিঁ নরহিঁ নিজ কাজ সির কুমতি সিরোমনি কূর ॥১২৮

যারা ঘরে আগুন লাগলে কুয়ো খোঁড়ে, শত্রু আক্রমণ করলে বাবলাগাছ বুনতে শুরু করে, আর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে (ঈশ্বর ছাড়া যেখানে সেখানে) মাথা নত করে তারা মূর্খের শিরোমণি।

অপজস জোগ কি জানকী মনি চোরী কী কান্হ।
তুলসী লোগ রিঝাইবো করষি কাতিবো নান্হ ॥১২৯

জানকী কি অপযশের যোগ্য ছিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণ কি মণি চুরি করেছিলেন? কখনও না। তাই তুলসীদাস বলছেন. জোরে টেনে সূক্ষ্ম সুতো কাটা যেমন কঠিন, সবাইকে প্রসন্ন করাও তেমনি কঠিন।

ঐশ্বর্যমত্ত

তুলসী তোরত তীর তরু বক হিত হংস বিডারি।
বিগত নলিন অলি মলিন জল সুরসরিহু বঢ়িআরি ॥১৩০

তুলসীদাস বলছেন, গঙ্গাও বেড়ে গেলে তীরের গাছপালাদের ভাঙে, বকদের জন্যে হাঁসদের তাড়ায়, পদ্ম এবং ভ্রমরহীন মলিন জলের আধার হয়। (অর্থাৎ ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতে সজ্জনেরাও নানা দোষে আক্রান্ত হয়)।

রাজচর্যা

প্রভুতেঁ প্রভু গন দুখদ লখি প্রজহি সঁভার রাউ।
কর তেঁ হোত কৃপানকো কঠিন ঘোর ঘন ঘাউ ॥১৩১

প্রভুর চেয়ে প্রভুর পরিচারকেরাই বিশেষ দুঃখদায়ী হয়। একথা চিন্তা করে রাজাদের উচিত নিজেই প্রজাদের সামলানো। কারণ হাতের আঘাতের চেয়ে হাতে ধরা তলোয়ারের চোট অনেক বেশি কঠিন আর ভয়ঙ্কর।

মালী ভানু কিসান সম নীতি নিপুন নরপাল।
প্রজা ভাগ বস হোহিঁগে কবহুঁ কবহুঁ কলিকাল ॥১৩২

মালী, সূর্য আর কৃষকের মতো নীতিনিপুণ রাজা প্রজাদের সৌভাগ্যে এই কলিযুগে কদাচিৎ দেখা যায়।
(মালী বিশীর্ণ তরুকে জল দিয়ে তাজা করে তোলে, সূর্য কাউকে প্রত্যক্ষভাবে কষ্ট না দিয়ে সমুদ্র আর নদী থেকে জল টেনে নিয়ে তাই অমৃতধারায় ফিরিয়ে দেয়। কৃষক ক্ষেত তৈরি করে বীজ বোনে, পাকা ফসল কাটে, প্রচণ্ড শ্রমে অন্যের মুখে অন্ন যোগায়)।

কণ্টক করি করি পরত গিরি সাখা সহস খজূরি।
মরহিঁ কুনৃপ করি করি কুনয় সোঁ কুচালি ভব ভূরি ॥১৩৩

যেমন খেজুরের হাজার শাখা গাছে বহু কাঁটা বানিয়ে (নিজেরা) ঝরে পড়ে, তেমনি দুষ্ট রাজারাও নিজেদের দুষ্ট নীতিতে অনর্থ করে করে সংসারে বারে বারে জন্মায় আর মরে।

কাল তোপচী তুপক মহি দারু অনয় করাল।
পাপ পলীতা কঠিন গুরু গোলা পুহুমী পাল ॥১৩৪

কাল (সময়) হল গোলন্দাজ, পৃথিবী হল তোপ। ভয়ঙ্কর কুনীতি হল বারুদ, পাপ হল পলতে, আর রাজাই কঠোর এবং ভারী গোলা। (অর্থাৎ, কুসময় দুষ্ট রাজাকে দিয়ে প্রজাদের সর্বনাশ ঘটায়)।

কর কে কর মন কে মনহিঁ বচন বচন গুন জানি।
ভূপহি ভূলি ন পরিহরৈ বিজয় বিভূতি সয়ানি ॥১৩৫

যে রাজার হাতে হাতের গুণ (রক্ষা করা, দান করা ইত্যাদি) থাকে, মনে থাকে মনের গুণ (প্রজাবৎসলতা উদারতা ইত্যাদি) আর বচনে থাকে বচনের গুণ (মাধুর্য সত্যতা ইত্যাদি ; সেই রাজাকে বিজয়, ঐশ্বর্য আর বুদ্ধিমত্তা ভুল করেও ছাড়ে না।

গোলী বান সুমন্ত্র সর সমুঝি উলটি মন দেখু।
উত্তম মধ্যম নীচ প্রভু বচন বিচারি বিসেষু ॥১৩৬

গুলি, সাধারণ বাণ আর মন্ত্রপুত বাণকে মনে মনে বুঝে এবং এদের ক্রমকে উল্টে নিয়ে দেখো এবং বিচার করো। উত্তম মধ্যম আর অধম রাজার বচন যথাক্রমে এমনই হয়।

(উত্তমরাজার বচন মন্ত্রপুত বাণের মতো হয় অমোঘ, মধ্যম রাজার বচন সাধারণ বাণের মতো ব্যর্থ হলেও হতে পারে আর অধম রাজার বচন ভয়ঙ্কর হয়, কিন্তু লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হলে তাতে আর ভয়ের কিছু থাকে না।)

রসনা মন্ত্রী দসন জন তোষ পোষ নিজ কাজ।
প্রভু কর সেন পদাদিকা বালক রাজ সমাজ ॥১৩৭

মন্ত্রী হল জিভ, অন্যান্য রাজকর্মচারীরা হল দাঁত, হাত পা ইত্যাদি হল রাজার সেনা। সমস্ত প্রজারা হল রাজার সন্তান। এদের তুষ্টি ও পুষ্টিবিধানই হল রাজার কর্তব্য।

শ্রেষ্ঠত্ব

তুলসী ভল বরতরু বঢ়ত নিজ মূলহি অনুকূল।
সবহি ভাঁতি সব কহঁ সুখদ দলনি ফলনি বিনু ফূল ॥১৩৮

তুলসীদাস বলছেন, বটগাছ সেরা গাছ যা নিজের মূলের শক্তি অনুযায়ী বাড়ে, আর বিনা ফুলেই পাতা আর ফলে সবাইকে সবরকমে সুখ দেয়।

ত্রিভুবনের দীপ

সধন সগুন সধরম সগন সবল সুসাই মহীপ।
তুলসী জে অভিমান বিনু তে ত্রিভুবন কে দীপ ॥১৩৯

তুলসীদাস বলছেন, যে রাজা ধনবান, গুণবান, ধর্মাত্মা, সেবকান্বিত, বলবান এবং যোগ্য-প্রভু হয়েও নিরহঙ্কার তিনিই ত্রিভুবনের প্রদীপ।

পৌরুষবলেই কীর্তি

তুলসী নিজ করতূতি বিনু মুকুত জাত জব কোই।
গয়ো অজামিল লোক হরি নাম সক্যো নহিঁ ধোই ॥১৪০

তুলসীদাস বলছেন, যদি কোন জীব নিজের পুরুষার্থ ছাড়াই মুক্ত হয়ে যায় (তাহলে তার কীর্তি হবে না)। অজামিল বিষ্ণুলোকে চলে গিয়েছিল কিন্তু সে তার দুর্নাম ধুয়ে ফেলতে পারল না। (আজও তার তুলনা লোকে পাপীদের সঙ্গেই করে।)

অসময়

আপন ছোড়ো সাথ জব তা দিন হিতূ ন কোই।
তুলসী অম্বুজ অম্বু বিনু তরনি তাসু রিপু হোই ॥১৪১

তুলসীদাস বলছেন, যেদিন নিজের লোকই সঙ্গ ত্যাগ করে, সেদিন আর উপকার করবার কেউ থাকে না। (সূর্য পদ্মের বন্ধু বটে, কিন্তু) যখন জল পদ্মের সঙ্গ ত্যাগ করে, তখন সেই সূর্যই শত্রু হয়ে তাকে পুড়িয়ে মারে।

প্রেরণা

উরবী পরি কলহীন হোই উপর কলাপ্রধান।
তুলসী দেখু কলাপ গতি সাধন ধন পহিচান ॥১৪২

ময়ূরের পাখা যখন মাটির দিকে নিচে পড়ে থাকে তখন তা শোভাহীন হয়ে পড়ে, আর সেই পাখা যখন উপরের দিকে থাকে তখন সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে যায়। তুলসীদাস বলছেন, ময়ূরের পাখার গতি দেখে বোঝো মেঘই এর প্রধান কারণ। (ময়ূরপাখার গতি দেখে তুমি ঘনশ্যাম রামের প্রেমাকর্ষণে উন্মুখ হয়ে নেচে ওঠো।)

সজ্জনপ্রভাব

তুলসী সঙ্গতি পোচ কী সুজনহি হোতি ম-দানি।
জ্যোঁ হরি রূপ সুতাহি তেঁ কীনি গোহারী আনি ॥১৪৩

তুলসীদাস বলছেন, সজ্জনদের নীচ সঙ্গও মঙ্গলদায়ক হয়। যেমন বিষ্ণুরূপধারী কাঠুরিয়ার সঙ্গে পরিণীতা রাজকন্যার চিৎকার শুনে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণু এসে তাঁর সহায় হলেন।

দীনের মহত্ব

তুলসী তৃন জলকূল কো নিরবল নিপট নিকাজ।
কৈ রাখৈ কৈ সংগ চলৈ বাঁহ গহে কী লাজ ॥১৪৪

তুলসীদাস বলছেন, নদীতটের তৃণ অত্যন্ত দুর্বল আর অকেজো হয়, কিন্তু সেই তৃণই ডুবন্ত লোক আঁকড়ে ধরার লজ্জায় সেই শরণাগতকে বাঁচায় অথবা বাঁচানোর চেষ্টায় নিজে উন্মূলিত হয়ে তার সঙ্গেই ডুবে যায়।

কলিযুগ বর্ণনা

পাত পাত কৈ সীঁচিবো বরী বরী কৈ লোন।
তুলসী খোটেঁ চতুরপন কলি ডহকে কহু কো ন ॥১৪৫

তুলসীদাস বলছেন, কলিযুগে লোক গাছের একেকটি পাতা পৃথক্ পৃথক্ করে সেচন করে এবং একেকটি বড়িতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নুন মেশায় (এতে গাছের শিকড়ে জল পৌঁছয় না, তেমনি বড়িতেও সমানভাবে নুন মেশে না)। এ অবস্থায়, বলুন, এই দুর্বুদ্ধিতে কলিযুগের কে না প্রতারিত হয় ? (নিজের কর্মের ফল নিজেরাই ভোগ করে)।

কুসময়ের প্রভাব

তুলসী পাবস কে সময় ধরী কোকিলন মৌন।
অব তো দাদুর বোলিহৈঁ হমেঁ পূছিহৈ কৌন ॥১৪৬

তুলসীদাস বলছেন, বর্ষাঋতুতে কোকিল এই বুঝে মৌন অবলম্বন করে যে এখন তো ব্যাঙ ডাকবে, আমাকে পুছবে কে ?

রামমহিমা

কুপথ কুতরক কুচালি কলি কপট দম্ভ পাষণ্ড।
দহন রাম গুন গ্রাম জিমি ইন্ধন অনল প্রচণ্ড ॥১৪৭

কলিযুগের কুমার্গ, কুতর্ক, কুচাল, কপটতা, দম্ভ আর ভণ্ডামি পোড়ানোর জন্যে রামের গুণরাশি ইন্ধন জ্বালাবার অগ্নির মতোই।

প্রেমকৃষি

বীজ রাম গুন গন নয়ন জল অঙ্কুর পুলকালি।
সুকৃতী সুতন সুখেত বর বিলসত তুলসী সালি ॥১৪৮

যখন পরম পুণ্যাত্মা পুরুষের নির্মল তনুরূপ সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ ক্ষেতে রামচন্দ্রের গুণরাশিরূপ বীজ বোনা হয় আর প্রেমাশ্রুর জলে তা সেচন করা হয়, তুলসীদাস বলছেন, তখন তাতে রোমাঞ্চরূপ অঙ্কুর জন্মায় এবং তখনই তাতে (ভগবৎপ্রেমরূপ) ধান ডগমগ করে ওঠে।

দোহামহিমা

মনিময় দোহা দীপ জহঁ উর ঘর প্রগট প্রকাস।
তহঁ ন মোহ তম ভয় তমী কলি কজ্জলী বিলাস ॥১৪৯

যার হৃদয়রূপ ঘরে এই দোহারূপ মণিময় দীপের প্রকাশ প্রবল হবে, সেখানে মোহরূপ অন্ধকার, ভয়রূপ রাত্রি আর কলিকালরূপ কালিমার বিলাস হতে পারে না।

কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিঐ সাঁচ।
কাম জু আবৈ কামরী কা লৈ করিঅ কুমাচ ? ॥১৫০

(শ্রীরামের গুণকীর্তনে) কথ্যভাষাই হোক আর সংস্কৃতই হোক সেটা বড়ো কথা নয়। যথার্থ প্রেমই প্রয়োজন। যেখানে কম্বলেই কাজ চলে যায় সেখানে উত্তম দো-শালা নিয়ে কী হবে ?